বাংলাদেশ: একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন-২০১৮

প্রতিবেদন

সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক

বাংলাদেশ: একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন-২০১৮

প্রতিবেদন

সম্পাদনা
ড. বদিউল আলম মজুমদার

প্রতিবেদন প্রণয়নে
দিলীপ কুমার সরকার
নেসার আমিন

সহযোগিতায়
সাইফুল সারওয়ার

ডিজাইন
সোহেল রানা

প্রকাশকাল
জানুয়ারি ২০২০

সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক

সচিবালয়: হেরাল্ডিক হাইটস্, ২/২ (লেভেল-৪), মিরপুর রোড, ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।
ফোন: ৯১৩-০৪৭৯ ও ৯১৪-৬২৭১; ফ্যাক্স: ৯১৪-৬১৯৫; **ই-মেইল:** shujan.info@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.shujan.org ও www.votebd.org; **ফেইসবুক:** facebook.com/shujan.bd

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক কথা

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ ও জাতীয় সংসদ নির্বাচন

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন-২০১৮

নির্বাচন পূর্ব চিত্র ও তথ্যঃ

- নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর সংখ্যা
- নির্বাচনের আইনি কাঠামো
- নির্বাচনী এলাকার সীমানা পুনর্নির্ধারণ
- নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীগণের তথ্য
  - বর্তমানে মামলা বেশি আছে এমন শীর্ষ দশজন
  - অতীতে মামলা বেশি ছিল এমন শীর্ষ দশজন
  - বর্তমানে যাঁদের নামে ৩০২ ধারায় মামলা আছে
  - অতীতে যাঁদের নামে ৩০২ ধারায় মামলা ছিল
  - তুলনামূলক অধিক আয়কারী শীর্ষ দশজন
  - অধিক সম্পদশালী দশজন
  - ঋণগ্রহীতা শীর্ষ দশজন
  - করদাতা শীর্ষ দশজন
- প্রজাতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োজিত ব্যক্তিদের তথ্যের তুলনামূলক চিত্র (নবম ও একাদশ)
- প্রজাতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োজিত ব্যক্তিদের তথ্যের তুলনামূলক চিত্র (দশম ও একাদশ)
- একাধিক নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের (নবম ও একাদশ) তুলনামূলক চিত্র (দলভিত্তিক)
- একাধিক নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের (দশম ও একাদশ) তুলনামূলক চিত্র (দলভিত্তিক)
- দলের বিদ্যমান নেতাদের স্বজনদের প্রার্থিতা বিষয়ক তথ্য
- রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ইশতেহার পর্যালোচনা
- একনজরে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন

দ্বিতীয় অধ্যায়

নির্বাচনকালীন চিত্র ও তথ্যঃ

- নির্বাচনের একটি সামগ্রিক চিত্র (গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অবলম্বনে)
- পর্যবেক্ষক ও পর্যবেক্ষক সংস্থার অংশগ্রহণ
- নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা
- আদালতের ভূমিকা

তৃতীয় অধ্যায়

নির্বাচন পরবর্তী চিত্র ও তথ্যঃ

- **নির্বাচনের ফলাফল**
  - নির্বাচনে প্রদত্ত ভোটের হার
  - দলভিত্তিক ফলাফল
  - প্রাপ্ত ফলাফলের দলভিত্তিক বিশ্লেষণ
  - একনজরে দলভিত্তিক জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল (প্রথম-দশম)
  - কেন্দ্রভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ ফলাফলের বিশ্লেষণ
- **বিজয়ী সংসদ সদস্যদের তথ্যের বিশ্লেষণ**
  - নির্বাচিত সংসদ সদস্যগণের তথ্য
    - মামলা বেশি আছে এমন শীর্ষ দশজন
    - ৩০২ ধারায় মামলা আছে যাদের নামে

        - তুলনামূলক অধিক আয়কারী শীর্ষ দশজন
        - অধিক সম্পদশালী দশজন
        - ঋণগ্রহীতা শীর্ষ দশজন
        - করদাতা শীর্ষ দশজন
        - বয়স বিশ্লেষণ
    - আসনভিত্তিক বিস্তারিত ফলাফল (৩০০টি আসন)
    - সংরক্ষিত মহিলা আসন
    - নির্বাচনে বিজয়ী নারী (সাধারণ আসন)
    - ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থেকে বিজয়ী প্রার্থী
- **নির্বাচনী ব্যয়**
    - নির্বাচনে সরকার ও নির্বাচন কমিশনের ব্যয়
    - নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের ব্যয় বিবরণী

চতুর্থ অধ্যায়

- **নির্বাচন নিয়ে মন্তব্য/মূল্যায়ন/প্রতিক্রিয়া**
    - দেশীয় পর্যবেক্ষক সংস্থার মন্তব্য/পর্যবেক্ষণ
    - বিদেশি পর্যবেক্ষক সংস্থার মন্তব্য/পর্যবেক্ষণ
    - বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার মন্তব্য/পর্যবেক্ষণ
    - বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মন্তব্য
    - গণমাধ্যমের প্রতিবেদন (আন্তর্জাতিক)
    - গণমাধ্যমের প্রতিবেদন (স্থানীয়)
- **নির্বাচন উপলক্ষে সুজন কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রমের বিবরণ**
- **শেষকথা**

পরিশিষ্ট-১: জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী কর্তৃক দাখিলকৃত হলফনামার ছক (নমুনা)

প্রথম অধ্যায়

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ ও জাতীয় সংসদ নির্বাচন

প্রারম্ভিক কথা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১১নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে: ''প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে।" অর্থাৎ নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সর্বস্তরে জনপ্রতিনিধিদের শাসন প্রতিষ্ঠা করে গণতান্ত্রিক শাসন কায়েম করা আমাদের সাংবিধানিক অঙ্গীকার। তবে সে নির্বাচন হতে হবে সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য। বস্তুত গণতান্ত্রিক শাসনের প্রথম ও অতি আবশ্যকীয় শর্ত হলো সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন।

সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য তথা 'জেনুইন ইলেকশান' বা সঠিক নির্বাচন করতে বাংলাদেশ রাষ্ট্র আন্তর্জাতিকভাবেও অঙ্গীকারবদ্ধ। কারণ বাংলাদেশ 'সর্বজনীন মানবাধিকার সনদ' ও ইন্টারন্যাশনাল কভেনেন্ট অন সিভিল অ্যান্ড পলিটিক্যাল রাইটস্-এ অন্যতম স্বাক্ষরদাতা একটি দেশ।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ৩০ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে। এটি ছিলো একটি অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন। এতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মহাজোট নৌকা প্রতীক নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। মহাজোটের বিপরীতে ড. কামাল হেসেনের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেয়। জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের সাথে বিশ দলীয় জোটভুক্ত দলগুলোও যুথবদ্ধভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। সব নিবন্ধিত দলের অংশ নেওয়ার কারণে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন শুধু অংশগ্রহণমূলকই ছিলো না, এতে বাংলাদেশের নির্বাচনের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি প্রার্থী অংশ নিয়েছিলেন। অপেক্ষাকৃত বেশি সংখ্যক প্রার্থী একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিলেও এটি প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ছিলো না। কারণ এতে সব দলের সম-সুযোগ না পাওয়ার অভিযোগ উঠে। সম-সুযোগ না পাওয়ার মূল কারণ ছিলো প্রধান রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের – বিএনপি ও জামায়াতের নেতা-কর্মীদের – বিরুদ্ধে মামলা-হামলা ও দমন-পীড়ন।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক না হওয়ার আরেকটি কারণ হলো বিরোধী দলের নেতা-কর্মী ও প্রার্থীদের বিরুদ্ধে হামলা ও তাদের নানাভাবে হয়রানি। একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ উঠে, যা নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক না হওয়ার আরেকটি কারণ। আদালতের ভূমিকাও একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে প্রভাবিত করেছে।

প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক না হবার কারণে একাদশ জাতীয় নির্বাচনের ফলাফলও হয়েছে প্রায় একতরফা। নির্বাচনে ২৯৯টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট পেয়েছে ২৮৮টি আসন। অপরদিকে বিএনপি নেতৃত্বাধীন জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট পেয়েছে মাত্র ৮টি আসন। ২৯ জুন নির্বাচন কমিশন কর্তৃক কেন্দ্রভিত্তিক ফলাফল প্রকাশের উক্ত নির্বাচনের ফলাফলের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন উঠেছে। কেন্দ্রভিত্তিক ফলাফল থেকে দেখা যায়, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ পেয়েছে মোট প্রদত্ত ভোটের ৭৪.৪৪ শতাংশ, অন্যদিকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) পেয়েছে মাত্র ১২.০৭ শতাংশ ভোট। ২১৩টি কেন্দ্রে শতভাগ এবং ১৪১৮টি কেন্দ্রে ৯৬ শতাংশের উপরে ভোট পড়েছে, যা অস্বাভাবিক ঘটনা। বিশ্লেষণে আরও দেখা গেছে যে, ৭৫টি আসনের ৫৮৭টি কেন্দ্রের সকল (১০০%) বৈধ ভোট শুধুমাত্র একজন করে প্রার্থী পেয়েছেন। অন্য কোনো প্রার্থী ১ ভোটও পাননি। এই ৫৮৭টি কেন্দ্রের মধ্যে ৫৮৬টিতে (৯৯.৮৩) সকল ভোট পেয়েছেন নৌকা প্রতীকের প্রার্থী।

উপরোক্ত তথ্যগুলো আমলে নিলে আমরা সহজেই বলতে পারি যে, আমরা এবার এক ধরনের নিয়ন্ত্রিত নির্বাচনই প্রত্যক্ষ করলাম। এরফলে একাদশ নির্বাচনের মাধ্যমে রাজনৈতিক সংকট নিরসনের যে প্রত্যাশা আমরা করেছিলাম তা পূরণ হয়নি। নির্বাচন কমিশনের কার্যকর পদক্ষেপ ছাড়া এবং দলীয় সরকারের অধীনে যে সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হতে পারে না, তা আরেকবার প্রমাণিত হলো।

বর্তমান প্রতিবেদনে নির্বাচন-পূর্ব, নির্বাচনকালীন ও নির্বাচন-পরবর্তী অবস্থা এই তিন পর্বে ভাগ করে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সংক্রান্ত প্রায় সকল প্রাসঙ্গিক তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। এই প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য হলো আমাদের নির্বাচনী ব্যবস্থা বিশ্লেষণ এবং উপরোক্ত নির্বাচন সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ করা, যাতে ভবিষ্যতে পাঠক, লেখক ও গবেষকরা তাঁদের প্রয়োজনে বর্তমান প্রতিবেদনের তথ্য ব্যবহার করে উপকৃত হতে পারেন।

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ ও জাতীয় সংসদ নির্বাচন

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর গৃহীত ১৯৭২-এর সংবিধান অনুসারে বাংলাদেশে সংসদীয় পদ্ধতির সরকারব্যবস্থার প্রবর্তন হয়। এই সংবিধানের আওতায় ১৯৭৩ সালে প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭৫ সালে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মধ্য দিয়ে সরকার পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটে এবং পরবর্তীতে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারপদ্ধতির আওতায়। ১৯৯১ সালে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার পুনঃপ্রবর্তিত হয়। এরপর থেকে অনুষ্ঠিত সকল নির্বাচনই সংসদীয় পদ্ধতির সরকারব্যবস্থার অধীনে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। সর্বশেষ ৩০ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত হয় একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন।

জাতীয় সংসদ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের এক কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা। সহজ সংখ্যাধিক্য পদ্ধতিতে প্রতিটি নির্বাচনী এলাকা থেকে 'ফার্স্ট পাস্ট দ্য পোস্ট' বা সহজ সংখ্যাধিক্য পদ্ধতিতে জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত ৩০০ সদস্যের সমন্বয়ে জাতীয় সংসদ গঠিত। এছাড়াও সংসদে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতির ভিত্তিতে (৩০০ আসনে দলগুলোর প্রাপ্ত আসনের ভিত্তিতে) বর্তমানে ৫০টি সংরক্ষিত নারী আসন রয়েছে।

জাতীয় সংসদের মেয়াদ পাঁচ বছর। নির্বাচনের পর অনুষ্ঠিত প্রথম অধিবেশনের দিন থেকে এই মেয়াদ গণনা শুরু হয়। বাংলাদেশের সংবিধানের ১২৩ (৩) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী[১], সংসদের মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্ববর্তী ৯০ দিনের মধ্যে পরবর্তী সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিধান রয়েছে। যদিও পূর্ববর্তী সংসদের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর এর অধিবেশন বসে। তবে যে কোনো কারণে সংসদ ভেঙে গেলে পরবর্তী ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিধান রয়েছে।

উল্লেখ্য, সংসদের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশক্রমে বিশেষ পরিস্থিতিতে যে কোনো সময় সংসদ ভেঙে দিতে পারেন। দেশে যুদ্ধ দেখা দিলে সংসদের মেয়াদ অনধিক এক বছর বর্ধিত করা যেতে পারে। সংবিধানের ৭২(৩) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, যুদ্ধাবস্থায় ভেঙে যাওয়া সংসদেরও অধিবেশন আহ্বান করতে পারেন রাষ্ট্রপতি।

স্বাধীন বাংলাদেশে এ পর্যন্ত এগারোটি জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। নিম্নে নির্বাচনসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হলো:

সারণি-০১: একনজরে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ (প্রথম-দশম)

সংসদ (তম)	মেয়াদ	সংখ্যাগরিষ্ঠ দল	বিরোধী দল	মন্তব্য
প্রথম জাতীয় সংসদ	৭ এপ্রিল ১৯৭৩ - ৬ নভেম্বর ১৯৭৫	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	প্রযোজ্য নয়	জাসদ ১টি, বাংলাদেশ জাতীয় লীগ ১টি এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ৫টি আসন পায়
দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ	২ এপ্রিল ১৯৭৯ - ২৪ মার্চ, ১৯৮২	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	বিরোধী দলের সংখ্যা ছিল ১১টি। বিরোধীদলীয় নেতা ছিলেন আওয়ামী লীগ-এর আসাদুজ্জামান খান
তৃতীয় জাতীয় সংসদ	১০ জুলাই ১৯৮৬ - ৬ ডিসেম্বর ১৯৮৭	জাতীয় পার্টি	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	বিএনপি ও তার নেতৃত্বাধীন জোট নির্বাচন বর্জন করে
চতুর্থ জাতীয় সংসদ	১৫ এপ্রিল ১৯৮৮ - ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০	জাতীয় পার্টি	আ স ম আব্দুর রব-এর নেতৃত্বাধীন বিরোধী দলীয় জোট	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও বিএনপি নির্বাচন বর্জন করে
পঞ্চম জাতীয় সংসদ	৫ এপ্রিল ১৯৯১ - ২৪ নভেম্বর ১৯৯৫	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদ-এর নেতৃত্বে গঠিত নির্দলীয় অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়
ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ	১৯ মার্চ ১৯৯৬ - ৩০ মার্চ ১৯৯৬	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	প্রযোজ্য নয়	আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টি-সহ প্রায় সকল দল নির্বাচন বর্জন করে। বিএনপি ২৭৮টি, বাংলাদেশ ফ্রিডম পার্টি ১টি এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ১০টি আসন পায়। ৪৯ জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন।
সপ্তম জাতীয় সংসদ	১৪ জুলাই ১৯৯৬ - ১৩ জুলাই ২০০১	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	বিএনপি	নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়
অষ্টম জাতীয় সংসদ	২৮ অক্টোবর ২০০১ - ২৭ অক্টোবর ২০০৬	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়

১ সংসদের মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্ববর্তী ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন করার বিধান প্রবর্তিত হয় সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে।

নবম জাতীয় সংসদ	২৫ জানুয়ারি ২০০৯ - ২৪ জানুয়ারি ২০১৪	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	বিএনপি	নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়
দশম জাতীয় সংসদ	২৯ জানুয়ারি ২০১৪ - বর্তমান	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	জাতীয় পার্টি (দলটি একইসঙ্গে সরকারেরও অংশ ছিল)	দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে বিএনপি নেতৃত্বাধীন ২০ দলীয় জোটসহ প্রায় ৭০ শতাংশ রাজনৈতিক দল এই নির্বাচন বর্জন করে
একাদশ জাতীয় সংসদ	৩০ ডিসেম্বর ২০১৮	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	জাতীয় পার্টি (দলটি একইসঙ্গে সরকারেরও অংশ)	প্রথমবার দলীয় সরকারের অধীনে নিবন্ধিত সকল রাজনৈতিক দল নির্বাচন অংশগ্রহণ করে

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন-২০১৮

২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয় একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। ৩৯টি দল এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। নির্বাচনে ৩০০ আসনের মধ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট ২৮৮টি আসন পেয়ে সরকার গঠন করে। বিএনপি নেতৃত্বাধীন জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট পায় মাত্র ৮টি আসন। নির্বাচনে ২২টি আসন পেয়ে জাতীয় পার্টি (এরশাদ) প্রধান বিরোধী দল হিসেবে আবির্ভূত হয়। সংসদে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা এবং প্রধান বিরোধীদলীয় নেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ। জাতীয় পার্টি সংসদে প্রধান বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করলেও, দলটি সরকারের অংশ। দলের একজন প্রেসিডিয়াম সদস্য পূর্ণ মন্ত্রী, দুইজন প্রেসিডিয়াম সদস্য প্রতিমন্ত্রী।

নির্বাচনের প্রেক্ষাপট

নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন বর্জন করে বিএনপি-সহ দেশের ৭০ শতাংশ রাজনৈতিক দল। তাই একটি অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের আকাঙ্ক্ষায় একাদশ সংসদ নির্বাচনের পূর্বে গণভবনে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু দলগুলোর মধ্যে কোনো সমঝোতা হয়নি। যদিও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের নেতাদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন যে, 'আমার ওপর আস্থা রেখে নির্বাচনে আসেন। অবাধ, নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু ভোটের মাধ্যমে যারা জয়ী হবে, তারা ক্ষমতায় আসবে। নির্বাচনে কোনো হস্তক্ষেপ হবে না[২]।' তথাপিও নানাবিধ কারণে বিএনপি-সহ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো এই নির্বাচনে অংশ নিলেও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের পূর্বশর্ত হিসেবে সুস্থ প্রতিযোগিতার জন্য যে ধরনের অনুকূল পরিবেশ প্রয়োজন ছিল তা সৃষ্টি হয়নি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও তাঁর সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেননি।

উল্লেখ্য, জাতীয় নির্বাচনের পূর্বে রংপুর, রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট, গাজীপুর ও খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। রংপুর সিটি ছাড়া বাকি নির্বাচনগুলো ছিল মূলত নিয়ন্ত্রিত নির্বাচন। নিয়ন্ত্রিত নির্বাচনের কারণে অনেক ভোটারই ভোট দিতে পারেননি এবং কেন্দ্রগুলো ছিল ক্ষমতাসীন দলের নিয়ন্ত্রণে। নির্বাচনগুলোতে দৃশ্যত বড় কোনো ধরনের অঘটন ও সহিংসতা ছাড়া না হলেও নির্বাচনের স্বচ্ছতা ও সুষ্ঠুতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। উক্ত নির্বাচনগুলোর মাধ্যমে 'নিয়ন্ত্রিত নির্বাচনের নতুন মডেল' স্থাপিত হয়, যার ধারাবাহিকতা লক্ষ করা যায় একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে।

তফসিল ঘোষণা

একাদশ সংসদ নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ একটা ইস্যু ছিল। প্রথমে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা হয় ৮ নভেম্বর ২০১৮। কয়েকটি রাজনৈতিক দল ও জোটের দাবি এবং প্রায় সকলের সম্মতির ভিত্তিতে মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখ ৯ দিন পেছানো হয় এবং একইসঙ্গে নির্বাচনের তারিখ ৭ দিন পিছিয়ে ৩০ ডিসেম্বর পুণর্নির্ধারণ করা হয়। পুণর্নির্ধারিত তারিখেই অনুষ্ঠিত হয় একাদশ জাতীয় নির্বাচন।

প্রার্থী মনোনয়ন

ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল এবারের প্রার্থী মনোনয়ন। ছোট-বড় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল উৎসবমূখর পরিবেশে দলীয় মনোনয়ন ফরম বিতরণ ও জমাদানের কাজ সম্পন্ন করে। জানা গিয়েছে যে, রাজনৈতিক দলগুলো ১২ হাজারেরও অধিক মনোনয়ন ফরম বিক্রি করেছিল। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল সর্বোচ্চ ৪৫৮০টি, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ৪০২৩টি ও জাতীয় পার্টি ২৮৬৫টি ফরম বিক্রি করেছিল বলে জানা গিয়েছে। অন্যান্য রাজনৈতিক দলও এক্ষেত্রে পিছিয়ে ছিল না। দলীয় মনোনয়ন প্রদান প্রক্রিয়ায় ফরম সংগ্রহ ও জমাদানকালে শো-ডাউন নিয়ে বড় দুটি দলের বিরুদ্ধে আচরণবিধি ভঙ্গেরও অভিযোগ উঠেছিল। মনোনয়ন বাণিজ্য নিয়েও প্রশ্ন উঠেছিল কোনো কোনো দলে। মনোনয়ন নিয়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলে ব্যাপক বিক্ষোভ ও চেয়ারপার্সনের কার্যালয়ে ইট-পাটকেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে। জাতীয় পার্টি কার্যালয়ে ঘটেছে ব্যাপক ভাঙচুরের ঘটনা। জাতীয় পার্টির মহাসচিব পরিবর্তনের ঘটনা প্রার্থী মনোনয়নকে কেন্দ্র করেই ঘটেছিল বলে জানা গেছে।

শুধুমাত্র মনোনয়ন ফরম বিক্রিই নয়। পূর্বের নির্বাচনগুলোতে একই আসন থেকে একাধিক প্রার্থীকে দলীয় মনোনয়নের চিঠি দেওয়ার ঘটনা ব্যতিক্রমী হলেও এবারের নির্বাচনে বড় দলগুলো, বিশেষ করে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের পক্ষ থেকে ব্যাপক সংখ্যক আসনে একাধিক প্রার্থীকে দলীয় মনোনয়নের চিঠি দেয়া হয়েছিল।

প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ-এর ৯০খ(১) এর (ঈ) ধারায় বলা হয়েছে: 'সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার ওয়ার্ড, ইউনিয়ন, উপজেলা, বা ক্ষেত্রমত থানা ও জেলা কমিটির দলীয় সদস্যগণ সংসদ নির্বাচনের জন্য প্রার্থীর প্যানেল তৈরি করিবে এবং কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারি বোর্ড উক্ত প্যানেল বিবেচনায় নিয়ে প্রার্থী মনোনয়ন চূড়ান্ত করিবে।' কিন্তু এই বিধানটি কোনো দলকেই

[২] প্রথম আলো, ০৩ নভেম্বর ২০১৮

অনুসরণ করতে দেখা যায় যায়নি। নির্বাচন কমিশনকেও বিধানটি প্রতিপালিত না হওয়ার বিষয়ে কোনো প্রশ্ন তুলতে দেখা যায়নি।

মনোনয়নপত্র বাছাই

এবারের নির্বাচনে মনোনয়নপত্র বাছাইয়ে রেকর্ড সংখ্যক ৭৮৬ জনের মনোনয়নপত্র বাতিল করেছিলেন রিটার্নিং কর্মকর্তারা। বাতিলকৃতদের মধ্য থেকে নির্বাচন কমিশন থেকে আপিলে বৈধতা পান ২৪৩ জন। এটিও একটি রেকর্ড। পরবর্তীতে রির্টানিং কর্মকর্তা বা নির্বাচন কমিশন থেকে অবৈধ ঘোষিত অনেকে যেমন বৈধতা পেয়েছেন, তেমনি বৈধতা পাওয়া অনেকে অবৈধ ঘোষিত হয়েছেন আদালত থেকে। মোট ১,৮৬৫ জন প্রার্থী এই নির্বাচনে চূড়ান্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন।

প্রতীক বরাদ্দ

এবারের নির্বাচনে প্রার্থীদের মধ্যে প্রতীক বরাদ্দ করা হয় ১০ ডিসেম্বর ২০১৮। নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলোর স্ব স্ব প্রতীকে নির্বাচন করার বিষয়টি স্বাভাবিক হলেও, এবারের নির্বাচনে ব্যাপক সংখ্যক রাজনৈতিক দলকে দেখা গেছে দলীয় প্রতীক ছেড়ে জোটভুক্ত অন্য দলের প্রতীকে নির্বাচন করতে। এক্ষেত্রে নৌকা ও ধানের শীষ প্রতীকটি ব্যবহৃত হয়েছে সবচেয়ে বেশি। তবে প্রতীক ব্যবহারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি আলোচনা হয়েছে ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে নীতি আদর্শের দিক থেকে পরস্পর বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচন করা নিয়ে। কেননা ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে একদিকে উদার গণতন্ত্রী বলে পরিচিত গণফোরামকে লড়তে দেখা যায়, একই প্রতীক নিয়ে লড়তে দেখা যায় একসময়ের সমাজতন্ত্রের অনুসারীদের এবং ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে লড়তে দেখা যায় মৌলবাদী রাজনীতির ধারক-বাহক ও যুদ্ধাপরাধের দায়ে অভিযুক্ত নিবন্ধন বাতিল হওয়া বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নেতৃবৃন্দকে। ক্ষমতায় যাওয়ার প্রশ্নে এই ধরনের কৌশল ব্যবহার জনমনে নানা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়।

নির্বাচনী প্রচারণা

এবারের নির্বাচনের নির্বাচনী প্রচারণাও শুরু হয়েছিল ১০ ডিসেম্বর ২০১৮ থেকে; যা চলে ২৮ ডিসেম্বর ২০১৮, সকাল ৮টা পর্যন্ত। সহিংসতার মধ্য দিয়েই নির্বাচনী প্রচারণা শুরু হয়। প্রথম দিনই মৃত্যু হয় দুইজন আওয়ামী লীগ কর্মীর। পুরো নির্বাচনী প্রচারণাকালের দৃশ্যপটকে যদি আমরা বিবেচনায় নেই, তবে সেই সময়ের পরিস্থিতিকে সুষ্ঠু নির্বাচন তথা সুস্থ প্রতিযোগিতার অনুকূল মনে করার কোনো অবকাশ নেই। প্রচারণার পুরো সময় জুড়েই রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সংঘর্ষ, নির্বাচনী প্রচারণায় বাধাদান ও হামলা, গ্রেফতারি-হয়রানি ইত্যাদির কারণে অনেক প্রার্থীর নির্বিঘ্নে প্রচার কাজ চালাতে না পারার অভিযোগ উঠেল। দেশের অনেক এলাকাতে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের প্রার্থী-সমর্থকদের বাধার কারণে প্রচারণা চালাতে না পারা, বাড়িতে অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকা, বাধাদান ও হামলার পরেও ঝুঁকি নিয়ে প্রচারণা চালানো ইত্যাদি অভিযোগ পাওয়া যায়। আবার বাধা না থাকা সত্ত্বেও অনেক জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের প্রার্থীকে প্রচারে নামতে দেখা না যাওয়ার অভিযোগও আছে। তবে বিভিন্ন মামলায় গ্রেফতারি-হয়রানি অব্যাহত থাকায় জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ভীতি বিরাজ করায় তারা নির্বাচনী প্রচারণায় নামেননি বলে জানা যায়। তবে মহাজোট কর্মী-সমর্থকদের বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষের নির্বাচনী প্রচারণায় হামলার অভিযোগ বেশি হলেও, এই হামলা একপাক্ষিক ছিল না। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে, নির্বাচনী প্রচারণাকালে নিহত ৬ জনের মধ্যে ৫ জনই ছিল ক্ষমতাসীন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাথে সংশ্লিষ্ট। নির্বাচনী প্রচারণার চিত্র দেখে নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য কতটা সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে তা নিয়ে জনমনে প্রশ্ন তৈরি হয়।

ভোট গ্রহণ

ভোটারদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল নির্বাচনের দিনটি। নির্বাচনী প্রচারণাকালে পরিস্থিতি স্বাভাবিক না থাকায় ভোটের দিনের পরিবেশ শান্তিপূর্ণ থাকবে কি না তা নিয়ে ভোটারদের মধ্যে সংশয় ছিল। ভোটের দিনে সারাদেশে ব্যাপক সহিংসতা পরিলক্ষিত না হলেও সীমিত আকারের সহিংসতায় প্রাণহানি ঘটেছে কমপক্ষে ১৭ জনের, আহত হয়েছে দুই শতাধিক (নিহতদের অধিকাংশই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কর্মী-সমর্থক)। এই দিনের সবচেয়ে আলোচিত বিষয় ছিল অধিকাংশ এলাকাতেই বিএনপির তথা জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের প্রার্থী ও নেতা-কর্মীদের নির্বাচনের মাঠে অনুপস্থিতি। এমনকি বেশিরভাগ কেন্দ্রে পোলিং এজেন্ট-এর অনুপস্থিতি। এছাড়াও নির্বাচনের দিনের নির্বাচনী অনিয়মেরও অনেক অভিযোগ গোচরে আসে। অনিয়মের অভিযোগগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল: জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের পোলিং এজেন্টদের ভয়ভীতি দেখিয়ে বা মারধর করে ভোটকেন্দ্র থেকে বের করে দেয়া, ভোটের আগের রাতে মহাজোট প্রার্থীদের প্রতীকে ভোট দিয়ে বাক্স ভরে রাখা, বাইরে থেকে ব্যালট ভরা বাক্স ভোটকেন্দ্রে নিয়ে আসা, কোনো কোনো কেন্দ্রে ১১টা সাড়ে ১১টার মধ্যেই ব্যালট পেপার শেষ হয়ে যাওয়া, কোনো কোনো ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে প্রবেশে বাধা দেয়া, ভোটারদের প্রকাশ্যে সিল মারতে বাধ্য করা, দীর্ঘ সময় লম্বা লাইন করে দাঁড়িয়ে থাকলেও ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ না করা, কোনো কোনো কেন্দ্রে অস্বাভাবিক বেশি বা কম ভোট পড়া, ভোট পড়ার ক্ষেত্রে ইভিএম-এ ভোটগ্রহণ করা আসনগুলোর সাথে অন্যান্য আসনের অসামঞ্জস্যতা ইত্যাদি। এই নির্বাচনী অনিয়মগুলোর ক্ষেত্রে নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অনেকেই অনিয়মের সহযোগীর ভূমিকা পালন করেছে বলে অভিযোগ উঠে। নির্বাচনী অনিয়মের অভিযোগে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট তথা বিএনপি নির্বাচন চলাকালে এই নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা না দিলেও জাতীয় ঐক্যফ্রন্টভুক্ত প্রায় শ'খানেক প্রার্থী নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দেন।

নির্বাচন পূর্ব চিত্র ও তথ্য

নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর সংখ্যা

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকালে বাংলাদেশে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের সংখ্যা ছিল ৩৯টি। সবগুলো দলই উক্ত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মহাজোট নৌকা ও লাঙ্গল প্রতীক নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। মহাজোটের শরিকরা হলো: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (নৌকা প্রতীক নিয়ে ২৬১ জন), জাতীয় পার্টি-এরশাদ (মোট প্রার্থী ১৭৮, এর মধ্যে মহাজোটভুক্ত ২৬), জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-ইনু (মোট প্রার্থী ১২, এর মধ্যে মহাজোটভুক্ত ৩), বিকল্পধারা বাংলাদেশ (মোট প্রার্থী ২৬, এর মধ্যে মহাজোটভুক্ত ৩), বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি (মোট প্রার্থী ৮, এর মধ্যে মহাজোটভুক্ত ৫), তরিকত ফেডারেশন (মোট প্রার্থী ১৭, এর মধ্যে মহাজোটভুক্ত ১), জাতীয় পার্টি-জেপি (মোট প্রার্থী ১১, এর মধ্যে মহাজোটভুক্ত ১)।

সারণি-০২: একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন: মহাজোটভুক্ত দলগুলো থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীর সংখ্যা

ক্রম	দলের নাম	মোট প্রার্থীর সংখ্যা (জন)	মহাজোটভুক্ত প্রার্থীর সংখ্যা (জন)
১.	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৬১	২৬১
২.	জাতীয় পার্টি-এরশাদ	১৭৮	২৬
৩.	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-ইনু	১২	৩
৪.	বিকল্পধারা বাংলাদেশ	২৬	৩
৫.	বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি	৮	৫
৬.	তরিকত ফেডারেশন	১৭	১
৭.	জাতীয় পার্টি-জেপি	১১	১

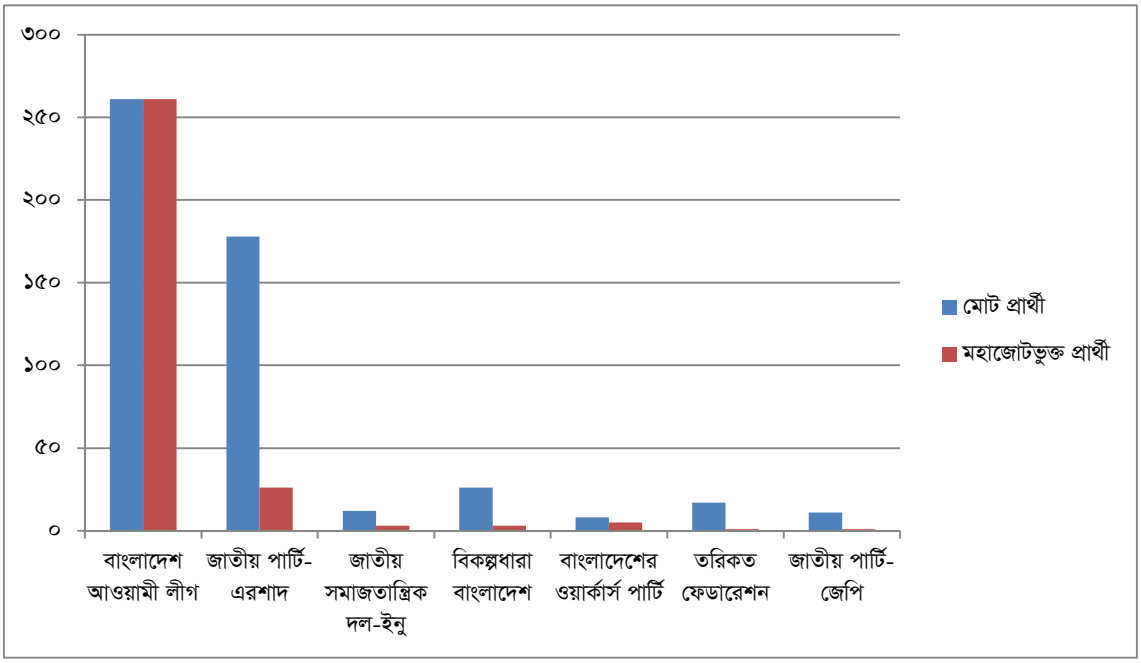

মহাজোটের বিপরীতে ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেয়। জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের সাথে বিশ দলীয় জোটভুক্ত দলগুলোও যুথবদ্ধভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট ও বিশ দলীয় জোটভুক্ত দলগুলো হলো: বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি (ধানের শীষ নিয়ে ২২৯ জন), গণফোরাম (মোট প্রার্থী ২৭, এর মধ্যে ঐক্যফ্রন্টভুক্ত ১০), নাগরিক ঐক্য (মোট প্রার্থী ৪, এর মধ্যে ঐক্যফ্রন্টভুক্ত ৪), জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি (মোট প্রার্থী ১৯, এর মধ্যে ঐক্যফ্রন্টভুক্ত ৪), বাংলাদেশ কৃষক

শ্রমিক জনতা লীগ (মোট প্রার্থী ৮, এর মধ্যে ঐক্যফ্রন্টভুক্ত ৩), জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ (মোট প্রার্থী ৮, এর মধ্যে ঐক্যফ্রন্টভুক্ত ৩), বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি (মোট প্রার্থী ২, এর মধ্যে ঐক্যফ্রন্টভুক্ত ১), বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী (মোট প্রার্থী ২১, এর মধ্যে ১ জন স্বতন্ত্র এবং ঐক্যফ্রন্টভুক্ত ২০) এবং লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি-এলডিপি (মোট প্রার্থী ৮, এর মধ্যে ঐক্যফ্রন্টভুক্ত ৫), খেলাফত মজলিশ (মোট প্রার্থী ১২, এর মধ্যে ঐক্যফ্রন্টভুক্ত ২), জাতীয় পার্টি-জাফর (মোট প্রার্থী ১, এর মধ্যে ঐক্যফ্রন্টভুক্ত ১), পিপলস পার্টি অফ বাংলাদেশ-পিপিবি (মোট প্রার্থী ১, এর মধ্যে ঐক্যফ্রন্টভুক্ত ১), ন্যাশনাল পিপলস পার্টি (মোট প্রার্থী ৮১, এর মধ্যে ঐক্যফ্রন্টভুক্ত ১), বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি-বিজেপি (মোট প্রার্থী ৩, এর মধ্যে ঐক্যফ্রন্টভুক্ত ১), লেবার পার্টি (মোট প্রার্থী ১, এর মধ্যে ঐক্যফ্রন্টভুক্ত ১)। এছাড়া বগুড়া-৭ আসনের ট্রাক প্রতীক নিয়ে দাঁড়ানো স্বতন্ত্র প্রার্থী রেজাউল করিম বাবলুকে ঐক্যফ্রন্ট সমর্থন জানায়।

উল্লেখ্য, নাগরিক ঐক্য, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী (হাইকোর্ট কর্তৃক নিবন্ধন স্থগিত), জাতীয় পার্টি (জাফর), পিপলস পার্টি অব বাংলাদেশ (পিপিবি) এবং লেবার পার্টি অনিবন্ধিত দল হওয়ায় ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করে। মহাজোটের মোট ২৭৩ জন প্রার্থী নৌকা প্রতীক এবং জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের মোট ২৮২ জন ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।

সারণি-০৩: একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন: জাতীয় ঐক্যফ্রন্টভুক্ত দলগুলো থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীর সংখ্যা

ক্রম	দলের নাম	মোট প্রার্থীর সংখ্যা (জন)	ঐক্যফ্রন্টভুক্ত প্রার্থীর সংখ্যা (জন)
১.	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি	২২৯	২২৯
২.	গণফোরাম	২৭	১০
৩.	নাগরিক ঐক্য	৪	৪
৪.	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি	১৯	৪
৫.	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ	৮	৩
৬.	জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ	৮	৩
৭.	বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি	২	১
৮.	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	২১	২০
৯.	লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি-এলডিপি	৮	৫
১০.	খেলাফত মজলিশ	১২	২
১১.	জাতীয় পার্টি-জাফর	১	১
১২.	পিপলস পার্টি অফ বাংলাদেশ-পিপিবি	১	১
১৩.	ন্যাশনাল পিপলস পার্টি	৮১	১
১৪.	বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি-বিজেপি	৩	১
১৫.	লেবার পার্টি	১	১

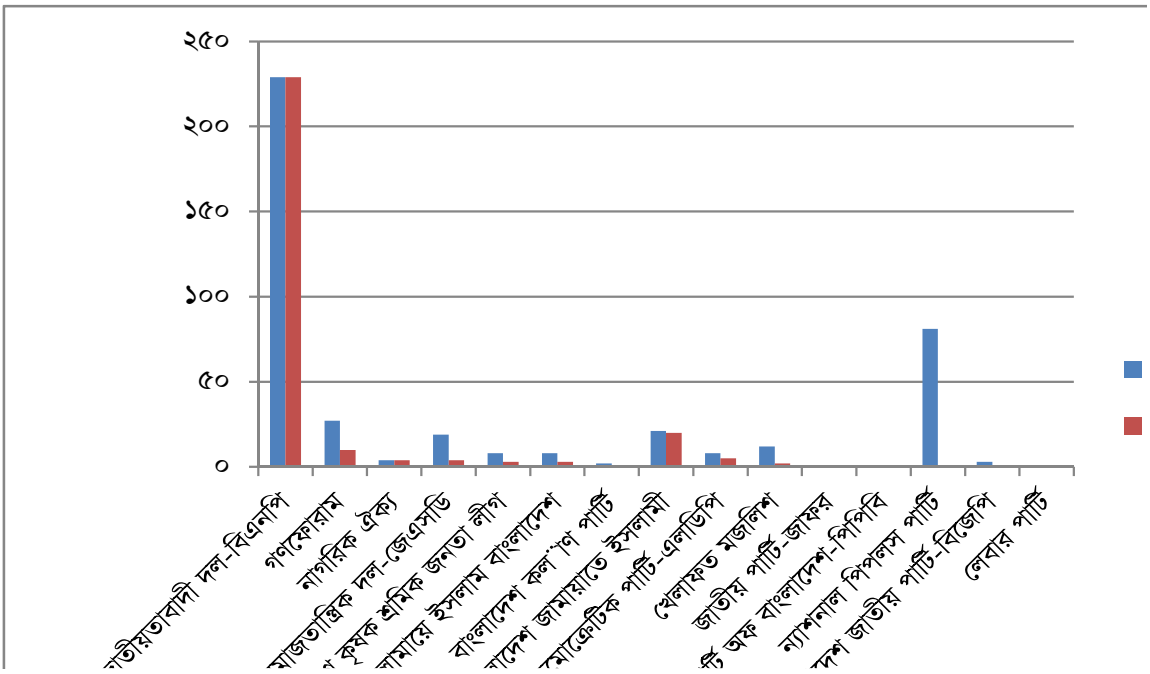

মহাজোট ও জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট ছাড়াও এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বাম গণতান্ত্রিক জোট এবং ইসলামী ঐক্যজোট। বাম গণতান্ত্রিক জোটের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল: বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি; বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল; বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি; বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী); গণসংহতি আন্দোলন; বাংলাদেশের ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগ; গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টি; এবং বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন)। মোট ৩৯টি নিবন্ধিত দলের সবগুলোই একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেয়, ফলে দশম জাতীয় সংসদের একতরফা নির্বাচনের পরিবর্তে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনটি ছিলো অংশগ্রহণমূলক।

সব নিবন্ধিত দলের অংশ নেওয়ার কারণে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন শুধু অংশগ্রহণমূলকই ছিলো না, এতে বাংলাদেশের নির্বাচনের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি প্রার্থী অংশ নিয়েছিলেন। নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলো ব্যাপক সংখ্যক মনোনয়ন ফরম (১২ হাজারেরও অধিক) বিক্রি করেছিল। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল সর্বোচ্চ ৪,৫৮০টি, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ৪,০২৩টি ও জাতীয় পার্টি ২,৮৬৫টি ফরম বিক্রি করেছে। অন্যান্য রাজনৈতিক দলও এক্ষেত্রে পিছিয়ে ছিল না। মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন ৩,০৬৫ জন প্রার্থী[৩]। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের হিসাব মতে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের পর এই নির্বাচনে চূড়ান্ত প্রার্থীর সংখ্যা ছিলো ১,৮৬৫ জন।

প্রসঙ্গত, মনোনয়নপত্র বাছাই প্রক্রিয়ায় রিটার্নিং কর্মকর্তাগণ ৭৮৬ জন প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল করেন, যাদের প্রায় সবাই ছিলেন জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট ও বিশ দলীয় জোট মনোনীত, যদিও এদের কেউ কেউ নির্বাচন কমিশন ও আদালতে আপিল করে প্রার্থিতা ফেরত পান। তবে মোট ১৪টি আসনে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট মনোনীত এবং ১৮ আসনে ধানের শীষের কোনো প্রার্থী ছিলো না। যদিও কিছু আসনে তারা অন্য প্রার্থীদেরকে সমর্থন দিয়েছিল। উল্লেখ্য, যে ১৮টি আসনে ধানের শীষের কোনো প্রার্থী ছিল না সে আসনগুলো হলো: দিনাজপুর-৩, নীলফামারী-৪, গাইবান্ধা-৩, গাইবান্ধা-৪, জয়পুরহাট-১, বগুড়া-৭ রাজশাহী-৬, নাটোর-৪, ঝিনাইদহ-২, জামালপুর-১, জামালপুর-৪, মানিকগঞ্জ-৩, ঢাকা-১, ঢাকা-২০, নরসিংদী-৩, সিলেট-২, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৪, চট্টগ্রাম-১৪।

উল্লেখ্য, ৫০টি সংরক্ষিত আসন থেকে নির্বাচিত নারী সংসদ সদস্যদের দলভিত্তিক আসন বণ্টন হলো বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ৪৩টি, জাতীয় পার্টি (এরশাদ) ৪টি, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি ২টি এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ১টি। ৫০টি সংরক্ষিত নারী আসনে নির্বাচনের পর ৩৫০ আসনবিশিষ্ট একাদশ জাতীয় সংসদে দলভিত্তিক আসন সংখ্যা দাঁড়ায় আওয়ামী লীগ থেকে ৩০১ জন, জাতীয় পার্টি থেকে ২৬ জন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল থেকে ৭ জন, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি থেকে ৫ জন, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-ইনু) থেকে ২ জন, গণফোরাম থেকে ০২ জন, জাতীয় পার্টি (জেপি) থেকে ১ জন, বিকল্পধারা বাংলাদেশ থেকে ২ জন এবং স্বতন্ত্র থেকে ৩ জন।

৩ *প্রথম আলো*, 'মনোনয়ন ফরম বিক্রিতে এগিয়ে বিএনপি' ১৮ নভেম্বর ২০১৮।

সারণি-০৪: একাদশ সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী রাজনৈতিক দল			
ক্রম	দলের নাম	প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থী সংখ্যা (জন)	মোট বিজয়ী প্রার্থীর সংখ্যা (জন)
১.	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৬১	২৫৮
২.	জাতীয় পার্টি (এরশাদ)	১৭৮	২২
৩.	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	২৫৬	০৬
৪.	গণফোরাম	২৭	০২
৫.	বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি	০৮	০৩
৬.	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-ইনু)	১২	০২
৭.	বাংলাদেশ তরীকত ফেডারেশন	১৭	০১
৮.	জাতীয় পার্টি (জেপি)	১১	০১
৯.	বিকল্পধারা বাংলাদেশ	২৬	০২
১০.	বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্ট (বিএনএফ)	৫৭	০
১১.	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি	০৯	০
১২.	বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস	০৬	০
১৩.	গণফ্রন্ট	১৩	০
১৪.	বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট	২৫	০
১৫.	গণতন্ত্রী পার্টি	০৬	০
১৬.	ইসলামী ঐক্যজোট	২৫	০
১৭.	বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (এম এল)	০২	০
১৮.	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি	৭৪	০
১৯.	লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি	০৮	০
২০.	বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	২৩	০
২১.	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ	৪৭	০
২২.	বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল	৪৪	০
২৩.	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি)	১৯	০
২৪.	জাকের পার্টি	৮৯	০
২৫.	জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি	০৪	০
২৬.	কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ	০৮	০
২৭.	বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি	০২	০
২৮.	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	২৯৮	০
২৯.	ন্যাশনাল পিপলস পার্টি	৮১	০
৩০.	বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি)	০৪	০
৩১.	বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি	১০	০
৩২.	প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দল	১৪	০
৩৩.	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (বাংলাদেশ ন্যাপ)	০৩	০
৩৪.	ইসলামিক ফ্রন্ট বাংলাদেশ	১৮	০
৩৫.	বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি	২৮	০
৩৬.	খেলাফত মজলিশ	১২	০
৩৭.	জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ	০৮	০
৩৮.	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (বিএমএল)	০১	০
৩৯.	বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোট (মুক্তিজোট)	০২	০
৪০.	স্বতন্ত্র	১২৯	০৩
	মোট	১,৮৬৫	৩০০

নির্বাচনের আইনি কাঠামো

সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন বহুলাংশে নির্ভর করে আইনি কাঠামোর ওপর। আইনি কাঠামো যথাযথ হলেই সুষ্ঠু নির্বাচনের পথ সুগম হয়। বাংলাদেশে নির্বাচনের আইনগত ভিত্তি হলো সংবিধান। তবে সাংবিধানিক নির্দেশনাকে পরিপূর্ণতা দেওয়ার জন্য বেশ কিছু আইন ও বিধি-বিধান রয়েছে। এসব আইন ও বিধি-বিধানই সম্মিলিতভাবে বাংলাদেশে নির্বাচনের আইনগত কাঠামো তৈরি করে থাকে। নির্বাচনের আইনি নির্দেশনা সম্বলিত এই আইনগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে: *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ*, ১৯৭২; *নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা ২০০৮*; *রাজনৈতিক দল নিবন্ধন বিধিমালা*, ২০০৮; *রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা*, ২০০৮; *ভোটার তালিকা আইন*, ২০০৯; *ভোটার তালিকা বিধিমালা*, ২০১২ এবং *নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ অধ্যাদেশ*, ১৯৭৬। এর বাইরেও ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনসহ নাগরিকের অধিকার সংশ্লিষ্ট আইনগুলো নির্বাচনী পরিবেশের ওপর প্রভাব ফেলে।

১.১ বাংলাদেশের সংবিধান: গণতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের সপ্তম ভাগ নির্বাচন সংক্রান্ত। এই ভাগে নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা, কমিশনের দায়িত্ব, কমিশনের জনবল, ভোটার তালিকা, নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময়, সংসদের নির্বাচন সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের ক্ষমতা, নির্বাচনী আইন ও নির্বাচনের বৈধতা, কমিশনকে নির্বাহী বিভাগের সহায়তা প্রদানের বাধ্যবাধকতা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে এসব সাংবিধানিক বিধানের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে।

সংবিধানের ১১৮নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে: 'প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অনধিক চার জন নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া বাংলাদেশের একটি নির্বাচন কমিশন থাকিবে এবং উক্ত বিষয়ে প্রণীত কোন আইনের বিধানাবলী-সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে নিয়োগদান করিবেন।'

নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব সম্পর্কে সংবিধানের ১১৯নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে: '(১) রাষ্ট্রপতি পদের ও সংসদের নির্বাচনের জন্য ভোটার-তালিকা প্রস্তুতকরণের তত্ত্বাবধান, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ এবং অনুরূপ নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং নির্বাচন কমিশন এই সংবিধান ও আইনানুযায়ী (ক) রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করিবেন; (খ) সংসদ-সদস্যদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করিবেন; (গ) সংসদে নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ করিবেন; এবং (ঘ) রাষ্ট্রপতির পদের এবং সংসদের নির্বাচনের জন্য ভোটার-তালিকা প্রস্তুত করিবেন। (২) উপরি-উক্ত দফাসমূহে নির্ধারিত দায়িত্বসমূহের অতিরিক্ত যেরূপ দায়িত্ব এই সংবিধান বা অন্য কোন আইনের দ্বারা নির্ধারিত হইবে, নির্বাচন কমিশন সেইরূপ দায়িত্ব পালন করিবেন।'

সংবিধান ছাড়াও আমাদের সর্বোচ্চ আদালত তার বিভিন্ন রায়ের মাধ্যমে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনার জন্য আইনগত দিক থেকে নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী করেছে, নির্বাচন কমিশনকে অগাধ ক্ষমতা দিয়েছে, এমনকি নির্বাচন বাতিল করারও ক্ষমতা দিয়েছে। কমিশন কর্তৃক নির্বাচন বাতিলের ব্যাপারে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের একাধিক রায় রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, *আলতাফ হোসেন বনাম আবুল কাশেম* মামলার [৪৫ডিএলআর (এডি)(১৯৯৩)] রায়ে বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ সর্বসম্মত রায়ে বলেন: ''তত্ত্বাবধান (superintendence), নির্দেশ (direction)ও নিয়ন্ত্রণে'র (control) বিধানের অধীনে নির্বাচন কমিশনকে যে অন্তর্নিহিত (inheret) ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে তার অর্থ হলো যে, শুধুমাত্র সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের লক্ষ্যে কমিশনের আইনি বিধিবিধানের সঙ্গে সংযোজনেরও ক্ষমতা রয়েছে।' আইনি বিধিবিধান প্রণয়ন করার ক্ষমতা একমাত্র আইনসভার। কিন্তু সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের খাতিরে আমাদের সংবিধান নির্বাচন কমিশনকে সেই ক্ষমতাও দিয়েছে। অর্থাৎ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিধিবিধানের সীমাবদ্ধতা ও অস্পষ্টতা দূর করার ক্ষমতা কমিশনের রয়েছে। প্রসঙ্গত, অনিয়মের তদন্ত করা আইনি বিধিবিধানের সঙ্গে সংযোজন করার ক্ষমতার অংশ [*আলতাফ হোসেন বনাম আবুল কাশেম*]।

নির্বাচন কমিশনের নির্বাচনী ফলাফল বাতিলের ক্ষমতা সম্পর্কে আমাদের উচ্চ আদালতে আরও রায় রয়েছে। *নূর হোসেন বনাম মো. নজরুল ইসলাম* মামলার [৪৫বিএলসি (এডি)(২০০০)] রায়ে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ কমিশনের নির্বাচনী ফলাফল বাতিলের এবং নতুন করে নির্বাচন অনুষ্ঠানের নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে বলে সুস্পষ্ট রায় দেন।

উল্লেখ্য, আমাদের সংবিধান সাম্প্রতিক নির্বাচনগুলোতে প্রভাব ফেলেছে। স্মরণ করা যেতে পারে যে, বর্তমান ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে একটি প্রবল গণআন্দোলনের মুখে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা ১৯৯৬ সালে আমাদের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা। একই দলের নেতৃত্বে ২০১১ সালে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধান থেকে একতরফাভাবে 'মেজরেটারিয়ান' – যাকে জেমস মেডিসন 'টিরানি অব দ্য মেজরিটি' বা সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বৈরতন্ত্র বলে আখ্যায়িত করেছেন – পদ্ধতিতে এ বিধানটি বাদ দেওয়া হয়, যা ছিলো সংবিধানকে 'অস্ত্রে' পরিণত করার সমতুল্য। কারণ এর মাধ্যমে ক্ষমতাসীনদের জন্য ভবিষ্যৎ নির্বাচনে জেতার অনিশ্চয়তা বহুলাংশে দূরীভূত হয়ে যায়।

প্রসঙ্গত, অতীতে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পরিবর্তে দলীয় সরকারের অধীনে বাংলাদেশের ইতিহাসে যতগুলো নির্বাচন হয়েছে, তার সবগুলোতেই ক্ষমতাসীনরা ক্ষমতায় ফিরে এসেছে। সাম্প্রতিককালে প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর লাগামহীন দলীয়করণের কারণে এ সম্ভাবনা বহুলাংশে নিশ্চিয়তায় পরিণত হয়েছে। তাই এটি সুস্পষ্ট যে, সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর কারণে আমাদের ভবিষ্যৎ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভাগ্য অনেকটা পূর্ব নির্ধারিত হয়ে পড়েছে। বস্তুত, এর প্রতিফলনই ঘটেছে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে, যে নির্বাচনে লক্ষ করা গেছে ক্ষমতাসীনদেরকে নির্বাচনে জেতাতে নির্বাচন কমিশন, প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ও ক্ষমতাসীন দলের এক অশুভ আঁতাত।

১.২ গণ প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২: *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ* সংসদ নির্বাচন সম্পর্কিত মূল আইন। এই আইনে নয়টি অধ্যায় রয়েছে: প্রারম্ভিক; নির্বাচন কমিশন; নির্বাচন; নির্বাচনী ব্যয়; নির্বাচনকালীন প্রশাসন ও আচরণ; নির্বাচনী বিরোধ; নির্বাচনী অপরাধ, দণ্ড ও পদ্ধতি; রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন; এবং বিবিধ। এসব বিধি-বিধানের সঠিক প্রয়োগের ওপরই নির্ভর করে নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে* দুটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা হয়েছে। এর প্রথমটি হলো অন-লাইনে মনোনয়নপ্রত্র জমা দেওয়ার বিধান। এ লক্ষ্যে *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের* ১২ ধারায় পরিবর্তন আনা হয়েছে। (পরিশিষ্ট-১)

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে দ্বিতীয় পরিবর্তনটি হলো নির্বাচনে ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) ব্যবহার সম্পর্কিত। এ লক্ষ্যে আইনটির ২৬ ধারায় দুটি উপ-ধারা এবং কয়েকটি উপ-উপ-ধারা যুক্ত করা হয়েছে। এগুলোর মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনকে সংসদ নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহারের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এই ক্ষমতাবলে বিগত জাতীয় নির্বাচনে মাত্র ছয়টি আসনে[৪] ইভিএম ব্যবহার করা হয়, যদিও এটি ব্যবহার নিয়ে কোনোরূপ রাজনৈতিক ঐক্যমত্য বিরাজ করছিলো না[৫]। এ ছয়টি আসনে ইভিএম ব্যবহারের ক্ষেত্রেও গুরুতর সমস্যা দেখা দেয় এবং ইভিএম ব্যবহার করা নির্বাচনী এলাকাসমূহের দেরি করে প্রকাশ করা হয়, যদিও ইভিএম ব্যবহারের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য ছিলো নির্বাচন কমিশনের তাৎক্ষণিকভাবে ফলাফল প্রকাশের সক্ষমতা অর্জন।

১.৩ আইনি কাঠামো সম্পর্কিত অন্যান্য বিধি-বিধান: *ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯* ও *নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ অধ্যাদেশ, ১৯৭৬* আইনি কাঠামো সম্পর্কিত অন্য দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিধি-বিধান, যদিও এগুলোতে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনা হয়নি। তবে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা হয়েছে *নির্বাচন পর্যবেক্ষণ নীতিমালা, ২০১৭*-তে, যদিও পরিবর্তনটি ছিলো মৌখিক। এটি ঘটেছে নির্বাচন কমিশনের সচিব কর্তৃক পর্যবেক্ষদেরকে 'মূর্তি' হিসেবে দাঁড়িয়ে থাকার নির্দেশনার মাধ্যমে[৬]।

[৪] যে ছয়টি আসনে ইভিএম ব্যবহার করা হয় সে আসনগুলো হলো: ঢাকা-৬, ঢাকা ১৩, চট্টগ্রাম-৯, রংপুর-৩, খুলনা-২ এবং সাতক্ষীরা-২।

৫ 'যে তিন কারণে ইভিএমে আপত্তি মাহবুব তালুকদারের', যুগান্তর, ৩০ আগস্ট ২০১৮

৬ দৈনিক আমাদের সময়, ২০ নভেম্বর, ২০১৮

ভোটার তালিকা হালনাগাদ

বাংলাদেশের সংবিধানের ১১৯ ধারায় নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ভোটার তালিকা তৈরির দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের ওপর অর্পণ করা হয়েছে। বৃটিশ শাসনামলের গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সর্বজনীন ভোটাধিকার) ১৯২৮ এর মাধ্যমে নারী-পুরষ নির্বিশেষে সকলের সমান ভোটাধিকারের প্রবর্তন হয়[৭], কিন্তু ভারতের সংবিধানে এই নিয়ম প্রবর্তিত হয় ১৯৫০ সালে। পরবর্তীতে এর ধারাবাহিকতায় স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশেও সর্বজনীন ভোটাধিকার ব্যবস্থা আইনগতভাবে চালু আছে। তবে কারা ভোট দিতে পারবে অর্থাৎ ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবে সে সম্পর্কিত বিধান রয়েছে *ভোটার তালিকা আইন ২০০৯* এ। এই আইনের ৭(১) ধারা অনুসারে ১৮ বা তদুর্ধ্ব বয়সের বাংলাদেশে সকল নাগরিক কোনো একটি ভোটার এলাকার ভোটার তালিকায় নিবন্ধিত হবেন, যদি তিনি যোগ্যতা অর্জনের তারিখে উক্ত এলাকার অধিবাসী বলে গণ্য হন, যদি না তিনি উপযুক্ত আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ বলে ঘোষিত না হন অথবা দালাল আইন (বিশেষ ট্রাইবুনাল) ১৯৭২ বা আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইবুনাল) আইন ১৯৭৩ কর্তৃক দণ্ডিত না হন। এছাড়া কোনো ব্যক্তি কোন অঞ্চলে ভোটার হবেন ইত্যাদি বিষয়ক বিশদ বিধান এই আইনে রয়েছে। এই আইন অনুসারে (ধারা ১১) প্রতিবছর জানুয়ারি মাসে ভোটার তালিকা হালনাগাদ করা বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এছাড়া বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার তালিকা হালনাগাদ করার বিধান থাকলেও নিয়মিত ভোটার তালিকা হালনাগাদ করা হয় না। নির্বাচন কমিশন জনবলের অভাবের কারণে সেটা করা সম্ভব হয় না বলে দাবি করে। ২০১৮ সালের জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখেও ভোটার তালিকা হালনাগাদ করা হয়নি। সর্বশেষ ভোটার তালিকা হালনাগাদ করা হয় ২০১৭ সালে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার তালিকা হালনাগাদ না করার কারণে ২০১৫ এবং ২০১৮ সালের ভোটার তালিকার তথ্যের দিকে তাকালে আমরা দেখি নারীদের সংখ্যা পুরুষ ভোটারের তুলনায় কমে গেছে। এরকম কেন হলো তার কোনো যৌক্তিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। বাড়ি বাড়ি গিয়ে তালিকা হালনাগাদ করার রীতি অনুসরণ করা হলে এরকম হবার কথা নয়।

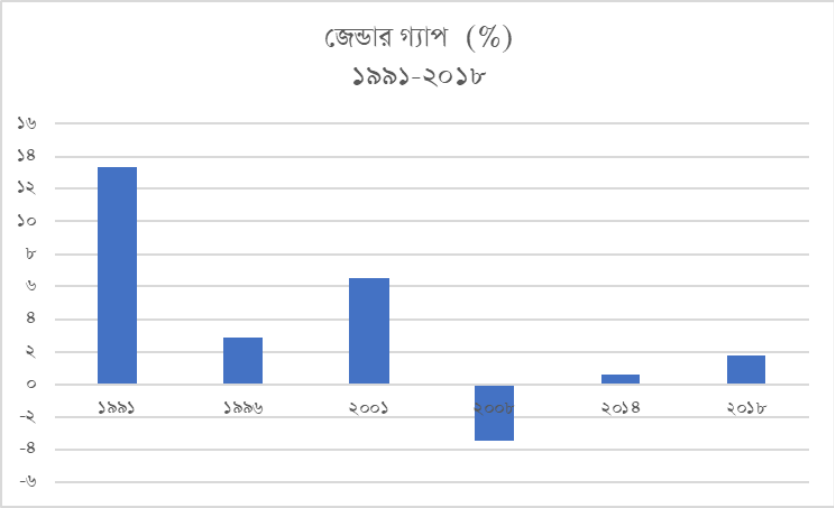

একাদশ সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ২০১৭ সালের জুলাই থেকে ভোটার তালিকা হালনাগাদের কাজ শুরু করে নির্বাচন কমিশন। ২০১৬ সালে ৯ লাখ ৬২ হাজার ২৯৬ জন, ২০১৭ সালে ৩৩ লাখ ৩২ হাজার ৫৯৩ জন নতুন ভোটার অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং ১৭ লাখ ৪৮ হাজার ৯৩৪ জন মৃত ব্যক্তির নাম ভোটার তালিকা থেকে অপসারণ করা হয়। সর্বশেষ ভোটার তালিকা অনুযায়ী সারা দেশে মোট ভোটার ১০ কোটি ৪১ লাখ ৪২ হাজার ৩৮১ জন। এর মধ্যে নারী ভোটার ৫ কোটি ১৬ লাখ ৩০ হাজার ২৭৬ জন (৪৯.৫৮%) এবং পুরুষ ভোটার ৫ কোটি ২৫ লাখ ১২ হাজার জন (৫০.৪২%)। তবে একাদশ সংসদ নির্বাচনের আগ পর্যন্ত নতুন ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

[৭] নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সর্বজনীন ভোটাধিকার নিশ্চিত হয় ইকুয়াল ফ্রেঞ্চাইজের মাধ্যমে, বৃটিশ শাসনামলে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯২৮ এর মধ্য দিয়ে: http://bit.ly/2vrPnfD;

নির্বাচনী এলাকার সীমানা পুনর্নির্ধারণ

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন বাংলাদেশ সংবিধান দ্বারা সংসদ নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত (৭ম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ১১৯)। *সংসদীয় এলাকার সীমানা নির্ধারণ অধ্যাদেশ, ১৯৭৬*-এর ৮(১) ধারা অনুযায়ী প্রত্যেক আদমশুমারির পর নির্বাচনী এলাকার সীমানা পুনর্নির্ধারণ করা নির্বাচন কমিশনের জন্য বাধ্যতামূলক।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে ২০১৮ সালের মার্চ মাসে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে ৩৮টি আসনের সীমানা পরিবর্তনের প্রস্তাব করা হয়। প্রকাশিত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী ছয়টি পদ্ধতি অনুসরণ করে সীমানাবিন্যাস করা হয় – ২০১৩ সালে নির্ধারিত জেলার আসনসংখ্যা ঠিক রাখা, প্রশাসনিক ইউনিট বিশেষ করে উপজেলা এবং সিটি করপোরেশনের ওয়ার্ডের অখণ্ডতা যথাসম্ভব বজায় রাখা, ইউনিয়ন বা পৌর এলাকার ওয়ার্ড একাধিক আসনে বিভাজন না করা, যেসব নতুন প্রশাসনিক এলাকা সৃষ্টি হয়েছে বা বিলুপ্ত হয়েছে তা অন্তর্ভুক্ত করা, বিলুপ্ত ছিটমহল এলাকা অন্তর্ভুক্ত করা এবং ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ও যোগাযোগব্যবস্থা যথাযথ বিবেচনায় রাখা। এই প্রস্তাব অনুযায়ী ১৪টি আসনের জনসংখ্যা জেলার গড় জনসংখ্যার চেয়ে ২৫% কম বা বেশি দেখা যায় এবং জনসংখ্যার ভিত্তিতে ৬২টি আসন ভারসাম্যহীন লক্ষ করা যায়। পরে ৫৫টি আসনের সীমানা নিয়ে সংশ্লিষ্ট এলাকার সংসদ সদস্য ও ভোটারদের পক্ষ থেকে ৬৫১টি আপিল উত্থাপন করা হয়। মোট ৪০৭টি আপিল দায়ের করা হয় নির্বাচন কমিশনের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ও ২৪৪টি দায়ের করা হয় কমিশনের প্রস্তাবের পক্ষে। আপত্তির ওপর শুনানি শেষে চূড়ান্তভাবে ২৪টি আসনের সীমানা পরিবর্তন করে ২০১৮ সালের মে মাসে গেজেট প্রকাশ করা হয়।

উল্লেখ্য, সীমানা নির্ধারণের বিষয়টি রাজনৈতিক নেতাদের জন্য, বিশেষজ্ঞ যারা ভোটযুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন, তাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্বে ২০০৮ সালের সীমানা নির্ধারণ অনুযায়ী নির্বাচন আয়োজনের জন্য বিএনপির একটি প্রতিনিধি নির্বাচন কমিশনে আবেদন জানায়। কিন্তু তাদের দাবি মানা হয়নি। বরং আওয়ামী লীগের দাবি অনুযায়ী ২০১৪ সালের নির্বাচনে যে নির্ধারিত ছিল সে অনুযায়ী (২৪টি আসনের সীমানা পরিবর্তন-সহ) নির্বাচন আয়োজন করা হয়।

সারণি-০৫: জাতীয় সংসদের আসনবিন্যাস-২০১৮ (আসনভিত্তিক ভোটার সংখ্যা-সহ)

জেলা	নির্বাচনী এলাকার নাম	এলাকার বিস্তৃতি	ভোটার সংখ্যা
পঞ্চগড়	১ পঞ্চগড়-১	(ক) পঞ্চগড় সদর উপজেলা,(খ) তেঁতুলিয়া উপজেলা এবং (গ) আটোয়ারী উপজেলা	৩,৭৯,২০৭
পঞ্চগড়	২ পঞ্চগড়-২	(ক) বোদা উপজেলা এবং (খ) দেবীগঞ্জ উপজেলা	৩,৩৪,৮৭৬
ঠাকুরগাঁও	৩ ঠাকুরগাঁও-১	ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলা	৪,২২,৩৪২
ঠাকুরগাঁও	৪ ঠাকুরগাঁও-২	(ক) বালিয়াডাংগী উপজেলা, (খ) হরিপুর উপজেলা এবং (গ) রাণীশংকাইল উপজেলার নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ: (১) ধর্মগড় ও (২) কাশিপুর	২,৭৩,৪৩৩
ঠাকুরগাঁও	৫ ঠাকুরগাঁও-৩	(ক) পীরগঞ্জ উপজেলা এবং (খ) নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ ব্যতীত রাণীশংকাইল উপজেলা: (১) ধর্মগড় ও (২) কাশিপুর	৩,০০,১৬৬
দিনাজপুর	৬ দিনাজপুর-১	(ক) বীরগঞ্জ উপজেলা এবং (খ) কাহারোল উপজেলা	৩,৪৪,০৬৫
দিনাজপুর	৭ দিনাজপুর-২	(ক) বোচাগঞ্জ উপজেলা এবং (খ) বিরল উপজেলা	৩,০৬,৫৭৯
দিনাজপুর	৮ দিনাজপুর-৩	দিনাজপুর সদর উপজেলা	৩,৪৯,৫৬৯
দিনাজপুর	৯ দিনাজপুর-৪	(ক) খানসামা উপজেলা এবং (খ) চিরিরবন্দর উপজেলা	৩,৪২,৮৮৭
দিনাজপুর	১০ দিনাজপুর-৫	(ক) পার্বতীপুর উপজেলা এবং (খ) ফুলবাড়ী উপজেলা	৩,৯৯,২৪৩
দিনাজপুর	১১ দিনাজপুর-৬	(ক) নবাবগঞ্জ উপজেলা (খ) বিরামপুর উপজেলা (গ) হাকিমপুর উপজেলা এবং (ঘ) ঘোড়াঘাট উপজেলা	৪,৬৬,২৪৪
নীলফামারী	১২ নীলফামারী-১	(ক) ডোমার উপজেলা এবং (খ) ডিমলা উপজেলা	৩,৭২,৫৩৮
নীলফামারী	১৩ নীলফামারী-২	নীলফামারী সদর উপজেলা	৩,১১,৭৩৩
নীলফামারী	১৪ নীলফামারী-৩	জলঢাকা উপজেলা	২,৩৬,১৭১
নীলফামারী	১৫ নীলফামারী-৪	(ক) সৈয়দপুর উপজেলা এবং (খ) কিশোরগঞ্জ উপজেলা	৩,৭১,৯৯৫
লালমনিরহাট	১৬ লালমনিরহাট-১	(ক) পাটগ্রাম উপজেলা এবং (খ) হাতীবান্ধা উপজেলা	৩,১৮,১১১
লালমনিরহাট	১৭ লালমনিরহাট-২	(ক) কালীগঞ্জ উপজেলা এবং (খ) আদিতমারী উপজেলা	৩,৪৬,৩৩৮
লালমনিরহাট	১৮ লালমনিরহাট-৩	লালমনিরহাট সদর উপজেলা	২,৫২,১৯৭
রংপুর	১৯ রংপুর-১	(ক) গংগাচড়া উপজেলা এবং (খ) রংপুর সিটি করপোরেশনের ওয়ার্ড নম্বর- ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮	২,৮৭,৯৮৯
রংপুর	২০ রংপুর-২	(ক) তারাগঞ্জ উপজেলা এবং (খ) বদরগঞ্জ উপজেলা	৩,১০,৫৮২

রংপুর	২১ রংপুর-৩	(ক) রংপুর সদর উপজেলা এবং (খ) রংপুর সিটি করপোরেশনের ওয়ার্ড নম্বর- ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ ব্যতিত রংপুর সিটি করপোরেশন।	৪,৪১,৬৭১
রংপুর	২২ রংপুর-৪	(ক) পীরগাছা উপজেলা এবং (খ) কাউনিয়া উপজেলা	৪,১২,৯৯০
রংপুর	২৩ রংপুর-৫	মিঠাপুকুর উপজেলা	৩,৮৬,৪১৪
রংপুর	২৪ রংপুর-৬	পীরগঞ্জ উপজেলা	২,৯২,৯৯৪
কুড়িগ্রাম	২৫ কুড়িগ্রাম-১	(ক) ভূরুঙ্গামারী উপজেলা এবং (খ) নাগেশ্বরী উপজেলা	৪,৬১,৫১৫
কুড়িগ্রাম	২৬ কুড়িগ্রাম-২	(ক) কুড়িগ্রাম সদর উপজেলা (খ) রাজারহাট উপজেলা এবং (গ) ফুলবাড়ী উপজেলা	৪,৯৩,৩৫৩
কুড়িগ্রাম	২৭ কুড়িগ্রাম-৩	উলিপুর উপজেলা	৩,০৩,০১৩
কুড়িগ্রাম	২৮ কুড়িগ্রাম-৪	(ক) রৌমারী উপজেলা (খ) চর রাজিবপুর উপজেলা এবং (গ) চিলমারী উপজেলা।	২,৮৯,১২০
গাইবান্ধা	২৯ গাইবান্ধা-১	সুন্দরগঞ্জ উপজেলা	৩,৩৯,১৪৯
গাইবান্ধা	৩০ গাইবান্ধা-২	গাইবান্ধা সদর উপজেলা	৩,৩৪,৬৬৫
গাইবান্ধা	৩১ গাইবান্ধা-৩	(ক) সাদুল্যাপুর উপজেলা এবং (খ) পলাশবাড়ী উপজেলা	৪,১১,৮৫৩
গাইবান্ধা	৩২ গাইবান্ধা-৪	গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা	৩,৮৬,২৮৯
গাইবান্ধা	৩৩ গাইবান্ধা-৫	(ক) ফুলছড়ি উপজেলা এবং (খ) সাঘাটা উপজেলা	৩,১৩,৭৫৫
জয়পুরহাট	৩৪ জয়পুরহাট-১	(ক) জয়পুরহাট সদর উপজেলা এবং (খ) পাঁচবিবি উপজেলা	৩,৯৯,২৪৫
জয়পুরহাট	৩৫ জয়পুরহাট-২	(ক) আক্কেলপুর উপজেলা (খ) ক্ষেতলাল উপজেলা এবং (গ) কালাই উপজেলা	৩,০৭,২৯৮
বগুড়া	৩৬ বগুড়া-১	(ক) সারিয়াকান্দি উপজেলা (খ) সোনাতলা উপজেলা	৩,১৭,৫৬৯
বগুড়া	৩৭ বগুড়া-২	শিবগঞ্জ উপজেলা	২,৯৬,৪০৬
বগুড়া	৩৮ বগুড়া-৩	(ক) আদমদিঘী উপজেলা এবং (খ) দুপচাঁচিয়া উপজেলা	২,৯৬,৪৬৯
বগুড়া	৩৯ বগুড়া-৪	(ক) কাহালু উপজেলা (খ) নন্দীগ্রাম উপজেলা	৩,১২,০৮১
বগুড়া	৪০ বগুড়া-৫	(ক) শেরপুর উপজেলা এবং (খ) ধুনট উপজেলা	৪,৭৫,৬৩৯
বগুড়া	৪১ বগুড়া-৬	বগুড়া সদর উপজেলা	৩,৮৭,২৭৯
বগুড়া	৪২ বগুড়া-৭	(ক) গাবতলী উপজেলা এবং (খ) শাজাহানপুর উপজেলা	৪,৬১,৫১৫
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৪৩ চাঁপাইনবাবগঞ্জ-১	শিবগঞ্জ উপজেলা	৪,০৫,৮০৫
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৪৪ চাঁপাইনবাবগঞ্জ-২	(ক) ভোলাহাট উপজেলা (খ) গোমস্তাপুর উপজেলা এবং (গ) নাচোল উপজেলা	৩,৭৭,০৫১
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৪৫ চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩	চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলা	৩,৮২,৫৮০
নওগাঁ	৪৬ নওগাঁ-১	(ক) পোরশা উপজেলা (খ) সাপাহার উপজেলা এবং (গ) নিয়ামতপুর উপজেলা	৪,০২,৬৬৯
নওগাঁ	৪৭ নওগাঁ-২	(ক) পত্নীতলা উপজেলা এবং (খ) ধামইরহাট উপজেলা	৩,২২,০৯১
নওগাঁ	৪৮ নওগাঁ-৩	(ক) বদলগাছি উপজেলা এবং (খ) মহাদেবপুর উপজেলা	৩,৮২,৫৩৬
নওগাঁ	৪৯ নওগাঁ-৪	মান্দা উপজেলা	২,৮৯,২৫৫
নওগাঁ	৫০ নওগাঁ-৫	নওগাঁ সদর উপজেলা	৩,১১,৭১৮
নওগাঁ	৫১ নওগাঁ-৬	(ক) রানীনগর উপজেলা এবং (খ) আত্রাই উপজেলা	২,৯৪,৪৯৩
রাজশাহী	৫২ রাজশাহী-১	(ক) গোদাগাড়ী উপজেলা এবং (খ) তানোর উপজেলা	৩,৮৩,৩৫২
রাজশাহী	৫৩ রাজশাহী-২	রাজশাহী সিটি করপোরেশনভুক্ত এলাকা	৩,১৭,৮৫২
রাজশাহী	৫৪ রাজশাহী-৩	(ক) পবা উপজেলা এবং (খ) মোহনপুর উপজেলা	৩,৫৭,৩৭৫
রাজশাহী	৫৫ রাজশাহী-৪	বাগমারা উপজেলা	২,৭৮,০০৮
রাজশাহী	৫৬ রাজশাহী-৫	(ক) দূর্গাপুর উপজেলা এবং (খ) পুঠিয়া উপজেলা	৩,০১,৬৭৬
রাজশাহী	৫৭ রাজশাহী-৬	(ক) চারঘাট উপজেলা এবং (খ) বাঘা উপজেলা	৩,০৪,২৯৮
নাটোর	৫৮ নাটোর-১	(ক) লালপুর উপজেলা এবং (খ) বাগাতিপাড়া উপজেলা	৩,১১,৯৩৩
নাটোর	৫৯ নাটোর-২	(ক) নাটোর সদর উপজেলা এবং (খ) নলডাংগা	৩,৪৩,৯৮৬
নাটোর	৬০ নাটোর-৩	সিংড়া উপজেলা	২,৭৬,১৭০
নাটোর	৬১ নাটোর-৪	(ক) গুরুদাসপুর উপজেলা এবং (খ) বড়াইগ্রাম উপজেলা	৩,৭১,৭৮৮
সিরাজগঞ্জ	৬২ সিরাজগঞ্জ-১	(ক) কাজিপুর উপজেলা এবং (খ) সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ: (১) মেছড়া (২) রতনকান্দি (৩) বাগবাটি (৪) ছোনগাছা ও (৫) বহুলী	৩,৪৫,৬০৩

সিরাজগঞ্জ	৬৩ সিরাজগঞ্জ-২	(ক) নিম্নলিখিত ইউনিয়ন ব্যতীত সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলা: (১) মেছড়া (২) রতনকান্দি (৩) বাগবাটি (৪) ছোনগাছা এবং (খ) কামারখন্দ উপজেলা	৩,৫১,০৯৮
সিরাজগঞ্জ	৬৪ সিরাজগঞ্জ-৩	(ক) রায়গঞ্জ উপজেলা এবং (খ) তাড়াশ উপজেলা	৩,৬৭,৫৪৯
সিরাজগঞ্জ	৬৫ সিরাজগঞ্জ-৪	উল্লাপাড়া উপজেলা	৩,৯১,১১৬
সিরাজগঞ্জ	৬৬ সিরাজগঞ্জ-৫	(ক) বেলকুচি উপজেলা এবং (খ) চৌহালী উপজেলা	৩,৩৯,৯০৬
সিরাজগঞ্জ	৬৭ সিরাজগঞ্জ-৬	(খ) শাহজাদপুর উপজেলা	৪,০১,২০৪
পাবনা	৬৮ পাবনা-১	(ক) সাঁথিয়া উপজেলা এবং (খ) বেড়া উপজেলার নিম্নলিখিত এলাকাসমূহ: (১) বেড়া পৌরসভা (২) হাটুরিয়া নাকালিয়া ইউনিয়ন (৩) নতুন ভারেংগা ইউনিয়ন (৪) চাকলা ইউনিয়ন ও (৫) কৈটোলা ইউনিয়ন	৩,৭৭,৭০৬
পাবনা	৬৯ পাবনা-২	(ক) সুজানগর উপজেলা এবং (খ) নিম্নলিখিত এলাকাসমূহ ব্যতীত বেড়া উপজেলা: (১) বেড়া পৌরসভা (২) হাটুরিয়া নাকালিয়া ইউনিয়ন (৩) নতুন ভারেংগা ইউনিয়ন (৪) চাকলা ইউনিয়ন ও (৫) কৈটোলা ইউনিয়ন	৩,০০,৭৮৯
পাবনা	৭০ পাবনা-৩	(ক) চাঁটমোহর উপজেলা (খ) ভাংগুড়া উপজেলা এবং (গ) ফরিদপুর উপজেলা	৪,০২,৮৩৬
পাবনা	৭১ পাবনা-৪	(ক) আটঘরিয়া উপজেলা এবং (খ) ঈশ্বরদী উপজেলা	৩,৬২,৪৮২
পাবনা	৭২ পাবনা-৫	পাবনা সদর উপজেলা	৪,৩৫,৯০২
মেহেরপুর	৭৩ মেহেরপুর-১	(ক) মেহেরপুর সদর উপজেলা এবং (খ) মুজিবনগর উপজেলা	২,৬৯,৬০৫
মেহেরপুর	৭৪ মেহেরপুর-২	গাংনী উপজেলা	২,২৬,২৮৮
কুষ্টিয়া	৭৫ কুষ্টিয়া-১	দৌলতপুর উপজেলা	৩,৩৬,১১৯
কুষ্টিয়া	৭৬ কুষ্টিয়া-২	(ক) ভেড়ামারা উপজেলা এবং (খ) মিরপুর উপজেলা	৩,৯৯,৬৮৭
কুষ্টিয়া	৭৭ কুষ্টিয়া-৩	কুষ্টিয়া সদর উপজেলা	৩,৭২,৮৪৮
কুষ্টিয়া	৭৮ কুষ্টিয়া-৪	(ক) কুমারখালী উপজেলা এবং (খ) খোকসা উপজেলা	৩,৫১,২৩৪
চুয়াডাঙ্গা	৭৯ চুয়াডাংগা-১	(ক) আলমডাংগা উপজেলা এবং (খ) নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ ব্যতীত চুয়াডাংগা সদর উপজেলা: (১) তিতুদহ ও (২) বেগমপুর (৩) নেহালপুর ও (৪) গড়াইটুপি	৪,৩৭,৮৪৫
চুয়াডাঙ্গা	৮০ চুয়াডাংগা-২	(ক) দামুড়হুদা উপজেলা এবং (খ) জীবননগর উপজেলা এবং (গ) চুয়াডাংগা সদর উপজেলার নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ: (১) তিতুদহ (২) বেগমপুর (৩) নেহালপুর (৪) গড়াইটুপি	৪,১৫,০২৭
ঝিনাইদহ	৮১ ঝিনাইদহ-১	শৈলকূপা উপজেলা	২,৭৬,৩৩৪
ঝিনাইদহ	৮২ ঝিনাইদহ-২	(ক) নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমুহ ব্যতীত ঝিনাইদহ সদর উপজেলা:(১) নলডাংগা (২) ঘোড়াশাল (৩) ফুরসুন্দি ও (৪) মহারাজপুর এবং (খ) হরিণাকুন্ডু উপজেলা	৪,২৩,৫৫৫
ঝিনাইদহ	৮৩ ঝিনাইদহ-৩	(ক) কোর্টচাদপুর উপজেলা এবং (খ) মহেশপুর উপজেলা	৩,৬০,৯১৯
ঝিনাইদহ	৮৪ ঝিনাইদহ-৪	(ক) কালীগঞ্জ উপজেলা এবং (খ) ঝিনাইদহ সদর উপজেলার নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ: (১) নলডাংগা (২) ঘোড়শাল (৩) ফুরসুন্দি ও (৪) মহারাজপুর	২,৮১,৬২১
যশোর	৮৫ যশোর-১	শার্শা উপজেলা	২,৬৩,৬০০
যশোর	৮৬ যশোর-২	(ক) চৌগাছা উপজেলা এবং (খ) ঝিকরগাছা উপজেলা	৪,০৫,৮৮২
যশোর	৮৭ যশোর-৩	বসুন্দিয়া ইউনিয়ন ব্যতীত যশোর সদর উপজেলা	৫,২৩,৩৪৫
যশোর	৮৮ যশোর-৪	(ক) বাঘারপাড়া উপজেলা (খ) অভয়নগর উপজেলা এবং (গ) যশোর সদর উপজেলার বসুন্দিয়া ইউনিয়ন	৩৮৬৯৯১
যশোর	৮৯ যশোর-৫	মনিরামপুর উপজেলা	৩,১৯,০৮৪
যশোর	৯০ যশোর-৬	(ক) কেশবপুর উপজেলা	১,৯৩,৫৭০
মাগুরা	৯১ মাগুরা-১	(ক) শ্রীপুর উপজেলা এবং (খ) নিম্নলিখিত ইউনয়নসমূহ ব্যতীত মাগুরা সদর উপজেলা: (১) শক্রজিৎপুর (২) গোপালগ্রাম (৩) কুচিয়ামোড়া ও (৪) বেরইল পলিতা	৩,৫০,১০৬
মাগুরা	৯২ মাগুরা-২	(ক) মোহাম্মদপুর উপজেলা (খ) শালিখা উপজেলা এবং(গ) মাগুরা সদর উপজেলার নিম্নলিখিত ইউনিয়ন সমূহ: (১) শক্রজিৎপুর (২) গোপালগ্রাম (৩) কুচিয়ামোড়া ৪) বেরইল পলিতা	৩,৩৪,৯৫৩
নড়াইল	৯৩ নড়াইল-১	(ক) কালিয়া উপজেলা এবং (খ) নড়াইল সদর উপজেলার নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ: (১) কলোড়া (২) বিচালি (৩) ভদ্রবিলা (৪) সিঙ্গা শোলপুর ও (৫) শেখ হাটি	২,৩৮,১৭৪
নড়াইল	৯৪ নড়াইল-২	(ক) লোহাগড়া উপজেলা এবং (খ) নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ ব্যতীত নড়াইল সদর উপজেলা: (১) কলোড়া (২) বিচালি (৩) ভদ্রবিলা (৪) সিঙ্গা শোলপুর ও (৫) শেখ হাটি	৩,১৭,৮৪৪
বাগেরহাট	৯৫ বাগেরহাট-১	(ক) ফকিরহাট উপজেলা (খ) মোল্লাহাট উপজেলা এবং(গ) চিতলমারী উপজেলা	৩,০২,৩৩০
বাগেরহাট	৯৬ বাগেরহাট-২	(ক) বাগেরহাট সদর উপজেলা এবং (খ) কচুয়া উপজেলা	২,৮৪,০৯৬

বাগেরহাট	৯৭ বাগেরহাট-৩	(ক) রামপাল উপজেলা এবং (খ) মোংলা উপজেলা	২,২৬,১৯২
বাগেরহাট	৯৮ বাগেরহাট-৪	(ক) মোড়েলগঞ্জ উপজেলা (খ) শরণখোলা উপজেলা	৩,০০,৬৩৬
খুলনা	৯৯ খুলনা-১	(ক) বটিয়াঘাটা উপজেলা (খ) দাকোপ উপজেলা	২,৫৯,৪২০
খুলনা	১০০ খুলনা-২	খুলনা সিটি করপোরেশনের ওয়ার্ড ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০ এবং ৩১	২,৯৪,১১৬
খুলনা	১০১ খুলনা-৩	(ক) খুলনা সিটি করপোরেশনের ওয়ার্ড ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১২, ১৩, ১৪ এবং ১৫ (খ) দিঘলিয়া উপজেলার আড়ংঘাটা ও যোগীপোল ইউনিয়ন	২,২৬,২৮১
খুলনা	১০২ খুলনা-৪	(ক) আড়ংঘাটা ও যোগীপোল ইউনিয়ন ব্যতিত দিঘলিয়া উপজেলা (খ) রূপসা উপজেলা এবং (গ) তেরখাদা উপজেলা	৩,১০,৪৭৬
খুলনা	১০৩ খুলনা-৫	(ক) ফুলতলা উপজেলা (খ) ডুমুরিয়া উপজেলা এবং (গ) গিলাতলা ক্যান্টনমেন্ট এলাকা	৩,৪৪,৪৭০
খুলনা	১০৪ খুলনা-৬	(ক) কয়রা উপজেলা এবং (খ) পাইকগাছা উপজেলা	৩,৬৬,২৩৯
সাতক্ষীরা	১০৫ সাতক্ষীরা-১	(ক) কলারোয়া উপজেলা এবং (খ) তালা উপজেলা	৪,২৩,০৭৩
সাতক্ষীরা	১০৬ সাতক্ষীরা-২	সাতক্ষীরা সদর উপজেলা	৩,৫৬,২৪৬
সাতক্ষীরা	১০৭ সাতক্ষীরা-৩	(ক) আশাশুনি উপজেলা (খ) দেবহাটা উপজেলা এবং (গ) কালিগঞ্জ উপজেলার নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ: (১) চাম্পাফুল (২) ভাড়াশিমলা (৩) তারালী ও (৪) নলতা	৩,৮৭,৩৩৭
সাতক্ষীরা	১০৮ সাতক্ষীরা-৪	(ক) শ্যামনগর উপজেলা এবং (খ) নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ ব্যতীত কালিগঞ্জ উপজেলা: (১) চাম্পাফুল (২) ভাড়াশিমলা (৩) তারালী ও (৪) নলতা	৩,৯৩,৭৬৬
বরগুনা	১০৯ বরগুনা-১	(ক) বরগুনা সদর উপজেলা, (খ) আমতলী উপজেলা, এবং (গ) তালতলি উপজেলা	৪,১৪,৪০২
বরগুনা	১১০ বরগুনা-২	(ক) বামনা উপজেলা (খ) পাথরঘাটা উপজেলা এবং (গ) বেতাগী উপজেলা	২,৬৮,৩৬৬
পটুয়াখালী	১১১ পটুয়াখালী-১	পটুয়াখালী সদর উপজেলা (খ) মির্জাগঞ্জ উপজেলা এবং (গ) দুমকি উপজেলা	৩,৯৩,৪৭৬
পটুয়াখালী	১১২ পটুয়াখালী-২	(ক) বাউফল উপজেলা	২,৫১,৮৭৩
পটুয়াখালী	১১৩ পটুয়াখালী-৩	(ক) দশমিনা উপজেলা (খ) গলাচিপা উপজেলা	২,৯৮,৬৭৩
পটুয়াখালী	১১৪ পটুয়াখালী-৪	(ক) কলাপাড়া উপজেলা (খ) রাঙ্গাবালি উপজেলা	২,৪৯,০৩৬
ভোলা	১১৫ ভোলা-১	ভোলা সদর উপজেলা	৩,১০,০৪৮
ভোলা	১১৬ ভোলা-২	(ক) দৌলতখান উপজেলা এবং (খ) বোরহানউদ্দিন উপজেলা	২,৯৭,২২১
ভোলা	১১৭ ভোলা-৩	(ক) তজুমদ্দিন উপজেলা এবং (খ) লালমোহন উপজেলা	২,৯৩,৫৭২
ভোলা	১১৮ ভোলা-৪	(ক) মনপুরা উপজেলা এবং (খ) চরফ্যাশন উপজেলা	৩,৭২,৯৪৮
বরিশাল	১১৯ বরিশাল-১	(ক) গৌরনদী উপজেলা এবং (খ) আগৈলঝাড়া উপজেলা	২,৫৮,০৩৪
বরিশাল	১২০ বরিশাল-২	(ক) উজিরপুর উপজেলা এবং (খ) বানারীপাড়া উপজেলা	৩,০২,৬৪৪
বরিশাল	১২১ বরিশাল-৩	(ক) মুলাদী উপজেলা এবং (খ) বাবুগঞ্জ উপজেলা	২,৫৪,০২৪
বরিশাল	১২২ বরিশাল-৪	(ক) মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলা এবং (খ) হিজলা উপজেলা	৩,২৩,৫৭৩
বরিশাল	১২৩ বরিশাল-৫	(ক) বরিশাল সিটি করপোরেশনভুক্ত এলাকা এবং (খ) বরিশাল সদর উপজেলা	৩,৯৭,৫২৩
বরিশাল	১২৪ বরিশাল-৬	বাকেরগঞ্জ উপজেলা	২,৪৫,৮৪২
ঝালকাঠী	১২৫ ঝালকাঠি–১	(ক) রাজাপুর উপজেলা এবং (খ) কাঁঠালিয়া উপজেলা	১,৭৮,৮৮৮
ঝালকাঠী	১২৬ ঝালকাঠি–২	(ক) ঝালকাঠি সদর উপজেলা এবং (খ) নলছিটি উপজেলা	২,৯০,৪০৪
পিরোজপুর	১২৭ পিরোজপুর-১	(ক) পিরোজপুর সদর উপজেলা (খ) নাজিরপুর উপজেলা এবং (গ) নেওয়ারাবাদ উপজেলা	৪,১৯,০৯৮
পিরোজপুর	১২৮ পিরোজপুর-২	(ক) কাউখালী উপজেলা (খ) ভান্ডারিয়া উপজেলা এবং (গ) ইন্দুরকানী উপজেলা	২,২০,৫৩২
পিরোজপুর	১২৯ পিরোজপুর-৩	(ক) মঠবাড়ীয়া উপজেলা	১,৮৯,৮০৯
টাঙ্গাইল	১৩০ টাঙ্গাইল-১	(ক) মধুপুর উপজেলা এবং (খ) ধনবাড়ী উপজেলা	৩,৬৫,০৯৫
টাঙ্গাইল	১৩১ টাঙ্গাইল-২	(ক) গোপালপুর উপজেলা এবং (খ) ভুয়াপুর উপজেলা	৩,৪৮,৬৭০
টাঙ্গাইল	১৩২ টাঙ্গাইল-৩	ঘাটাইল উপজেলা	৩,১৮,৫৪৬
টাঙ্গাইল	১৩৩ টাঙ্গাইল-৪	কালিহাতী উপজেলা	৩,১২,১১২
টাঙ্গাইল	১৩৪ টাঙ্গাইল-৫	টাংগাইল সদর উপজেলা	৩,৮০,৩৩৮
টাঙ্গাইল	১৩৫ টাঙ্গাইল-৬	(ক) দেলদুয়ার উপজেলা এবং (খ) নাগরপুর উপজেলা	৩,৯০,৪৪৬
টাঙ্গাইল	১৩৬ টাঙ্গাইল-৬	মির্জাপুর উপজেলা	৩,২২,৬৭৩
টাঙ্গাইল	১৩৭ টাঙ্গাইল-৭	(ক) বাসাইল উপজেলা এবং (খ) সখিপুর উপজেলা	৩,৪৬,৬৪৬
জামালপুর	১৩৮ জামালপুর-১	(ক) বকশীগঞ্জ উপজেলা এবং (খ) দেওয়ানগঞ্জ উপজেলা	৩,৪৬,২৮৬
জামালপুর	১৩৯ জামালপুর-২	(ক) ইসলামপুর উপজেলা	২,২১,১৮৬

জামালপুর	১৪০ জামালপুর-৩	(ক) মাদারগঞ্জ উপজেলা এবং (খ) মেলান্দহ উপজেলা	৪,২৫,১৮৮
জামালপুর	১৪১ জামালপুর-৪	সরিষাবাড়ী উপজেলা	২,৫২,৭৪৫
জামালপুর	১৪২ জামালপুর-৫	জামালপুর সদর উপজেলা	৪,৬৯,৮৯২
শেরপুর	১৪৩ শেরপুর-১	শেরপুর সদর উপজেলা	৩,৫৫,০৩৫
শেরপুর	১৪৪ শেরপুর-২	(ক) নকলা উপজেলা এবং (খ) নালিতাবাড়ী উপজেলা	৩,৪৯,১৫৮
শেরপুর	১৪৫ শেরপুর-৩	(ক) শ্রীবর্দী উপজেলা এবং (খ) ঝিনাইগাতী উপজেলা	৩,২৫,৫২০
ময়মনসিংহ	১৪৬ ময়মনসিংহ-১	(ক) হালুয়াঘাট উপজেলা এবং (খ) ধোবাউড়া উপজেলা	৩,৭৭,২৯৬
ময়মনসিংহ	১৪৭ ময়মনসিংহ-২	(ক) ফুলপুর উপজেলা এবং (খ) তারাকান্দা উপজেলা	৪,৫১,১০৫
ময়মনসিংহ	১৪৮ ময়মনসিংহ-৩	(ক) গৌরীপুর উপজেলা	২,৩৪,৫৯৫
ময়মনসিংহ	১৪৯ ময়মনসিংহ-৪	ময়মনসিংহ সদর উপজেলা	৫,৫৭,০৩১
ময়মনসিংহ	১৫০ ময়মনসিংহ-৫	মুক্তাগাছা উপজেলা	৩,০৬,৫২৫
ময়মনসিংহ	১৫১ ময়মনসিংহ-৬	ফুলবাড়ীয়া উপজেলা	৩,২৫,৭৪০
ময়মনসিংহ	১৫২ ময়মনসিংহ-৭	ত্রিশাল উপজেলা	৩,১৫,৫০৮
ময়মনসিংহ	১৫৩ ময়মনসিংহ-৮	ইশ্বরগঞ্জ উপজেলা	২,৭১,১৯৬
ময়মনসিংহ	১৫৪ ময়মনসিংহ-৯	নান্দাইল উপজেলা	২,৯৪,১০৫
ময়মনসিংহ	১৫৫ ময়মনসিংহ-১০	গফরগাঁও উপজেলা	৩,২৪,৩৪৫
ময়মনসিংহ	১৫৬ ময়মনসিংহ-১১	ভালুকা উপজেলা	২,৯৪,৭৮৮
নেত্রকোণা	১৫৭ নেত্রকোনা-১	(ক) কলমাকান্দা উপজেলা এবং (খ) দূর্গাপুর উপজেলা	৩,৫৩,২০৩
নেত্রকোণা	১৫৮ নেত্রকোনা-২	(ক) নেত্রকোনা সদর উপজেলা এবং (খ) বারহাট্টা উপজেলা	৩,৯৬,২৫৪
নেত্রকোণা	১৫৯ নেত্রকোনা-৩	(ক) আটপাড়া উপজেলা এবং (খ) কেন্দুয়া উপজেলা	৩,৩৪,৪৫৪
নেত্রকোণা	১৬০ নেত্রকোনা-৪	(ক) মোহনগঞ্জ উপজেলা (খ) মদন উপজেলা এবং (গ) খালিয়াজুরী উপজেলা	২,৯৮,২৩৭
নেত্রকোণা	১৬১ নেত্রকোনা-৫	(ক) পূর্বধলা উপজেলা	২,২৪,৫৫৮
কিশোরগঞ্জ	১৬২ কিশোরগঞ্জ-১	(ক) কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা এবং (খ) হোসেনপুর উপজেলা	৪,৩০,১৯৩
কিশোরগঞ্জ	১৬৩ কিশোরগঞ্জ-২	(ক) কটিয়াদী উপজেলা এবং (খ) পাকুন্দিয়া উপজেলা	৪,১৭,৪২০
কিশোরগঞ্জ	১৬৪ কিশোরগঞ্জ-৩	(ক) তাড়াইল উপজেলা এবং (খ) করিমগঞ্জ উপজেলা	৩,৪৭,২০৯
কিশোরগঞ্জ	১৬৫ কিশোরগঞ্জ-৪	(ক) ইটনা উপজেলা (খ) মিঠামইন উপজেলা (গ) অষ্টগ্রাম উপজেলা	৩,২০,২৬৯
কিশোরগঞ্জ	১৬৬ কিশোরগঞ্জ-৫	(ক) নিকলী উপজেলা এবং (খ) বাজিতপুর উপজেলা	২,৭৮,৭০৯
কিশোরগঞ্জ	১৬৭ কিশোরগঞ্জ-৬	(ক) কুলিয়ারচর উপজেলা এবং (খ) ভৈরব উপজেলা	৩,৩২,৬৫১
মানিকগঞ্জ	১৬৮ মানিকগঞ্জ-১	(ক) দৌলতপুর উপজেলা (খ) ঘিওর উপজেলা এবং (গ) শিবালয় উপজেলা	৩,৮৪,৬১০
মানিকগঞ্জ	১৬৯ মানিকগঞ্জ-২	(ক) সিঙ্গাইর উপজেলা (খ) হরিরামপুর উপজেলা এবং (গ) মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার হাটিপাড়া, ভাড়ারিয়া ও পুটাইল ইউনিয়নসমূহ	৪,০৬,২৪৫
মানিকগঞ্জ	১৭০ মানিকগঞ্জ-৩	(ক) হাটিপাড়া, ভাড়ারিয়া ও পুটাইল ইউনিয়নসমূহ ব্যতীত মানিকগঞ্জ সদর উপজেলা এবং (খ) সাটুরিয়া উপজেলা	৩,১৯,৭২২
মুন্সীগঞ্জ	১৭১ মুন্সীগঞ্জ-১	(ক) শ্রীনগর উপজেলা এবং (খ) সিরাজদিখান উপজেলা	৪,৪০,৫৩২
মুন্সীগঞ্জ	১৭২ মুন্সীগঞ্জ-২	(ক) লৌহজং উপজেলা এবং (খ) টংগীবাড়ী উপজেলা	৩,০৫,৯৮৭
মুন্সীগঞ্জ	১৭৩ মুন্সীগঞ্জ-৩	(ক) মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলা এবং (খ) গজারিয়া উপজেলা	৪,১৬,৬৭৭
ঢাকা	১৭৪ ঢাকা-১	(ক) দোহার উপজেলা এবং (খ) নবাবগঞ্জ উপজেলা	৪,৪০,২৮৭
ঢাকা	১৭৫ ঢাকা-২	(ক) নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ ব্যতীত কেরানীগঞ্জ উপজেলা: (১) জিনজিরা (২) আগানগর (৩) তেঘরিয়া (৪) কোন্ডা ও (৫) শুভাঢ্যা (খ) ঢাকা সিটি করপোরেশন ওয়ার্ড ৫৫, ৫৬ ও ৫৭ এবং (গ) সাভার উপজেলার নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ: (১) আমিন বাজার (২) তেতুলঝরা ও (৩) ভকুর্তা	৪,৯৪,৩৪৬
ঢাকা	১৭৬ ঢাকা-৩	কেরানীগঞ্জ উপজেলার নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ: (১) জিনজিরা (২) আগানগর (৩) তেঘরিয়া (৪) কোন্ডা ও (৫) শুভাঢ্যা	৩,১১,৬১৭
ঢাকা	১৭৭ ঢাকা-৪	(ক) ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ওয়ার্ড: ৪৭, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৮ এবং ৫৯	২,৪৫,৮১৩
ঢাকা	১৭৮ ঢাকা-৫	(ক) ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ওয়ার্ড: ৪৮, ৪৯, ৫০, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯ এবং ৭০	৪,৫০,৬০৮
ঢাকা	১৭৯ ঢাকা-৬	ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ওয়ার্ড: ৩৪, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫ ও ৪৬	২,৬৯,৩১৫
ঢাকা	১৮০ ঢাকা-৭	ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ওয়ার্ড: ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১,	৩,২৮,১৮২

		৩২, ৩৩, ৩৫ ও ৩৬	
ঢাকা	১৮১ ঢাকা-৮	ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ওয়ার্ড: ০৮, ০৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৯, ২০ ও ২১	২,৬৪,৮৬৪
ঢাকা	১৮২ ঢাকা-৯	(ক) ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ওয়ার্ড: ০১, ০২, ০৩, ০৪, ০৫, ০৬, ০৭, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪ ও ৭৫	৪,২৫,৪৯৪
ঢাকা	১৮৩ ঢাকা-১০	ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ওয়ার্ড: ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮ ও ২২	৩,১৩,৭৪৪
ঢাকা	১৮৪ ঢাকা-১১	ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের ওয়ার্ড: ২১, ২২, ২৩, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১ ও ৪২	৪,১৫,৪৫৭
ঢাকা	১৮৫ ঢাকা-১২	ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের ওয়ার্ড: ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ৩৫ ও ৩৬	৩,৩৯,৮৩৪
ঢাকা	১৮৬ ঢাকা-১৩	ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের ওয়ার্ড: ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩ ও ৩৪	৩,৭২,৭৭৫
ঢাকা	১৮৭ ঢাকা-১৪	ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের ওয়ার্ড: ০৭, ০৮, ০৯, ১০, ১১, ১২ এবং (খ) সাভার উপজেলার কাউন্দিয়া ইউনিয়ন	৪,০৬,৪৪০
ঢাকা	১৮৮ ঢাকা-১৫	ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের ওয়ার্ড: ০৪, ১৩, ১৪ ও ১৬	৩,৪০,৩৮০
ঢাকা	১৮৯ ঢাকা-১৬	ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের ওয়ার্ড: ০২, ০৩, ০৫ ও ০৬	৩,৭৪,৩৩২
ঢাকা	১৯০ ঢাকা-১৭	(ক) ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের ওয়ার্ড: ১৫, ১৮, ১৯ ও ২০ এবং (খ) ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট এলাকা	৩,১৪,৪৮৮
ঢাকা	১৯১ ঢাকা-১৮	(ক) ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের ওয়ার্ড: ০১, ১৭, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪ ও বিমানবন্দর এলাকা।	৫,৫৫,৭১৩
ঢাকা	১৯২ ঢাকা-১৯	নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমুহ ব্যতীত সাভার উপজেলা: (১) আমিন বাজার, (২) তেতুলঝোড়া, (৩) ভাকুর্তা, ও (৪) কাউন্দিয়া	৭,৪৬,৯৪৭
ঢাকা	১৯৩ ঢাকা-২০	(ক) ধামরাই উপজেলা	৩,২০,২২৩
গাজীপুর	১৯৪ গাজীপুর-১	(ক) কালিয়াকৈর উপজেলা এবং (খ) গাজীপুর সিটি কপোরেশনের ১ হতে ১৮নং ওয়ার্ড	৬,৬৪,৫১৯
গাজীপুর	১৯৫ গাজীপুর-২	(ক) গাজীপুর সিটি কপোরেশনের ১৯ হতে ৩৮নং ওয়ার্ড (খ) গাজীপুর সিটি কপোরেশনের ৪৩ হতে ৫৭নং ওয়ার্ড এবং (গ) গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট এলাকা	৭,৪৫,৭৩৪
গাজীপুর	১৯৬ গাজীপুর-৩	(ক) শ্রীপুর উপজেলা এবং (খ) গাজীপুর সদর উপজেলার মির্জাপুর, ভাওয়াল গড় ও পিরুজালী ইউনিয়ন	৪,৩৬,৬৬৬
গাজীপুর	১৯৭ গাজীপুর-৪	কাপাসিয়া উপজেলা	২,৬৭,৩৯৪
গাজীপুর	১৯৮ গাজীপুর-৫	(ক) কালীগঞ্জ উপজেলা (খ) গাজীপুর সিটি কপোরেশনের ৩৯ হতে ৪২ নং ওয়ার্ড এবং (গ) গাজীপুর সদর উপজেলার বাড়িয়া ইউনিয়ন	৩,০২,৫৫৩
নরসিংদী	১৯৯ নরসিংদী-১	নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ ব্যতীত নরসিংদী সদর উপজেলা: (১) আমদিয়া (২) পাঁচদোনা (৩) মেহেরপাড়া	৩,৮০,০৯৫
নরসিংদী	২০০ নরসিংদী-২	(ক) পলাশ উপজেলা এবং (খ) নরসিংদী সদর উপজেলার নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ:(১) আমদিয়া (২) পাঁচদোনা (৩) মেহেরপাড়া	২,৩৪,৩৭৩
নরসিংদী	২০১ নরসিংদী-৩	(ক) শিবপুর উপজেলা	২,২১,৬০৮
নরসিংদী	২০২ নরসিংদী-৪	(ক) মনোহরদী উপজেলা এবং (খ) বেলাব উপজেলা	৩,৪১,৭৪২
নরসিংদী	২০৩ নরসিংদী-৫	রায়পুরা উপজেলা	৩,৭১,৫৩৫
নারায়ণগঞ্জ	২০৪ নারায়ণগঞ্জ-১	রূপগঞ্জ উপজেলা	৩,৪৯,৭৯১
নারায়ণগঞ্জ	২০৫ নারায়ণগঞ্জ-২	আড়াইহাজার উপজেলা	২,৮৩,৮৬৭
নারায়ণগঞ্জ	২০৬ নারায়ণগঞ্জ-৩	সোনারগাঁও উপজেলা	৩,০৩,৮৭২
নারায়ণগঞ্জ	২০৭ নারায়ণগঞ্জ-৪	(ক) নিম্নলিখিত ইউনিয়ন ব্যতিত নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলা: (১) আলীরটেক (২) গোগনগর এবং (খ) নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের ওয়ার্ড নং: ০১, ০২, ০৩, ০৪, ০৫, ০৬, ০৭, ০৮, ০৯ ও ১০	৬,৫১,১০০
নারায়ণগঞ্জ	২০৮ নারায়ণগঞ্জ-৫	(ক) নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার নিম্নবর্ণিত ইউনিয়ন: (১) আলীরটেক (২) গোগনগর (খ) বন্দর উপজেলা এবং (গ) নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের ওয়ার্ড নং: ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬ ও ২৭	৪,৪৫,৭১৫
রাজবাড়ী	২০৯ রাজবাড়ী-১	(ক) রাজবাড়ী সদর উপজেলা এবং (খ) গোয়ালন্দ উপজেলা	৩,৪৬,৬১৯
রাজবাড়ী	২১০ রাজবাড়ী-২	(ক) পাংশা উপজেলা (খ) কালুখালী এবং (গ) বালিয়াকান্দি উপজেলা	৪,৬২,৪৭৩
ফরিদপুর	২১১ ফরিদপুর-১	(ক) মধুখালী উপজেলা (খ) বোয়ালমারী উপজেলা এবং (গ) আলফাডাংগা উপজেলা	৪,১০,৪৯৯
ফরিদপুর	২১২ ফরিদপুর-২	(ক) নগরকান্দা উপজেলা (খ) সালথা উপজেলা এবং (গ) সদরপুর উপজেলার কৃষ্ণপুর ইউনিয়ন	২,৮৭,৩৭০

ফরিদপুর	২১৩ ফরিদপুর-৩	ফরিদপুর সদর উপজেলা	৩,৫৩,৪৬৯
ফরিদপুর	২১৪ ফরিদপুর-৪	(ক) ভাংগা উপজেলা (খ) চরভদ্রাসন উপজেলা এবং (গ) কৃষ্ণপুর ইউনিয়ন ব্যতীত সদরপুর উপজেলা	৩,৭০,৬৯৫
গোপালগঞ্জ	২১৫ গোপালগঞ্জ-১	(ক) মুকসুদপুর উপজেলা এবং (খ) নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ ব্যতীত কাশিয়ানী উপজেলা: (১) সিংগা (২) হাতিয়াড়া (৩) পুইশুর (৪) বেথুড়ী (৫) নিজামকান্দি (৬) ওড়াকান্দি ও (৭) ফুকরা	৩,২১,৪৫২
গোপালগঞ্জ	২১৬ গোপালগঞ্জ-২	(ক) গোপালগঞ্জ সদর উপজেলা এবং (খ) কাশিয়ানী উপজেলার নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ: (১) সিংগা (২) হাতিয়াড়া (৩) পুইশুর (৪) বেথুড়ী (৫) নিজামকান্দি (৬) ওড়াকান্দি এবং (৭) ফুকরা	৩,১১,৮৬৮
গোপালগঞ্জ	২১৭ গোপালগঞ্জ-৩	(ক) টুংগীপাড়া উপজেলা এবং (খ) কোটালীপাড়া উপজেলা	২,৪৩,৯৮৫
মাদারীপুর	২১৮ মাদারীপুর-১	শিবচর উপজেলা	২,৪৫,০৯১
মাদারীপুর	২১৯ মাদারীপুর-২	(ক) রাজৈর উপজেলা এবং (খ) নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ ব্যতীত মাদারীপুর সদর উপজেলা: (১) খোয়াজপুর (২) ঝাউদি (৩) ঘটমাঝি (৪) মস্তফাপুর ও (৫) কেন্দুয়া	৩,৪৭,২৩০
মাদারীপুর	২২০ মাদারীপুর-৩	(ক) কালকিনি উপজেলা এবং (খ) মাদারীপুর সদর উপজেলার নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ: (১) খোয়াজপুর (২) ঝাউদি (৩) ঘটমাঝি(৪) মস্ত ফাপুর ও (৫) কেন্দুয়া	২,৯৭,৯৫৫
শরীয়তপুর	২২১ শরীয়তপুর-১	(ক) শরীয়তপুর সদর উপজেলা এবং (খ) জাজিরা উপজেলা	২,৯৬,০১৯
শরীয়তপুর	২২২ শরীয়তপুর-২	(ক) নড়িয়া উপজেলা এবং (খ) সখিপুর থানা, উপজেলা: ভেদরগঞ্জ	৩,১০,৩৪৩
শরীয়তপুর	২২৩ শরীয়তপুর-৩	(ক) ডামুড্যা উপজেলা (খ) গোসাইরহাট উপজেলা এবং (গ) ভেদরগঞ্জ থানা, উপজেলা: ভেদরগঞ্জ	২,৫৫,২৯৫
সুনামগঞ্জ	২২৪ সুনামগঞ্জ-১	(ক) ধর্মপাশা উপজেলা (খ) তাহিরপুর উপজেলা এবং (গ) জামালগঞ্জ উপজেলা	৩,৯৯,৩৫৯
সুনামগঞ্জ	২২৫ সুনামগঞ্জ-২	(ক) দিরাই উপজেলা এবং (খ) শাল্লা উপজেলা	২,৫০,৭২১
সুনামগঞ্জ	২২৬ সুনামগঞ্জ-৩	(ক) জগন্নাথপুর উপজেলা এবং (খ) দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলা	২,৯০,৮২৯
সুনামগঞ্জ	২২৭ সুনামগঞ্জ-৪	(ক) সুনামগঞ্জ সদর উপজেলা (খ) বিশ্বম্বরপুর উপজেলা	২,৮৯,০৩০
সুনামগঞ্জ	২২৮ সুনামগঞ্জ-৫	(ক) ছাতক উপজেলা এবং (খ) দোয়ারাবাজার উপজেলা	৪,১১,৮৩০
সিলেট	২২৯ সিলেট-১	(ক) সিলেট সিটি করপোরেশনভুক্ত এলাকা এবং (খ) সিলেট সদর উপজেলা	৫,৪৪,২১৯
সিলেট	২৩০ সিলেট-২	(ক) বিশ্বনাথ উপজেলা এবং (খ) ওসমানী নগর উপজেলা	২,৮৬,৫৮৬
সিলেট	২৩১ সিলেট-৩	(ক) দক্ষিণ সুরমা উপজেলা (খ) ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলা এবং (গ) বালাগঞ্জ উপজেলা	৩,২৩,৬৫৬
সিলেট	২৩২ সিলেট-৪	(ক) কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা (খ) গোয়াইনঘাট উপজেলা এবং (গ) জৈন্তাপুর উপজেলা	৩,৮২,২৩০
সিলেট	২৩৩ সিলেট-৫	(ক) কানাইঘাট উপজেলা এবং (খ) জকিগঞ্জ উপজেলা	৩,২৪,৫০৮
সিলেট	২৩৪ সিলেট-৬	(ক) বিয়ানীবাজার উপজেলা এবং (খ) গোলাপগঞ্জ উপজেলা	৩,৯৩,১১৫
মৌলভীবাজার	২৩৫ মৌলভীবাজার-১	(ক) বড়লেখা উপজেলা এবং (খ) জুড়ী উপজেলা	২,৬৫,৮১৩
মৌলভীবাজার	২৩৬ মৌলভীবাজার-২	(ক) কুলাউড়া উপজেলা	২,৪১,১৭০
মৌলভীবাজার	২৩৭ মৌলভীবাজার-৩	(ক) মৌলভীবাজার সদর উপজেলা এবং (খ) রাজনগর উপজেলা	৩,৯১,৩৮৪
মৌলভীবাজার	২৩৮ মৌলভীবাজার-৪	(ক) শ্রীমংগল উপজেলা এবং (খ) কমলগঞ্জ উপজেলা	৩,৯৮,৯৫০
হবিগঞ্জ	২৩৯ হবিগঞ্জ-১	(ক) নবীগঞ্জ উপজেলা এবং (খ) বাহুবল উপজেলা	৩,৬৫,০১৮
হবিগঞ্জ	২৪০ হবিগঞ্জ-২	(ক) আজমিরীগঞ্জ উপজেলা এবং (খ) বানিয়াচং উপজেলা	৩,০৬,৯৮১
হবিগঞ্জ	২৪১ হবিগঞ্জ-৩	(ক) হবিগঞ্জ সদর উপজেলা এবং (খ) লাখাই উপজেলা	৩,২৬,৮২৩
হবিগঞ্জ	২৪২ হবিগঞ্জ-৪	(ক) চুনারুঘাট উপজেলা এবং(খ) মাধবপুর উপজেলা	৪,২৭,৬১৮
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	২৪৩ ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১	(ক) নাসিরনগর উপজেলা	২,০৭,৫০১
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	২৪৪ ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২	(ক) সরাইল উপজেলা (খ) আশুগঞ্জ উপজেলা	৩,৩৫,৮৪৮
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	২৪৫ ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩	(ক) ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলা ও (খ) বিজয়নগর উপজেলা	৫,১২,০৭৩
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	২৪৬ ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৪	(ক) আখাউড়া উপজেলা এবং (খ) কসবা উপজেলা	৩,২৭,৩০৬
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	২৪৭ ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৫	নবীনগর উপজেলা	৩,৪৩,৯১৪
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	২৪৮ ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬	বাঞ্ছারামপুর উপজেলা	২,১৭,৫০৮
কুমিল্লা	২৪৯ কুমিল্লা-১	(ক) দাউদকান্দি উপজেলা এবং (খ) মেঘনা উপজেলা	৩,৪২,৯৬৫
কুমিল্লা	২৫০ কুমিল্লা-২	(ক) হোমনা উপজেলা এবং (খ) তিতাস উপজেলা	২,৯০,০২৬
কুমিল্লা	২৫১ কুমিল্লা-৩	মুরাদনগর উপজেলা	৩,৮৩,০৮৬

কুমিল্লা	২৫২ কুমিল্লা-৪	দেবীদ্বার উপজেলা	৩,১৬,৭৫১
কুমিল্লা	২৫৩ কুমিল্লা-৫	(ক) ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলা এবং (খ) বুড়িচং উপজেলা	৩,৬৮,৯৬৭
কুমিল্লা	২৫৪ কুমিল্লা-৬	(ক) কুমিল্লা আদর্শ সদর উপজেলা (খ) কুমিল্লা সিটি করপোরেশন এবং (গ) কুমিল্লা সেনানিবাস এলাকা	৪,১৫,৮৮৪
কুমিল্লা	২৫৫ কুমিল্লা-৭	চান্দিনা উপজেলা	২,৫১,৫৪৩
কুমিল্লা	২৫৬ কুমিল্লা-৮	বরুড়া উপজেলা	২,৯৩,২৭৯
কুমিল্লা	২৫৭ কুমিলা-৯	(ক) লাকসাম উপজেলা এবং (খ) মনোহরগঞ্জ উপজেলা	৩,৬১,৯৫৭
কুমিল্লা	২৫৮ কুমিল্লা-১০	(ক) কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলা (খ) লালমাই উপজেলা এবং (গ) নাঙ্গলকোট উপজেলা	৫,১৪,০৪০
কুমিল্লা	২৫৯ কুমিল্লা-১১	চৌদ্দগ্রাম উপজেলা	৩,২৮,২৮০
চাঁদপুর	২৬০ চাঁদপুর-১	(ক) কচুয়া উপজেলা	২,৬৫,৯৬৬
চাঁদপুর	২৬১ চাঁদপুর-২	(ক) মতলব (উত্তর) উপজেলা এবং (খ) মতলব (দক্ষিণ) উপজেলা	৩,৯৩,৩৪৬
চাঁদপুর	২৬২ চাঁদপুর-৩	(ক) চাঁদপুর সদর উপজেলা এবং (খ) হাইমচর উপজেলা	৪,৩০,৪০০
চাঁদপুর	২৬৩ চাঁদপুর-৪	ফরিদগঞ্জ উপজেলা	৩,০৯,৭৭৬
চাঁদপুর	২৬৪ চাঁদপুর-৫	(ক) হাজীগঞ্জ উপজেলা এবং (খ) শাহরাস্তি উপজেলা	৪,০৪,৬৪৫
ফেনী	২৬৫ ফেনী-১	(ক) পরশুরাম উপজেলা (খ) ছাগলনাইয়া উপজেলা এবং (গ) ফুলগাজী উপজেলা	৩,০৫,০৫৫
ফেনী	২৬৬ ফেনী-২	ফেনী সদর উপজেলা	৩,৪৮,১৬২
ফেনী	২৬৭ ফেনী-৩	(ক) সোনাগাজী উপজেলা এবং (খ) দাগণভূঞা উপজেলা	৩,৯৩,৪৫৪
নোয়াখালী	২৬৮ নোয়াখালী-১	(ক) চাঁটখিল উপজেলা এবং (খ) নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ ব্যতীত সোনাইমুড়ী উপজেলা: (১) বারগাঁও (২) নাটেশ্বর ও (৩) অম্বর নগর	৩,৩৬,৮৭৫
নোয়াখালী	২৬৯ নোয়াখালী-২	(ক) সেনবাগ উপজেলা এবং (খ) সোনাইমুড়ী উপজেলার নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ: (১) বারগাঁও (২) নাটেশ্বর ও (৩) অম্বর নগর	২,৭১,২৪৪
নোয়াখালী	২৭০ নোয়াখালী-৩	বেগমগঞ্জ উপজেলা	৩,৮২,৩৯৮
নোয়াখালী	২৭১ নোয়াখালী-৪	(ক) সুবর্নচর উপজেলা এবং (খ) নোয়াখালী সদর উপজেলা	৫,৪৪,৭৪০
নোয়াখালী	২৭২ নোয়াখালী-৫	(ক) কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা এবং (খ) কবিরহাট উপজেলা	৩,৩১,৭৯৩
নোয়াখালী	২৭৩ নোয়াখালী-৬	হাতিয়া উপজেলা	২,৫৮,৮৫৪
লক্ষ্মীপুর	২৭৪ লক্ষ্মীপুর-১	রামগঞ্জ উপজেলা	২,১৯,৯৪০
লক্ষ্মীপুর	২৭৫ লক্ষ্মীপুর-২	(ক) রায়পুর উপজেলা এবং (খ) লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ: (১) উত্তর হামছাদী (২) দক্ষিণ হামছাদী (৩) দালাল বাজার (৪) চর রুহিতা (৫) পার্বতী নগর (৬) শাকচর (৭) টুমচর (৮) চর রমনীমোহন ও (৯) বশকিপুর	৩,৭২,৫৮৯
লক্ষ্মীপুর	২৭৬ লক্ষ্মীপুর-৩	নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ ব্যতীত লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলা: (১) উত্তর হামছাদী (২) দক্ষিণ হামছাদী (৩) দালাল বাজার (৪) চর রুহিতা (৫) পার্বতী নগর (৬) শাকচর (৭) টুমচর (৮) চর রমনীমোহন ও (৯) বশিকপুর	৩,৩০,৯২৯
লক্ষ্মীপুর	২৭৭ লক্ষ্মীপুর-৪	(ক) রামগতি উপজেলা এবং (খ) কমলনগর উপজেলা	৩,১০,৮৪২
চট্টগ্রাম	২৭৮ চট্টগ্রাম-১	মীরশ্বরাই উপজেলা	৩,১৫,০১৬
চট্টগ্রাম	২৭৯ চট্টগ্রাম-২	ফটিকছড়ি উপজেলা	৩,৭৬,৪৮৫
চট্টগ্রাম	২৮০ চট্টগ্রাম-৩	সন্দ্বীপ উপজেলা	২,০২,৬৩৫
চট্টগ্রাম	২৮১ চট্টগ্রাম-৪	(ক) সীতাকুন্ডু উপজেলা এবং (খ) চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের ওয়ার্ড ০৯ ও ১০	৩,৯৩,২২৮
চট্টগ্রাম	২৮২ চট্টগ্রাম-৫	(ক) হাটহাজারী উপজেলা এবং (খ) চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের ওয়ার্ড ০১ ও ০২	৪,৩০,১২৪
চট্টগ্রাম	২৮৩ চট্টগ্রাম-৬	(ক) রাউজান উপজেলা	২,৭০,৭৬০
চট্টগ্রাম	২৮৪ চট্টগ্রাম-৭	(ক) রাংগুনীয়া উপজেলা এবং (খ) বোয়ালখালী উপজেলার শ্রীপুর-খরনদ্বীপ ইউনিয়ন	২,৬৯,৩৩২
চট্টগ্রাম	২৮৫ চট্টগ্রাম-৮	(ক) শ্রীপুর-খরনদ্বীপ ইউনিয়ন ব্যতীত বোয়ালখালী উপজেলা এবং (খ) চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের ওয়ার্ড: ০৩, ০৪, ০৫, ০৬ ও ০৭	৪,৭৫,৯৯৬
চট্টগ্রাম	২৮৬ চট্টগ্রাম-৯	চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের ওয়ার্ড: ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫	৩,৯০,৪৩১
চট্টগ্রাম	২৮৭ চট্টগ্রাম-১০	চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের ওয়ার্ড: ০৮, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ২৪, ২৫, ২৬	৪,৬৪,৩৩১
চট্টগ্রাম	২৮৮ চট্টগ্রাম-১১	চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের ওয়ার্ড: ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১	৫,০৭,৪০৯
চট্টগ্রাম	২৮৯ চট্টগ্রাম-১২	পটিয়া উপজেলা	২,৮৫,৯৬১
চট্টগ্রাম	২৯০ চট্টগ্রাম-১৩	(ক) আনোয়ারা উপজেলা এবং (খ) কর্নফুলী উপজেলা	৩,১০,৩১৩

চট্টগ্রাম	২৯১ চট্টগ্রাম-১৪	(ক) চান্দনাইশ উপজেলা এবং (খ) সাতকানিয়া উপজেলার নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ: (১) কেওচিয়া (২) কালিয়াইশ (৩) বাজালিয়া (৪) ধর্মপুর (৫) পুরানগড় ও (৬) খাগরিয়া	২,৪৯,০৪৩
চট্টগ্রাম	২৯২ চট্টগ্রাম-১৫	(ক) লোহাগড়া উপজেলা এবং (খ) নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ ব্যতীত সাতকানিয়া উপজেলা: (১) কেওচিয়া (২) কালিয়াইশ (৩) বাজালিয়া (৪) ধর্মপুর (৫) পুরানগড় ও (৬) খাগরিয়া	৩,৮৮,১৩৫
চট্টগ্রাম	২৯৩ চট্টগ্রাম-১৬	বাঁশখালী উপজেলা	৩,০৩,১২৩
কক্সবাজার	২৯৪ কক্সবাজার-১	(ক) চকরিয়া উপজেলা এবং (খ) পেকুয়া উপজেলা	৩,৯০,৮২৯
কক্সবাজার	২৯৫ কক্সবাজার-২	(ক) কুতুবদিয়া উপজেলা এবং (খ) মহেশখালী উপজেলা	২,৯৬,১৭৮
কক্সবাজার	২৯৬ কক্সবাজার-৩	(ক) কক্সবাজার সদর উপজেলা এবং (খ) রামু উপজেলা	৪,১৪,৯৩০
কক্সবাজার	২৯৭ কক্সবাজার-৪	(ক) উখিয়া উপজেলা এবং (খ) টেকনাফ উপজেলা	২,৬৬,১৪৬
খাগড়াছড়ি	২৯৮ পার্বত্য খাগড়াছড়ি	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা	৪,৪১,৮৪৩
রাঙ্গামাটি	২৯৯ পার্বত্য রাংগামাটি	রাংগামাটি পার্বত্য জেলা	৪,১৮,২১৭
বান্দরবান	৩০০ পার্বত্য বান্দরবান	বান্দরবান পার্বত্য জেলা	২,৪৬,৮৭৩

সারণি-০৬: জনসংখ্যার অনুপাতে সবচেয়ে বড় দশটি আসন

ক্রম	আসন	এলাকার বিস্তৃতি	ভোটার সংখ্যা
১	ঢাকা-১৯	নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমুহ ব্যতীত সাভার উপজেলা: (১) আমিন বাজার, (২) তেতুলঝোড়া, (৩) ভাকুর্তা, ও (৪) কাউন্দিয়া	৭৪৬৯৪৭
২	গাজীপুর-২	(ক) গাজীপুর সিটি কপোরেশনের ১৯ হতে ৩৮নং ওয়ার্ড (খ) গাজীপুর সিটি কপোরেশনের ৪৩ হতে ৫৭নং ওয়ার্ড এবং (গ) গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট এলাকা	৭৪৫৭৩৪
৩	গাজীপুর-১	(ক) কালিয়াকৈর উপজেলা এবং (খ) গাজীপুর সিটি কপোরেশনের ১ হতে ১৮নং ওয়ার্ড	৬৬৪৫১৯
৪	নারায়ণগঞ্জ-৪	(ক) নিম্নলিখিত ইউনিয়ন ব্যতিত নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলা: (১) আলীরটেক (২) গোগনগর এবং (খ) নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের ওয়ার্ড নং: ০১, ০২, ০৩, ০৪, ০৫, ০৬, ০৭, ০৮, ০৯ ও ১০	৬৫১১০০
৫	ময়মনসিংহ-৪	ময়মনসিংহ সদর উপজেলা	৫৫৭০৩১
৬	ঢাকা-১৮	(ক) ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের ওয়ার্ড: ০১, ১৭, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪ ও বিমানবন্দর এলাকা।	৫৫৫৭১৩
৭	নোয়াখালী-৪	(ক) সুবর্নচর উপজেলা এবং (খ) নোয়াখালী সদর উপজেলা	৫৪৪৭৪০
৮	সিলেট-১	(ক) সিলেট সিটি করপোরেশনভুক্ত এলাকা এবং (খ) সিলেট সদর উপজেলা	৫৪৪২১৯
৯	যশোর-৩	বসুন্দিয়া ইউনিয়ন ব্যতীত যশোর সদর উপজেলা	৫২৩৩৪৫
১০	কুমিল্লা-১০	(ক) কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলা (খ) লালমাই উপজেলা এবং (গ) নাঙ্গলকোট উপজেলা	৫১৪০৪০

সারণি-০৭: জনসংখ্যার অনুপাতে সবচেয়ে ছোট দশটি আসন

ক্রম	আসন	এলাকার বিস্তৃতি	ভোটার সংখ্যা
১	ঝালকাঠি–১	(ক) রাজাপুর উপজেলা এবং (খ) কাঁঠালিয়া উপজেলা	১,৭৮,৮৮৮
২	পিরোজপুর-৩	(ক) মঠবাড়ীয়া উপজেলা	১,৮৯,৮০৯
৩	যশোর-৬	(ক) কেশবপুর উপজেলা	১,৯৩,৫৭০
৪	চট্টগ্রাম-৩	সন্দ্বীপ উপজেলা	২,০২,৬৩৫
৫	ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১	(ক) নাসিরনগর উপজেলা	২,০৭,৫০১
৬	ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬	বাঞ্ছারামপুর উপজেলা	২,১৭,৫০৮
৭	লক্ষ্মীপুর-১	রামগঞ্জ উপজেলা	২,১৯,৯৪০
৮	পিরোজপুর-২	(ক) কাউখালী উপজেলা (খ) ভান্ডারিয়া উপজেলা এবং (গ) ইন্দুরকানী উপজেলা	২,২০,৫৩২
৯	জামালপুর-২	(ক) ইসলামপুর উপজেলা	২,২১,১৮৬
১০	নরসিংদী-৩	(ক) শিবপুর উপজেলা	২,২১,৬০৮

তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীগণের তথ্য

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য সর্বমোট ৩ হাজার ৬৫ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দেন। নিকট অতীতের নির্বাচনগুলোর মধ্যে এটিও একটি রেকর্ড। মনোনয়নপত্র বাছাইয়েও রেকর্ড সংখ্যক ৭৮৬ জনের মনোনয়নপত্র বাতিল করেছিলেন রিটার্নিং কর্মকর্তারা। বাতিলকৃতদের মধ্য থেকে নির্বাচন কমিশন থেকে আপিলে বৈধতা পেয়েছেন ২৪৩ জন এবং জানা মতে, কোর্ট থেকে বৈধতা পেয়েছেন প্রায় ৩০ জন। মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাইয়ের পর ১,৮৬৫ জন চূড়ান্তভাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। উল্লেখ্য, এই নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলো ব্যাপক সংখ্যক মনোনয়ন ফরম (১২ হাজারেরও অধিক) বিক্রি করেছিল। জানা যায়, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) সর্বোচ্চ ৪,৫৮০টি, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ৪,০২৩টি ও জাতীয় পার্টি ২,৮৬৫টি ফরম বিক্রি করেছিল। অন্যান্য রাজনৈতিক দলও এক্ষেত্রে পিছিয়ে ছিল না[৮]।

নির্বাচনী আইন অনুযায়ী, প্রার্থীগণ মনোনয়নপত্রের সঙ্গে হলফনামা আকারে আট ধরনের তথ্য স্ব-স্ব নির্বাচনী এলাকার রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে দাখিল করেন। একইসঙ্গে তারা দাখিল করেন আয়কর প্রত্যয়নপত্র ও আয়করণ বিবরণী।

প্রসঙ্গত, 'সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক'-এর নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টায় নাগরিকদের বাক্-স্বাধীনতা তথা মৌলিক অধিকারের অংশ হিসেবে প্রার্থীদের সম্পর্কে ভোটারদের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ হাইকোর্টের ২০০৫ সালে প্রদত্ত *আবদুল মোমেন চৌধুরী বনাম বাংলাদেশ* মামলার রায়ের মাধ্যমে। রায়ে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের হলফনামার মাধ্যমে নিজেদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশা ও আয়ের উৎস, মামলার বিবরণী এবং নিজেদের ও নির্ভরশীলদের আয়-ব্যয়, সম্পদ এবং দায়-দেনা ইত্যাদির তথ্য মনোনয়নপত্রের সঙ্গে জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়। পরবর্তীতে অবশ্য সম্পূর্ণ গোপনে এবং অকল্পনীয় জালিয়াতির আশ্রয় নিয়ে একটি স্বার্থান্বেষী মহল আবু সাফা বলে এক ব্যক্তির নামে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করে। 'সুজন'-এর অনুসন্ধানী প্রচেষ্টায় এই জালিয়াতির তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয় এবং বহু নাটকীয়তার পর সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ হাইকোর্টের রায় বহাল রাখেন। (আমাদের সর্বোচ্চ আদালতের সম্পৃক্ততায় ঘটিত এ জালিয়াতির ইতিহাস জানতে হলে, দেখুন: *'ভূমিকা,' ২০০৮ সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের তথ্যাবলী*, প্রথমা প্রকাশনী, ২০১০)। নির্বাচনে প্রার্থীদের এসব তথ্য প্রদানের ও প্রকাশের বাধ্যবাধকতার উদ্দেশ্য হলো ভোটারদেরকে তথ্য দিয়ে ক্ষমতায়িত করা, যাতে তারা জেনে-শুনে-বুঝে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন।

নির্বাচনের পূর্বে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে সুজন-এর পক্ষ থেকে সকল প্রার্থীর (হলফনামায় প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে) তথ্যের বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়। নিম্নে সর্বমোট ১,৮৬৫ জন প্রার্থীর (দলভিত্তিক) তথ্যের বিশ্লেষণ তুলে ধরা হলো:

সারণি-০৮: শিক্ষাগত যোগ্যতা

দলসমূহ	এসএসসির নিচে	এসএসসি	এইচএসসি	স্নাতক	স্নাতকোত্তর	উল্লেখ নেই	মোট
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৯	৬	৩৩	১০১	১১২	০	২৬১
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	৫৭	২৯	২৭	৩২	১৫১	২	২৯৮
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	৬	১২	২৬	১০১	১০৫	১	২৫১
জাতীয় পার্টি	২৪	১৯	২০	৬০	৫২	২	১৭৭
বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল	১১	১	৭	১২	১৩	০	৪৪
গণফোরাম	৪	২	১	১১	৯	০	২৭
জাকের পার্টি	২৮	১২	১৭	১৮	১৩	১	৮৯
বাংলাদেশ মুসলিম লীগ	৫	১০	৮	১৪	১১	০	৪৮
স্বতন্ত্র	২২	৮	১৫	৩৫	৪৬	১	১২৭
বিকল্পধারা বাংলাদেশ	৩	২	২	১১	৮	০	২৬
বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি	১	১	০	৩	৩	০	৮
বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি	৬	৪	৩	৭	৮	০	২৮
ন্যাশনাল পিপলস পার্টি	২৬	১৪	৯	১১	২১	০	৮১
গণফ্রন্ট	৩	০	০	৭	৩	০	১৩

[৮] 'মনোনয়ন ফরম বিক্রিতে এগিয়ে বিএনপি', প্রথম আলো, ১৮ নভেম্বর ২০১৮

বিএনএফ	১২	১৩	১২	১২	৮	০	৫৭
বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি	১২	৩	১০	২৫	২৪	০	৭৪
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)	১	২	১	৬	২	০	১২
কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ	১	১	০	৪	২	০	৮
খেলাফত মজলিস	২	১	১	২	৬	০	১২
গণতন্ত্রী পার্টি	০	২	১	৩	০	০	৬
বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট	৩	১	১	২	১৭	১	২৫
জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ	৩	০	০	২	৩	০	৮
লিবারেল ডেমোক্রেটিক পাটি (এলডিপি)	০	১	১	২	৪	০	৮
বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস	০	১	০	১	৪	০	৬
বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি	০	০	০	১	১	০	২
বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি)	৪	০	১	১	৩	০	৯
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি)	৩	৪	১	৪	৭	০	১৯
ইসলামী ঐক্যজোট	৬	১	০	১	১৬	১	২৫
নাগরিক ঐক্য	০	০	১	২	১	০	৪
বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	২	০	১	৪	১৫	১	২৩
নির্দলীয় নির্বাচন	০	০	১	১	০	০	২
বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (বাংলাদেশ ন্যাপ)	২	০	২	৩	০	০	৭
জাতীয় পার্টি (জেপি)	১	১	০	৭	৩	০	১২
জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি	২	০	০	২	০	০	৪
বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (এমএল)	১	১	০	০	০	০	২
ইসলামিক ফ্রন্ট বাংলাদেশ	০	১	০	৮	৯	০	১৮
প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দল	৫	১	১	৫	২	০	১৪
বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোট (মুক্তিজোট)	০	০	০	১	১	০	২
বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি	২	০	২	১	০	০	৫
বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি	১	০	১	১	২	০	৫
জাতীয় পার্টি (জাফর)	০	০	১	০	০	০	১
বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন	৪	২	৩	২	৬	০	১৭
মোট	২৭২	১৫৬	২১০	৫২৬	৬৯১	১০	১,৮৬৫

- প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতার (দলভিত্তিক) তথ্যের বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, সর্বমোট ১,৮৬৫ জন প্রার্থীর মধ্যে অধিকাংশই (১,২১৭ জন বা ৬৫.২৫%) স্নাতক বা স্নাতকোত্তর। এছাড়া ২৭২ জন (১৪.৫৮%) বিদ্যালয়ের গণ্ডি পেরুতে পারেননি, ১৫৬ জনের (৮.৩৬%) শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি এবং ২১০ জন (১১.২৬%) এইচএসসি পাশ।
- বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ২৬১ জন প্রার্থীর মধ্যে ২১৩ জনের (৮১.৬০%) শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক ও স্নাতকোত্তর, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) ২৫১ জন প্রার্থীর মধ্যে ২০৬ জন (৮২.০৭%), জাতীয় পার্টির ১৭৭ জন প্রার্থীর মধ্যে ১১২ জন (৬৩.২৭%), বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির ৭৪ জন প্রার্থীর মধ্যে ৪৯ জন (৬৬.২১%), ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর ২৯৮ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৮৩ জন (৬১.৪০%) এবং স্বতন্ত্র ১২৭ জন প্রার্থীর মধ্যে ৮১ জনের (৬৩.৭৭%) শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক ও স্নাতকোত্তর।
- দলভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) তুলনামূলকভাবে বেশি উচ্চশিক্ষিতদের নির্বাচনে মনোনয়ন দেয়।

সারণি-০৯: পেশা সংক্রান্ত তথ্য								
দলসমূহ	কৃষি	ব্যবসা	চাকরি	আইনজীবী	গৃহিণী	উল্লেখ নেই	অন্যান্য	মোট
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	১১	১৬৯	১১	৩২	০	১	৩৭	২৬১
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	১৯	১২৪	১১৬	১০	০	১০	১৯	২৯৮
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	১২	১৭৩	১৪	২৩	৫	৫	২০	২৫২
জাতীয় পার্টি	১০	১১৩	১৪	২৫	১	৩	১১	১৭৭
বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল	৮	১০	৬	৫	০	২	১৩	৪৪
গণফোরাম	০	১২	১	৯	০	০	৫	২৭
জাকের পার্টি	৬	৫৭	৬	৪	৪	৩	৯	৮৯
বাংলাদেশ মুসলিম লীগ	৩	২৫	৫	৫	০	২	৮	৪৮
স্বতন্ত্র	৯	৭৪	১৩	১২	২	৫	১৩	১২৮
বিকল্পধারা বাংলাদেশ	০	১৮	৪	১	০	১	২	২৬
বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি	১	৩	১	১	০	১	১	৮
বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি	৮	৯	২	১	০	০	৮	২৮
ন্যাশনাল পিপলস পার্টি	৮	৪৪	১৫	২	২	৪	৬	৮১
গণফ্রন্ট	০	২	২	৭	০	০	২	১৩
বিএনএফ	৬	২৭	৯	৩	২	১	৯	৫৭
বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি	১১	২৪	১৪	৮	০	১	১৬	৭৪
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)	৩	৩	১	২	০	০	৩	১২
কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ	০	৪	০	৩	০	০	১	৮
খেলাফত মজলিস	০	৩	৩	০	০	১	৫	১২
গণতন্ত্রী পার্টি	০	৪	১	০	০	০	১	৬
বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট	০	১৪	৯	০	০	০	২	২৫
জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ	০	১	৫	১	০	১	০	৮
লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এলডিপি)	০	৪	০	২	০	১	১	৮
বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস	০	১	৫	০	০	০	০	৬
বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি	০	২	০	০	০	০	০	২
বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি)	১	৫	১	১	০	০	১	৯
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি)	১	৮	৩	২	০	২	৩	১৯
ইসলামী ঐক্যজোট	২	১০	৯	০	০	৩	১	২৫
নাগরিক ঐক্য	১	২	০	০	০	০	১	৪
বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	২	১	১৪	২	০	১	৩	২৩
বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (বাংলাদেশ ন্যাপ)	১	৩	১	১	০	০	১	৭
জাতীয় পার্টি (জেপি)	০	৭	২	২	০	০	১	১২
জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি	১	১	১	১	০	০	০	৪
বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (এমএল)	২	০	০	০	০	০	০	২
ইসলামিক ফ্রন্ট বাংলাদেশ	০	৭	৯	১	০	০	১	১৮
প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দল	২	৭	২	০	১	০	২	১৪
বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোট (মুক্তিজোট)	০	১	০	০	০	০	১	২
বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি	০	৩	০	০	০	০	২	৫
বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি	১	৩	১	০	০	০	০	৫

জাতীয় পার্টি (জাফর)	০	১	০	০	০	০	০	১
বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন	০	১২	৪	১	০	০	০	১৭
মোট	১২৯	৯৯১	৩০৪	১৬৭	১৭	৪৮	২০৯	১,৮৬৫

- প্রার্থীদের পেশার তথ্যের বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, সর্বমোট ১,৮৬৫ জন প্রার্থীর মধ্যে অধিকাংশের পেশা (৫৩.০৮% বা ৯৯০ জন) ব্যবসা। বাকি প্রার্থীদের মধ্যে ১২৯ জনের পেশা কৃষি (৬.৯১%), ৩০৫ জন চাকরিজীবী (১৬.৩৫%), আইনজীবী ১৬৭ জন (৮.৯৫%), গৃহিণী ১৭ জন (০.৯১%), উল্লেখ নেই ৪৮ জনের পেশা (২.৫৭%) এবং অন্যান্য পেশা ২০৯ জনের (১১.২০%)।
- বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ২৬১ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৬৮ জন (৬৪.৩৬%) ব্যবসায়ী, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) ২৫১ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৭৩ জন (৬৮.৯২%) ব্যবসায়ী, জাতীয় পার্টির ১৭৭ জন প্রার্থীর মধ্যে ১১৩ জন (৬৩.৮৪%) ব্যবসায়ী, স্বতন্ত্র ১২৭ জন প্রার্থীর মধ্যে ৭৩ জন (৫৭.৪৮%) ব্যবসায়ী, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির ৭৪ জন প্রার্থীর মধ্যে ২৪ জন (৩৪.৪৩%) ব্যবসায়ী এবং ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর ২৯৮ জন প্রার্থীর মধ্যে ১২৪ জন (৪১.৬০%) ব্যবসায়ী।
- উপরোক্ত তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী দলগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) সবচেয়ে বেশি ব্যবসায়ীদের মনোনয়ন দিয়েছে।

সারণি-১০: মামলা সংক্রান্ত তথ্য

দলসমূহ	প্রার্থীর সংখ্যা	বর্তমান মামলা		অতীত মামলা		উভয় সময়েই মামলা	বর্তমান ৩০২ ধারা		অতীত ৩০২ ধারা		উভয় সময়েই ৩০২ ধারায় মামলা	মোট মামলা
		মোট মামলা	প্রার্থীর সংখ্যা	মোট মামলা	প্রার্থীর সংখ্যা	প্রার্থীর সংখ্যা	মোট মামলা	প্রার্থীর সংখ্যা	মোট মামলা	প্রার্থীর সংখ্যা	প্রার্থীর সংখ্যা	
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৬১	১৪	১১	৪৩৮	১০৩	৮	১	১	৪০	২৯	১	৪৫২
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	২৯৮	২৯	১৬	২৮	২০	১	২	২	০	০	০	৫৭
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	২৫২	২,৩৯৬	১৬৬	৫৫৬	১৪৬	১০৭	৭০	৪২	৪৯	৩২	১০	২,৯৫২
জাতীয় পার্টি	১৭৭	২৮	১৪	১২৭	৩৯	৭	৩	৩	১০	৯	০	১৫৫
বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল	৪৪	১১	৮	১৬	৮	৪	০	০	০	০	০	২৭
গণফোরাম	২৭	০	০	৭	৪	০	০	০	০	০	০	৭
জাকের পার্টি	৮৯	৪	৩	১	১	০	০	০	০	০	০	৫
বাংলাদেশ মুসলিম লীগ	৪৮	৮	৫	৬	৩	২	০	০	০	০	০	১৪
স্বতন্ত্র	১২৮	১৫১	২৩	১৭০	৩৮	১৩	১১	৭	১৩	৮	৩	৩২১
বিকল্পধারা বাংলাদেশ	২৬	১২	৪	২৮	৫	৩	০	০	০	০	০	৪০
বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি	৮	০	০	১৭	৩	০	০	০	২	২	০	১৭
বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি	২৮	৩	২	৭	৫	১	০	০	০	০	০	১০
ন্যাশনাল পিপলস পার্টি	৮১	৪	৪	৬	৩	২	০	০	১	১	০	১০

গণফ্রন্ট	১৩	৪	৪	১	১	১	০	০	০	০	০	৫
বিএনএফ	৫৭	৬	৪	৭	৫	১	০	০	০	০	০	১৩
বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি	৭৪	৮	৭	৩৭	১৬	৩	০	০	০	০	০	৪৫
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)	১২	২	২	১০	৭	২	১	১	০	০	০	১২
কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ	৮	২	২	০	০	০	০	০	০	০	০	২
খেলাফত মজলিস	১২	১১	৩	২	২	০	০	০	০	০	০	১৩
গণতন্ত্রী পার্টি	৬	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট	২৫	৩	২	২	১	০	০	০	০	০	০	৫
জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ	৮	০	০	৩	১	০	০	০	০	০	০	৩
লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এলডিপি)	৮	৫	২	৭	৩	১	০	০	২	২	০	১২
বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস	৬	৩	২	২	১	১	০	০	০	০	০	৫
বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি	২	২	১	০	০	০	০	০	০	০	০	২
বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি)	৯	৬	৩	৭	১	১	০	০	০	০	০	১৩
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি)	১৯	৪	২	৯	৬	০	১	১	১	১	০	১৩
ইসলামী ঐক্যজোট	২৫	৭	৩	৩	২	১	২	১	০	০	০	১০
নাগরিক ঐক্য	৪	৩	১	১	১	১	০	০	০	০	০	৪
বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	২৩	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (বাংলাদেশ ন্যাপ)	৭	১	১	০	০	০	০	০	০	০	০	১
জাতীয় পার্টি (জেপি)	১২	২	২	৯	৪	২	০	০	১	১	০	১১
জাতীয় গণতান্ত্রিক	৪	২	১	০	০	০	০	০	০	০	০	২

পার্টি												
বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (এমএল)	২	১	১	১	১	০	০	০	০	০	০	২
ইসলামিক ফ্রন্ট বাংলাদেশ	১৮	১	১	০	০	০	০	০	০	০	০	১
প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দল	১৪	১৭	৩	২৪	৫	৩	০	০	৩	২	০	৪১
বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোট (মুক্তিজোট)	২	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি	৫	৪	১	০	০	০	০	০	০	০	০	৪
বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি	৫	১	১	২	১	০	১	১	০	০	০	৩
জাতীয় পার্টি (জাফর)	১	৫	১	০	০	০	০	০	০	০	০	৫
বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন	১৭	১	১	৪	২	১	০	০	০	০	০	৫
মোট	১,৮৬৫	২,৭৬১	৩০৭	১,৫৩৮	৪৩৮	১৬৬	৯২	৫৯	১২২	৮৭	১৪	৪,২৯৯

- মোট ১,৮৬৫ জন প্রার্থীর মধ্যে ৩০৮ জনের (১৬.৫১%) বিরুদ্ধে বর্তমানে ২৭৬২টি মামলা আছে, অতীতে ৪৩৭ জনের (২৩.৪৩%) বিরুদ্ধে ১৫৩৫টি মামলা ছিল এবং অতীত ও বর্তমানে (নির্বাচনকালীন) উভয় সময়ে মামলা ছিল বা রয়েছে এমন প্রার্থীর সংখ্যা ১৬৭ জন (৮.৯৫%)। মোট ১,৮৬৫ জন প্রার্থীর মধ্যে ৫৯ জনের (৩.১৬%) বিরুদ্ধে বর্তমানে ৩০২ ধারায় (হত্যা মামলা) ৯২টি রয়েছে, অতীতে ৮৭ জনের (৪.৬৬%) বিরুদ্ধে ৮৭টি মামলা ছিল। সকল প্রার্থীর মধ্যে ১৪ জনের (০.৭৫%) বিরুদ্ধে অতীত ও বর্তমানে উভয় সময়েই ৩০২ ধারায় মামলা ছিল বা রয়েছে।
- বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, প্রার্থীদের বর্তমান মামলার চেয়ে অতীত মামলাই (২৩.৪৩%) বেশি। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ২৬১ জন প্রার্থীর মধ্যে ১২ জনের (৪.৫৯%) বিরুদ্ধে বর্তমানে ১৫টি মামলা রয়েছে, অতীতে দলটির ১০৩ জনের (৩৯.৪৬%) বিরুদ্ধে ৪৩৭টি মামলা ছিল, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) ২৫১ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৬৬ জনের (৬৬.১৩%) বিরুদ্ধে বর্তমানে ২৩৯৬টি মামলা রয়েছে, অতীতে দলটির ১৪৬ জনের (৫৮.১৬%) বিরুদ্ধে ৫৫৬টি মামলা ছিল, জাতীয় পার্টির ১৭৭ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৪ জনের (০.৭৮%) বিরুদ্ধে বর্তমানে ২৮টি মামলা রয়েছে, অতীতে দলটির ৩৯ জনের (২২.০৩%) বিরুদ্ধে ১২৭টি মামলা ছিল, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর ২৯৮ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৬ জনের (৫.৩৬%) বিরুদ্ধে বর্তমানে বর্তমানে ২৯টি মামলা রয়েছে, অতীতে দলটির ১০ জন (৩.৩৫%) প্রার্থীর বিরুদ্ধে ২৮টি মামলা ছিল এবং স্বতন্ত্র ১২৮ জন প্রার্থীর মধ্যে ২৩ জনের (১৭.৯৬%) বিরুদ্ধে বর্তমানে ১৫১টি মামলা রয়েছে, অতীতে দলটির ৩৮ জনের (২৯.৬৮%) বিরুদ্ধে ১৭০টি মামলা ছিল।
- বিএনপির প্রার্থীদের বিরুদ্ধে তুলনামূলকভাবে মামলার পরিমাণ বেশি (১৬৬ প্রার্থীর বিরুদ্ধে বর্তমানে এবং ১৪৬ জনের বিরুদ্ধে অতীতে মামলা ছিল)। উল্লেখ্য, বর্তমান মামলা বলতে নির্বাচনকালীন সময়ের মামলা বোঝানো হয়েছে।

সারণি-১১: প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের বাৎসরিক আয় সংক্রান্ত তথ্য

দলসমূহ	২ লাখ টাকার নিচে	২ লাখ ১ টাকা থেকে ৫ লাখ টাকা	৫ লাখ ১ টাকা থেকে ২৫ লাখ টাকা	২৫ লাখ ১ টাকা থেকে ৫০ লাখ টাকা	৫০ লাখ ১ টাকা থেকে ১ কোটি টাকা	১ কোটির উপরে	উল্লেখ নেই	মোট
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২	১৩	৪০	৮২	৪৯	৭০	৫	২৬১
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	৯৪	১৭১	১৯	৩	০	০	১১	২৯৮

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	৬	৫১	৯৪	৩৯	২২	৩৩	৭	২৫২
জাতীয় পার্টি	১২	৫৮	৬৪	১৩	১০	১৫	৪	১৭৬
বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল	২০	১৩	৭	১	০	০	৩	৪৪
গণফোরাম	০	৬	১০	৪	১	৪	২	২৭
জাকের পার্টি	২৩	৪১	২১	০	০	১	৩	৮৯
বাংলাদেশ মুসলিম লীগ	১১	২৪	৭	২	০	০	৪	৪৮
স্বতন্ত্র	১৯	৪১	৩৮	১২	৩	৮	৭	১২৮
বিকল্পধারা বাংলাদেশ	২	৯	৭	২	০	৪	২	২৬
বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি	০	২	১	৫	০	০	০	৮
বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি	১৪	৭	৫	০	০	০	২	২৮
ন্যাশনাল পিপলস পার্টি	৩১	৩৪	৯	০	০	০	৭	৮১
গণফ্রন্ট	৫	৬	১	০	০	০	১	১৩
বিএনএফ	১৪	২৮	৮	০	০	০	৭	৫৭
বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি	২৪	২৭	১৭	১	০	০	৫	৭৪
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)	০	৬	২	৩	১	০	০	১২
কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ	২	২	৩	০	০	০	১	৮
খেলাফত মজলিস	৩	২	৫	১	০	০	১	১২
গণতন্ত্রী পার্টি	০	৫	১	০	০	০	০	৬
বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট	৩	৯	১০	০	১	০	২	২৫
জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ	০	৩	৪	০	০	০	১	৮
লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এলডিপি)	০	২	৩	২	১	০	০	৮
বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস	২	৩	১	০	০	০	০	৬
বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি	০	০	২	০	০	০	০	২
বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি)	৩	৩	২	০	০	০	১	৯
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি)	৩	৭	৪	৩	০	০	২	১৯
ইসলামী ঐক্যজোট	৬	১৫	১	০	০	০	৩	২৫
নাগরিক ঐক্য	১	০	২	০	১	০	০	৪
বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	৭	১৩	২	০	০	০	১	২৩
বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (বাংলাদেশ ন্যাপ)	৪	২	০	০	০	০	১	৭
জাতীয় পার্টি (জেপি)	১	৫	৪	১	১	০	০	১২

জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি	১	১	২	০	০	০	০	৪
বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (এমএল)	১	১	০	০	০	০	০	২
ইসলামিক ফ্রন্ট বাংলাদেশ	৩	১০	৪	০	০	০	১	১৮
প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দল	৪	৮	১	০	০	১	০	১৪
বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোট (মুক্তিজোট)	০	১	০	০	০	০	১	২
বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি	২	২	১	০	০	০	০	৫
বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি	১	৩	১	০	০	০	০	৫
জাতীয় পার্টি (জাফর)	০	১	০	০	০	০	০	১
বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন	১	১০	৪	১	০	০	১	১৭
মোট	৩২৫	৬৪৫	৪০৭	১৭৫	৯০	১৩৬	৮৬	১,৮৬৪

- মোট ১,৮৬৪ জন (বরগুনা-২ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থী মো. মিজানুর রহমান তাঁর হফলনামায় -২৫,১২,৬৫,৬৫৯ টাকা আয় দেখিয়েছেন, যে কারণে ১৮৬৫ জনের তালিকায় তাঁর নাম অন্তর্ভুক্ত হয়নি) প্রার্থীর মধ্যে বাৎসরিক ২ লক্ষ টাকা বা তার চেয়ে কম আয় করেন ৩২৫ জন (১৮.৪৩%), ২ লাখ ১ টাকা থেকে ৫ লাখ টাকা আয় করেন ৬৪৫ জন (৩৪.৬০%); ৫ লাখ ১ টাকা থেকে ২৫ লাখ টাকা আয় করেন ৪০৭ জন (২১.৮৩%), ২৫ লাখ ১ টাকা থেকে ৫০ লাখ টাকা ১৭৫ জন (৯.৩৮%), ৫০ লাখ ১ টাকা থেকে ১ কোটি টাকা ৯০ জন (৪.৮২%), ১ কোটির উপরে ১৩৬ জন (৭.২৯%) এবং আয় উল্লেখ নেই ৮৬ জনের (৪.৬১%)।
- বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, সর্বোচ্চ ৩৪.৬০% (৬৪৫ জন) প্রার্থীর বাৎসরিক আয়সীমা ২ লক্ষ থেকে ৫ লক্ষ টাকা। ৫০ লাখ থেকে ১ কোটির উপরে যাঁদের বাৎসরিক আয় রয়েছে–এমন পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে দেখা যায় যে, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থীরাই তুলনামূলকভাবে বেশি আয় করেন। দলটির ২৬১ জন প্রার্থীর মধ্যে ১১৯ জনের (৪৫.৫৯%) বাৎসরিক আয় ৫০ লাখ থেকে ১ কোটি টাকার উপরে।

সারণি-১২: প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের সম্পদের তথ্য

দলসমূহ	৫ লাখ টাকার নিচে	৫ লাখ ১ টাকা থেকে ২৫ লাখ টাকা	২৫ লাখ ১ টাকা থেকে ৫০ লাখ টাকা	৫০ লাখ ১ টাকা থেকে ১ কোটি টাকা	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি টাকা	৫ কোটি টাকার উপরে	উল্লেখ নেই	মোট
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	০	৫	৫	১৩	১১০	১২৬	২	২৬১
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	১০৬	১৩১	৩৬	১২	৬	০	৭	২৯৮
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	১	১৭	২২	৩৬	৮৪	৮৬	৫	২৫১
জাতীয় পার্টি	১৮	৩৪	২০	২৬	৪৪	৩২	৩	১৭৭
বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল	২৪	১১	৫	৩	১	০	০	৪৪
গণফোরাম	৩	৫	১	৬	৯	৩	০	২৭
জাকের পার্টি	৩৫	২৯	১১	৮	৫	০	১	৮৯
বাংলাদেশ মুসলিম লীগ	২০	১৫	৩	৩	৫	০	২	৪৮
স্বতন্ত্র	১৮	৩৮	৯	১৬	২৬	১৬	৪	১২৭
বিকল্পধারা বাংলাদেশ	৩	৬	৩	২	৭	৪	১	২৬

বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি	১	১	১	০	৫	০	০	৮
বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি	১০	৬	৫	১	৩	০	৩	২৮
ন্যাশনাল পিপলস পার্টি	৩৬	৩৫	২	৩	৩	০	২	৮১
গণফ্রন্ট	৫	৩	৩	০	২	০	০	১৩
বিএনএফ	২৬	১৭	৫	৫	২	১	১	৫৭
বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি	২২	২৮	১১	৬	৩	১	৩	৭৪
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)	১	৩	২	২	৪	০	০	১২
কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ	৩	০	১	১	২	১	০	৮
খেলাফত মজলিস	২	৩	২	৪	১	০	০	১২
গণতন্ত্রী পার্টি	৩	১	১	০	১	০	০	৬
বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট	৯	৪	২	২	৫	৩	০	২৫
জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ	১	০	১	২	১	২	১	৮
লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এলডিপি)	১	০	২	২	২	১	০	৮
বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস	১	৪	১	০	০	০	০	৬
বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি	০	০	০	০	২	০	০	২
বাংলাদেশ জাতীয় পাটি (বিজেপি)	৪	২	১	১	১	০	০	৯
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি)	৫	৫	১	৩	৫	০	০	১৯
ইসলামী ঐক্যজোট	৯	৭	৩	১	২	১	২	২৫
নাগরিক ঐক্য	০	২	০	০	১	১	০	৪
বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	৭	১১	২	২	০	০	১	২৩
নির্দলীয় নির্বাচন	০	০	০	২	০	০	০	২
বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (বাংলাদেশ ন্যাপ)	৪	২	০	০	১	০	০	৭
জাতীয় পার্টি (জেপি)	২	৫	১	১	১	২	০	১২
জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি	১	২	০	০	১	০	০	৪
বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (এমএল)	০	০	১	১	০	০	০	২
ইসলামিক ফ্রন্ট বাংলাদেশ	৩	৬	৫	০	৪	০	০	১৮
প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দল	৫	৫	১	১	১	০	১	১৪
বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোট (মুক্তিজোট)	১	১	০	০	০	০	০	২
বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি	০	৩	০	০	১	১	০	৫
বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি	১	১	১	১	১	০	০	৫
জাতীয় পার্টি (জাফর)	১	০	০	০	০	০	০	১
বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন	০	৬	৪	৩	৪	০	০	১৭

মোট	৩৯২	৪৫৪	১৭৪	১৬৯	৩৫৬	২৮১	৩৯	১,৮৬৫

- মোট ১,৮৬৫ জন প্রার্থীর মধ্যে ৫ লাখ টাকার নিচে সম্পদ রয়েছে ৩৯২ জনের (২১.২০%), ৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা ৪৫৪ জন (২৪.৩৪%), ২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ ১৭৪ জন (৯.৩২%), ৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি ১৬৯ জন (৯.০৬%), ১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি ৩৫৬ জন (১৯.০৮%), ৫ কোটির উপরে ২৮১ জন (১৫.০৬%) এবং সম্পদের উল্লেখ নেই ৩৯ জনের (২.০৯%)।
- বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, ১৮৬৫ জন প্রার্থীর মধ্যে কোটি টাকার বেশি সম্পদের অধিকারী ৬৩৭ জন (৩৪.১৫%)।
- দলভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ২৬১ জন প্রার্থীর মধ্যে ২৩৬ জন (৯০.৪২%), বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) ২৫১ জনের মধ্যে ১৭০ জন (৬৭.৭২%), জাতীয় পার্টির ১৭৭ জনের মধ্যে ৭৬ জন (৪২.৯৩%) এবং স্বতন্ত্র ১২৭ জনের মধ্যে ৪২ জন (৩৩.০৭%) প্রার্থীই কোটিপতি। উপরোক্ত তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থীরাই তুলনামূলকভাবে বেশি সম্পদশালী।
- দলভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থীরাই তুলনামূলকভাবে বেশি সম্পদশালী। দলটির ২৬১ জন প্রার্থীর মধ্যে ২৩৬ জনের (৯০.৪২%) সম্পদের পরিমাণ ১ কোটি টাকার উপরে।
- উল্লেখ্য, অনেক প্রার্থীই সম্পদের মূল্য উল্লেখ না করেননি। যে কারণে আর্থিক মূল্যে সম্পদের প্রকৃত পরিমাণ নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে প্রার্থীরা সম্পদের অর্জনকালীন মূল্য উল্লেখ করেন, যে কারণে সম্পদের বর্তমান বা প্রকৃত পরিমাণ নিরূপণ করা যায় না।

সারণি-১৩: প্রার্থীর দায়-দেনা প্রদান সংক্রান্ত তথ্য

দলসমূহ	৫ লাখ টাকার নিচে	৫ লাখ ১ টাকা থেকে ২৫ লাখ টাকা	২৫ লাখ ১ টাকা থেকে ৫০ লাখ টাকা	৫০ লাখ ১ টাকা থেকে ১ কোটি টাকা	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি টাকা	৫ কোটি টাকার উপরে	উল্লেখ নেই	মোট
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	১	২	১	১	৭	২০	২২৯	২৬১
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	৮	৭	২	০	১	০	২৮০	২৯৮
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	১	৪	৪	২	১১	২৪	২০৫	২৫১
জাতীয় পার্টি	০	৬	৩	১	৪	১২	১৫১	১৭৭
বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল	২	০	০	০	০	০	৪২	৪৪
গণফোরাম	০	০	০	০	৩	০	২৪	২৭
জাকের পার্টি	১	২	১	০	০	০	৮৫	৮৯
বাংলাদেশ মুসলিম লীগ	২	০	০	০	০	০	৪৬	৪৮
স্বতন্ত্র	৪	৩	২	৩	৪	৪	১০৯	১২৯
বিকল্পধারা বাংলাদেশ	০	০	০	০	১	১	২৪	২৬
বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি	০	২	০	০	০	০	৬	৮
বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি	০	০	০	০	০	০	২৮	২৮

সারণি-১৩: প্রার্থীর দায়-দেনা প্রদান সংক্রান্ত তথ্য								
দলসমূহ	৫ লাখ টাকার নিচে	৫ লাখ ১ টাকা থেকে ২৫ লাখ টাকা	২৫ লাখ ১ টাকা থেকে ৫০ লাখ টাকা	৫০ লাখ ১ টাকা থেকে ১ কোটি টাকা	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি টাকা	৫ কোটি টাকার উপরে	উল্লেখ নেই	মোট
ন্যাশনাল পিপলস পার্টি	০	১	০	১	০	০	৭৯	৮১
গণফ্রন্ট	১	০	০	০	০	০	১২	১৩
বিএনএফ	১	০	০	১	০	০	৫৫	৫৭
বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি	২	১	০	০	০	০	৭১	৭৪
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ	০	১	০	০	০	০	১১	১২
কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ	০	০	০	১	০	০	৭	৮
খেলাফত মজলিস	০	১	০	০	০	০	১১	১২
গণতন্ত্রী পার্টি	০	১	০	০	০	০	৫	৬
বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট	১	০	১	০	০	০	২৩	২৫
জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ	০	০	০	০	০	০	৮	৮
লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি-এল.ডি.পি	০	০	০	০	০	০	৮	৮
বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস	০	০	০	০	০	০	৬	৬
বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি	০	০	১	০	০	০	১	২
বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি-বিজেপি	১	০	০	০	০	০	৮	৯
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি	০	০	১	০	০	০	১৮	১৯
ইসলামী ঐক্য জোট	১	০	০	০	০	০	২৪	২৫
নাগরিক ঐক্য	০	০	০	০	০	০	৪	৪
বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	২	০	০	০	০	০	২১	২৩
বাংলাদেশ ন্যাশনাল	০	০	০	০	০	০	৭	৭

সারণি-১৩: প্রার্থীর দায়-দেনা প্রদান সংক্রান্ত তথ্য								
দলসমূহ	**৫ লাখ টাকার নিচে**	**৫ লাখ ১ টাকা থেকে ২৫ লাখ টাকা**	**২৫ লাখ ১ টাকা থেকে ৫০ লাখ টাকা**	**৫০ লাখ ১ টাকা থেকে ১ কোটি টাকা**	**১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি টাকা**	**৫ কোটি টাকার উপরে**	**উল্লেখ নেই**	**মোট**
আওয়ামী পার্টি-বাংলাদেশ ন্যাপ								
জাতীয় পার্টি-জেপি	০	১	০	০	০	০	১১	১২
জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি	০	০	০	০	০	০	৪	৪
বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (এমএল)	০	০	০	০	০	০	২	২
ইসলামিক ফ্রন্ট বাংলাদেশ	০	০	০	০	০	০	১৮	১৮
প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দল	০	০	০	০	০	০	১৪	১৪
বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোট (মুক্তিজোট)	০	০	০	০	০	০	২	২
বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি	০	০	০	০	০	০	৫	৫
বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি	০	০	০	০	০	০	৫	৫
জাতীয় পার্টি (জাফর)	০	০	০	০	০	০	১	১
বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন	০	০	১	১	০	০	১৫	১৭
মোট	২৮	৩২	১৭	১১	৩১	৬১	১,৬৮৫	১,৮৬৫

- মোট ১,৮৬৫ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৮০ জন (৯.৬৫%) ঋণগ্রহীতা। ১,৮৬৫ জনের মধ্যে ৫ লাখ টাকার নিচে ঋণ গ্রহণ করেছেন ২৮ জন (১.৬৬%), ৫ লাখ ১ টাকা থেকে ২৫ লাখ টাকা ৩২ জন (১.৭১%), ২৫ লাখ ১ টাকা থেকে ৫০ লাখ টাকা ১৭ জন (০.৯১%), ৫০ লাখ ১ টাকা থেকে ১ কোটি টাকা ১১ জন (০.৫৮%), ১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি টাকা ৩১ জন (১.৬৬%), ৫ কোটি টাকার উপরে ৬১ জন (৩.২৭%) এবং উল্লেখ নেই ১,৬৮৫ জনের (৯০.৩৪%)।
- বিশ্লেষণ থেকে দেখা যাচ্ছে, প্রায় দশ শতাংশ প্রার্থী ঋণগ্রহীতা।
- কোটি টাকার ওপর দায়-দেনা ও ঋণ রয়েছে এমন পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে দেখা দেওয়া যায় যে, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ৩২ জন (১২.২৬%) প্রার্থী, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) ৪৬ জন (১৮.৩২%), জাতীয় পার্টির ২৬ জন (১৪.৬৮%) জন ঋণগ্রহীতা। তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বিএনপির প্রার্থীরাই তুলনামূলকভাবে বেশি ঋণগ্রহীতা।

সারণি-১৪: আয়কর প্রদান সংক্রান্ত তথ্য									
দলসমূহ	৫ হাজার টাকার নিচে	৫ হাজার ১ টাকা থেকে ১০ হাজার টাকা	১০ হাজার ১ টাকা থেকে ৫০ হাজার টাকা	৫০ হাজার ১ টাকা থেকে ১ লাখ টাকা	১ লাখ ১ টাকা থেকে ৫ লাখ টাকা	৫ লাখ ১ টাকা থেকে ১০ লাখ টাকা	১০ লাখ টাকার উপরে	উল্লেখ নেই	মোট
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৫	৩	১২	১৫	৭৩	১৭	৫৫	৮১	২৬১
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	৫৯	১১	১০	১	৪	০	০	২১৩	২৯৮
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	১৫	১২	৪১	১৯	৪৪	১৩	৩৫	৭৩	২৫২
জাতীয় পার্টি	১৯	৭	১৬	৯	১৯	৫	১৩	৮৯	১৭৭
বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল	৯	১	১	০	২	০	০	৩১	৪৪
গণফোরাম	৩	০	১	২	০	১	১	১৯	২৭
জাকের পার্টি	২০	২	৩	২	০	০	০	৬২	৮৯
বাংলাদেশ মুসলিম লীগ	৪	০	৪	০	১	১	০	৩৮	৪৮
স্বতন্ত্র	১৮	৪	৯	৬	৯	৩	৬	৭৩	১২৮
বিকল্পধারা বাংলাদেশ	২	১	৩	১	২	০	০	১৭	২৬
বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি	০	০	১	১	১	১	০	৪	৮
বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি	৫	০	০	১	১	০	০	২১	২৮
ন্যাশনাল পিপলস পার্টি	৫	০	২	০	০	০	০	৭৪	৮১
গণফ্রন্ট	১	০	১	০	০	০	০	১১	১৩
বিএনএফ	৪	১	২	০	০	০	০	৫০	৫৭
বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি	১০	৩	৭	১	০	০	০	৫৩	৭৪
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)	২	০	০	০	৩	০	০	৭	১২
কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ	১	০	১	১	১	০	০	৪	৮
খেলাফত মজলিস	২	০	২	০	১	০	০	৭	১২
গণতন্ত্রী পার্টি	০	০	০	০	০	০	০	৬	৬
বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট	২	২	৫	২	০	১	০	১৩	২৫
জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ	০	১	৪	০	০	০	০	৩	৮
লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এলডিপি)	১	১	১	০	১	১	০	৩	৮
বাংলাদেশ	০	০	০	০	০	০	০	৬	৬

খেলাফত মজলিস									
বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি	০	০	১	০	১	০	০	০	২
বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি)	০	০	১	০	১	০	০	৭	৯
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি)	৩	০	২	০	২	০	০	১২	১৯
ইসলামী ঐক্যজোট	৩	২	০	০	০	০	০	২০	২৫
নাগরিক ঐক্য	০	০	২	০	০	০	০	২	৪
বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	৩	০	০	০	০	০	০	২০	২৩
বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (বাংলাদেশ ন্যাপ)	০	০	০	০	০	০	০	৭	৭
জাতীয় পার্টি (জেপি)	২	১	১	১	০	০	০	৭	১২
জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি	১	০	১	১	০	০	০	১	৪
বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (এমএল)	০	০	০	০	০	০	০	২	২
ইসলামিক ফ্রন্ট বাংলাদেশ	২	১	২	০	০	০	০	১৩	১৮
প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দল	১	১	০	০	১	০	০	১১	১৪
বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোট (মুক্তিজোট)	০	০	০	০	০	০	০	২	২
বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি	০	১	১	০	০	০	০	৩	৫
বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি	০	০	১	০	০	০	০	৪	৫
জাতীয় পার্টি (জাফর)	০	০	০	০	০	০	০	১	১
বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন	৮	১	১	০	১	০	০	৬	১৭
মোট	২১০	৫৬	১৩৯	৬৩	১৬৮	৪৩	১১০	১,০৭৬	১,৮৬৫

- মোট ১,৮৬৫ জন প্রার্থীর মধ্যে ৭৮৯ জনের (৪২.৩০%) আয়কর প্রদান সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে ৫ হাজার টাকা বা তার নিচে আয়কর দেন ২১০ জন (১১.২৬%), ৫ হাজার ১ টাকা থেকে ১০ হাজার টাকা আয়কর দেন ৫৬ জন (৩.০০২%), ১০ হাজার ১ টাকা থেকে ৫০ হাজার টাকা আয়কর দেন ১৩৯ জন (৭.৪৫%), ৫০ হাজার ১ টাকা থেকে ১ লাখ টাকা আয়কর দেন ৬৩ জন (৩.৩৭%), ১ লাখ ১ টাকা থেকে ৫ লাখ টাকা আয়কর দেন ১৬৮ জন (৯.০০৮%), ৫ লাখ ১ টাকা থেকে ১০ লাখ টাকা আয়কর দেন ৪৩ জন (২.৩০%), ১০ লাখ টাকার উপরে আয়কর দেন ১১০ জন (৫.৮৯%) এবং ১,০৭৬ জনের (৫৭.৬৯%) আয়কর প্রদান সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়নি।

- দলভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ২৬১ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৮০ জনের (৬৮.৯৬%), জাতীয় পার্টির ১৭৭ জন প্রার্থীর মধ্যে ৮৮ জনের (৪.৭২%), বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) ২৫১ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৭৯ জনের (৭১.৩১%), এবং ১২৬ জন স্বতন্ত্র প্রার্থীর মধ্যে ৫৫ জনের (৪৩.৬৫%) আয়কর প্রদান সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া গেছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, সংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থীরাই বেশি পরিমাণে আয়কর প্রদান করেন। দলটির ৯২ জন প্রার্থী আয়কর প্রদান করেন ১ লাখ টাকার উপরে।

সারণি-১৫: বর্তমানে মামলা বেশি আছে এমন শীর্ষ দশজন

ক্রম	নাম	আসন	দলের নাম	মামলার সংখ্যা
১.	সাইফুল আলম নীরব	ঢাকা-১২	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	২৬৭
২.	সুলতান সালাউদ্দিন টুকু	টাঙ্গাইল-২	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	১৩৯
৩.	মো. নবী উল্লা	ঢাকা-৫	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	১২১
৪.	মো. বরকত উল্লাহ বুলু	নোয়াখালী-৩	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	১০৬
৫.	আজিজুল বারী হেলাল	খুলনা-৪	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	১০০
৬.	মো. রফিকুল ইসলাম খান	সিরাজগঞ্জ-৪	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	৮৫
৭.	কাজী মনিরুজ্জামান	নারায়ণগঞ্জ-১	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	৮০
৮.	সালাউদ্দিন আহম্মেদ	ঢাকা-৪	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	৮০
৯.	মোহাম্মদ আসলাম চৌধুরী	চট্টগ্রাম-৪	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	৭২
১০.	এ. এইচ. এম. হামিদুর রহমান আযাদ	কক্সবাজার-২	স্বতন্ত্র	৬৩

সারণি-১৬: অতীতে মামলা বেশি ছিল এমন শীর্ষ দশজন

ক্রম	নাম	আসন	দলের নাম	মামলার সংখ্যা
১.	সালমা ইসলাম	ঢাকা-১	স্বতন্ত্র	৫৩
২.	সুলতান সালাউদ্দিন টুকু	টাঙ্গাইল-২	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	৩৩
৩.	তোফায়েল আহমেদ	ভোলা-১	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৮
৪.	হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ	রংপুর-৩	জাতীয় পার্টি	২৭
৫.	মির্জা আব্বাস উদ্দিন আহমেদ	ঢাকা-৮	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	২৪
৬.	মুরাদ সিদ্দিকী	টাঙ্গাইল-৫	স্বতন্ত্র	২৩
৭.	কামাল আহমেদ মজুমদার	ঢাকা-১৫	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২১
৮.	মো. শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি	লক্ষীপুর-৩	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	২০
৯.	শেখ ফজলুল করিম সেলিম	গোপালগঞ্জ-২	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	১৮
১০.	শামীম ওসমান	নারায়ণগঞ্জ	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	১৭

সারণি-১৭: বর্তমানে যাদের নামে ৩০২ ধারায় মামলা আছে

ক্রম	নাম	আসন	রাজনৈতিক দল
১.	মো. শহীদুল ইসলাম ভূঁইয়া	খাগড়াছড়ি	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)
২.	মো. রফিকুল ইসলাম খান	সিরাজগঞ্জ-৪	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)
৩.	কাজী মনিরুজ্জামান	নারায়ণগঞ্জ-১	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)
৪.	সালাউদ্দিন আহম্মেদ	ঢাকা-৪	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)
৫.	মো. মাজেদুর রহমান	গাইবান্ধা-১	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)
৬.	আলহাজ্ব মো. জি কে গউছ	হবিগঞ্জ-৩	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)

৭.	এ. এইচ. এম. হামিদুর রহমান আযাদ	কক্সবাজার-২	স্বতন্ত্র
৮.	হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ	রংপুর-৩	জাতীয় পার্টি
৯.	সৈয়দ আবু বকর সিদ্দিক	ঢাকা-১৪	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)
১০.	মোহাম্মদ আলী	নোয়াখালী-৬	স্বতন্ত্র
১১.	মো. শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি	লক্ষীপুর-৩	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)
১২.	মির্জা আব্বাস উদ্দিন আহমেদ	ঢাকা-৮	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)
১৩.	মো. মনিরুল হক চৌধুরী	কুমিল্লা-১০	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)
১৪.	মঈন উদ্দিন বুহি	চট্টগ্রাম-৫	ইসলামী ঐক্য জোট
১৫.	মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর	বগুড়া-৬	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)
১৬.	মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর	ঠাকুরগাঁও-১	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)
১৭.	মুহাম্মদ আব্দুল খালেক	সাতক্ষীরা-২	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)
১৮.	খায়রুল কবির খোকন	নরসিংদী-১	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)
১৯.	ডা. মো. শফিকুর রহমান	ঢাকা-১৫	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)
২০.	অনিন্দ্য ইসলাম অমিত	যশোর-৩	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)
২১.	নজরুল ইসলাম	সাতক্ষীরা-৪	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)
২২.	মো. আমিরুল ইসলাম খান	সিরাজগঞ্জ-৫	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)
২৩.	দেওয়ান মোহাম্মদ সালাউদ্দিন	ঢাকা-১৯	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)
২৪.	শেখ ফরিদ আহমেদ	চাঁদপুর-৩	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)
২৫.	মো. মফিকুল হাসান তৃপ্তি	যশোর-১	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)
২৬.	সাইফুল আলম নীরব	ঢাকা-১২	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)
২৭.	মওদুদ আহমদ	নোয়াখালী-৫	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)
২৮.	নুরুল আমিন	চট্টগ্রাম-১	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)
২৯.	মো. নুরুল ইসলাম	চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩	স্বতন্ত্র
৩০.	ডা. সৈয়দ আব্দুলাহ্ মোহাম্মদ তাহের	কুমিল্লা-১১	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)
৩১.	মুহাম্মদ ওয়াককাস	যশোর-৫	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)
৩২.	নুতন কুমার চাকমা	খাগড়াছড়ি	স্বতন্ত্র
৩৩.	মো. আব্দুল কাদের খান	গাইবান্ধা-১	স্বতন্ত্র
৩৪.	মো. সিরাজুল ইসলাম সিরাজ	গোপালগঞ্জ-২	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)
৩৫.	মোস্তফা কামাল	ময়মনসিংহ-৫	স্বতন্ত্র
৩৬.	মো. আমিনুল হক	রাজশাহী-১	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)
৩৭.	মো. খালেদ হোসেন মাহবুব	ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)
৩৮.	মো. মতিয়ার রহমান	ঝিনাইদহ-৩	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)
৩৯.	এ এম মাহবুব উদ্দিন খোকন	নোয়াখালী-১	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)
৪০.	মো. হাবিবুল ইসলাম	সাতক্ষীরা-১	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)
৪১.	মো. শাহজাহান মিঞা	চাঁপাইনবাবগঞ্জ-১	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)
৪২.	মো. মিজানুর রহমান মিনূ	রাজশাহী-২	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)
৪৩.	মো. নজরুল ইসলাম আজাদ	নারায়ণগঞ্জ-২	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)
৪৪.	সুলতান সালাউদ্দিন টুকু	টাঙ্গাইল-২	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)
৪৫.	মো. হাফিজ ইব্রাহিম	ভোলা-২	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)
৪৬.	মো. নবী উল্লা	ঢাকা-৫	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)
৪৭.	মো. মজিবুর রহমান সরওয়ার	বরিশাল-৫	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)
৪৮.	মো. ইকবাল হোসাইন	পাবনা-৫	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)

৪৯.	মো. বরকত উল্লাহ বুলু	নোয়াখালী-৩	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)
৫০.	আজিজুল বারী হেলাল	খুলনা-৪	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)
৫১.	মোহাম্মদ শফিকুল হক মিলন	রাজশাহী-৩	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)
৫২.	মুরাদ সিদ্দিকী	টাঙ্গাইল-৫	স্বতন্ত্র
৫৩.	মো. হেলার উদ্দিন	কুমিল্লা-৩	বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি
৫৪.	এ. বি. এম. ফজলে করিম চৌধুরী	চট্টগ্রাম-৬	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
৫৫.	হাসানুল হক ইনু	কুষ্টিয়া-২	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)
৫৬.	ফকির শওকত আলী	নড়াইল-২	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি)
৫৭.	মো. আনোয়ার হোসেন	ঢাকা-১৮	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ
৫৮.	মো. ইলিয়াছ উদ্দিন	শেরপুর-১	জাতীয় পার্টি
৫৯.	মোহাম্মদ মুছা খান	কিশোরগঞ্জ-৬	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ

উল্লেখ্য, ৩০২ ধারা মামলা বলতে হত্যা মামলা বোঝানো হয়েছে।

সারণি-১৮: অতীতে যাদের নামে ৩০২ ধারায় মামলা ছিল

ক্রম	নাম	আসন	রাজনৈতিক দল
১.	মো. বরকত উল্লাহ বুলু	নোয়াখালী-৩	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)
২.	মো. নুরুল ইসলাম	চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩	স্বতন্ত্র
৩.	মো. আব্দুল ওদুদ	চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
৪.	মো. নজরুল ইসলাম বাবু	নারায়ণগঞ্জ-২	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
৫.	মির্জা আজম	জামালপুর-৩	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
৬.	আ হ ম মুস্তফা কামাল	কুমিল্লা-১০	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
৭.	ছোট মনির	টাঙ্গাইল-২	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
৮.	মোহাম্মদ আলী	নোয়াখালী-৬	স্বতন্ত্র
৯.	মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর	বগুড়া-৬	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)
১০.	মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর	ঠাকুরগাঁও-১	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)
১১.	মো. শফিকুল ইসলাম শিমুল	নাটোর-২	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
১২.	আ. স. ম ফিরোজ	পটুয়াখালী-২	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
১৩.	মো. মজিবুর রহমান সরওয়ার	বরিশাল-৫	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)
১৪.	ফখর উদ্দিন আহমেদ	ময়মনসিংহ-১১	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)
১৫.	র. আ. ম. উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী	ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
১৬.	নুরুল আমিন	চট্টগ্রাম-১	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)
১৭.	জাফরুল ইসলাম চৌধুরী	চট্টগ্রাম-১৬	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)
১৮.	মো. ইলিয়াস উদ্দীন মোল্লাহ	ঢাকা-১৬	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
১৯.	মোহাম্মদ হাছান ইমাম খাঁন	টাঙ্গাইল-৪	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
২০.	মোহাম্মদ আকবর হোসেন	ফেনী-৩	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)
২১.	মোহাম্মদ ফজলুল আজিম	নোয়াখালী-৬	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)
২২.	আ স ম আব্দুর রব	লক্ষীপুর-৪	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি
২৩.	এ. বি. এম. ফজলে করিম চৌধুরী	চট্টগ্রাম-৬	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
২৪.	মুহিবুর রহমান	সিলেট-২	স্বতন্ত্র
২৫.	মো. ইসরাফিল আলম	নওগাঁ -৬	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
২৬.	আলী আজম	ভোলা-২	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
২৭.	রাশেদ খান মেনন	ঢাকা-৮	বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি

২৮.	জাকারিয়া তাহের	কুমিল্লা-৮	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)
২৯.	মোহাম্মদ হাছান মাহমুদ	চট্টগ্রাম-৭	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
৩০.	ডক্টর অলি আহমদ বীর বিক্রম	চট্টগ্রাম-১৪	লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি-এল.ডি.পি
৩১.	আজিজুল বারী হেলাল	খুলনা-৪	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)
৩২.	জুনাইদ আহমেদ পলক	নাটোর-৩	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
৩৩.	গোলাম ফারুক খন্দকার প্রিন্স	পাবনা-৫	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
৩৪.	গোলাম কিবরিয়া টিপু	বরিশাল-৩	জাতীয় পার্টি
৩৫.	সাব্বির আহম্মেদ	রংপুর-৩	প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দল
৩৬.	মোশতাক আহম্মেদ রুহী	নেত্রকোনা-১	স্বতন্ত্র
৩৭.	শাহ মো. ওয়ারেছ আলী মামুন	জামালপুর-৫	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)
৩৮.	ফাহমী গোলন্দাজ বাবেল	ময়মনসিংহ-১০	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
৩৯.	তোফায়েল আহমেদ	ভোলা-১	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
৪০.	মির্জা আব্বাস উদ্দিন আহমেদ	ঢাকা-৮	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)
৪১.	মুরাদ সিদ্দিকী	টাঙ্গাইল-৫	স্বতন্ত্র
৪২.	মো. শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি	লক্ষীপুর-৩	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)
৪৩.	মো. আবু মিল্লাত হোসেন	টাঙ্গাইল-১	ন্যাশনাল পিপলস পার্টি
৪৪.	এ এম মাহবুব উদ্দিন খোকন	নোয়াখালী-১	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)
৪৫.	মোহাম্মদ আবু সুফিয়ান	চট্টগ্রাম-৮	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)
৪৬.	মো. আফছারুল আমিন	চট্টগ্রাম-১০	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
৪৭.	আলমগীর কবির	নওগাঁ -৬	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)
৪৮.	ফারুক কবির আহমদ	গাইবান্ধা-৪	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)
৪৯.	মো. আব্দুস সালাম	ঢাকা-১৩	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)
৫০.	মিজানুর রহমান সিনহা	মুন্সিগঞ্জ-২	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)
৫১.	মো. আতিউর রহমান আতিক	শেরপুর-১	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
৫২.	শামীম ওসমান	নারায়ণগঞ্জ-৪	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
৫৩.	শেখ হাসিনা	গোপালগঞ্জ-৩	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
৫৪.	মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ শেখ	বাগেরহাট-৩	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)
৫৫.	শহীদুল ইসলাম	টাঙ্গাইল-১	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)
৫৬.	সালাউদ্দিন আহম্মেদ	ঢাকা-৪	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)
৫৭.	জয়নাল আবেদিন	ফেনী-২	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)
৫৮.	মো. রবিউল ইসলাম জোয়াদ্দার	সাতক্ষীরা-৪	প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দল
৫৯.	মোস্তফা কামাল পাশা	চট্টগ্রাম-৩	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)
৬০.	মুস্তফা লুৎফুল্লাহ	সাতক্ষীরা-১	বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি
৬১.	আতাউর রহমান খান	টাঙ্গাইল-৩	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
৬২.	গৌতম চক্রবর্তী	টাঙ্গাইল-৬	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)
৬৩.	মো. মঈন উদ্দিন	ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২	স্বতন্ত্র
৬৪.	মো. মুখলেছুর রহমান	ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২	স্বতন্ত্র
৬৫.	আ ক ম বাহাউদ্দীন	কুমিল্লা-৬	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
৬৬.	মো. শাহাদাত হোসেন	লক্ষীপুর-১	লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এলডিপি)
৬৭.	মাহফুজুর রহমান	চট্টগ্রাম-৩	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
৬৮.	মো. সোলায়মান আলম শেঠ	খাগড়াছড়ি	জাতীয় পার্টি
৬৯.	মোহাম্মদ আতিকুর রহমান	হবিগঞ্জ-১	জাতীয় পার্টি

৭০.	রেজা আহাম্মেদ	কুষ্টিয়া-১	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)
৭১.	মো. নূরুল ইসলাম তালুকদার	বগুড়া-৩	জাতীয় পার্টি
৭২.	মো. জুলফিকার হোসেন	দিনাজপুর-২	জাতীয় পার্টি
৭৩.	মোহাম্মদ এমদাদুল হক	রংপুর-৪	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)
৭৪.	মো. আজম খান	নারায়ণগঞ্জ-১	জাতীয় পার্টি (জেপি)
৭৫.	আব্দুল্লাহ আল কায়সার	নারায়ণগঞ্জ-৩	স্বতন্ত্র
৭৬.	মো. আজম খান	নরসিংদী-২	জাতীয় পার্টি
৭৭.	আফতাব উদ্দিন আহমেদ	গাজীপুর-৩	জাতীয় পার্টি
৭৮.	তারেক আহমেদ আদেল	ঢাকা-৭	জাতীয় পার্টি
৭৯.	মো. সাদেক খান	ঢাকা-১৩	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
৮০.	সাহারা খাতুন	ঢাকা-১৮	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
৮১.	শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন	মুন্সিগঞ্জ-১	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)
৮২.	আবদুল হাই	মুন্সিগঞ্জ-৩	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)
৮৩.	মো. ফরিদুল হক খান	জামালপুর-২	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
৮৪.	মো. মুরাদ হাসান	জামালপুর-৪	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
৮৫.	খুররম খান চৌধূরী	ময়মনসিংহ-৯	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)
৮৬.	মো. ফজলুর রহমান	কিশোরগঞ্জ-৪	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)

সারণি-১৯: তুলনামূলক অধিক আয়কারী শীর্ষ দশজন

ক্রমিক	নাম	সংসদীয় আসন	পেশা	আয়ের পরিমাণ
১	গোলাম দস্তগীর গাজী	নারায়ণগঞ্জ-১	ব্যবসা	৩৭,৪৯,৫০,০০০
২	মো. সিরাজুল ইসলাম মোল্লা	নরসিংদী-৩	ব্যবসা	১৮,৪০,০৩,৬৭৩
৩	এস.এ.কে একরামুজ্জামান	ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১	ব্যবসা	১৬,৭৯,৩৪,৬৩৮
৪	ড. মহিউদ্দীন খান আলমগীর	চাঁদপুর-১	অন্যান্য	১৬,৫৮,৩৮,৭৩৩
৫	নুরুন্নবী চৌধুরী	ভোলা-৩	ব্যবসা	১৬,১৮,৬৭,৮৯৬
৬	আব্দুল মমিন মন্ডল	সিরাজগঞ্জ-৫	ব্যবসা	১৩,৭৭,৮৭,৭৬৬
৭	শেখ ফজলে নূর তাপস	ঢাকা-১০	আইনজীবী	১১,৫৫,১৪,৩৮৪
৮	মোরশেদ আলম	নোয়াখালী-২	ব্যবসা	১০,৬১,৯৮,৭৮৯
৯	ফখর উদ্দিন আহমেদ	ময়মনসিংহ-১১	ব্যবসা	১০,৫২,০২,৮২৮
১০	সালমান ফজলুর রহমান	ঢাকা-১	ব্যবসা	৯,৩৪,৭৭,৬২৮

উল্লেখ্য, উপরোক্ত দশজনের সকলেই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত।

সারণি-২০: তুলনামূলক অধিক সম্পদশালী দশজন

ক্রমিক	নাম	সংসদীয় আসন	পেশা	সম্পদের পরিমাণ
১	অধ্যাপক মো. ইউনুস	কুমিল্লা-৫	অন্যান্য	১,৫২,০৭,৩৭,৬৩,৯৪৩
২	আবু জাফর মো. জাহিদ	গাইবান্ধা-৩	ব্যবসা	১৪,৩০,৭৪,২০,৪০০
৩	গোলাম দস্তগীর গাজী	নারায়ণগঞ্জ-১	ব্যবসা	৮,২৫,৫৬,০২,১৪০
৪	এস.এ.কে একরামুজ্জামান	ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১	ব্যবসা	৪,৩৫,৪১,৯৮,৭৯৯

৫	মোহাম্মদ আসলাম চৌধুরী	চট্টগ্রাম-৪	ব্যবসা	৩,৭৯,২২,৬১,৬৩৫
৬	এম.এ মতিন চৌধুরী	সিলেট-৫	ব্যবসা	৩,৭৫,২৬,৫৪,৭৬০
৭	সালমান ফজলুর রহমান	ঢাকা-১	ব্যবসা	৩,২০,৯৭,২৭,৪৮৭
৮	জাকারিয়া তাহের	কুমিল্লা-৮	ব্যবসা	২,২৫,৪৪,৫৯,১২২
৯	ইউসুফ আব্দুল্লাহ হারুন	কুমিল্লা-৩	ব্যবসা	২,০২,৮০,৮৮,৫২২
১০	আ হ ম মুস্তফা কামাল	কুমিল্লা-১০	ব্যবসা	১,৯৮,৭৭,৭২,৫২৬

উল্লেখ্য, উপরোক্ত দশজনের মধ্যে অধ্যাপক মো. ইউনুস, এস.এ.কে একরামুজ্জামান ও মোহাম্মদ আসলাম চৌধুরী বিএনপি মনোনীত এবং আবু জাফর মো. জাহিদ স্বতন্ত্র এবং এম.এ মতিন চৌধুরী ইসলামী ঐক্যজোট থেকে মনোনীত প্রার্থী। বাকিরা সবাই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত।

সারণি-২১: ঋণগ্রহীতা শীর্ষ দশজন

ক্রম	নাম	আসন	দলের নাম	টাকার পরিমাণ
১.	মো. খালেদ হোসেন মাহবুব	ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	৭,৮০,৬১,৩২,১৫৭
২.	দিদারুল আলম	চট্টগ্রাম-৪	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৭,৩৭,৮৩,০০,০০০
৩.	মো. দিদারুল কবির	চট্টগ্রাম-৪	জাতীয় পার্টি	৬,৫৪,৯২,০০,০০০
৪.	কাজি নাবিল আহামেদ	যশোর-৩	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৬,২৬,৯৩,৬০,২৯৬
৫.	ফরসল আহমদ চৌধুরী	সিলেট-৬	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	৬,০৬,৩৫,৮১,১৩১
৬.	গোলাম দস্তগীর গাজী	নারায়ণগঞ্জ-১	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৫,৭৮,৮৮,২৬,০৯৬
৭.	আবু সাঈদ আল মাহমুদ স্বপন	জয়পুরহাট-২	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৫,৪৩,২২,০০,০০০
৮.	মিজানুর রহমান	বরগুনা-২	জাতীয় পার্টি	৫,০৪,০১,৩১,৫৬৩
৯.	মোহাম্মদ আসলাম চৌধুরী	চট্টগ্রাম-৪	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	৪,৮৮,৯০,৮৬,২৬৯
১০.	এ কে এম সেলিম ওসমান	নারায়ণগঞ্জ-৫	জাতীয় পার্টি	৩,৪০,৯২,৩৪,০৩২

সারণি-২২: করদাতা শীর্ষ দশজন

ক্রম	নাম	আসন	দলের নাম	টাকার পরিমাণ
১.	গোলাম দস্তগীর গাজী	নারায়ণগঞ্জ-১	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	১৪,৫৬,৫৮,৫০০
২.	নুরুন্নবী চৌধুরী	ভোলা-৩	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৬,০৭,৬৫,৪০৪
৩.	এস.এ. কে একরামুজ্জামান	ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	৪,১১,৪২,৬১৭
৪.	শেখ ফজলে নূর তাপস	ঢাকা-১০	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩,৮৬,১৪,৬৬২
৫.	মো. সিরাজুল ইসলাম মোল্লা	নরসিংদী-৩	স্বতন্ত্র	৩,৩৪,১৮,৫৭৫
৬.	মিজানুর রহমান সিনহা	মুন্সিগঞ্জ-২	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	৩,১৯,৩২,৮৭৪
৭.	ফখর উদ্দিন আহমেদ	ময়মনসিংহ-১১	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	৩,১০,৪৪,৭০৬
৮.	ড. মহিউদ্দীন খান আলমগীর	চাঁদপুর-১	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২,৮৩,২০,০০৬
৯.	মোহাম্মদ এবাদুল করিম	ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৫	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	১,৯৬,৫১,৮২৪
১০.	নাজমুল হাসান	কিশোরগঞ্জ-৬	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	১,৭৪,৩৪,২৪৯

প্রজাতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োজিত ব্যক্তিদের তথ্যের তুলনামূলক চিত্র (নবম ও একাদশ)

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রজাতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োজিতদের অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী-সহ মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, জাতীয় সংসদের স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার, সংসদের উপনেতা, চিফ হুইপ ও হুইপ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন এমন ৪৬ জন নবম ও একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেন। নিম্নে উপরোক্ত ৪৬ জনের ২০০৮ ও ২০১৮ সালে হলফনামায় প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে আয়, সম্পদ, দায়-দেনা, নিট সম্পদ এবং আয়কর ও পারিবারিক ব্যয়ের তথ্যের একটি বিশ্লেষণ তুলে ধরা হলো:

সারণি-২৩: প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের আয় হ্রাস-বৃদ্ধির চিত্র

নাম ও পদবি	নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০০৮			একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০১৮			আয়	আয়
	২০০৮ সালে নিজ আয় (টাকা)	২০০৮ সালে নির্ভরশীলদের আয় (টাকা)	২০০৮ সালে মোট আয় (টাকা)	২০১৮ সালে নিজ আয় (টাকা)	২০১৮ সালে নির্ভরশীলদের আয় (টাকা)	২০১৮ সালে মোট আয় (টাকা)	আয় হ্রাস/বৃদ্ধি (টাকা)	হ্রাস/ বৃদ্ধির হার (%)
প্রধানমন্ত্রী								
শেখ হাসিনা	২৯৭৭০৬৭	০	২৯৭৭০৬৭	৭৭৭৯৩৯৪	০	৭৭৭৯৩৯৪	৪৮০২৩২৭	১৬১
মন্ত্রী								
সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম	৬৮০০০	০	৬৮০০০	০	০	০	-৬৮০০০	-১০০
আমির হোসেন আমু	৬২৮৭২৯	০	৬২৮৭২৯	৮২৭২৯০৩	০	৮২৭২৯০৩	৭৬৪৪১৭৪	১২১৫.৮১
তোফায়েল আহমেদ	১০৮৫৯৮৫	৫১০৫০০	১৫৯৬৪৮৫	৪২০১১২৯	৪৯০৪৭৬	৪৬৯১৬০৫	৩০৯৫১২০	১৯৩.৮৭
মতিয়া চৌধুরী	৭৪৯৩৬৯	০	৭৪৯৩৬৯	৩১৭৪২১১০	০	৩১৭৪২১১০	৩০৯৯২৭৪১	৪১৩৫.৮৫
আসাদুজ্জামান খাঁন	১৮৪০৫৯০	৫৮৩১৮৬	২৪২৩৭৭৬	৬৪৭৯১৪১	৬০৮৫৪৯৬	১২৫৬৪৬৩৭	১০১৪০৮৬১	৪১৮.৩৯
খন্দকার মোশারফ হোসেন	৩৪৩২৭৬৫	০	৩৪৩২৭৬৫	৩৬৩১১২৪২	০	৩৬৩১১২৪২	৩২৮৭৮৪৭৭	৯৫৭.৭৮
রাশেদ খান মেনন	৩২৫৭২৪	১৭০০০০	৪৯৫৭২৪	১২৯২৩৯২	০	১২৯২৩৯২	৭৯৬৬৬৮	১৬০.৭১
মো. কামরুল ইসলাম	৪৬৫০০০	১০০০০	৪৭৫০০০	২৮,৬৯,১৬৮	০	২৮৬৯১৬৮	২৩৯৪১৬৮	৫০৪.০৪
শামসুর রহমান শরীফ	১৮০০০০	০	১৮০০০০	১৩০০০০০	০	১৩০০০০০	১১২০০০০	৬২২.২২
আসাদুজ্জামান নূর	৬০০৬০০০	৭৫৫০০০	৬৭৬১০০০	৩৫২৯০৮৫	৩৩৮০৩৩২	৬৯০৯৪১৭	১৪৮৪১৭	২.২
মোস্তাফিজুর রহমান	২১৫০০০	১৪০০০০	৩৫৫০০০	১৮৯৫২১৫	০	১৮৯৫২১৫	১৫৪০২১৫	৪৩৩.৮৬
আহম মুস্তফা কামাল	৬৬৭৯৫৯০	০	৬৬৭৯৫৯০	৯০২১২৪৬৫	০	৯০২১২৪৬৫	৮৩৫৩২৮৭৫	১২৫০.৫৭
মো. মুজিবুল হক	৩১০৩৯৫	০	৩১০৩৯৫	২৪৪৭৪৪৩	০	২৪৪৭৪৪৩	২১৩৭০৪৮	৬৮৮.৪৯
আবুল হাসান মাহমুদ আলী	১৮০০০০০	৫১৫৩৫২	২৩১৫৩৫২	২৩২৭৫৮০	০	২৩২৭৫৮০	১২২২৮	০.৫৩
শাজাহান খান	৬৮৫০৩৬	৬২৪০০	৭৪৭৪৩৬	৩৩৩৬০৪৫৯	০	৩৩৩৬০৪৫৯	৩২৬১৩০২৩	৪৩৬৩.৩২
নারায়ন চন্দ্র চন্দ	২০৫০০০	১১২৮৪০	৩১৭৮৪০	২১২৫০৮১	০	২১২৫০৮১	১৮০৭২৪১	৫৬৮.৬০
নুরুল ইসলাম নাহিদ	৩৬৯৯৩৫	২০৪১৭৪	৫৭৪১০৯	১৬৩০২০৫	০	১৬৩০২০৫	১০৫৬০৯৬	১৮৩.৯৫

হাসানুল হক ইনু	২৮৪০৬৫	০	২৮৪০৬৫	৩৪৬১৬২৩	০	৩৪৬১৬২৩	৩১৭৭৫৫৮	১১১৮.৬
ওবয়দুল কাদের	১৪০০০০	১৫০০০০	২৯০০০০	৩১১৭৬৫১	১০৫৬২১৫	৪১৭৩৮৬৬	৩৮৮৩৮৬৬	১৩৩৯.২৬
মুহা. ইমাজ উদ্দিন প্রাং	৮৬১১০৪	০	৮৬১১০৪	১১০০০০	০	১১০০০০	-৭৫১১০৪	-৮৭.২৩
আনিসুল ইসলাম মাহমুদ	৩৩৮৬৩৮০	২৩১৭২৯৯	৫৭০৩৬৭৯	৪০৪৯০৬০৭	১৮৭২২২৯৭	৫৯২১২৯০৪	৫৩৫০৯২২৫	৯৩৮.১৫
ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেন	৯২২৮৩৩১	০	৯২২৮৩৩১	৯৮২২৪৯৫	০	৯৮২২৪৯৫	৫৯৪১৬৪	৬.৪৪
আ. ক. ম. মোজাম্মেল হক	৫৭১৫০০	৯৪৬৬৪	৬৬৬১৬৪	৪৫৬৫৫৮০	০	৪৫৬৫৫৮০	৩৮৯৯৪১৬	৫৮৫.৩৫
মোট ২৩ জন	৩৯,৫১৮,৪৯৮	৫,৬২৫,৪১৫	৪৫,১৪৩,৯১৩	২৮৮,৬৯৪,৪০৬	২৯,৭৩৪,৮১৬	৩২১,২৯৮,৩৯০	২৭৬,১৫৪,৪৭৭	৬১১.৭২
গড়	১,৭১৮,১৯৬	২৪৪,৫৮৩	১,৯৬২,৭৭৯	১২,৫৫১,৯৩১	১,২৯২,৮১৮	১৩,৯৬৯,৪৯৫	১২,০০৬,৭১৬	
প্রতিমন্ত্রী								
নসরুল হামিদ	৩৬০,০০০	৫০৮,৪৬৩	৮৬৮,৪৬৩	৭৭৩৫৫২০	৩৪৪০২৮৪	১১১৭৫৮০৪	১০৩০৭৩৪১	১,১৮৭
এম এ মান্নান	৩,৭৮০,০০০	১,২৯০,০০০	৫,০৭০,০০০	২,৪৫৪,২৩১	০	২,৪৫৪,২৩১	-২,৬১৫,৭৬৯	-৫২
জাহিদ মালেক	৭,১৩৪,৬৯১	০	৭,১৩৪,৬৯১	২২,০৮৩,২১১	০	২২,০৮৩,২১১	১৪,৯৪৮,৫২০	২১০
মির্জা আজম	৪৪৮,১৮৫	৯,৬০০	৪৫৭,৭৮৫	১২,৮৯৯,৩৪২	০	১২,৮৯৯,৩৪২	১২,৪৪১,৫৫৭	২,৭১৮
মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম	২৬২,৫০০	০	২৬২,৫০০	৬,৭০৮,৪৩৮	০	৬,৭০৮,৪৩৮	৬,৪৪৫,৯৩৮	২,৪৫৬
কাজী কেরামত আলী	২২৭,২৮২	৬১৬,৫০৪	৮৪৩,৭৮৬	৫,৩৪৫,৪৩৬	০	৫,৩৪৫,৪৩৬	৪,৫০১,৬৫০	৫৩৪
মো. শাহরিয়ার আলম	৯,৭৭৩,৯৪৯	১,৬৮০,০০০	১১,৪৫৩,৯৪৯	৩০,৪৫৩,৩৮৮	১৩,০৪৫,৮৩৪	৪৩,৪৯৯,২২২	৩২,০৪৫,২৭৩	২৮০
জুনাইদ আহমেদ পলক	১১৮,০০০	৮৪,০০০	২০২,০০০	১,৮৪২,০৪৯	১,২৮১,২৬৩	৩,১২৩,৩১২	২,৯২১,৩১২	১,৪৪৬
মো. মুজিবুল হক	১,৮৪০,০০০	৭০০,০০০	২,৫৪০,০০০	৩,৭৯৫,৪৫২	১,৭৯৩,৯৭৯	৫,৫৮৯,৪৩১	৩,০৪৯,৪৩১	১২০
বীর বাহাদুর উ শৈ সিং	১,৮০০,০০০	৫০,০০০	১,৮৫০,০০০	১৫,৮৮১,৬৮৭	৪,৬৬৭,৭৯২	২০,৫৪৯,৪৭৯	১৮,৬৯৯,৪৭৯	১,০১১
শ্রী বীরেন শিকদার	২৪২,০০০	৪৯৭,৯৭৪	৭৩৯,৯৭৪	২,৯৮৩,৭৪২	০	২,৯৮৩,৭৪২	২,২৪৩,৭৬৮	৩০৩
মেহের আফরোজ	৫৫০,০০০	০	৫৫০,০০০	২,৩২৫,২৫৭	২,১২০,০০০	৪,৪৪৫,২৫৭	৩,৮৯৫,২৫৭	৭০৮
মোট ১২ জন	২৬,৫৩৬,৬০৭	৫,৪৩৬,৫৪১	৩১,৯৭৩,১৪৮	১১৪,৫০৭,৭৫৩	২৬,৩৪৯,১৫২	১৪০,৮৫৬,৯০৫	১০৮,৮৮৩,৭৫৭	৩৪০.৫৫
গড়	২,২১১,৩৮৪	৪৫৩,০৪৫	২,৬৬৪,৪২৯	৯,৫৪২,৩১৩	২,১৯৫,৭৬৩	১১,৭৩৮,০৭৫	৯,০৭৩,৬৪৬	

উপমন্ত্রী								
আব্দুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকব	১৮৫,০০০	০	১৮৫,০০০	৩৫,৫২১,০৩৯	২,০২০,০৩৬	৩৭,৫৪১,০৭৫	৩৭,৩৫৬,০৭৫	২০,১৯২
স্পিকার								
শিরীন শারমিন চৌধুরী	৯১৪,৮১৮	০	৯১৪,৮১৮	৭,৩২১,৭১০	০	৭,৩২১,৭১০	৬,৪০৬,৮৯২	৭০০.৩৪
ডেপুটি স্পিকার								
মো. ফজলে রাব্বী মিয়া	২৬৫,০০০	০	২৬৫,০০০	২,০০৭,০৭০	০	২,০০৭,০৭০	১,৭৪২,০৭০	৬৫৭.৩৮
জাতীয় সংসদের উপনেতা, চিফ হুইপ ও হুইপ								
সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী	০	০	০	৩,৯০০,৫০১	০	৩,৯০০,৫০১	৩,৯০০,৫০১	১০০
আ. স. ম. ফিরোজ	২,৭৬০,০০০	০	২,৭৬০,০০০	১২,৯৯৫,৪১৫	৬৪২,৬০০	১৩,৬৩৮,০১৫	১০,৮৭৮,০১৫	৩৯৪
মো. আতিউর রহমান আতিক	৪১০,০০০	৮৭,৩৯৬	৪৯৭,৩৯৬	৫,২০৮,০০০	০	৫,২০৮,০০০	৪,৭১০,৬০৪	৯৪৭
সোলায়মান হক জোয়ার্দার ছেলুন	৩৫৫,০০০	০	৩৫৫,০০০	৪,২০৭,২৯৩	০	৪,২০৭,২৯৩	৩,৮৫২,২৯৩	১,০৮৫
মো. শহীদুজ্জামান সরকার	৩০০,০০০	০	৩০০,০০০	২,৮২৫,৭৭৭	০	২,৮২৫,৭৭৭	২,৫২৫,৭৭৭	৮৪২
মো. শাহাব উদ্দিন	১৮,০০০	০	১৮,০০০	৫০,০০০	৫০০,০০০	৫৫০,০০০	৫৩২,০০০	২,৯৫৬
ইকবালুর রহিম	৮৪৫,৩০২	০	৮৪৫,৩০২	৫,২৮০,১৯৮	০	৫,২৮০,১৯৮	৪,৪৩৪,৮৯৬	৫২৫
মোট	৪,৬৮৮,৩০২	৮৭,৩৯৬	৪,৭৭৫,৬৯৮	৩৪,৪৬৭,১৮৪	১,১৪২,৬০০	৩৫,৬০৯,৭৮৪	৩০,৮৩৪,০৮৬	৬৪৫.৬৫
গড়	৬৬৯,৭৫৭	১২,৪৮৫	৬৮২,২৪৩	৪,৯২৩,৮৮৩	১৬৩,২২৯	৫,০৮৭,১১২	৪,৪০৪,৮৬৯	
সর্বমোট	৭৫,০৮৫,২৯২	১১,১৪৯,৩৫২	৮৬,২৩৪,৬৪৪	৪৯০,২৯৮,৫৫৬	৫৯,২৪৬,৬০৪	৫৫২,৪১৪,৩২৮	৪৬৬,১৭৯,৬৮৪	৫৪০.৫৯
গড়	১,৬৩২,২৮৯	২৪২,৩৭৭	১,৮৭৪,৬৬৬	১০,৬৫৮,৬৬৪	১,২৮৭,৯৭০	১২,০০৯,০০৭	১০,১৩৪,৩৪১	

- প্রজাতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োজিতদের অর্থাৎ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী-সহ মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, জাতীয় সংসদের স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার, সংসদের উপনেতা, চিফ হুইফ ও হুইফ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন এমন ৪৬ জন; যারা নবম ও একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন, তাদের আয়ের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, সর্বমোট ৪৬ জন প্রার্থীর আয় গড়ে ৫৪০.৫৯% বৃদ্ধি পেয়েছে। আয় বৃদ্ধির এই হার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ক্ষেত্রে ১৬১%, মন্ত্রীদের ক্ষেত্রে ৬১১.৭২%, প্রতিমন্ত্রীদের ক্ষেত্রে ৩৪০.৫৫%, একজন উপমন্ত্রীর ক্ষেত্রে ২০,১৯২%, স্পিকারের ক্ষেত্রে ৭০০.৩৪%, ডেপুটি স্পিকারের ক্ষেত্রে ৬৫৭.৩৮% এবং জাতীয় সংসদের উপনেতা, চিফ হুইপ, হুইপদের ক্ষেত্রে ৬৪৫.৬৫%।
- শতকরা হারে উপমন্ত্রী আব্দুল্লাহ আল জ্যাকবের আয় সর্বোচ্চ ২০,১৯২% (৩ কোটি ৭৩ লক্ষ ৫৬ হাজার ৭৫ টাকা) বৃদ্ধি পেলেও টাকার অঙ্কে সর্বোচ্চ ৮ কোটি ৩৫ লক্ষ ৩২ হাজার ৮৭৫ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে পরিকল্পনা মন্ত্রী আ হ ম মোস্তফা কামালের।
- গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত অধিকাংশের আয় বৃদ্ধি পেলেও মন্ত্রী মুহা. ইমাজ উদ্দিন প্রাং ও প্রতিমন্ত্রী এম এ মান্নানের আয় হ্রাস পেয়েছে। উল্লেখ্য, পূর্ণমন্ত্রী জনাব সৈয়দ আশরাফুল ইসলামের একাদশ নির্বাচনকালীন আয়ের তথ্য পাওয়া যায়নি।

সারণি-২৪: প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের সম্পদ হ্রাস-বৃদ্ধির চিত্র								
নাম ও পদবি	নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০০৮			একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০১৮			সম্পদ হ্রাস/বৃদ্ধি (টাকা)	সম্পদ হ্রাস/বৃদ্ধির হার (%)
	২০০৮ সালে নিজ সম্পদ (টাকা)	২০০৮ সালে নির্ভরশীলদের সম্পদ (টাকা)	২০০৮ সালে মোট সম্পদ (টাকা)	২০১৮ সালে নিজ আয় (টাকা)	২০১৮ সালে নির্ভরশীলদের আয় (টাকা)	২০১৮ সালে মোট আয় (টাকা)		
প্রধানমন্ত্রী								
শেখ হাসিনা	৩৪,৮৭৪,৯০৪	৯,৫৬৬,৭২৬	৪৪,৪৪১,৬৩০	৭৬,৭৮৭,৮৭৮	০	৭৬,৭৮৭,৮৭৮	৩২,৩৪৬,২৪৮	৭২.৭৮
মন্ত্রী								
সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম	৯,৪৯২,০৩২	০	৯,৪৯২,০৩২	০	০	০	-৯,৪৯২,০৩২	-১০০
আমির হোসেন আমু	৮,৬১৮,২০৮	১৬,২৫৬,৫০০	২৪,৮৭৪,৭০৮	৪৪,৮১৪,৩৯৩	০	৪৪,৮১৪,৩৯৩	১৯,৯৩৯,৬৮৫	৮০.১৬
তোফায়েল আহমেদ	৯,৮৬৭,০১১	৮,২০০,৪০১	১৮,০৬৭,৪১২	৬৭,৯৮৮,৬১৫	১২,০১৯,৪০৪	৮০,০০৮,০১৯	৬১,৯৪০,৬০৭	৩৪২.৮৩
মতিয়া চৌধুরী	৩,৯৬০,৬৬৩	১৬,৭০২,৪৩৩	২০,৬৬৩,০৯৬	৭৭,৭৩৩,৫০০	০	৭৭,৭৩৩,৫০০	৫৭,০৭০,৪০৪	২৭৬.১৯
আসাদুজ্জামান খাঁন	১৪,৬৭৭,৪৬৮	৫,১৮৩,৮৫৯	১৯,৮৬১,৩২৭	৫৭,২২৪,১৩৭	২২,৪৯২,৬৬৮	৭৯,৭১৬,৮০৫	৫৯,৮৫৫,৪৭৮	৩০১.৩৭
খন্দকার মোশারফ হোসেন	৫০,৬৮৬,৭৩৪	০	৫০,৬৮৬,৭৩৪	২৫৭,২৪৮,১৬০	০	২৫৭,২৪৮,১৬০	২০৬,৫৬১,৪২৬	৪০৭.৫৩
রাশেদ খান মেনন	২,৫৪০,০০০	৪৪৬,৪০০	২,৯৮৬,৪০০	১১,৪৪৮,৩৩৭	২০,৯০৬,৬৭০	৩২,৩৫৫,০০৭	২৯,৩৬৮,৬০৭	৯৮৩.৪১
মো. কামরুল ইসলাম	১,২০১,৬০০	১৫,০০০	১,২১৬,৬০০	১৬২৪৮০০৭	০	১৬২৪৮০০৭	১৫,০৩১,৪০৭	১২৩৬
শামসুর রহমান শরীফ	৩৭০,০০০	৪৯৯,০০০	৮৬৯,০০০	২২,৫৫৭,২৬২	৫৫০,০০০	২৩,১০৭,২৬২	২২,২৩৮,২৬২	২৫৫৯.০৬
আসাদুজ্জামান নূর	২৪,০২১,৬২১	৭,৮৫৯,১০৬	৩১,৮৮০,৭২৭	৭৭,২৯০,৫৬৯	৪১,০৬৬,২৮৩	১১৮,৩৫৬,৮৫২	৮৬,৪৭৬,১২৫	২৭১.২৫
মোস্তাফিজুর রহমান	১৬,১৮৭,৫০০	৪,৩৭৯,০০০	২০,৫৬৬,৫০০	৪০,১৫৩,৩৫২	৭,৫৭৪,৬৮৯	৪৭,৭২৮,০৪১	২৭,১৬১,৫৪১	১৩২.০৭
আহম মুস্তফা কামাল	২১৮,৫০৭,২৮৫	১৬৭,১৫১,১২৬	৩৮৫,৬৫৮,৪১১	১,১৮১,৬১৮,১২০	৮০৬,১৫৪,৪০৬	১,৯৮৭,৭৭২,৫২৬	১,৬০২,১১৪,১১৫	৪১৫.৪২
মো. মুজিবুল হক	৪,০৪১,২২৬	০	৪,০৪১,২২৬	২৬,৩৮৩,৫৭৫	১৮,৪৯৬,০৩৩	৪৪,৮৭৯,৬০৮	৪০,৮৩৮,৩৮২	১০১০.৫৪
আবুল হাসান মাহমুদ আলী	৪,০২৫,০৪৮	৫০০,০০০	৪,৫২৫,০৪৮	৬১,৫৭৮,৯১৯	০	৬১,৫৭৮,৯১৯	৫৭,০৫৩,৮৭১	১২৬০.৮৫
শাজাহান খান	৬,৯৫৩,৩০১	৭,৮৮৮,৮৫৬	১৪,৮৪২,১৫৭	৯৭,৮১১,১৮৯	৩৩,১৩৩,৪০৯	১৩০,৯৪৪,৫৯৮	১১৬,১০২,৪৪১	৭৮২.২৫
নারায়ন চন্দ্র চন্দ	১,৪৬৮,৮২৫	৮০০,৩৮৮	২,২৬৯,২১৩	১০,৮২৬,৬৬১	২,৩১০,০০০	১৩,১৩৬,৬৬১	১০,৮৬৭,৪৪৮	৪৭৮.৯১
নুরুল ইসলাম নাহিদ	২,৬৫৭,৯১১	৯৯৪,৪০২	৩,৬৫২,৩১৩	২৬,২৬৪,৪৪৯	৫,৮১৭,০৩০	৩২,০৮১,৪৭৯	২৮,৪২৯,১৬৬	৭৭৮.৩৯
হাসানুল হক ইনু	৮০৮,৬১৭	১,০৮৯,৫৬৬	১,৮৯৮,১৮৩	২২,৭৬১,৩২৫	৮,৫২৭,৩৮০	৩১,২৮৮,৭০৫	২৯,৩৯০,৫২২	১৫৪৮.৩৫
ওবায়দুল	৪,৬৭৭,৬৯৫	৬,৫২১,৫২২	১১,১৯৯,২১৭	৩৪,৬৮৯,৬২০	১০,০৪৬,৪৫৬	৪৪,৭৩৬,০৭৬	৩৩,৫৩৬,৮৫৯	২৯৯.৪৬

কাদের								
মুহা. ইমাজ উদ্দিন প্রাং	৩,০৭৭,২৯৯	০	৩,০৭৭,২৯৯	৬,২০৭,৫৮৪	০	৬,২০৭,৫৮৪	৩,১৩০,২৮৫	১০১.৭২
আনিসুল ইসলাম মাহমুদ	১৪২,৪৭৫,৮২২	৩৭,৯৫৯,৫৫০	১৮০,৪৩৫,৩৭২	২৮৪,৫০৬,৬৮০	১৪৭,২৬৯,৪৬৪	৪৩১,৭৭৬,১৪৪	২৫১,৩৪০,৭৭২	১৩৯.৩
ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেন	২৯,০২৮,৮৩২	২৫,১৯৬,৩৩৯	৫৪,২২৫,১৭১	১৪১৪৮৮২৬২	৯৭,১১৭,৭২৭	২৩৮৬০৫৯৮৯	১৮৪,৩৮০,৮১৮	৩৪০
আ. ক. ম. মোজাম্মেল হক	২,০৪২,২৬৪	৮২৯,২৮২	২,৮৭১,৫৪৬	২১,০৯১,৪০৪	৭৩৬,৯০৪	২১,৮২৮,৩০৮	১৮,৯৫৬,৭৬২	৬৬০.১৬
মোট	৫৬১,৩৮৬,৯৬২	৩০৮,৪৭২,৭৩০	৮৬৯,৮৫৯,৬৯২	২,৫৮৭,৯৩৪,১২০	১,২৩৪,২১৮,৫২৩	৩,৮২২,১৫২,৬৪৩	২,৯৫২,২৯২,৯৫১	৩৩৯.৪
গড়	২৪,৪০৮,১২৯	১৩,৪১১,৮৫৮	৩৭,৮১৯,৯৮৭	১১২,৫১৮,৮৭৫	৫৩,৬৬১,৬৭৫	১৬৬,১৮০,৫৫০	১২৮,৩৬০,৫৬৩	
প্রতিমন্ত্রী								
নসরুল হামিদ	২,৬১২,৯০০	৪,২১৭,৯০৫	৬,৮৩০,৮০৫	২৬৫৬৩২৭৫	১,৩৭,৩৬,১৫২	৪০২৯৯৪২৭	৩৩,৪৬৮,৬২২	৪৯০
এম এ মান্নান	৭,৫৮৩,০০০	৭,৬৯৪,০০০	১৫,২৭৭,০০০	২২,৩৭৪,১৪৮	২,০০০	২২,৩৭৬,১৪৮	৭,০৯৯,১৪৮	৪৬.৪৭
জাহিদ মালেক	১০৪,০৩৪,০৭৯	১১,০১১,৯০০	১১৫,০৪৫,৯৭৯	৪৭২,৫৬৯,৫৯৩	৩১,১৬৮,৫০০	৫০৩,৭৩৮,০৯৩	৩৮৮,৬৯২,১১৪	৩৩৭.৮৬
মির্জা আজম	৬,৪৬৭,৩৩৭	৩,৭২৬,০৬৮	১০,১৯৩,৪০৫	৪০৯,৬২৭,১৩১	১৩০,১৪১,৪৩৮	৫৩৯,৭৬৮,৫৬৯	৫২৯,৫৭৫,১৬৪	৫১৯৫.২৭
মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম	৯,৮২০,০০০	৯,৬৪৫,০০০	১৯,৪৬৫,০০০	৪৩,৫২৩,৬৬২	৯,৭০০,০০০	৫৩,২২৩,৬৬২	৩৩,৭৫৮,৬৬২	১৭৩.৪৩
কাজী কেরামত আলী	২,৯০২,২৮২	৩,৬৬৩,০২৮	৬,৫৬৫,৩১০	৪৮,৩৭৮,৬৪৭	৭,২৪১,৬৯৮	৫৫,৬২০,৩৪৫	৪৯,০৫৫,০৩৫	৭৪৭.১৯
মো. শাহরিয়ার আলম	৮৩,২২০,৯৩১	৬,৮৯০,১৮৭	৯০,১১১,১১৮	৬৯০,২৪২,৮৭১	১২৯,৪৯১,৪১১	৮১৯,৭৩৪,২৮২	৭২৯,৬২৩,১৬৪	৮০৯.৬৯
জুনাইদ আহমেদ পলক	৯১১,০০০	২৩৫,০০০	১,১৪৬,০০০	২৭,৭১৯,৫৮৪	২৬,৮১৭,৭৮৮	৫৪,৫৩৭,৩৭২	৫৩,৩৯১,৩৭২	৪৬৫৮.৯৩
মো. মুজিবুল হক	৪,৮৮৯,২৯০	১,৯১৯,৯৩৩	৬,৮০৯,২২৩	৬০,০৯৭,৭৮৪	১৪,১৩৮,৭৫৭	৭৪,২৩৬,৫৪১	৬৭,৪২৭,৩১৮	৯৯০.২৪
বীর বাহাদুর উ শৈ সিং	৮,২৮৪,৫৭৭	৫৮৯,৭৫১	৮,৮৭৪,৩২৮	১১৯,৮১৫,৪৮৫	৪১,৯৯১,৮৮৩	১৬১,৮০৭,৩৬৮	১৫২,৯৩৩,০৪০	১৭২৩.৩২
শ্রী বীরেন শিকদার	৩৯৩,০০০	৫৭৩,৬৯০	৯৬৬,৬৯০	৫১,৪০৮,৫০৫	২,০৩৪,১০৪	৫৩,৪৪২,৬০৯	৫২,৪৭৫,৯১৯	৫৪২৮.৪১
মেহের আফরোজ	৪,২৪৮,৭৯০	৩,৮৩৬,২৫৯	৮,০৮৫,০৪৯	৩২,৪১১,৭৩৫	২০,৭৭৭,৪৪৮	৫৩,১৮৯,১৮৩	৪৫,১০৪,১৩৪	৫৫৭.৮৭
মোট	২৩৫,৩৬৭,১৮৬	৫৪,০০২,৭২১	২৮৯,৩৬৯,৯০৭	২,০০৪,৭৩২,৪২০	৪১৩,৫০৫,০২৭	২,৪৩১,৯৭৩,৫৯৯	২,১৪২,৬০৩,৬৯২	৭৪০.৪৪
গড়	১৯,৬১৩,৯৩২.১৭	১,৬৩৪,৪৯৪.৩৫	২৪,১১৪,১৫৮.৯২	১৬৭,০৬১,০৩৫.০০	৩৪,৪৫৮,৭৫২.২৫	২০২,৬৬৪,৪৬৬.৫৮	১৭৮,৫৫০,৩০৭.৬৭	
উপমন্ত্রী								
আব্দুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকব	২,১৪৩,২৮৫	০	২,১৪৩,২৮৫	২৩৮,১৬০,৮০৬	২১,৭৮২,০৯৩	২৫৯,৯৪২,৮৯৯	২৫৭,৭৯৯,৬১৪	১২০২৮.২৫
স্পিকার								
শিরীন	২,৭৪৪,৭৯৬	৫৯৭,০৭২	৩,৩৪১,৮৬৮	২৮,০০৮,৩১৭	৪,২৬৭,২৯৩	৩২,২৭৫,৬১০	২৮,৯৩৩,৭৪২	৮৬৫.৮

শারমিন চৌধুরী								
ডেপুটি স্পিকার								
মো. ফজলে রাব্বী মিয়া	১,২৯৪,০০০	১২০,০০০	১,৪১৪,০০০	২৮,৪৭৪,৩৩৩	২,৩২০,০০০	৩০,৭৯৪,৩৩৩	২৯,৩৮০,৩৩৩	২০৭৭.৮২
জাতীয় সংসদের উপনেতা, চিফ হুইপ ও হুইপ								
সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী	৫,২২৯,৯৪৫	০	৫,২২৯,৯৪৫	৯,৪১৪,৬৭৫	০	৯,৪১৪,৬৭৫	৪,১৮৪,৭৩০	৮০.০১
আ. স. ম. ফিরোজ	১০,৫৫২,৯৫২	৩৯২,০০০	১০,৯৪৪,৯৫২	৪৭,৩২০,৩৪১	৮,৩৮২,৯৬৯	৫৫,৭০৩,৩১০	৪৪,৭৫৮,৩৫৮	৪০৮.৯৪
মো. আতিউর রহমান আতিক	৪,৮০০,৬৯৭	৪১৫,০০০	৫,২১৫,৬৯৭	৮৫,৫৩৯,৯৬৮	৩,৯২৩,৬৯৮	৮৯,৪৬৩,৬৬৬	৮৪,২৪৭,৯৬৯	১৬১৫.২৮
সোলায়মান হক জোয়ার্দার ছেলুন	২,২৯০,৯৬৬	১,১২০,০০০	৩,৪১০,৯৬৬	২৭,৭৮৫,৯৬৬	২৯,২৪১,৪০৭	৫৭,০২৭,৩৭৩	৫৩,৬১৬,৪০৭	১৫৭১.৮৮
মো. শহীদুজ্জামান সরকার	৩,২৩২,০০০	৮০,০০০	৩,৩১২,০০০	১৩,৮১৫,০০০	৫,০৮০,০০০	১৮,৮৯৫,০০০	১৫,৫৮৩,০০০	৪৭০.৫
মো. শাহাব উদ্দিন	১,৬০৮,১১৩	২০,০০০	১,৬২৮,১১৩	১৩,২৯৩,৪৬০	১৫৯,৬০০	১৩,৪৫৩,০৬০	১১,৮২৪,৯৪৭	৭২৬.৩
ইকবালুর রহিম	২,৬৮৫,৫১৭	০	২,৬৮৫,৫১৭	৭১,৫০২,৪৫৩	৫,৩২৪,৭৬৪	৭৬,৮২৭,২১৭	৭৪,১৪১,৭০০	২৭৬০.৮
মোট	৩০,৪০০,১৯০	২,০২৭,০০০	৩২,৪২৭,১৯০	২৬৮,৬৭১,৮৬৩	৫২,১১২,৪৩৮	৩২০,৭৮৪,৩০১	২৮৮,৩৫৭,১১১	৮৮৯.২৪
গড়	৪,৩৪২,৮৮৪.২৯	২৮৯,৫৭১.৪৩	৪,৬৩২,৪৫৫.৭১	৩৮,৩৮১,৬৯৪.৭১	৭,৪৪৪,৬৩৪.০০	৪৫,৮২৬,৩২৮.৭১	৪১,১৯৩,৮৭৩.০০	
সর্বমোট	**৮৬৮,২১১,৩২৩**	**৩৭৪,৭৮৬,২৪৯**	**১,২৪২,৯৯৭,৫৭২**	**৫,২৩২,৭৬৯,৭৩৭**	**১,৭২৮,২০৫,৩৭৪**	**৬,৯৭৪,৭১১,২৬৩**	**৫,৭৩১,৭১৩,৬৯১**	**৪৬১.১২**
গড়	**১৮,৮৭৪,১৫৯**	**৮,১৪৭,৫২৭**	**২৭,০২১,৬৮৬**	**১১৩,৭৫৫,৮৬৪**	**৩৭,৫৬৯,৬৮২**	**১৫১,৬২৪,১৫৮**	**১২৪,৬০২,৪৭২**	

- সম্পদের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, সর্বমোট ৪৬ জন প্রার্থীর সম্পদ গড়ে ৪৬১.১২% বৃদ্ধি পেয়েছে। আয় বৃদ্ধির এই হার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ক্ষেত্রে ৭২.৭৮%, মন্ত্রীদের ক্ষেত্রে ৩৩৯.৪%, প্রতিমন্ত্রীদের ক্ষেত্রে ৭৪০.৪৪%, একজন উপমন্ত্রীর ক্ষেত্রে ১২,০২৮.২৫%, স্পিকারের ক্ষেত্রে ৮৬৫.৮%, ডেপুটি স্পিকারের ক্ষেত্রে ২০৭৭.৮২% এবং জাতীয় সংসদের উপনেতা, চিফ হুইপ, হুইপদের ক্ষেত্রে ৮৮৯.২৪%।
- শতকরা হারে উপমন্ত্রী আব্দুল্লাহ্ আল জ্যাকবের সম্পদ সর্বোচ্চ ১২,০২৮.২৫% (২৫ কোটি ৭৭ লক্ষ ৯৯ হাজার ৬১৪ টাকা) বৃদ্ধি পেলেও টাকার অঙ্কে সর্বোচ্চ ৭২ কোটি ৭৬ লক্ষ ২৩ হাজার ১৬৪ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জনাব শাহরিয়ার আলমের। অপরদিকে শতকরা হারে অর্থ প্রতিমন্ত্রী জনাব আব্দুল মান্নানের সম্পদ সর্বনিম্ন ৪৬.৪৭% (৭০ লক্ষ ৯৯ হাজার ১৪৮ টাকা) বৃদ্ধি পেলেও টাকার অঙ্কে সর্বনিম্ন ৩১ লক্ষ ৩০ হাজার ২৮৫ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে মন্ত্রী জনাব ইমাজ উদ্দিন প্রামাণিকের।
- পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত সকল গুরুত্বপূর্ণ নাগরিকেরই সম্পদ দশ বছরে বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখ্য, পূর্ণমন্ত্রী জনাব সৈয়দ আশরাফুল ইসলামের একাদশ নির্বাচনকালীন আয়ের তথ্য পাওয়া যায়নি।

সারণি-২৫: প্রার্থীর দায়-দেনা হ্রাস-বৃদ্ধির চিত্র				
নাম ও পদবি	নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০০৮	একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০১৮	দায়-দেনা হ্রাস/বৃদ্ধি (টাকা)	দায়-দেনা হ্রাস/বৃদ্ধির হার (%)
	২০০৮ সালে নিজ দায়-দেনা (টাকায়)	২০১৮ সালে নিজ দায়-দেনা (টাকায়)		
প্রধানমন্ত্রী				
শেখ হাসিনা	০	০	০	০
মন্ত্রী				
সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম	৮,০০০,০০০	০	-৮,০০০,০০০	-১০০
তোফায়েল আহমেদ	০	১,৭০০,৮৯৫	১,৭০০,৮৯৫	১০০
মতিয়া চৌধুরী	২০০,০০০	০	-২০০,০০০	-১০০
আসাদুজ্জামান খাঁন	৬,৮৭৭,৯১০		-৬,৮৭৭,৯১০	-১০০
রাশেদ খান মেনন	১,৬২৬,০০০	১,০০০,০০০	-৬২৬,০০০	-৩৮.৫
মোস্তাফিজুর রহমান	৩০০,০০০	১৫,০০৩,০৬৩	১৪,৭০৩,০৬৩	৪,৯০১.০২
আহম মোস্তফা কামাল	১৫,০৩৪,০৫৬	৮৭,১০৭,৬৯৩	৭২,০৭৩,৬৩৭	৪৭৯.৪
শাজাহান খান	৪,৫২৯,৯৫৩	০	-৪,৫২৯,৯৫৩	-১০০
নারায়ন চন্দ্র চন্দ	৫৫০,০০০	১১,৮৯৮,৯৫৮	১১,৩৪৮,৯৫৮	২,০৬৩.৪৫
ওবায়দুল কাদের	৩০০,০০০	০	-৩০০,০০০	-১০০
আনিসুল ইসলাম মাহমুদ	৪০০,০০০	০	-৪০০,০০০	-১০০
মোট	৩৭,৮১৭,৯১৯	১১৬,৭১০,৬০৯	৭৮,৮৯২,৬৯০	২০৮.৬১
গড়	৩,৪৩৭,৯৯৩	১০,৬১০,০৫৫	৭,১৭২,০৬৩	
প্রতিমন্ত্রী				
নসরুল হামিদ	২৩,৭২৬,২৫০	৫৫৯৪৩৯৮৮	৩২,২১৭,৭৩৮	১৩৬
জাহিদ মালেক	২,৩৫৩,২৮০	০	-২,৩৫৩,২৮০	-১০০
মির্জা আজম	৯,৫০০,০০০	৭৮,৮১৩,২৮১	৬৯,৩১৩,২৮১	৭২৯.৬১
মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম	০	৭৬১,৪০০	৭৬১,৪০০	১০০
কাজী কেরামত আলী	০	৬,১১৭,৬৮৯	৬,১১৭,৬৮৯	১০০
মো. শাহরিয়ার আলম	০	৫,৭০০,৭৯৪	৫,৭০০,৭৯৪	১০০
মো. মুজিবুল হক	২৭৯,০৩৬	০	-২৭৯,০৩৬	-১০০
বীর বাহাদুর উ শৈ সিং	৩৮৫,০০০	১৮,২৩৯,৯৭৮	১৭,৮৫৪,৯৭৮	৪,৬৩৭.৬৬
শ্রী বীরেন শিকদার	০	১৯,৭৬০,৫১৪	১৯,৭৬০,৫১৪	১০০
মোট	৩৬,২৪৩,৫৬৬	১৮৫,৩৩৭,৬৪৪	১৪৯,০৯৪,০৭৮	৪১১.৩৭
গড়	৪,০২৭,০৬৩	২০,৫৯৩,০৭২	১৬,৫৬৬,০০৯	
উপমন্ত্রী				
আব্দুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকব	২,৪০৮,২৮৫	৩০,০০০,০০০	২৭,৫৯১,৭১৫	১,১৪৫.৭০
স্পিকার				
শিরীন শারমিন চৌধুরী	০	০	০	০
ডেপুটি স্পিকার				
মো. ফজলে রাব্বী মিয়া	০	২,৪৩৪,৪৬৫	২,৪৩৪,৪৬৫	১০০
জাতীয় সংসদের উপনেতা, চিফ হুইপ ও হুইপ				
সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী	২,৬৩৪,০০০	০	-২,৬৩৪,০০০	-১০০
আ.স.ম. ফিরোজ	৪,৭৪৩,৬৫০	১৩,৩৭২,৫৮৩	৮,৬২৮,৯৩৩	১৮১.৯
মো. শাহাব উদ্দিন	১,৩৮৪,৬৫৩	০	-১,৩৮৪,৬৫৩	-১০০

ইকবালুর রহিম	২৮৬,০৪২	২৮,৯৬৩,৫৩২	২৮,৬৭৭,৪৯০	১০,০২৫.৬২
মোট	৯,০৪৮,৩৪৫	৪২,৩৩৬,১১৫	৩৩,২৮৭,৭৭০	৩৬৮
গড়	২,২৬২,০৮৬.২৫	১০,৫৮৪,০২৮.৭৫	৮,৩২১,৯৪২.৫০	
সর্বমোট (২৮)	৮৫,৫১৮,১১৫	৩৭৬,৮১৮,৮৩৩	২৯১,৩০০,৭১৮	৩৪১
গড়	৩,০৫৪,২১৮	১৩,৪৫৭,৮১৫	১০,৪০৩,৫৯৭	

- দায়-দেনার তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, সর্বমোট ৪৬ জন প্রার্থীর ১৬ জনের (৩৪.৭৮%) একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকালে ঋণ ছিল এবং ২০ জনের (৪৩.৪৮%) নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন কালে ঋণ ছিল। ১০ জন প্রার্থীর নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকালে ঋণ থাকলেও একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকালে ছিল না। অপরদিকে ৬ জনের একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকালে ঋণ থাকলেও নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকালে ঋণ ছিল না। ১০ প্রার্থী নবম ও একাদশ নির্বাচনকালে উভয় সময়ই ঋণ ছিল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও স্পিকারের কোনো সময়েই ঋণ ছিল না।
- গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের দায়-দেনা বৃদ্ধির হার ছিল ৩৪১%। এর মধ্যে মন্ত্রীদের ২০৮.৬১%, প্রতিমন্ত্রীদের ৪১১.১৭%, একজন উপমন্ত্রীর ১১৪৫.৭০%, ডেপুটি স্পিকারের ১০০% এবং জাতীয় সংসদের উপনেতা, চিফ হুইপ ও হুইপের ৩৬৮%।
- শতকরা হারে হুইপ জনাব ইকবালুর রহিমের ঋণ বৃদ্ধির হার ১০,০২৫.৬২% (২ কোটি ৮৬ লক্ষ ৭৭ হাজার ৪৯০ টাকা) বৃদ্ধি পেলেও, টাকার অঙ্কে পরিকল্পনা মন্ত্রী আ হ ম মোস্তফা কামালের ঋণ বৃদ্ধির পরিমাণ সর্বোচ্চ ৭ কোটি ২০ লক্ষ ৭৩ হাজার ৬৩৭ টাকা।
- একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকালে পরিকল্পনা মন্ত্রী আ হ ম মোস্তফা কামাল ছিলেন সর্বোচ্চ ঋণ গ্রহীতা। তাঁর ঋণের পরিমাণ ছিল ৮ কোটি ৭১ লক্ষ ৭ হাজার ৬৯৩ টাকা।

সারণি-২৫: প্রার্থীর নিট সম্পদ হ্রাস-বৃদ্ধির চিত্র

নাম ও পদবি	নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০০৮			একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০১৮			মোট নিট সম্পদ হ্রাস/বৃদ্ধি	নিট সম্পদ হ্রাস/বৃদ্ধির হার (%)
	মোট সম্পদ (টাকা)	মোট দায়-দেনা (টাকা)	নিট সম্পদ (টাকা)	মোট সম্পদ (টাকা)	মোট দায়-দেনা (টাকা)	নিট সম্পদ (টাকা)		
প্রধানমন্ত্রী								
শেখ হাসিনা	৩৪,৮৭৪,৯০৪	০	৩৪,৮৭৪,৯০৪	৭৬,৭৮৭,৮৭৮	০	৭৬,৭৮৭,৮৭৮	৪১,৯১২,৯৭৪	১২০.১৮
মন্ত্রী								
সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম	৯,৪৯২,০৩২	৮,০০০,০০০	১,৪৯২,০৩২	০	০	০	-১,৪৯২,০৩২	-১০০
আমির হোসেন আমু	৮,৬১৮,২০৮	০	৮,৬১৮,২০৮	৪৪,৮১৪,৩৯৩	০	৪৪,৮১৪,৩৯৩	৩৬,১৯৬,১৮৫	৪২০
তোফায়েল আহমেদ	৯,৮৬৭,০১১	০	৯,৮৬৭,০১১	৬৭,৯৮৮,৬১৫	১,৭০০,৮৯৫	৬৬,২৮৭,৭২০	৫৬,৪২০,৭০৯	৫৭১.৮১
মতিয়া চৌধুরী	৩,৯৬০,৬৬৩	২০০,০০০	৩,৭৬০,৬৬৩	৭৭,৭৩৩,৫০০	০	৭৭,৭৩৩,৫০০	৭৩,৯৭২,৮৩৭	১৯৬৭.০২
আসাদুজ্জামান খাঁন	১৪,৬৭৭,৪৬৮	৬,৮৭৭,৯১০	৭,৭৯৯,৫৫৮	৫৭,২২৪,১৩৭	০	৫৭,২২৪,১৩৭	৪৯,৪২৪,৫৭৯	৬৩৩.৬৮
খন্দকার মোশারফ হোসেন	৫০,৬৮৬,৭৩৪	০	৫০,৬৮৬,৭৩৪	২৫৭,২৪৮,১৬০	০	২৫৭,২৪৮,১৬০	২০৬,৫৬১,৪২৬	৪০৭.৫৩
রাশেদ খান মেনন	২,৫৪০,০০০	১,৬২৬,০০০	৯১৪,০০০	১১,৪৪৮,৩৩৭	১,০০০,০০০	১০,৪৪৮,৩৩৭	৯,৫৩৪,৩৩৭	১০৪৩.১৪
মো. কামরুল ইসলাম	১,২০১,৬০০	০	১,২০১,৬০০	১৬,২৪৮,০০৭	০	১৬,২৪৮,০০৭	১৫,০৪৬,৪০৭	১২৫২.২
শামসুর রহমান শরীফ	৩৭০,০০০	০	৩৭০,০০০	২২,৫৫৭,২৬২	০	২২,৫৫৭,২৬২	২২,১৮৭,২৬২	৫৯৯৬.৫৬
আসাদুজ্জামান নূর	২৪,০২১,৬২১	০	২৪,০২১,৬২১	৭৭,২৯০,৫৬৯	১,৭৮৫,৮৯২	৭৫,৫০৪,৬৭৭	৫১,৪৮৩,০৫৬	২১৪.৩২
মোস্তাফিজুর রহমান	১৬,১৮৭,৫০০	৩০০,০০০	১৫,৮৮৭,৫০০	৪০,১৫৩,৩৫২	১৫,০০৩,০৬৩	২৫,১৫০,২৮৯	৯,২৬২,৭৮৯	৫৮.৩
আহম মুস্তফা কামাল	২১৮,৫০৭,২৮৫	১৫,০৩৪,০৫৬	২০৩,৪৭৩,২২৯	১,১৮১,৬১৮,১২০	৮৭,১০৭,৬৯৩	১,০৯৪,৫১০,৪২৭	৮৯১,০৩৭,১৯৮	৪৩৭.৯১
মো. মুজিবুল হক	৪,০৪১,২২৬	০	৪,০৪১,২২৬	২৬,৩৮৩,৫৭৫	২,৯০৬,৯৩৫	২৩,৪৭৬,৬৪০	১৯,৪৩৫,৪১৪	৪৮০.৯৩
আবুল হাসান মাহমুদ	৪,০২৫,০৪৮	১৯৯,৮১২	৩,৮২৫,২৩৬	৬১,৫৭৮,৯১৯	০	৬১,৫৭৮,৯১৯	৫৭,৭৫৩,৬৮৩	১৫০৯.৮

আলী								১
শাজাহান খান	৬,৯৫৩,৩০১	৪,৫২৯,৯৫৩	২,৪২৩,৩৪৮	৯৭,৮১১,১৮৯	০	৯৭,৮১১,১৮৯	৯৫,৩৮৭,৮৪১	৩৯৩৬.২
নারায়ণ চন্দ্র চন্দ	১,৪৬৮,৮২৫	৫৫০,০০০	৯১৮,৮২৫	১০,৮২৬,৬৬১	১১,৮৯৮,৯৫৮	-১,০৭২,২৯৭	-১,৯৯১,১২২	-২১৬.৭
নুরুল ইসলাম নাহিদ	২,৬৫৭,৯১১	০	২,৬৫৭,৯১১	২৬,২৬৪,৪৪৯	০	২৬,২৬৪,৪৪৯	২৩,৬০৬,৫৩৮	৮৮৮.১৬
হাসানুল হক ইনু	৮০৮,৬১৭	০	৮০৮,৬১৭	২২,৭৬১,৩২৫	০	২২,৭৬১,৩২৫	২১,৯৫২,৭০৮	২৭১৪.৮৫
ওবায়দুল কাদের	৪,৬৭৭,৬৯৫	৩০০,০০০	৪,৩৭৭,৬৯৫	৩৪,৬৮৯,৬২০	০	৩৪,৬৮৯,৬২০	৩০,৩১১,৯২৫	৬৯২.৪২
মুহা. ইমাজ উদ্দিন প্রাং	৩,০৭৭,২৯৯	০	৩,০৭৭,২৯৯	৬,২০৭,৫৮৪	০	৬,২০৭,৫৮৪	৩,১৩০,২৮৫	১০১.৭২
আনিসুল ইসলাম মাহমুদ	১৪২,৪৭৫,৮২২	৪০০,০০০	১৪২,০৭৫,৮২২	২৮৪,৫০৬,৬৮০	০	২৮৪,৫০৬,৬৮০	১৪২,৪৩০,৮৫৮	১০০.২৫
ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেন	২৯,০২৮,৮৩২	০	২৯,০২৮,৮৩২	১৪১,৪৮৮,২৬২	০	১৪১,৪৮৮,২৬২	১১,২৪৯,৪৩০	৩৮৭.৪১
আ. ক. ম. মোজাম্মেল	২,০৪২,২৬৪	০	২,০৪২,২৬৪	২১,০৯১,৪০৪	০	২১,০৯১,৪০৪	১৯,০৪৯,১৪০	৯৩২.৭৫
মোট	৫৬১,৩৮৬,৯৬২	৩৮,০১৭,৭৩১	৫২৩,৩৬৯,২৩১	২,৫৮৭,৯৩৪,১২০	১২১,৪০৩,৪৩৬	২,৪৬৬,৫৩০,৬৮৪	১,৮৪১,৯৫১,৪৫৩	৩৫১.৯৪
গড়	২৪,৪০৮,১২৯	১,৬৫২,৯৪৫	২২,৭৫৫,১৮৪	১১২,৫১৮,৮৭৫	৫,২৭৮,৪১০	১০৭,২৪০,৪৬৫	৮০,০৮৪,৮৪৬	
প্রতিমন্ত্রী								
নসরুল হামিদ	২,৬১২,৯০০.০০	২৩,৭২৬,২৫০.০০	-২১১১৩৩৫	২৬,৫৬৩,২৭৫	৫৫,৯৪৩,৯৮৮	-২৯,৩৮০,৭১৩	-৮,২৬৭,৩৬৩	৩৯১.৫৭
এম এ মান্নান	৭,৫৮৩,০০০	-	৭,৫৮৩,০০০	২২,৩৭৪,১৪৮	০	২২,৩৭৪,১৪৮	১৪,৭৯১,১৪৮	১৯৫.০৬
জাহিদ মালেক	১০৪,০৩৪,০৭৯	২,৩৫৩,২৮০	১০১,৬৮০,৭৯৯	৪৭২,৫৬৯,৫৯৩	০	৪৭২,৫৬৯,৫৯৩	৩৭০,৮৮৮,৭৯৪	৩৬৪.৭৬
মির্জা আজম	৬,৪৬৭,৩৩৭	৯,৫০০,০০০	-৩,০৩২,৬৬৩	৪০৯,৬২৭,১৩১	৭৮,৮১৩,২৮১	৩৩০,৮১৩,৮৫০	৩৩৩,৮৪৬,৫১৩	১১০০৮.৩৬
মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম	৯,৮২০,০০০	০	৯,৮২০,০০০	৪৩,৫২৩,৬৬২	৭৬১,৪০০	৪২,৭৬২,২৬২	৩২,৯৪২,২৬২	৩৩৫.৪৬
কাজী কেরামত আলী	২,৯০২,২৮২	০	২,৯০২,২৮২	৪৮,৩৭৮,৬৪৭	৬,১১৭,৬৮৯	৪২,২৬০,৯৫৮	৩৯,৩৫৮,৬৭৬	১৩৫৬.১৩
মো. শাহরিয়ার আলম	৮৩,২২০,৯৩১	০	৮৩,২২০,৯৩১	৬৯০,২৪২,৮৭১	৫,৭০০,৭৯৪	৬৮৪,৫৪২,০৭৭	৬০১,৩২১,১৪৬	৭২২.৫৬
জুনাইদ আহমেদ পলক	৯১১,০০০	০	৯১১,০০০	২৭,৭১৯,৫৮৪	০	২৭,৭১৯,৫৮৪	২৬,৮০৮,৫৮৪	২৯৪২.৭৬
মো. মুজিবুল হক	৪,৮৮৯,২৯০	২৭৯,০৩৬	৪,৬১০,২৫৪	৬০,০৯৭,৭৮৪	০	৬০,০৯৭,৭৮৪	৫৫,৪৮৭,৫৩০	১২০৩.৫৭
বীর বাহাদুর উ শৈ সিং	৮,২৮৪,৫৭৭	৩৮৫,০০০	৭,৮৯৯,৫৭৭	১১৯,৮১৫,৪৮৫	১৮,২৩৯,৯৭৮	১০১,৫৭৫,৫০৭	৯৩,৬৭৫,৯৩০	১১৮৫.৮৩
শ্রী বীরেন শিকদার	৩৯৩,০০০.০০	০	৩৯৩,০০০.০০	৫১,৪০৮,৫০৫	১৯,৭৬০,৫১৪	৩১,৬৪৭,৯৯১	৩১,২৫৪,৯৯১	৭৯৫২.৯২
মেহের আফরোজ	৪,২৪৮,৭৯০	০	৪,২৪৮,৭৯০	৩২,৪১১,৭৩৫	০	৩২,৪১১,৭৩৫	২৮,১৬২,৯৪৫	৬৬২.৮৫
মোট	২৩৫,৩৬৭,১৮৬	৩৬,২৪৩,৫৬৬	২১৮,১২৫,৬৩৫	২,০০৪,৭৩২,৪২০	১৮৫,৩৩৭,৬৪৪	১,৮১৯,৩৯৪,৭৭৬	১,৬২০,২৭১,১৫৬	৭৪২.৮২
গড়	১৯,৬১৩,৯৩২	৩,০২০,২৯৭	১৮,১৭৭,১৩৬	১৬৭,০৬১,০৩৫	১৫,৪৪৪,৮০৪	১৫১,৬১৬,২৩১	১৩৫,০২২,৫৯৬	
উপমন্ত্রী								
আব্দুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকব	২,১৪৩,২৮৫	২,৪০৮,২৮৫	-২৬৫,০০০	২৩৮,১৬০,৮০৬	৩০,০০০,০০০	২০৮,১৬০,৮০৬	২০৮,৪২৫,৮০৬	৭৮৬৫১.২৫
স্পিকার								
শিরীন শারমিন চৌধুরী	২,৭৪৪,৭৯৬	০	২,৭৪৪,৭৯৬	২৮,০০৮,৩১৭	০	২৮,০০৮,৩১৭	২৫,২৬৩,৫২১	৯২০.৪২

ডেপুটি স্পিকার								
মো. ফজলে রাব্বী মিয়া	১,২৯৪,০০০.০০	০	১,২৯৪,০০০	২৮,৪৭৪,৩৩৩	২,৪৩৪,৪৬৫	২৬,০৩৯,৮৬৮	২৪,৭৪৫,৮৬৮	১৯১২.৩৫
জাতীয় সংসদের উপনেতা, চিফ হুইপ ও হুইপ								
সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী	৫,২২৯,৯৪৫.০০	২,৬৩৪,০০০	২,৫৯৫,৯৪৫	৯,৪১৪,৬৭৫	০	৯,৪১৪,৬৭৫.০০	৬,৮১৮,৭৩০.০০	২৬২.৬৭
আ. স. ম. ফিরোজ	১০,৫৫২,৯৫২	৪,৭৪৩,৬৫০	৫,৮০৯,৩০২	৪৭,৩২০,৩৪১	১৩,৩৭২,৫৮৩	৩৩,৯৪৭,৭৫৮	২৮,১৩৮,৪৫৬	৪৮৪.৩৭
মো. আতিউর রহমান আতিক	৪,৮০০,৬৯৭	০	৪,৮০০,৬৯৭	৮৫,৫৩৯,৯৬৮	০	৮৫,৫৩৯,৯৬৮	৮০,৭৩৯,২৭১	১৬৮১.৮২
সোলায়মান হক জোয়ার্দার ছেলুন	২,২৯০,৯৬৬	০	২,২৯০,৯৬৬	২৭,৭৮৫,৯৬৬	০	২৭,৭৮৫,৯৬৬	২৫,৪৯৫,০০০	১১১২.৮৫
মো. শহীদুজ্জামান সরকার	৩,২৩২,০০০	০	৩,২৩২,০০০	১৩,৮১৫,০০০	০	১৩,৮১৫,০০০	১০,৫৮৩,০০০	৩২৭.৪৪
মো. শাহাব উদ্দিন	১,৬০৮,১১৩	১,৩৮৪,৬৫৩	২২৩,৪৬০	১৩,২৯৩,৪৬০	০	১৩,২৯৩,৪৬০	১৩,০৭০,০০০	৫৮৪৮.৯২
ইকবালুর রহিম	২,৬৮৫,৫১৭	২৮৬,০৪২	২,৩৯৯,৪৭৫	৭১,৫০২,৪৫৩	২৮,৯৬৩,৫৩২	৪২,৫৩৮,৯২১	৪০,১৩৯,৪৪৬	১৬৭২.৮৪
মোট	৩০,৪০০,১৯০	৯,০৪৮,৩৪৫	২১,৩৫১,৮৪৫	২৬৮,৬৭১,৮৬৩	৪২,৩৩৬,১১৫	২২৬,৩৩৫,৭৪৮	২০৪,৯৮৩,৯০৩	৯৬০.০৩
গড়	৬০,৮০০,৩৮০	১৮,০৯৬,৬৯০	৪২,৭০৩,৬৯০	৫৩৭,৩৪৩,৭২৬	৮৪,৬৭২,২৩০	৪৫২,৬৭১,৪৯৬	৪০৯,৯৬৭,৮০৬	
সর্বমোট	৮৬৮,২১১,৩২৩	৮৫,৭১৭,৯২৭	৮০১,৪৯৫,৪১১	৫,২৩২,৭৬৯,৭৩৭	৩৮১,৫১১,৬৬০	৪,৮৫১,২৫৮,০৭৭	৪,০৪৯,৭৬২,৬৬৬	৫০৫.২৮
গড়	১৮,৮৭৪,১৫৯	১,৮৬৩,৪৩৩	১৭,৪২৩,৮১৩	১১৩,৭৫৫,৮৬৪	৮,২৯৩,৭৩২	১০৫,৪৬২,১৩২	৮৮,০৩৮,৩১৯	

- নিট সম্পদের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, সর্বমোট ৪৬ জন প্রার্থীর নিট সম্পদ বৃদ্ধির শতকরা হার ৫০৫.২৮%। দশ বছরের ব্যবধানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিট সম্পদ বৃদ্ধির শতকরা হার ১২০.১৮%, মন্ত্রীদের ৩৫১.৯৪%, প্রতিমন্ত্রীদের ৭৪২.৮২%, একজন উপমন্ত্রীর ৭৮,৬৫১.২৫%, স্পিকারের ৯২০.৪২%, ডেপুটি স্পিকারের ১,৯১২.৩৫% এবং জাতীয় সংসদের উপনেতা, চিফ হুইপ ও হুইপের ৯৬০.০৩%।
- শতকরা হারে উপমন্ত্রী আব্দুল্লাহ্ আল জ্যাকবের নিট সম্পদ সর্বোচ্চ ৭৮,৬৫১.২৫% (২০ কোটি ৮৪ লক্ষ ২৫ হাজার ৮০৬ টাকা) বৃদ্ধি পেলেও টাকার অঙ্কে সর্বোচ্চ ৮৯ কোটি ১০ লক্ষ ৩৭ হাজার ১৯৮ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে পরিকল্পনা মন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামালের। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় অবস্থানে আছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জনাব শাহরিয়ার আলম। তাঁর নিট সম্পদ বৃদ্ধির পরিমাণ ৬০ কোটি ১৩ লক্ষ ২১ হাজার ১৪৬ টাকা।
- নিট সম্পদ হ্রাস পেয়েছে ২১৬.৭০% (১৯ লক্ষ ৯১ হাজার ১২২ টাকা) জনাব নারায়ণ চন্দ্র চন্দের।

সারণি-২৬: প্রার্থী প্রদত্ত আয়কর ও পারিবারিক ব্যয়ের চিত্র

নাম ও পদবি	২০০৮		২০১৮		প্রদত্ত করের হ্রাস/বৃদ্ধি	প্রদত্ত করের হ্রাস/বৃদ্ধির হার (%)	পারিবারিক ব্যয় হ্রাস-বৃদ্ধি	পারিবারিক ব্যয় হ্রাস-বৃদ্ধির হার (%)
	প্রদত্ত কর	পারিবারিক ব্যয়	প্রদত্ত কর	পারিবারিক ব্যয়				
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী								
শেখ হাসিনা	৬০৬৭৬৭	২০০০০০	২১৫০২৯১	০	১৫৪৩৫২৪	২৫৪	-২০০০০০	-১০০
মন্ত্রী								

সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম	০	৩৭৬৯০০	১৪৬১২২	২৪১০০০০	১৪৬১২২	১০০	২০৩৩১০০	৫৩৯
আমির হোসেন আমু	৫৭৩০৯	২০০০০০	০	০	-৫৭৩০৯	-১০০	-২০০০০০	-১০০
তোফায়েল আহমেদ	৬৫৩১০	৮৫০০০০	৩৫১৩২৭	১২৬৫৩৫৩	২৮৬০১৭	৪৩৮	৪১৫৩৫৩	৪৯
মতিয়া চৌধুরী	১৩০৮৫	৮০০০০	৬০১৬১৭	১৪৫০০০০	৫৮৮৫৩২	৪৪৯৮	১৩৭০০০০	১৭১৩
আসাদুজ্জামান খাঁন	০	২৩০০০০	০	০	০	০	-২৩০০০০	-১০০
খন্দকার মোশারফ হোসেন	২৬০৫৭	৯৩০০০০	২৮৩৮৮৩২	৮২২০৫৪১	২৮১২৭৭৫	১০৭৯৫	৭২৯০৫৪১	৭৮৪
রাশেদ খান মেনন	১৬০৮০	৩৯৮৮৫০	০	০	-১৬০৮০	-১০০	-৩৯৮৮৫০	-১০০
মো. কামরুল ইসলাম	৩১২৫০	২০৫৩৯১	১৯৭৩১৭	২৪২৭৪৫২	১৬৬০৬৭	৫৩১	২২২২০৬১	১০৮২
শামসুর রহমান শরীফ	০	১০০০০০	১৩৫০০০	৫৫০০০০	১৩৫০০০	১০০	৪৫০০০০	৪৫০
আসাদুজ্জামান নূর	১১৯১৬১৫	৩৫৯৮৬১৬	০	০	-১১৯১৬১৫	-১০০	-৩৫৯৮৬১৬	-১০০
মোস্তাফিজুর রহমান	০	১১৫০০০	০	০	০	০	-১১৫০০০	-১০০
আহম মুস্তফা কামাল	৫০৬৫৪৮	১৪৭৫২৬৮	০	০	-৫০৬৫৪৮	-১০০	-১৪৭৫২৬৮	-১০০
মো. মুজিবুল হক	১৪৫৪০	১৬২৫৯০	১৬০৯৭৩	৮৩৯৬২১৭	১৪৬৪৩৩	১০০৭	৮২৩৩৬২৭	৫০৬৪
আবুল হাসান মাহমুদ আলী	০	৩০২৪৬১	৬৪৮৭৪৫১	৭৬০০৮৪১	৬৪৮৭৪৫১	১০০	৭২৯৮৩৮০	২৪১৩
শাজাহান খান	০	২৮৫০৩৬	০	০	০	০	-২৮৫০৩৬	-১০০
নারায়ণ চন্দ্র চন্দ	৪০০০	১০০০০	০	০	-৪০০০	-১০০	-১০০০০	-১০০
নুরুল ইসলাম নাহিদ	১৫৯৯১	১১৫৯৯১	০	০	-১৫৯৯১	-১০০	-১১৫৯৯১	-১০০
হাসানুল হক ইনু	১১৯০৬	২১০৮৬৯	৪১১৯৬২	১০১৫২৩০	৪০০০৫৬	৩৩৬০	৮০৪৩৬১	৩৮১
ওবায়দুল কাদের	০	০	৬২০৮৫৪	২৪৮০০০০	৬২০৮৫৪	১০০	২৪৮০০০০	১০০
মুহা. ইমাজ উদ্দিন প্রাং	২০০০	৮০০০০	০	০	-২০০০	-১০০	-৮০০০০	-১০০
আনিসুল ইসলাম মাহমুদ	৬৬৭৮৪৫	১১৫০৬৩৯	১৪৪০৯০৮০	২৬১৭৯২৬৯	১৩৭৪১২৩৫	২০৫৮	২৫০২৮৬৩০	২১৭৫
ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেন	৬০৭০	৬৮৮৩১০	৪৫৯৯২৭৭	৭৬৬৬৩১৭	৪৫৯৩২০৭	৭৫৬৭১	৬৯৭৮০০৭	১০১৪
আ. ক. ম. মোজাম্মেল	৪৭২২৫	৩৯০০০০	৪২৯০৭০	১১৮৩৩২৩	৩৮১৮৪৫	৮০৯	৭৯৩৩২৩	২০৩
মোট	**২৬৭৬৮৩১**	**১১৯৫৫৯২১**	**৩১৩৮৮৮৮২**	**৭০৮৪৪৫৪৩**	**২৮৭১২০৫১**	**১০৭২.৬১**	***৫৮৮৮৮৬২২***	***৪৯২.৫৫***
গড়	**১১৬৩৮৩.৯৬**	**৫১৯৮২২.৬৫**	**১৩৬৪৭৩৪**	**৩০৮০১৯৭.৫২**	**১২৪৮৩৫০.০৪**		**২৫৬০৩৭৪.৮৭**	
প্রতিমন্ত্রী								
নসরুল হামিদ	৩৬০৯২৮	২৪৮৭৬৯৭		০	-৩৬০৯২৮	-১০০	-২৪৮৭৬৯৭	-১০০
এম এ মান্নান	০	০	১২৬৬৮৪	১৪০০০০০	১২৬৬৮৪	১০০	১৪০০০০০	১০০
জাহিদ মালেক	১৬৪৯৯২৩	০	০	০	-১৬৪৯৯২৩	-১০০	০	০
মির্জা আজম	২৮৭৩০	০	৩৭৪৮১৫৫	০	৩৭১৯৪২৫	১২৯৪৬	০	০
মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম	২০০০	৩৬২৫৫০	৯৩৩৮৮৪	৩০১১৮৪৮	৯৩১৮৮৪	৪৬৫৯৪	২৬৪৯২৯৮	৭৩১
কাজী কেরামত আলী	৫০০০	২৫৫০০০	৫০১৯৯২	৯০০০০০	৪৯৬৯৯২	৯৯৪০	৬৪৫০০০	২৫৩
মো. শাহরিয়ার আলম	১৮৪১৭২৪	৪৭০৪৭২১	৮৪২৯৪২৫	১৬৫০০০০০	৬৫৮৭৭০১	৩৫৮	১১৭৯৫২৭৯	২৫১
জুনাইদ আহমেদ পলক	০	০	২৭৩৯১৩	৩২৫৩৮৬	২৭৩৯১৩	১০০	৩২৫৩৮৬	১০০

মো. মুজিবুল হক	০	০	১৯০১২৯	১৯৫৩৬৫২	১৯০১২৯	১০০	১৯৫৩৬৫২	১০০
বীর বাহাদুর উ শৈ সিং	০	০	৩১৬৯৮৫	২৫০০০০০	৩১৬৯৮৫	১০০	২৫০০০০০	১০০
শ্রী বীরেন শিকদার	৭৭০০	২০০,৯০০.০০	০	০	-৭৭০০	-১০০	-২০০৯০০	-১০০
মেহের আফরোজ	৪৪৮৩	৭৫০০০	৩৬৬৩১৫	১০০০০০০	৩৬১৮৩২	৮০৭১	৯২৫০০০	১২৩৩
মোট	৩৯০০৪৮৮	৮০৮৫৮৬৮	১৪৮৮৭৪৮২	২৭৫৯০৮৮৬	১০৯৮৬৯৯৪	২৮১.৬৮	১৯৫০৫০১৮	২৪১.২২
গড়	৩২৫০৪০.৭	৬৭৩৮২২.৩	১২৪০৬২৪	২২৯৯২৪০.৫	৯১৫৫৮২.৮৩		১৬২৫৪১৮.২	
উপমন্ত্রী								
আব্দুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকব	২০০০	১৫০০০০	৭৬১০৯৩৭	১১৭৯৪৩৩৮	৭৬০৮৯৩৭	৩৮০৪৪৭	১১৬৪৪৩৩৮	৭৭৬৩
স্পিকার								
শিরীন শারমিন চৌধুরী	০	০	০	০	০	০	০	০
ডেপুটি স্পিকার								
মো. ফজলে রাব্বী মিয়া	০	১২৮৮০০	৩২২৯৮৫	১৫২৫৪০২	৩২২৯৮৫	১০০	১৩৯৬৬০২	১০৮৪
জাতীয় সংসদের উপনেতা, চিফ হুইপ ও হুইপ								
সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী	০	০	০	-	০	০	০	০
আ. স. ম. ফিরোজ	০	০	৩২১৫৩৭১	৩৯১৪৯০৯	৩২১৫৩৭১	১০০	৩৯১৪৯০৯	১০০
মো. আতিউর রহমান আতিক	২৪৫০০	২০০০০০	০	০	-২৪৫০০	-১০০	-২০০০০০	-১০০
সোলায়মান হক জোয়ার্দার ছেলুন	০	৯০০০০	২২২৫০৫	১৪১৬২৯৩	২২২৫০৫	১০০	১৩২৬২৯৩	১৪৭৪
মো. শহীদুজ্জামান সরকার	১০০০০	৮৪০০০	১৮৫৮০০	০	১৭৫৮০০	১৭৫৮	-৮৪০০০	-১০০
মো. শাহাব উদ্দিন	০	০	৩২৬৯৩৬	১১২২১৭৭	৩২৬৯৩৬	১০০	১১২২১৭৭	১০০
ইকবালুর রহিম	৯২৩১০	৬০৬৯৯৯	১৬৪৭৯১	৫৭৯০০১৩	৭২৪৮১	৭৯	৫১৮৩০১৪	৮৫৪
মোট	১২৬৮১০	৯৮০৯৯৯	৪১১৫৪০৩	১২২৪৩৩৯২	৩৯৮৮৫৯৩	৩১৪৫.৩	১১২৬২৩৯৩	১১৪৮.০৫
গড়	১৮১১৫.৭১	১৪০১৪২.৭	৫৮৭৯১৪.৭	১৭৪৯০৫৬	৫৬৯৭৯৯		১৬০৮৯১৩.৩	
সর্বমোট	৭৩১২৮৯৬	২১৫০১৫৮৮	৬০৪৭৫৯৮০	১২৩৯৯৮৫৬১	৫৩১৬৩০৮৪	৭২৬.৯৮	১০২৪৯৬৯৭৩	৪৭৬.৬৯
গড়	১৫৮৯৭৬	৪৬৭৪২৫.৮	১৩১৪৬৯৫	২৬৯৫৬২০.৯	১১৫৫৭১৯.২		২২২৮১৯৫.১	

আয়করঃ আয়কর প্রদানের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ৫ জনের আয়কর সংক্রান্ত কোনো তথ্য নেই, ২২ জনের রয়েছে আংশিক তথ্য। আংশিক তথ্য প্রদানকারী ১১ জনের ২০০৮ সালের আয়কর সংক্রান্ত তথ্য থাকলেও ২০১৮ সালের নেই। পক্ষান্তরে ১২ জনের ২০১৮ সালের আয়কর সংক্রান্ত তথ্য থাকলেও ২০০৮ সালের নেই।

পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০০৮-এর চেয়ে ২০১৮ সালে শতকরা ২৫৪% বেশি আয়কর দিয়েছেন। গড়ে মন্ত্রীদের আয়কর বৃদ্ধির হার ১০৭২.৬১%, প্রতিমন্ত্রীরা গড়ে ২৮১.৬৮%, একজন উপমন্ত্রী ৩,৮০,৪৪৭%, ডেপুটি স্পিকার ১০০% এবং জাতীয় সংসদের উপনেতা, চিপ হুইপ ও হুইপ গড়ে ৩১৪৫.৩% আয়কর বেশি দিয়েছেন।

এককভাবে শতকরা হারে উপমন্ত্রী আব্দুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকবের আয়কর বৃদ্ধির পরিমাণ সর্বোচ্চ ৩,৮০,৪৪৭% (৭৬ লক্ষ ৮ হাজার ৯৩৭ টাকা) বৃদ্ধি পেলেও টাকার অঙ্কে সর্বোচ্চ আয়কর বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল মন্ত্রী জনাব আনিছুল ইসলাম মাহমুদের। তার আয়কর বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ১ কোটি ৩৭ লক্ষ ৪১ হাজার ২৩৫ টাকা। উল্লেখ্য, উপরোল্লেখিত প্রার্থীদের মধ্যে ২০১৮ সালে সর্বোচ্চ ১ কোটি ৪৪ লক্ষ ৯ হাজার ৮০ টাকা কর প্রদানকারীও ছিলেন জনাব আনিসুল ইসলাম মাহমুদ।

পারিবারিক ব্যয়: আয়কর প্রদানের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ৪ জনের পারিবারিক ব্যয় সংক্রান্ত কোনো তথ্য নেই, ২১ জনের রয়েছে আংশিক তথ্য। আংশিক তথ্য প্রদানকারী ১৪ জনের ২০০৮ সালের পারিবারিক ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য থাকলেও ২০১৮ সালের নেই। পক্ষান্তরে ৭ জনের ২০১৮ সালের পারিবারিক ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য থাকলেও ২০০৮ সালের নেই।

পর্যালোচনা করতে গিয়ে দেখা যায় যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ২০১৮ সালের পারিবারিক ব্যয় সংক্রান্ত কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। মন্ত্রীরা গড়ে ২০০৮-এর চেয়ে ২০১৮ সালে শতকরা ৪৯২.৫৫% বেশি পারিবারিক ব্যয় দেখিয়েছেন। পারিবারিক ব্যয় বৃদ্ধির এই হার প্রতিমন্ত্রীদের ক্ষেত্রে ২৪১.২২%, একজন উপমন্ত্রীর ক্ষেত্রে ৭৭৬৩%, ডেপুটি স্পিকার ১০৮৪% এবং জাতীয় সংসদের উপনেতা, চিপ হুইপ ও হুইপের ক্ষেত্রে গড়ে ১১৪৮%।

এককভাবে শতকরা হারে উপমন্ত্রী আব্দুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকবের পারিবারিক ব্যয় বৃদ্ধির পরিমাণ সর্বোচ্চ ৭৭৬৩% (১ কোটি ১৬ লক্ষ ৪৪ হাজার ৩৩৮ টাকা) বৃদ্ধি পেলেও টাকার অঙ্কে সর্বোচ্চ পারিবারিক ব্যয় বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল মন্ত্রী জনাব আনিছুল ইসলাম মাহমুদের। তাঁর পারিবারিক ব্যয় বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ২ কোটি ৫০ লক্ষ ২৮ হাজার ৬৩০ টাকা। উল্লেখ্য, উপরোল্লেখিত প্রার্থীদের মধ্যে ২০১৮ সালে সর্বোচ্চ ২ কোটি ৬১ লক্ষ ৭৯ হাজার ২৬৯ টাকা পারিবারিক ব্যয় ব্যয় উল্লেখকারীও ছিলেন জনাব আনিসুল ইসলাম মাহমুদ।

প্রজাতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োজিত ব্যক্তিদের তথ্যের তুলনামূলক চিত্র (দশম ও একাদশ)

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রজাতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োজিতদের অর্থাৎ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী-সহ মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, জাতীয় সংসদের স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার, সংসদের উপনেতা, চিফ হুইপ ও হুইপ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন এমন ৫৩ জন দশম ও একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেন। নিম্নে উক্ত ৫৩ জনের ২০১৪ ও ২০১৮-সালে হলফনামায় প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে আয়, সম্পদ, দায়-দেনা, নিট সম্পদ এবং আয়কর ও পারিবারিক ব্যয়ের তথ্যের একটি বিশ্লেষণ তুলে ধরা হলো:

সারণি-২৭: প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের আয় হ্রাস-বৃদ্ধির চিত্র

নাম ও পদবি	দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০১৪			একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০১৮			আয় হ্রাস/বৃদ্ধি (টাকা)	আয়
	২০১৪ সালে নিজ আয় (টাকা)	২০১৪ সালে নির্ভরশীলদের আয় (টাকা)	২০১৪ সালে মোট আয় (টাকা)	২০১৮ সালে নিজ আয় (টাকা)	২০১৮ সালে নির্ভরশীলদের আয় (টাকা)	২০১৮ সালে মোট আয় (টাকা)		হ্রাস/বৃদ্ধির হার (%)
প্রধানমন্ত্রী								
শেখ হাসিনা	৭,০১৪,০১০	০	৭,০১৪,০১০	৭,৭৭৯,৩৯৪	০	৭,৭৭৯,৩৯৪	৭৬৫,৩৮৪	১০.৯১
মন্ত্রী								
সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম	০	০	০	০	০	০	০	০
আমির হোসেন আমু	২,৫৩৫,১৮৭	০	২,৫৩৫,১৮৭	৮,২৭২,৯০৩	০	৮,২৭২,৯০৩	৫,৭৩৭,৭১৬	২২৬.৩২
তোফায়েল আহমেদ	২,০১০,৩৮০	৪৩৭,৫৩০	২,৪৪৭,৯১০	৪,২০১,১২৯	৪৯০,৪৭৬	৪,৬৯১,৬০৫	২,২৪৩,৬৯৫	৯১.৬৬
মতিয়া চৌধুরী	৩,৬৭৬,৮৫৩	০	৩,৬৭৬,৮৫৩	৩১,৭৪২,১১০	০	৩১,৭৪২,১১০	২৮,০৬৫,২৫৭	৭৬৩.৩
আসাদুজ্জামান খাঁন	৩,৭৫২,৩০৮	৮৫,৬৬৭	৩,৮৩৭,৯৭৫	৬,৪৭৯,১৪১	৬,০৮৫,৪৯৬	১২,৫৬৪,৬৩৭	৮,৭২৬,৬৬২	২২৭.৩৮
মোহাম্মদ নাসিম	৮৯৫,৬৫৩	০	৮৯৫,৬৫৩	৩,২৮৭,৫৮০	৭৪৪,০০০	৪,০৩১,৫৮০	৩,১৩৫,৯২৭	৩৫০.১৩
খন্দকার মোশারফ হোসেন	১৬,০৫৪,৭৩৪	০	১৬,০৫৪,৭৩৪	৩৬,৩১১,২৪২	০	৩৬,৩১১,২৪২	২০,২৫৬,৫০৮	১২৬.১৭
রাশেদ খান মেনন	৭৭৫,০০০	১৭০,০০০	৯৪৫,০০০	১,২৯২,৩৯২	০	১,২৯২,৩৯২	৩৪৭,৩৯২	৩৬.৭৬
মো. কামরুল ইসলাম	৭৭৪,৯০৪	০	৭৭৪,৯০৪	২৮,৬৯,১৬৮	০	২,৮৬৯,১৬৮	২,০৯৪,২৬৪	২৭০.২৬
শামসুর রহমান শরীফ	৪২৫,০০০	০	৪২৫,০০০	১,৩০০,০০০	০	১,৩০০,০০০	৮৭৫,০০০	২০৫.৮৮
আসাদুজ্জামান নূর	১৬,৪৮৯,২২২	৭৭৮,৩৮৬	১৭,২৬৭,৬০৮	৩,৫২৯,০৮৫	৩,৩৮০,৩৩২	৬,৯০৯,৪১৭	-১০,৩৫৮,১৯১	-৫৯.৯৯
মোস্তাফিজুর রহমান	৯৭০,৩৭২	২৫১,৭৮৫	১,২২২,১৫৭	১,৮৯৫,২১৫	০	১,৮৯৫,২১৫	৬৭৩,০৫৮	৫৫.০৭
আহম মুস্তফা কামাল	২৬,৯৭৭,৬৬৪	০	২৬,৯৭৭,৬৬৪	৯০,২১২,৪৬৫	০	৯০,২১২,৪৬৫	৬৩,২৩৪,৮০১	২৩৪.৪
মো. মুজিবুল হক	২,২৩৯,২০৪	০	২,২৩৯,২০৪	২,৪৪৭,৪৪৩	০	২,৪৪৭,৪৪৩	২০৮,২৩৯	৯.৩
আবুল হাসান মাহমুদ আলী	২,৫১৯,৯০৩	০	২,৫১৯,৯০৩	২,৩২৭,৫৮০	০	২,৩২৭,৫৮০	-১৯২,৩২৩	-৭.৬৩
শাজাহান খান	১,৭৪৪,৪২৯	৯২০,০০০	২,৬৬৪,৪২৯	৩৩,৩৬০,৪৫৯	০	৩৩,৩৬০,৪৫৯	৩০,৬৯৬,০৩০	১,১৫২.০৭
আনিসুল হক	৫৯,৮০১,৮২০	০	৫৯,৮০১,৮২০	৮০,৬০০,২১২	০	৮০,৬০০,২১২	২০,৭৯৮,৩৯২	৩৪.৭৮
নারায়ন চন্দ্র চন্দ	২,১৭৭,৪১০	২৫০,৯৬৬	২,৪২৮,৩৭৬	২,১২৫,০৮১	০	২,১২৫,০৮১	-৩০৩,২৯৫	-১২.৪৯
নুরুল ইসলাম নাহিদ	১,৭৭২,৩০০	০	১,৭৭২,৩০০	১,৬৩০,২০৫	০	১,৬৩০,২০৫	-১৪২,০৯৫	-৮.০২
আনোয়ার হোসেন	৪,৫৬৭,৫২৪	০	৪,৫৬৭,৫২৪	৪,৩২৯,৭৯৫	০	৪,৩২৯,৭৯৫	-২৩৭,৭২৯	-৫.২
হাসানুল হক ইনু	২,৬৩৬,৭৮২	০	২,৬৩৬,৭৮২	৩,৪৬১,৬২৩	০	৩,৪৬১,৬২৩	৮২৪,৮৪১	৩১.২৮
ওবায়দুল কাদের	৭৬৭,৭০০	১৫০,০০০	৯১৭,৭০০	৩,১১৭,৬৫১	১,০৫৬,২১৫	৪,১৭৩,৮৬৬	৩,২৫৬,১৬৬	৩৫৪.৮২
মুহা. ইমাজ উদ্দিন প্রাং	১০৪,০০০	০	১০৪,০০০	১১০,০০০	০	১১০,০০০	৬,০০০	৫.৭৭
আনিসুল ইসলাম মাহমুদ	৩,০০০,০০০	৪,৪১৬,১২৯	৭,৪১৬,১২৯	৪০,৪৯০,৬০৭	১৮,৭২২,২৯৭	৫৯,২১২,৯০৪	৫১,৭৯৬,৭৭৫	৬৯৮.৪৩
ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেন	৬,৩২৭,২৫৪	০	৬,৩২৭,২৫৪	৯,৮২২,৪৯৫	০	৯,৮২২,৪৯৫	৩,৪৯৫,২৪১	৫৫.২৪
আ.ক.ম. মোজাম্মেল	১,৭২৮,০০০	৯০,০০০	১,৮১৮,০০০	৪,৫৬৫,৫৮০	০	৪,৫৬৫,৫৮০	২,৭৪৭,৫৮০	১৫১.১৩

হক								
মোট	১৬৪,৭২৩,৬০৩	৭,৫৫০,৪৬৩	১৭২,২৭৪,০৬৬	৩৭৬,৯১১,৯৯৩	৩০,৪৭৮,৮১৬	৪১০,২৫৯,৯৭৭	২৩৭,৯৮৫,৯১১	১৩৮.১৪
গড়	৬,৩৩৫,৫২৩	২৯০,৪০২	৬,৬২৫,৯২৬	১৪,৪৯৬,৬১৫	১,১৭২,২৬২	১৫,৭৭৯,২৩০	৯,১৫৩,৩০৪	
প্রতিমন্ত্রী								
নসরুল হামিদ	১০,৯৯৫,১০২	২,৭০১,২৭৪	১৩,৬৯৬,৩৭৬	৭,৭৩৫,৫২০	৩,৪৪০,২৮৪	১১,১৭৫,৮০৪	-২,৫২০,৫৭২	-১৮.৪
ইসমত আরা সাদেক	৯,৯০৩,৫৭০	০	৯,৯০৩,৫৭০	২,৪৮৭,২৯৫	০	২,৪৮৭,২৯৫	-৭,৪১৬,২৭৫	-৭৪.৮৮
এম এ মান্নান	৮৪৮,১৭৯	০	৮৪৮,১৭৯	২,৪৫৪,২৩১	০	২,৪৫৪,২৩১	১,৬০৬,০৫২	১৮৯.৩৫
জাহিদ মালিক	২১,০৫৭,১৪০	০	২১,০৫৭,১৪০	২২,০৮৩,২১১	০	২২,০৮৩,২১১	১,০২৬,০৭১	৪.৮৭
মো. মসিউর রহমান রাঙ্গা	১,৪০৮,০৩৪	৩৫৭,৪১২	১,৭৬৫,৪৪৬	৮,৭৫৪,২৫৩	৮,৭৫৪,২৫৫	১৭,৫০৮,৫০৮	১৫,৭৪৩,০৬২	৮৯১.৭৩
মির্জা আজম	১,৫৭২,৭৮৬	০	১,৫৭২,৭৮৬	১২,৮৯৯,৩৪২	০	১২,৮৯৯,৩৪২	১১,৩২৬,৫৫৬	৭২০.১৬
মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম	১,১৭৫,৬৭৫	০	১,১৭৫,৬৭৫	৬,৭০৮,৪৩৮	০	৬,৭০৮,৪৩৮	৫,৫৩২,৭৬৩	৪৭০.৬
কাজী কেরামত আলী	৩৬২,০৬০	৩৭৪,২৩৯	৭৩৬,২৯৯	৫,৩৪৫,৪৩৬	০	৫,৩৪৫,৪৩৬	৪,৬০৯,১৩৭	৬২৫.৯৯
মো. শাহরিয়ার আলম	১১,৫১৩,১৮০	২,১৩৮,৭৬৬	১৩,৬৫১,৯৪৬	৩০,৪৫৩,৩৮৮	১৩,০৪৫,৮৩৪	৪৩,৪৯৯,২২২	২৯,৮৪৭,২৭৬	২১৮.৬৩
জুনাইদ আহমেদ পলক	১,৮০২,৭৫২	৭০৮,৩০০	২,৫১১,০৫২	১,৮৪২,০৪৯	১,২৮১,২৬৩	৩,১২৩,৩১২	৬১২,২৬০	২৪.৩৮
সাইফুজ্জামান চৌধুরী	১৪,৬৬৬,৮৮১	০	১৪,৬৬৬,৮৮১	৪,৮৮১,৮৫৫	০	৪,৮৮১,৮৫৫	-৯,৭৮৫,০২৬	-৬৬.৭২
নুরুজ্জামান আহমেদ	৬২০,০০০	০	৬২০,০০০	৩,৪৩৫,৮৫৫	০	৩,৪৩৫,৮৫৫	২,৮১৫,৮৫৫	৪৫৪.১৭
মো. মুজিবুল হক	১০,৮৫৭,২৪৪	০	১০,৮৫৭,২৪৪	৩,৭৯৫,৪৫২	১,৭৯৩,৯৭৯	৫,৫৮৯,৪৩১	-৫,২৬৭,৮১৩	-৪৮.৫২
বীর বাহাদুর উ শৈ সিং	৪,৫০০,০০০	১,৩৫০,০০০	৫,৮৫০,০০০	১৫,৮৮১,৬৮৭	৪,৬৬৭,৭৯২	২০,৫৪৯,৪৭৯	১৪,৬৯৯,৪৭৯	২৫১.২৭
শ্রী বীরেন শিকদার	৪৪০,০০০	০	৪৪০,০০০	২,৯৮৩,৭৪২	০	২,৯৮৩,৭৪২	২,৫৪৩,৭৪২	৫৭৮.১২
মেহের আফরোজ	৭৮৭,২০০	৬০০,০০০	১,৩৮৭,২০০	২,৩২৫,২৫৭	২,১২০,০০০	৪,৪৪৫,২৫৭	৩,০৫৮,০৫৭	২২০.৪৫
মোট	৯২,৫০৯,৮০৩	৮,২২৯,৯৯১	১০০,৭৩৯,৭৯৪	১২৬,৩৩১,৪৯১	৩৫,১০৩,৪০৭	১৬৯,১৭০,৪১৮	৬৮,৪৩০,৬২৪	৬৭.৯৩
গড়	৫,৭৮১,৮৬৩	৫১৪,৩৭৪	৬,২৯৬,২৩৭	৭,৮৯৫,৭১৮	২,১৯৩,৯৬৩	১০,৫৭৩,১৫১	৪,২৭৬,৯১৪	
উপমন্ত্রী								
আব্দুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকব	১৬,৮৩৪,০১৯	০	১৬,৮৩৪,০১৯	৩৫,৫২১,০৩৯	২,০২০,০৩৬	৩৭,৫৪১,০৭৫	২০,৭০৭,০৫৬	১২৩.০১
স্পিকার								
শিরীন শারমিন চৌধুরী	২,২১৪,০২০	০	২,২১৪,০২০	৭,৩২১,৭১০	০	৭,৩২১,৭১০	৫,১০৭,৬৯০	২৩০.৭
ডেপুটি স্পিকার								
মো. ফজলে রাব্বী মিয়া	৩৫০,০০০	০	৩৫০,০০০	২,০০৭,০৭০	০	২,০০৭,০৭০	১,৬৫৭,০৭০	৪৭৩.৪৫
জাতীয় সংসদের উপনেতা, চিফ হুইপ ও হুইপ								
সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী	১,২১৮,৮৮৯	০	১,২১৮,৮৮৯	৩,৯০০,৫০১	০	৩,৯০০,৫০১	২,৬৮১,৬১২	২২০
আ. স. ম. ফিরোজ	১,৯৭৯,৩৬৫	০	১,৯৭৯,৩৬৫	১২,৯৯৫,৪১৫	৬৪২,৬০০	১৩,৬৩৮,০১৫	১১,৬৫৮,৬৫০	৫৮৯.০১
মো. আতিউর রহমান আতিক	১০,৯২১,৫১৭	০	১০,৯২১,৫১৭	৫,২০৮,০০০	০	৫,২০৮,০০০	-৫,৭১৩,৫১৭	-৫২.৩১
সোলায়মান হক জোয়ার্দার ছেলুন	৪,৮৭০,৪০২	০	৪,৮৭০,৪০২	৪,২০৭,২৯৩	০	৪,২০৭,২৯৩	-৬৬৩,১০৯	-১৩.৬২
মো. শহীদুজ্জামান সরকার	১,৮২৫,৭৭৭	০	১,৮২৫,৭৭৭	২,৮২৫,৭৭৭	০	২,৮২৫,৭৭৭	১,০০০,০০০	৫৪.৭৭
মো. শাহাব উদ্দিন	১,৬২১,৯৯৬	০	১,৬২১,৯৯৬	৫০,০০০	৫০০,০০০	৫৫০,০০০	-১,০৭১,৯৯৬	-৬৬.০৯
ইকবালুর রহিম	২,০৭৯,৩২৪	০	২,০৭৯,৩২৪	৫,২৮০,১৯৮	০	৫,২৮০,১৯৮	৩,২০০,৮৭৪	১৫৩.৯৪
মোট	২৪,৫১৭,২৭০	০	২৪,৫১৭,২৭০	৩৪,৪৬৭,১৮৪	১,১৪২,৬০০	৩৫,৬০৯,৭৮৪	১১,০৯২,৫১৪	৪৫.২৪

গড়	৩,৫০২,৪৬৭	০	৩,৫০২,৪৬৭	৪,৯২৩,৮৮৩	১৬৩,২২৯	৫,০৮৭,১১২	১,৫৮৪,৬৪৫	
সর্বমোট	৩০৮,১৬২,৭২৫	১৩,৯৯৬,১২০	৩২৩,৯৪৩,১৭৯	৫৯০,৩৩৯,৮৮১	৬৮,৭৪৪,৮৫৯	৬৬৯,৬৮৯,৪২৮	৩৪৫,৭৪৬,২৪৯	১০৬.৭৩
গড়	৫,৮১৪,৩৯১	২৬৪০৭৮	৬,১১২,১৩৫	১১,১৩৮,৪৮৮	১,২৯৭,০৭৩	১২,৬৩৫,৬৫০	৬,৫২৩,৫১৪	

- আয়ের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, সর্বমোট ৫৩ জন প্রার্থীর আয় গড়ে ১০৬.৭৩% বৃদ্ধি পেয়েছে। আয় বৃদ্ধির এই হার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ক্ষেত্রে ১০.৯১%, মন্ত্রীদের ক্ষেত্রে ১৩৮.১৪%, প্রতিমন্ত্রীদের ক্ষেত্রে ৬৭.৯৩%, একজন উপমন্ত্রীর ক্ষেত্রে ১২৩.০১%, স্পিকারের ক্ষেত্রে ২৩০.৭০%, ডেপুটি স্পিকারের ক্ষেত্রে ৪৭৩.৪৫% এবং জাতীয় সংসদের উপনেতা, চিফ হুইপ, হুইপদের ক্ষেত্রে ৪৫.২৪%।
- শতকরা হারে মন্ত্রী শাহজাহান খানের আয় সর্বোচ্চ ১,১৫২.০৭% (৩ কোটি ৬ লক্ষ ৯৬ হাজার ৩০ টাকা) বৃদ্ধি পেলেও টাকার অঙ্কে সর্বোচ্চ ৬ কোটি ৩২ লক্ষ ৩৪ হাজার ৮০১ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে পরিকল্পনা মন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামালের।
- গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত অধিকাংশের আয় বৃদ্ধি পেলেও ১০ জনের আয় হ্রাস পেয়েছে। উল্লেখ্য, পূর্ণমন্ত্রী জনাব সৈয়দ আশরাফুল ইসলামের একাদশ নির্বাচনকালীন আয়ের তথ্য পাওয়া যায়নি।

সারণি-২৮: প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের সম্পদ হ্রাস-বৃদ্ধির চিত্র

নাম ও পদবি	দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০১৪			একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০১৮			সম্পদ হ্রাস/বৃদ্ধি (টাকা)	সম্পদ হ্রাস/বৃদ্ধির হার (%)
	২০১৪ সালে নিজ সম্পদ (টাকা)	২০১৪ সালে নির্ভরশীলদের সম্পদ (টাকা)	২০১৪ সালে মোট সম্পদ (টাকা)	২০১৮ সালে নিজ সম্পদ (টাকা)	২০১৮ সালে নির্ভরশীলদের সম্পদ (টাকা)	২০১৮ সালে মোট সম্পদ (টাকা)		
প্রধানমন্ত্রী								
শেখ হাসিনা	৬৪,৭৮৭,৭৫০	০	৬৪,৭৮৭,৭৫০	৭৬,৭৮৭,৮৭৮	০	৭৬,৭৮৭,৮৭৮	১২,০০০,১২৮	১৮.৫২
মাননীয় মন্ত্রী								
সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম	১৯,১০৫,৮২০	০	১৯,১০৫,৮২০	০	০	০	-১৯,১০৫,৮২০	-১০০
আমির হোসেন আমু	২৫,৯৮৪,২১৫	০	২৫,৯৮৪,২১৫	৪৪,৮১৪,৩৯৩	০	৪৪,৮১৪,৩৯৩	১৮,৮৩০,১৭৮	৭২.৪৭
তোফায়েল আহমেদ	৫৫,০২২,১০৫	২৪,৩৬৬,০১২	৭৯,৩৮৮,১১৭	৬৭,৯৮৮,৬১৫	১২,০১৯,৪০৪	৮০,০০৮,০১৯	৬১৯,৯০২	০.৭৮
মতিয়া চৌধুরী	৩২,৫৭৪,১৯৯	০	৩২,৫৭৪,১৯৯	৭৭,৭৩৩,৫০০	০	৭৭,৭৩৩,৫০০	৪৫,১৫৯,৩০১	১৩৮.৬৪
আসাদুজ্জামান খাঁন	৩১,১৬৮,৭৬৩	৯,৮১০,২৯৩	৪০,৯৭৯,০৫৬	৫৭,২২৪,১৩৭	২২,৪৯২,৬৬৮	৭৯,৭১৬,৮০৫	৩৮,৭৩৭,৭৪৯	৯৪.৫৩
মোহাম্মদ নাসিম	৯,৬৬১,২৭১	৪৫,৫৬৭,৩৪৪	৫৫,২২৮,৬১৫	১৩,৫৭০,১৪১	৩৬,৪৯৫,৫৫০	৫০,০৬৫,৬৯১	-৫,১৬২,৯২৪	-৯.৩৫
খন্দকার মোশারফ হোসেন	১০৫,০২৯,৫০৮	০	১০৫,০২৯,৫০৮	২৫৭,২৪৮,১৬০	০	২৫৭,২৪৮,১৬০	১৫২,২১৮,৬৫২	১৪৪.৯৩
রাশেদ খান মেনন	১২,৬০৬,০০০	৩,৩০৩,৪০০	১৫,৯০৯,৪০০	১১,৪৪৮,৩৩৭	২০,৯০৬,৬৭০	৩২,৩৫৫,০০৭	১৬,৪৪৫,৬০৭	১০৩.৩৭
মো. কামরুল ইসলাম	১২,৬৬১,৯৩৫	০	১২,৬৬১,৯৩৫	১৬,২৪৮,০০৭	০	১৬,২৪৮,০০৭	৩৫৮৬০৭২	২৮.৩২
শামসুর রহমান শরীফ	১৩০,০০০	০	১৩০,০০০	২২,৫৫৭,২৬২	৫৫০,০০০	২৩,১০৭,২৬২	২২,৯৭৭,২৬২	১৭৬৭৪.৮২
আসাদুজ্জামান নুর	৬৬,৫২৯,৮১৩	১০,৪৪৭,৬৩৭	৭৬,৯৭৭,৪৫০	৭৭,২৯০,৫৬৯	৪১,০৬৬,২৮৩	১১৮,৩৫৬,৮৫২	৪১,৩৭৯,৪০২	৫৩.৭৬
মোস্তাফিজুর রহমান	১১,১২৪,৩১৪	৪,৫৭৭,১৯৬	১৫,৭০১,৫১০	৪০,১৫৩,৩৫২	৭,৫৭৪,৬৮৯	৪৭,৭২৮,০৪১	৩২,০২৬,৫৩১	২০৩.৯৭
আ হ ম মুস্তফা কামাল	৬৫৭,৩১৯,৪০৫	৪০৬,৫৭১,৪৭৩	১,০৬৩,৮৯০,৮৭৮	১,১৮১,৬১৮,১২০	৮০৬,১৫৪,৪০৬	১,৯৮৭,৭৭২,৫২৬	৯২৩,৮৮১,৬৪৮	৮৬.৮৪
মো. মুজিবুল হক	১৮,৮৯৭,৪৪০	০	১৮,৮৯৭,৪৪০	২৬,৩৮৩,৫৭৫	১৮,৪৯৬,০৩৩	৪৪,৮৭৯,৬০৮	২৫,৯৮২,১৬৮	১৩৭.৪৯
আবুল হাসান মাহমুদ আলী	১১,০২৯,৩২৬	০	১১,০২৯,৩২৬	৬১,৫৭৮,৯১৯	০	৬১,৫৭৮,৯১৯	৫০,৫৪৯,৫৯৩	৪৫৮.৩২
শাজাহান খান	২৯,৫৪৯,৯৫৩	১০,৪৫৫,০০০	৪০,০০৪,৯৫৩	৯৭,৮১১,১৮৯	৩৩,১৩৩,৪০৯	১৩০,৯৪৪,৫৯৮	৯০,৯৩৯,৬৪৫	২২৭.৩২
আনিসুল হক	৮৫,৬১৪,০০০	০	৮৫,৬১৪,০০০	৭০,৩২৭,৬৫২	০	৭০,৩২৭,৬৫২	-১৫,২৮৬,৩৪৮	-১৭.৮৫
নারায়ন চন্দ্র চন্দ	৭,১৬৪,৬৫৮	৮৭৩,৬০০	৮,০৩৮,২৫৮	১০,৮২৬,৬৬১	২,৩১০,০০০	১৩,১৩৬,৬৬১	৫,০৯৮,৪০৩	৬৩.৪৩

নুরুল ইসলাম নাহিদ	১৬,৭৪৮,৫৫০	৫,০১৭,৮৪৩	২১,৭৬৬,৩৯৩	২৬,২৬৪,৪৪৯	৫,৮১৭,০৩০	৩২,০৮১,৪৭৯	১০,৩১৫,০৮৬	৪৭.৩৯
আনোয়ার হোসেন	৮০,৪৩০,৮৯২	১৬২,২৫৩,৮৪২	২৪২,৬৮৪,৭৩৪	৬৪,৪৪৯,৩৩৭	২২৫,৬৫৮,০২৬	২৯০,১০৭,৩৬৩	৪৭,৪২২,৬২৯	১৯.৫৪
হাসানুল হক ইনু	৯,৮৮১,৭৪২	১,৬২৮,৭৪৮	১১,৫১০,৪৯০	২২,৭৬১,৩২৫	৮,৫২৭,৩৮০	৩১,২৮৮,৭০৫	১৯,৭৭৮,২১৫	১৭১.৮৩
ওবায়দুল কাদের	১৫,৭০৬,১৬৮	৩,৬৪৫,৫৩০	১৯,৩৫১,৬৯৮	৩৪,৬৮৯,৬২০	১০,০৪৬,৪৫৬	৪৪,৭৩৬,০৭৬	২৫,৩৮৪,৩৭৮	১৩১.১৭
মুহাম্মদ ইমাজ উদ্দিন প্রাং	৩,৯৯৩,০০০	০	৩,৯৯৩,০০০	৬,২০৭,৫৮৪	০	৬,২০৭,৫৮৪	২,২১৪,৫৮৪	৫৫.৪৬
আনিসুল ইসলাম মাহমুদ	১৩৯,৪৫৫,০৩৭	৪৬,০৩১,৫২২	১৮৫,৪৮৬,৫৫৯	২৮৪,৫০৬,৬৮০	১৪৭,২৬৯,৪৬৪	৪৩১,৭৭৬,১৪৪	২৪৬,২৮৯,৫৮৫	১৩২.৭৮
ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেন	৭৯,৮৭৬,৫৪০	৮১,৬৫৭,৮২২	১৬১,৫৩৪,৩৬২	১৪১,৪৮৮,২৬২	৯৭,১১৭,৭২৭	২৩৮,৬০৫,৯৮৯	৭৭০৭১৬২৭	৪৭.৭১
আ ক ম মোজাম্মেল হক	৬,৯৭৩,৭৫২	৭৮৩,৪৪৪	৭,৭৫৭,১৯৬	২১,০৯১,৪০৪	৭৩৬,৯০৪	২১,৮২৮,৩০৮	১৪,০৭১,১১২	১৮১.৩৯
মোট	১,৫৪৪,২৩৮,৪০৬	৮১৬,৯৯০,৭০৬	২,৩৬১,২২৯,১১২	২,৭৩৬,২৮১,২৫০	১,৪৯৬,৩৭২,০৯৯	৪,২৩২,৬৫৩,৩৪৯	১,৮৭,১৪,২৪,২৩৭	৭৯.২৫৬৩৫৯৬৪
গড়	৫৯,৩৯৩,৭৮৫	৩১,৪২২,৭১৯	৯০,৮১৬,৫০৪	১০৫,২৪১,৫৮৭	৫৭,৫৫২,৭৭৩	১৬২,৭৯৪,৩৬০	৭১,৯৭৭,৮৫৫	
প্রতিমন্ত্রী								
নসরুল হামিদ	১২২,১০৮,২১৪	৫৯,০৬২,৩০৪	১৮১,১৭০,৫১৮	২৬,৫৬৩,২৭৫	১,৩৭,৩৬,১৫২	৪০,২৯৯,৪২৭	-১৪০,৮৭১,০৯১	-৭৭.৭৬
ইসমত আরা সাদেক	২৪,১৩৭,২৬৬	০	২৪,১৩৭,২৬৬	২৮,৩১৪,৮১২	০	২৮,৩১৪,৮১২	৪,১৭৭,৫৪৬	১৭.৩১
এম এ মান্নান	১৭,৮৩৩,২৭৬	২,০০০	১৭,৮৩৫,২৭৬	২২,৩৭৪,১৪৮	২,০০০	২২,৩৭৬,১৪৮	৪,৫৪০,৮৭২	২৫.৪৬
জাহিদ মালেক	৪০৬,২৭৭,০৫৭	১৪,৭৩১,৫২০	৪২১,০০৮,৫৭৭	৪৭২,৫৬৯,৫৯৩	৩১,১৬৮,৫০০	৫০৩,৭৩৮,০৯৩	৮২,৭২৯,৫১৬	১৯.৬৫
মো. মসিউর রহমান রাঙ্গা	২৮,০৫৯,১১৫	৫,৫৬৩,৩৪১	৩৩,৬২২,৪৫৬	৫৬,৩১৯,৪৮৮	০	৫৬,৩১৯,৪৮৮	২২,৬৯৭,০৩২	৬৭.৫১
মির্জা আজম	১৪২,৫০১,৬৮৫	১১,৮৪৮,৯৭৬	১৫৪,৩৫০,৬৬১	৪০৯,৬২৭,১৩১	১৩০,১৪১,৪৩৮	৫৩৯,৭৬৮,৫৬৯	৩৮৫,৪১৭,৯০৮	২৪৯.৭
মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম	৩৫,২৫১,৭১৪	১,৯৮৮,০০০	৩৭,২৩৯,৭১৪	৪৩,৫২৩,৬৬২	৯,৭০০,০০০	৫৩,২২৩,৬৬২	১৫,৯৮৩,৯৪৮	৪২.৯২
কাজী কেরামত আলী	১১,৬৮৭,০৬০	৫,২০০,২৩৯	১৬,৮৮৭,২৯৯	৪৮,৩৭৮,৬৪৭	৭,২৪১,৬৯৮	৫৫,৬২০,৩৪৫	৩৮,৭৩৩,০৪৬	২২৯.৩৬
মো. শাহরিয়ার আলম	৬১,৩১৮,৫৮৭	১৭,৩৩১,৭১১	৭৮,৬৫০,২৯৮	৬৯০,২৪২,৮৭১	১২৯,৪৯১,৪১১	৮১৯,৭৩৪,২৮২	৭৪১,০৮৩,৯৮৪	৯৪২.২৫
জুনাইদ আহমেদ পলক	৬,৬৪৩,০২৬	৭,৭৫০,৮৭৩	১৪,৩৯৩,৮৯৯	২৭,৭১৯,৫৮৪	২৬,৮১৭,৭৮৮	৫৪,৫৩৭,৩৭২	৪০,১৪৩,৪৭৩	২৭৮.৮৯
সাইফুজ্জামান চৌধুরী	১৫১,৭৬৫,০৪৫	২৯,২১৬,৬৯৮	১৮০,৯৮১,৭৪৩	২০৭,০৪৬,৩৬৭	৭৯,৫৪৯,০২৯	২৮৬,৫৯৫,৩৯৬	১০৫,৬১৩,৬৫৩	৫৮.৩৬
নুরুজ্জামান আহমেদ	৬,৬০৫,০০০	৩২,০০০	৬,৬৩৭,০০০	২৮,৫২৮,২৯৩	০	২৮,৫২৮,২৯৩	২১,৮৯১,২৯৩	৩২৯.৮৪
মো. মুজিবুল হক	২২,৭৬৬,০৪৮	৭,৩৯৭,২০৮	৩০,১৬৩,২৫৬	৬০,০৯৭,৭৮৪	১৪,১৩৮,৭৫৭	৭৪,২৩৬,৫৪১	৪৪,০৭৩,২৮৫	১৪৬.১২
বীর বাহাদুর উ শৈ সিং	৩৬,৬৯২,২০০	২১,৫৭০,০০০	৫৮,২৬২,২০০	১১৯,৮১৫,৪৮৫	৪১,৯৯১,৮৮৩	১৬১,৮০৭,৩৬৮	১০৩,৫৪৫,১৬৮	১৭৭.৭২
শ্রী বীরেন শিকদার	১৮,২৪৮,৭৫০	১৬০,০০০	১৮,৪০৮,৭৫০	৫১,৪০৮,৫০৫	২,০৩৪,১০৪	৫৩,৪৪২,৬০৯	৩৫,০৩৩,৮৫৯	১৯০.৩১
মেহের আফরোজ	১৪,২৫৮,৯৯৩	৫,৩২৬,৮০০	১৯,৫৮৫,৭৯৩	৩২,৪১১,৭৩৫	২০,৭৭৭,৪৪৮	৫৩,১৮৯,১৮৩	৩৩,৬০৩,৩৯০	১৭১.৫৭
মোট	১,১০৬,১৫৩,০৩৬	১৮৭,১৮১,৬৭০	১,২৯৩,৩৩৪,৭০৬	২,৩২৪,৯৪১,৩৮০	৪৯৩,০৫৪,০৫৬	২,৮৩১,৭৩১,৫৮৮	১,৫৩৮,৩৯৬,৮৮২	১১৮.৯৫
	৬৯,১৩৪,৫৬৫	১১,৬৯৮,৮৫৪	৮০,৮৩৩,৪১৯	১৪৫,৩০৮,৮৩৬	৩০,৮১৫,৮৭৯	১৭৬,৯৮৩,২২৪	৯৬,১৪৯,৮০৫	
উপমন্ত্রী								
আব্দুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকব	১৫৭,৯৯৩,৮৬৯	১১,৫৪২,৬৭৭	১৬৯,৫৩৬,৫৪৬	২৩৮,১৬০,৮০৬	২১,৭৮২,০৯৩	২৫৯,৯৪২,৮৯৯	৯০,৪০৬,৩৫৩	৫৩.৩৩
স্পিকার								
শিরীন শারমিন চৌধুরী	১৬,০৩৫,৫৬৫	২,১০৪,০০০	১৮,১৩৯,৫৬৫	২৮,০০৮,৩১৭	৪,২৬৭,২৯৩	৩২,২৭৫,৬১০	১৪,১৩৬,০৪৫	৭৭.৯৩
ডেপুটি স্পিকার								
মো. ফজলে রাব্বী মিয়া	৫,১৬০,৪০০	০	৫,১৬০,৪০০	২৮,৪৭৪,৩৩৩	২,৩২০,০০০	৩০,৭৯৪,৩৩৩	২৫,৬৩৩,৯৩৩	৪৯৬.৭৪

জাতীয় সংসদের উপনেতা, চিফ হুইপ ও হুইপ								
সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী	৯,২৫১,৬৭৫	০	৯,২৫১,৬৭৫	৯,৪১৪,৬৭৫	০	৯,৪১৪,৬৭৫	১৬৩,০০০	১.৭৬
আ. স. ম. ফিরোজ	১৬,০৬৫,১৬২	৪,২৭০,০০০	২০,৩৩৫,১৬২	৪৭,৩২০,৩৪১	৮,৩৮২,৯৬৯	৫৫,৭০৩,৩১০	৩৫,৩৬৮,১৪৮	১৭৩.৯৩
মো. আতিউর রহমান আতিক	১৪,৪৩৪,০৭৮	১,২৭৯,৬২০	১৫,৭১৩,৬৯৮	৮৫,৫৩৯,৯৬৮	৩,৯২৩,৬৯৮	৮৯,৪৬৩,৬৬৬	৭৩,৭৪৯,৯৬৮	৪৬৯.৩৪
সোলায়মান হক জোয়ার্দার ছেলুন	২০,২৩৩,৯৬৫	৬,৮১০,০০০	২৭,০৪৩,৯৬৫	২৭,৭৮৫,৯৬৬	২৯,২৪১,৪০৭	৫৭,০২৭,৩৭৩	২৯,৯৮৩,৪০৮	১১০.৮৭
মো. শহীদুজ্জামান সরকার	৯,৬৭০,৭১৫	৮০,০০০	৯,৭৫০,৭১৫	১৩,৮১৫,০০০	৫,০৮০,০০০	১৮,৮৯৫,০০০	৯,১৪৪,২৮৫	৯৩.৭৮
মো. শাহাব উদ্দিন	৮,৫৬০,৫৪৪	৬০,০০০	৮,৬২০,৫৪৪	১৩,২৯৩,৪৬০	১৫৯,৬০০	১৩,৪৫৩,০৬০	৪,৮৩২,৫১৬	৫৬.০৬
ইকবালুর রহিম	২১,৮২৮,১৭৫	২৭,৫৩০	২১,৮৫৫,৭০৫	৭১,৫০২,৪৫৩	৫,৩২৪,৭৬৪	৭৬,৮২৭,২১৭	৫৪,৯৭১,৫১২	২৫১.৫২
মোট	১০০,০৪৪,৩১৪	১২,৫২৭,১৫০	১১২,৫৭১,৪৬৪	২৬৮,৬৭১,৮৬৩	৫২,১১২,৪৩৮	৩২০,৭৮৪,৩০১	২০৮,২১২,৮৩৭	১৮৪.৯৬
	১৪,২৯২,০৪৫	১,৭৮৯,৫৯৩	১৬,০৮১,৬৩৮	৩৮,৩৮১,৬৯৫	৭,৪৪৪,৬৩৪	৪৫,৮২৬,৩২৯	২৯,৭৪৪,৬৯১	১৮৪.৯৬
সর্বমোট	২,৯৯৪,৪১৩,৩৪০	১,০৩০,৩৪৬,২০৩	৪,০২৪,৭৫৯,৫৪৩	৫,৭০১,৩২৫,৮২৭	২,০৬৯,৯০৭,৯৭৯	৭,৭৮৪,৯৬৯,৯৫৮	৩,৭৬০,২১০,৪১৫	৯৩.৪৩
গড়	৫৬,৪৯৮,৩৬৫	১৯,৪৪০,৪৯৪	৭৫,৯৩৮,৮৫৯	১০৭,৫৭২,১৮৫	৩৯,০৫৪,৮৬৮	১৪৬,৮৮৬,২২৬	৭০,৯৪৭,৩৬৬	

- সম্পদের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, সর্বমোট ৫৩ জন প্রার্থীর সম্পদ গড়ে ৯৩% বৃদ্ধি পেয়েছে। সম্পদ বৃদ্ধির এই হার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ক্ষেত্রে ১৮.৫২%, মন্ত্রীদের ক্ষেত্রে ৭৯.২৫%, প্রতিমন্ত্রীদের ক্ষেত্রে ১১৮.৯৫%, একজন উপমন্ত্রীর ক্ষেত্রে ৫৩.৩৩%, স্পিকারের ক্ষেত্রে ৭৭.৯৩%, ডেপুটি স্পিকারের ক্ষেত্রে ৪৯৬.৭৪% এবং জাতীয় সংসদের উপনেতা, চিফ হুইপ, হুইপদের ক্ষেত্রে ৯৩.৪৩%।
- শতকরা হারে মন্ত্রী শামসুর রহমান শরীফের সম্পদ সর্বোচ্চ ১৭,৬৭৪.৮২% (২ কোটি ২৯ লক্ষ ৭৭ হাজার ২৬২ টাকা) বৃদ্ধি পেলেও টাকার অঙ্কে সর্বোচ্চ ৯২ কোটি ৩৮ লক্ষ ৮১ হাজার ৬৪৮ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব আ হ ম মুস্তফা কামালের।
- পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত প্রায় সকলেরই সম্পদ পাঁচ বছরে বৃদ্ধি পেলেও ৩ জনের হ্রাস পেয়েছে। উল্লেখ্য, পূর্ণমন্ত্রী জনাব সৈয়দ আশরাফুল ইসলামের একাদশ নির্বাচনকালীন আয়ের তথ্য পাওয়া যায়নি।

সারণি-২৯: প্রার্থীর দায়-দেনা হ্রাস-বৃদ্ধির চিত্র

নাম ও পদবি	দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০১৪	একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০১৮	পরিবর্তন	নিট সম্পদ হ্রাস/বৃদ্ধির হার (%)
	দায়-দেনা (টাকা)	দায়-দেনা (টাকা)		
প্রধানমন্ত্রী				
শেখ হাসিনা	০	০	০	০
মাননীয় মন্ত্রী				
সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম	৯,৮০০,০০০	০	৯,৮০০,০০০	১০০
তোফায়েল আহমেদ	০	১,৭০০,৮৯৫	১,৭০০,৮৯৫	১০০
আসাদুজ্জামান খাঁন	৫,৭৬২,৪৪৫	০	৫,৭৬২,৪৪৫	১০০
মোহাম্মদ নাসিম	৪,৭৫০,০০০	৫০০,০০০	৪,২৫০,০০০	৮৯
রাশেদ খান মেনন	২,০০০,০০০	১,০০০,০০০	১,০০০,০০০	৫০
আসাদুজ্জামান নূর	০	১,৭৮৫,৮৯২	১,৭৮৫,৮৯২	১০০
মোস্তাফিজুর রহমান	০	১৫,০০৩,০৬৩	১৫,০০৩,০৬৩	১০০
আ হ ম মুস্তফা কামাল	১৮৬,৩১৪,৩১৬	৮৭,১০৭,৬৯৩	৯৯,২০৬,৬২৩	৫৩
মো. মুজিবুল হক	৮,২১৪,০৫৬	২,৯০৬,৯৩৫	৫,৩০৭,১২১	৬৫
নারায়ন চন্দ্র চন্দ	১,৫০০,০০০	১১,৮৯৮,৯৫৮	১০,৩৯৮,৯৫৮	৬৯৩
নুরুল ইসলাম নাহিদ	১,০০০,০০০	০	১,০০০,০০০	১০০
আনোয়ার হোসেন	১০৫,৪৭৬,৫০৩	৪৯,৯৯৩,২৪৩	৫৫,৪৮৩,২৬০	৫৩

ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেন	২৬৪,৬৯১	২৬৪,৬৯১	০	০
মোট	৩২৫,০৮২,০১১	১৭২,১৬১,৩৭০	১৫২,৯২০,৬৪১	৪৭
গড়	২৫,০০৬,৩০৯	১৩,২৪৩,১৮২	১১,৭৬৩,১২৬	
প্রতিমন্ত্রী				
নসরুল হামিদ	৩৮,৪৫১,৬৮৮	৫৫,৯৪৩,৯৮৮	১৭,৪৯২,৩০০	৪৫.৪৯
এম এ মান্নান	২৫৪,৫৩৯	০	২৫৪,৫৩৯	১০০
জাহিদ মালেক	৯,২১৫,৬৬২	০	৯,২১৫,৬৬২	১০০
মো. মসিউর রহমান রাঙ্গা	৭,৩২৪,৩১৬	৯,৩৫৩,৪১৫	২,০২৯,০৯৯	২৮
মির্জা আজম	১১০,০০০,০০০	৭৮,৮১৩,২৮১	৩১,১৮৬,৭১৯	২৮
মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম	৫,১৬৫,০০০	৭৬১,৪০০	৪,৪০৩,৬০০	৮৫
কাজী কেরামত আলী	০	৬,১১৭,৬৮৯	৬,১১৭,৬৮৭	১০০
মো. শাহরিয়ার আলম	৬,৬৪৮,১৪৪	৫,৭০০,৭৯৪	৯৪৭,৩৫০	১৪
সাইফুজ্জামান চৌধুরী	২৯,০০০,০০০	৮৩,৭৮৮,১৩৬	৫৪,৭৮৮,১৩৬	১৮৯
নুরুজ্জামান আহমেদ	১৭০,০০০	০	১৭০,০০০	১০০
বীর বাহাদুর উ শৈ সিং	০	১৮,২৩৯,৯৭৮	১৮,২৩৯,৯৭৮	১০০
শ্রী বীরেন শিকদার	১০,০০০,০০০	১৯,৭৬০,৫১৪	৯,৭৬০,৫১৪	৯৮
মোট	২১৬,২২৯,৩৪৯	২৭৮,৪৭৯,১৯৫	১৫৪,৬০৫,৫৮৪	৭১.৫০০৭৪
গড়	১৮,০১৯,১১২	২৩,২০৬,৬০০	১২,৮৮৩,৭৯৯	
উপমন্ত্রী				
আব্দুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকব	৮৩,৬৪৭,৪৬৬	৩০,০০০,০০০	৫৩,৬৪৭,৪৬৬	৬৪
স্পিকার				
শিরীন শারমিন চৌধুরী	৪৩৬,১৬২	০	৪৩৬,১৬২	-১০০
ডেপুটি স্পিকার				
মো. ফজলে রাব্বী মিয়া	০	২৪,৩৪,৪৫৬	২,৪৩৪,৪৬৫	১০০
জাতীয় সংসদের উপনেতা, চিফ হুইপ ও হুইপ				
সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী	২১৩,৩৩১	০	২১৩,৩৩১	১০০
আ. স. ম. ফিরোজ	৩৬২,০০০	১৩,৩৭২,৫৮৩	১৩,০১০,৫৮৩	৩,৫৯৪
মো. শহীদুজ্জামান সরকার	২৬০,৫৭২	০	২৬০,৫৭২	১০০
মো. শাহাব উদ্দিন	৬,১৭৯,৪০০	০	৬,১৭৯,৪০০	১০০
ইকবালুর রহমান	১০,৬১৩,৪৮৪	২৮,৯৬৩,৫৩২	১৮,৩৫০,০৪৮	১৭৩
মোট	**১৭,৬২৮,৭৮৭**	**৪২,৩৩৬,১১৫**	**২৪,৭০৭,৩২৮**	**১৪০**
গড়	৩,৫২৫,৭৫৭	৮,৪৬৭,২২৩	৪,৯৪১,৪৬৬	
সর্বমোট	৬৪৩,০২৩,৭৭৫	৫২৫,৪১১,১৪৫	৩৮৮,৭৫১,৬৪৬	৬০.৪৬
গড়	১৮৯১২৪৬৪	১৫৪৫৩২৬৯	১১৪৩৩৮৭১.৯	

- দায়-দেনার তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, সর্বমোট ৫৩ জন প্রার্থীর ২৩ জনের (৪৩.৩৯%) একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকালে ঋণ ছিল এবং ২৭ জনের (৫০.৯৪%) দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকালে ঋণ ছিল। ১০ জন প্রার্থীর (১৮.৮৬%) শুধুমাত্র দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন কালে ঋণ থাকলেও একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকালে ছিল না। অপরদিকে ৬ জনের (১১.৩২%) একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকালে ঋণ থাকলেও দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকালে ঋণ ছিল না। ১৭ প্রার্থী (৩২.০২%) দশম ও একাদশ নির্বাচনকালে উভয় সময়ই ঋণ ছিল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কোনো সময়েই ঋণ ছিল না।
- গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের দায়দেনা বৃদ্ধির হার ছিল ৬০.৪৬%। দায়-দেনা বৃদ্ধির হার মন্ত্রীদের ক্ষেত্রে ৪৭% প্রতিমন্ত্রীদের ক্ষেত্রে ৭১.৫০%, একজন উপমন্ত্রীর ক্ষেত্রে ৬৪%, ডেপুটি স্পিকারের ক্ষেত্রে ১০০% এবং জাতীয় সংসদের উপনেতা, চিফ হুইপ ও হুইপের ক্ষেত্রে ১৪০%। দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরীর ঋণ থাকলেও একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় ছিল না।

- শতকরা হারে চিফ হুইপ আ স ম ফিরোজের ঋণ বৃদ্ধির হার ৩৫৯৪% (১ কোটি ৩০ লক্ষ ১০ হাজার ৫৮৩ টাকা) বৃদ্ধি পেলেও, টাকার অঙ্কে প্রতিমন্ত্রী জনাব সাইফুজ্জামান চৌধুরীর ঋণ বৃদ্ধির পরিমাণ সর্বোচ্চ। তার ঋণ বৃদ্ধির পরিমাণ ৫ কোটি ৪৭ লক্ষ ৮৮ হাজার ১৩৬ টাকা। একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকালে তাঁর পরিমাণ ছিল সবচেয়ে বেশি (৮ কোটি ৩৭ লক্ষ ৮৮ হাজার ১৩৬ টাকা)।

সারণি-৩০: প্রার্থীর নিট সম্পদ হ্রাস-বৃদ্ধির চিত্র

প্রার্থীর নাম	দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০১৪			একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০১৮			নিট সম্পদ হ্রাস/বৃদ্ধি	নিট সম্পদ হ্রাস বৃদ্ধির হার
	ধনসম্পত্তি	দায়	মোট সম্পদ মূল্য	ধন-সম্পত্তি	দায়	মোট সম্পদমূল্য		
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী								
শেখ হাসিনা	৬৪,৭৮৭,৭৫০	০	৬৪,৭৮৭,৭৫০	৭৬,৭৮৭,৮৭৮	০	৭৬,৭৮৭,৮৭৮	১২,০০০,১২৮	১৮.৫২
মন্ত্রী								
সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম	১৯,১০৫,৮২০	৯,৮০০,০০০	৯,৩০৫,৮২০	০	০	০	-৯,৩০৫,৮২০	-১০০
আমির হোসেন আমু	২৫,৯৮৪,২১৫	০	২৫,৯৮৪,২১৫	৪৪,৮১৪,৩৯৩	০	৪৪,৮১৪,৩৯৩	১৮,৮৩০,১৭৮	৭২.৪৭
তোফায়েল আহমেদ	৫৫,০২২,১০৫	০	৫৫,০২২,১০৫	৬৭,৯৮৮,৬১৫	১,৭০০,৮৯৫	৬৬,২৮৭,৭২০	১১,২৬৫,৬১৫	২০.৪৭
মতিয়া চৌধুরী	৩২,৫৭৪,১৯৯	০	৩২,৫৭৪,১৯৯	৭৭,৭৩৩,৫০০	০	৭৭,৭৩৩,৫০০	৪৫,১৫৯,৩০১	১৩৮.৬৪
আসাদুজ্জামান খাঁন	৩১,১৬৮,৭৬৩	৫,৭৬২,৪৪৫	২৫,৪০৬,৩১৮	৫৭,২২৪,১৩৭	০	৫৭,২২৪,১৩৭	৩১,৮১৭,৮১৯	১২৫.২৪
মোহাম্মদ নাসিম	৯,৬৬১,২৭১	৪,৭৫০,০০০	৪,৯১১,২৭১	১৩,৫৭০,১৪১	৫০০,০০০	১৩,০৭০,১৪১	৮,১৫৮,৮৭০	১৬৬.১৩
খন্দকার মোশারফ হোসেন	১০৫,০২৯,৫০৮	০	১০৫,০২৯,৫০৮	২৫৭,২৪৮,১৬০	০	২৫৭,২৪৮,১৬০	১৫২,২১৮,৬৫২	১৪৪.৯৩
রাশেদ খান মেনন	১২,৬০৬,০০০	২,০০০,০০০	১০,৬০৬,০০০	১১,৪৪৮,৩৩৭	১,০০০,০০০	১০,৪৪৮,৩৩৭	-১৫৭,৬৬৩	-১.৪৯
মো. কামরুল ইসলাম	১২,৬৬১,৯৩৫	০	১২,৬৬১,৯৩৫	১৬,২৪৮,০০৭	০	১৬,২৪৮,০০৭	৩,৫৮৬,০৭২	২৮.৩২
শামসুর রহমান শরীফ	১৩০,০০০	০	১৩০,০০০	২২,৫৫৭,২৬২	০	২২,৫৫৭,২৬২	২২,৪২৭,২৬২	১৭,২৫১.৭৪
আসাদুজ্জামান নুর	৬৬,৫২৯,৮১৩	০	৬৬,৫২৯,৮১৩	৭৭,২৯০,৫৬৯	১,৭৮৫,৮৯২	৭৫,৫০৪,৬৭৭	৮,৯৭৪,৮৬৪	১৩.৪৯
মোস্তাফিজুর রহমান	১১,১২৪,৩১৪	০	১১,১২৪,৩১৪	৪০,১৫৩,৩৫২	১৫,০০৩,০৬৩	২৫,১৫০,২৮৯	১৪,০২৫,৯৭৫	১২৬.০৮
আ হ ম মুস্তফা কামাল	৬৫৭,৩১৯,৪০৫	১৮৬,৩১৪,৩১৬	৪৭১,০০৫,০৮৯	১,১৮১,৬১৮,১২০	৮৭,১০৭,৬৯৩	১,০৯৪,৫১০,৪২৭	৬২৩,৫০৫,৩৩৮	১৩২.৩৮
মো. মুজিবুল হক	২২,৭৬৬,০৪৮	০	২২,৭৬৬,০৪৮	৬০,০৯৭,৭৮৪	০	৬০,০৯৭,৭৮৪	৩৭,৩৩১,৭৩৬	১৬৩.৯৮
আবুল হাসান মাহমুদ আলী	১১,০২৯,৩২৬	০	১১,০২৯,৩২৬	৬১,৫৭৮,৯১৯	০	৬১,৫৭৮,৯১৯	৫০,৫৪৯,৫৯৩	৪৫৮.৩২
শাজাহান খান	২৯,৫৪৯,৯৫৩	০	২৯,৫৪৯,৯৫৩	৯৭,৮১১,১৮৯	০	৯৭,৮১১,১৮৯	৬৮,২৬১,২৩৬	২৩১
আনিসুল হক	৮৫,৬১৪,০০০	০	৮৫,৬১৪,০০০	৭০,৩২৭,৬৫২	০	৭০,৩২৭,৬৫২	-১৫,২৮৬,৩৪৮	-১৭.৮৫
নারায়ন চন্দ্র চন্দ	৭,১৬৪,৬৫৮	১,৫০০,০০০	৫,৬৬৪,৬৫৮	১০,৮২৬,৬৬১	১১,৮৯৮,৯৫৮	-১,০৭২,২৯৭	-৬,৭৩৬,৯৫৫	-১১৮.৯৩
নুরুল ইসলাম নাহিদ	১৬,৭৪৮,৫৫০	১,০০০,০০০	১৫,৭৪৮,৫৫০	২৬,২৬৪,৪৪৯	০	২৬,২৬৪,৪৪৯	১০,৫১৫,৮৯৯	৬৬.৭৭

আনোয়ার হোসেন	৮০,৪৩০,৮৯২	১০৫,৪৭৬,৫০৩	-২৫,০৪৫,৬১১	৬৪,৪৪৯,৩৩৭	৪৯,৯৯৩,২৪৩	১৪,৪৫৬,০৯৪	৩৯,৫০১,৭০৫	-১৫৭.৭২
হাসানুল হক ইনু	৯,৮৮১,৭৪২	০	৯,৮৮১,৭৪২	২২,৭৬১,৩২৫	০	২২,৭৬১,৩২৫	১২,৮৭৯,৫৮৩	১৩০.৩৪
ওবায়দুল কাদের	১৫,৭০৬,১৬৮	০	১৫,৭০৬,১৬৮	৩৪,৬৮৯,৬২০	০	৩৪,৬৮৯,৬২০	১৮,৯৮৩,৪৫২	১২০.৮৭
মুহাম্মদ ইমাজ উদ্দিন প্রাং	৩,৯৯৩,০০০	০	৩,৯৯৩,০০০	৬,২০৭,৫৮৪	০	৬,২০৭,৫৮৪	২,২১৪,৫৮৪	৫৫.৪৬
আনিসুল ইসলাম মাহমুদ	১৩৯,৪৫৫,০৩৭	০	১৩৯,৪৫৫,০৩৭	২৮৪,৫০৬,৬৮০	০	২৮৪,৫০৬,৬৮০	১৪৫,০৫১,৬৪৩	১০৪.০১
ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেন	৭৯,৮৭৬,৫৪০	২৬৪,৬৯১	৭৯,৬১১,৮৪৯	১৪১,৪৮৮,২৬২	০	১৪১,৪৮৮,২৬২	৬১,৮৭৬,৪১৩	৭৭.৭২
আ ক ম মোজাম্মেল হক	৬,৯৭৩,৭৫২	০	৬,৯৭৩,৭৫২	২১,০৯১,৪০৪	০	২১,০৯১,৪০৪	১৪,১১৭,৬৫২	২০২.৪৪
মোট	১,৫৪৮,১০৭,০১৪	৩১৬,৮৬৭,৯৫৫	১,২৩১,২৩৯,০৫৯	২,৭৬৯,৯৯৫,৪৫৯	১৬৮,৯৮৯,৭৪৪	২,৬০১,০০৫,৭১৫	১,৩৬৯,৭৬৬,৬৫৬	১১১.২৫
গড়	৫৯,৫৪২,৫৭৭	১২,১৮৭,২২৯	৪৭,৩৫৫,৩৪৮	১০৬,৫৩৮,২৮৭	৬,৪৯৯,৬০৬	১০০,০৩৮,৬৮১	৫২,৬৮৩,৩৩৩	
প্রতিমন্ত্রী								
নসরুল হামিদ	১২২,১০৮,২১৪	৩৮,৪৫১,৬৮৮	৮৩,৬৫৬,৫২৬	২৬,৫৬৩,২৭৫	৫৫,৯৪৩,৯৮৮	-২৯,৩৮০,৭১৩	-১১৩,০৩৭,২৩৯	-১৩৫.১২
ইসমত আরা সাদেক	২৪,১৩৭,২৬৬	০	২৪,১৩৭,২৬৬	২৮,৩১৪,৮১২	০	২৮,৩১৪,৮১২	৪,১৭৭,৫৪৬	১৭.৩১
এম এ মান্নান	১৭,৮৩৩,২৭৬	২৫৪,৫৩৯	১৭,৫৭৮,৭৩৭	২২,৩৭৪,১৪৮	০	২২,৩৭৪,১৪৮	৪,৭৯৫,৪১১	২৭.২৮
জাহিদ মালেক	৪০৬,২৭৭,০৫৭	৯,২১৫,৬৬২	৩৯৭,০৬১,৩৯৫	৪৭২,৫৬৯,৫৯৩	০	৪৭২,৫৬৯,৫৯৩	৭৫,৫০৮,১৯৮	১৯.০২
মো. মসিউর রহমান রাঙ্গা	২৮,০৫৯,১১৫	৭,৩২৪,৩১৬	২০,৭৩৪,৭৯৯	৫৬,৩১৯,৪৮৮	৯,৩৫৩,৪১৫	৪৬,৯৬৬,০৭৩	২৬,২৩১,২৭৪	১২৬.৫১
মির্জা আজম	১৪২,৫০১,৬৮৫	১১০,০০০,০০০	৩২,৫০১,৬৮৫	৪০৯,৬২৭,১৩১	৭৮,৮১৩,২৮১	৩৩০,৮১৩,৮৫০	২৯৮,৩১২,১৬৫	৯১৭.৮৪
মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম	৩৫,২৫১,৭১৪	৫,১৬৫,০০০	৩০,০৮৬,৭১৪	৪৩,৫২৩,৬৬২	৭৬১,৪০০	৪২,৭৬২,২৬২	১২,৬৭৫,৫৪৮	৪২.১৩
কাজী কেরামত আলী	১১,৬৮৭,০৬০	২	১১,৬৮৭,০৫৮	৪৮,৩৭৮,৬৪৭	৬,১১৭,৬৮৯	৪২,২৬০,৯৫৮	৩০,৫৭৩,৯০০	২৬১.৬
মো. শাহরিয়ার আলম	৬১,৩১৮,৫৮৭	৬,৬৪৮,১৪৪	৫৪,৬৭০,৪৪৩	৬৯০,২৪২,৮৭১	৫,৭০০,৭৯৪	৬৮৪,৫৪২,০৭৭	৬২৯,৮৭১,৬৩৪	১,১৫২.১২
জুনাইদ আহমেদ পলক	৬,৬৪৩,০২৬	০	৬,৬৪৩,০২৬	২৭,৭১৯,৫৮৪	০	২৭,৭১৯,৫৮৪	২১,০৭৬,৫৫৮	৩১৭.২৭
সাইফুজ্জামান চৌধুরী	১৫১,৭৬৫,০৪৫	২৯,০০০,০০০	১২২,৭৬৫,০৪৫	২০৭,০৪৬,৩৬৭	৮৩,৭৮৮,১৩৬	১২৩,২৫৮,২৩১	৪৯৩,১৮৬	০.৪
নুরুজ্জামান আহমেদ	৬,৬০৫,০০০	১৭০,০০০	৬,৪৩৫,০০০	২৮,৫২৮,২৯৩	০	২৮,৫২৮,২৯৩	২২,০৯৩,২৯৩	৩৪৩.৩৩
মো. মুজিবুল হক	১৮,৮৯৭,৪৪০	৮,২১৪,০৫৬	১০,৬৮৩,৩৮৪	২৬,৩৮৩,৫৭৫	২,৯০৬,৯৩৫	২৩,৪৭৬,৬৪০	১২,৭৯৩,২৫৬	১১৯.৭৫
বীর বাহাদুর উ শৈ সিং	৩৬,৬৯২,২০০	০	৩৬,৬৯২,২০০	১১৯,৮১৫,৪৮৫	১৮,২৩৯,৯৭৮	১০১,৫৭৫,৫০৭	৬৪,৮৮৩,৩০৭	১৭৬.৮৩
শ্রী বীরেন শিকদার	১৮,২৪৮,৭৫০	১০,০০০,০০০	৮,২৪৮,৭৫০	৫১,৪০৮,৫০৫	১৯,৭৬০,৫১৪	৩১,৬৪৭,৯৯১	২৩,৩৯৯,২৪১	২৮৩.৬৭
মেহের আফরোজ	১৪,২৫৮,৯৯৩	০	১৪,২৫৮,৯৯৩	৩২,৪১১,৭৩৫	০	৩২,৪১১,৭৩৫	১৮,১৫২,৭৪২	১২৭.৩১
মোট	১,১০২,২৮৪,৪২	২২৪,৪৪৩,৪০	৮৭৭,৮৪১,০২১	২,২৯১,২২৭,১৭	২৮১,৩৮৬,১৩	২,০০৯,৮৪১,০৪	১,১৩২,০০০,০২	১২৮.৯৫

	৮	৭		১	০	১	০	
গড়	৬৮,৮৯২,৭৭৭	১৪,০২৭,৭১৩	৫৪,৮৬৫,০৬৪	১৪৩,২০১,৬৯৮	১৭,৫৮৬,৬৩৩	১২৫,৬১৫,০৬৫	৭০,৭৫০,০০১	
উপমন্ত্রী								
আব্দুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকব	১৫৭,৯৯৩,৮৬৯	৮৩,৬৪৭,৪৬৬	৭৪,৩৪৬,৪০৩	২৩৮,১৬০,৮০৬	৩০,০০০,০০০	২০৮,১৬০,৮০৬	১৩৩,৮১৪,৪০৩	১৭৯.৯৯
স্পিকার								
শিরীন শারমিন চৌধুরী	১৬,০৩৫,৫৬৫	৪৩৬,১৬২	১৫,৫৯৯,৪০৩	২৮,০০৮,৩১৭	০	২৮,০০৮,৩১৭	১২,৪০৮,৯১৪	৭৯.৫৫
ডেপুটি স্পিকার								
মো. ফজলে রাব্বী মিয়া	৫,১৬০,৪০০	০	৫,১৬০,৪০০	২৮,৪৭৪,৩৩৩	২,৪৩৪,৪৬৫	২৬,০৩৯,৮৬৮	২০,৮৭৯,৪৬৮	৪০৪.৬১
জাতীয় সংসদের উপনেতা, চিফ হুইপ, হুইপ								
সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী	৯,২৫১,৬৭৫	২১৩,৩৩১	৯,০৩৮,৩৪৪	৯,৪১৪,৬৭৫	০	৯,৪১৪,৬৭৫	৩৭৬,৩৩১	৪.১৬
আ. স. ম. ফিরোজ	১৬,০৬৫,১৬২	৩৬২,০০০	১৫,৭০৩,১৬২	৪৭,৩২০,৩৪১	১৩,৩৭২,৫৮৩	৩৩,৯৪৭,৭৫৮	১৮,২৪৪,৫৯৬	১১৬.১৮
মো. আতিউর রহমান আতিক	১৪,৪৩৪,০৭৮	০	১৪,৪৩৪,০৭৮	৮৫,৫৩৯,৯৬৮	০	৮৫,৫৩৯,৯৬৮	৭১,১০৫,৮৯০	৪৯২.৬৩
সোলায়মান হক জোয়ার্দার ছেলুন	২০,২৩৩,৯৬৫	০	২০,২৩৩,৯৬৫	২৭,৭৮৫,৯৬৬	০	২৭,৭৮৫,৯৬৬	৭,৫৫২,০০১	৩৭.৩২
মো. শহীদুজ্জামান সরকার	৯,৬৭০,৭১৫	২৬০,৫৭২	৯,৪১০,১৪৩	১৩,৮১৫,০০০	০	১৩,৮১৫,০০০	৪,৪০৪,৮৫৭	৪৬.৮১
মো. শাহাব উদ্দিন	৮,৫৬০,৫৪৪	৬,১৭৯,৪০০	২,৩৮১,১৪৪	১৩,২৯৩,৪৬০	০	১৩,২৯৩,৪৬০	১০,৯১২,৩১৬	৪৫৮.২৮
ইকবালুর রহিম	২১,৮২৮,১৭৫	১০,৬১৩,৪৮৪	১১,২১৪,৬৯১	৭১,৫০২,৪৫৩	২৮,৯৬৩,৫৩২	৪২,৫৩৮,৯২১	৩১,৩২৪,২৩০	২৭৯.৩১
মোট	১০০,০৪৪,৩১৪	১৭,৬২৮,৭৮৭	৮২,৪১৫,৫২৭	২৬৮,৬৭১,৮৬৩	৪২,৩৩৬,১১৫	২২৬,৩৩৫,৭৪৮	১৪৩,৯২০,২২১	১৭৪.৬৩
গড়	১৪,২৯২,০৪৫	২,৫১৮,৩৯৮	১১,৭৭৩,৬৪৭	৩৮,৩৮১,৬৯৫	৬,০৪৮,০১৬	৩২,৩৩৩,৬৭৮	২০,৫৬০,০৩২	
সর্বমোট	২,৯৯৪,৪১৩,৩৪০	৬৪৩,০২৩,৭৭৭	২,৩৫১,৩৮৯,৫৬৩	৫,৭০১,৩২৫,৮২৭	৫২৫,১৪৬,৪৫৪	৫,১৭৬,১৭৯,৩৭৩	২,৮২৪,৭৮৯,৮১০	১২০.১৩
গড়	৫৬,৪৯৮,৩৬৫	১২,১৩২,৫২৪	৪৪,৩৬৫,৮৪১	১০৭,৫৭২,১৮৫	৯,৯০৮,৪২৪	৯৭,৬৬৩,৭৬২	৫৩,২৯৭,৯২১	

- নিট সম্পদের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, সর্বমোট ৫৩ জন প্রার্থীর নিট সম্পদ বৃদ্ধির শতকরা হার ১২০.১৩%। পাঁচ বছরের ব্যবধানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিট সম্পদ বৃদ্ধির শতকরা হার ছিল ১৮.৫২%, মন্ত্রীদের ১১১.২৫%, প্রতিমন্ত্রীদের ১২৮.৯৫%, একজন উপমন্ত্রীর ১৮০%, স্পিকারের ৭৯.৫৫%, ডেপুটি স্পিকারের ৪০৪.৬১% এবং জাতীয় সংসদের উপনেতা, চিফ হুইপ ও হুইপের ১৭৪.৬৩%।
- শতকরা হারে মন্ত্রী জনাব শামসুর রহমান শরীফের নিট সম্পদ সর্বোচ্চ ১৭,২৫১.৭৪% (২ কোটি ২৪ লক্ষ ২৭ হাজার ২৬২ টাকা) বৃদ্ধি পেলেও টাকার অঙ্কে সর্বোচ্চ ৬২ কোটি ৯৮ লক্ষ ৭১ হাজার ৬৩৪ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জনাব শাহরিয়ার আলমের। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় অবস্থানে আছেন পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব আ হ ম মুস্তফা কামাল। তাঁর নিট সম্পদ বৃদ্ধির পরিমাণ ৬২ কোটি ৩৫ লক্ষ ৫ হাজার ৩৩৮ টাকা।
- অধিকাংশ প্রার্থীর নিট সম্পদ বৃদ্ধি পেলেও হ্রাস পেয়েছে ৪ জনের।

সারণি-৩১: প্রার্থী প্রদত্ত আয়কর ও পারিবারিক ব্যয় বৃদ্ধির চিত্র

নাম ও পদবি	দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০১৪		একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০১৮		প্রদত্ত করের হ্রাস/বৃদ্ধি	প্রদত্ত করের হ্রাস/বৃদ্ধির হার (%)	পারিবারিক ব্যয় হ্রাস-বৃদ্ধি	পারিবারিক ব্যয় হ্রাস-বৃদ্ধির হার (%)
	প্রদত্ত কর	পারিবারিক ব্যয়	প্রদত্ত কর	পারিবারিক ব্যয়				
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী								
শেখ হাসিনা	১৩৬৭০০৩	১১৭৬৮১৬	২১৫০২৯১	০	৭৮৩২৮৮	৫৭.৩	-১১৭৬৮১৬	-১০০
মাননীয় মন্ত্রী								
সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম	৪৭৫৮০	১২০৭১৮০	১৪৬১২২	২৪১০০০০	৯৮৫৪২	২০৭.১১	১২০২৮২০	৯৯.৬৪
আমির হোসেন আমু	৪৮৩৭৯৭	১৯০০০০০	০	০	-৪৮৩৭৯৭	-১০০	-১৯০০০০০	-১০০
তোফায়েল আহমেদ	৩৪০০৯৫	৮৪৫০০০	৩৫১৩২৭	১২৬৫৩৫৩	১১২৩২	৩.৩	৪২০৩৫৩	৪৯.৭৫
মতিয়া চৌধুরী	৫৯১২৫৫	৮৫০০০০	৬০১৬১৭	১৪৫০০০০	১০৩৬২	১.৭৫	৬০০০০০	৭০.৫৯
আসাদুজ্জামান খাঁন	০	৪৫০০০০	০	০	০	০	-৪৫০০০০	-১০০
মোহাম্মদ নাসিম	০	৫১৫১৯৫	১৪১০০৪	১৫০০০০০	১৪১০০৪	১০০	৯৮৪৮০৫	১৯১.১৫
খন্দকার মোশারফ হোসেন	৩০৮১১৬৭	১৬৫৬৫৯৩	৫৪৪১৮৬৯	৮২২০৫৪১	২৩৬০৭০২	৭৬.৬২	৬৫৬৩৯৪৮	৩৯৬.২৩
রাশেদ খান মেনন	০	৭২০৫৬৬	০	০	০	০	-৭২০৫৬৬	-১০০
মো. কামরুল ইসলাম	০	০	১৯৭৩১৭	২৪২৭৪৫২	১৯৭৩১৭	১০০	২৪২৭৪৫২	100
শামসুর রহমান শরীফ	১১৬০০	৩৮০০০০	১৩৫০০০	৫৫০০০০	১২৩৪০০	১০৬৩.৭৯	১৭০০০০	৪৪.৭৪
আসাদুজ্জামান নুর	৩৯৪৩২৮৭	৫৯০৬৫৭৫	০	০	-৩৯৪৩২৮৭	-১০০	-৫৯০৬৫৭৫	-১০০
মোস্তাফিজুর রহমান	০	০	০	০	০		০	০
আ হ ম মুস্তফা কামাল	০	০	বিশেষ দ্রষ্টব্য: ২০১৮ সালে ড. মহিউদ্দিন খান আলমগীর-এর হলফনামায় প্রদত্ত তথ্য অস্পষ্ট থাকায় এখানে উল্লেখ করা গেল না					০
মো. মুজিবুল হক	৫৮১২১	১৮৪০০০০	১৯০১২৯	১৯৫৩৬৫২	১৩২০০৮	২২৭.১৩	১১৩৬৫২	৬.১৮
আবুল হাসান মাহমুদ আলী	৪৬৭৪৭৬	১২২০৭৫৮	৬৪৮৭৪৫১	৭৬০০৮৪১	৬০১৯৯৭৫	১২৮৭.৭৬	৬৩৮০০৮৩	৫২২.৬৩
শাজাহান খান	০	০	০	০	০	০	০	০
আনিসুল হক	৩৯০০০০০	৫৩৩০৮৪৯	৪০২৮৬৯০	৯৮০৭৪৮	১২৮৬৯০	৩.৩	-৪৩৫০১০১	-৮১.৬
নারায়ন চন্দ্র চন্দ	৮০৭০০	৪২৩২৯৬	০	০	-৮০৭০০	-১০০	-৪২৩২৯৬	-১০০
নুরুল ইসলাম নাহিদ	১১৯৩৫০	০	০	০	-১১৯৩৫০	-১০০	০	০
আনোয়ার হোসেন	৮৮৬৮০১	৮৫৮৭১৮৫	৩০৮৫৪	৩৫২৫৮৮৫	-৮৫৫৯৪৭	-৯৬.৫২	-৫০৬১৩০০	-৫৮.৯৪
হাসানুল হক ইনু	২১০১০২	৫৭৭৬২০	৪১১৯৬২	১০১৫২৩০	২০১৮৬০	৯৬.০৮	৪৩৭৬১০	৭৫.৭৬
ওবায়দুল কাদের	০	১৭৮৭৫৩৩	৬২০৮৫৪	২৪৮০০০০	৬২০৮৫৪	১০০	৬৯২৪৬৭	৩৮.৭৪
মুহাম্মদ ইমাজ উদ্দিন প্রাং	১৭০০০	৩৫০৭২৬	০	০	-১৭০০০	-১০০	-৩৫০৭২৬	-১০০
আনিসুল ইসলাম মাহমুদ	০	০	১৪৪০৯০৮০	২৬১৭৯২৬৯	১৪৪০৯০৮০	১০০	২৬১৭৯২৬৯	১০০
ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেন	৫১৩৭৭৭	২৪৪২৬৪৫	৪৫৯৯২৭৭	৭৬৬৬৩১৭	৪০৮৫৫০০	৭৯৫.১৯	৫২২৩৬৭২	২১৩.৮৫
আ ক ম মোজাম্মেল হক	০	০	৪২৯০৭০	১১৮৩৩২৩	৪২৯০৭০	১০০	১১৮৩৩২৩	১০০
মোট	১৪৭৫২১০৮	৩৬৯৯১৭২১	৩৮২২১৬২৩	৭০৪০৮৬১১	২৩৪৬৯৫১৫	১৫৯.০৯	৩৩৪১৬৮৯০	৯০.৩৪
গড়	৫৬৭৩৮৯	১৪২২৭৫৯	১৪৭০০৬২	২৭০৮০২৪	৯০২৬৭৪		১০৪৮০৯৯	
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী								
নসরুল হামিদ	০	০	০	০	০	০	০	০
ইসমত আরা সাদেক	০	০	২০২১৭৭	১৮৮৬৫৯৬	২০২১৭৭	১০০	১৮৮৬৫৯৬	১০০
এম এ মান্নান	০	০	১২৬৬৮৪	১৪০০০০০	১২৬৬৮৪	১০০	১৪০০০০০	১০০
জাহিদ মালেক	০	০	০	০	০	০	০	০
মো. মসিউর রহমান রাঙ্গা	১৯৭০০৯	১১২১৮৭০	২১৮৬২৭৭	৩৮০০৪৪৩	১৯৮৯২৬৮	১০০৯.৭৩	২৬৭৮৫৭৩	২৩৮.৭৬
মির্জা আজম	০	০	৩৭৪৮১৫৫	০	৩৭৪৮১৫৫	১০০	০	০
মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম	১২১০০	৯৭২০০০	৯৩৩৮৮৪	৩০১১৮৪৮	৯২১৭৮৪	৭৬১৮.০৫	২০৩৯৮৪৮	২০৯.৮৬

কাজী কেরামত আলী	১১০০০	৬০০০০০	৫০১৯৯২	৯০০০০০	৪৯০৯৯২	৪৪৬৩.৫৬	৩০০০০০	৫০
মো. শাহরিয়ার আলম	০	৬৭৫০০০০	৮৪২৯৪২৫	১৬৫০০০০০	৮৪২৯৪২৫	১০০	৯৭৫০০০০	১৪৪.৪৪
জুনাইদ আহমেদ পলক	৫০২৮৮	৪৫৪৭৭৩	২৭৩৯১৩	৩২৫৩৮৬	২২৩৬২৫	৪৪৪.৬৯	-১২৯৩৮৭	-২৮.৪৫
সাইফুজ্জামান চৌধুরী	০	০	১২২৯৪৬৭	২৫৬৩২৫০	১২২৯৪৬৭	১০০	২৫৬৩২৫০	১০০
নুরুজ্জামান আহমেদ	০	০	৩১৭০৭৪	২২৩৩০৩৭	৩১৭০৭৪	১০০	২২৩৩০৩৭	১০০
মো. মুজিবুল হক	১৫০৫৬১	১৫৯২৮৮১	১৯০১২৯	৮৩৯৬২১৭	৩৯৫৬৮	২৬.২৮	৬৮০৩৩৩৬	৪২৭.১১
বীর বাহাদুর উ শৈ সিং	৩৮০৪০	১৮০০০০০	৩১৬৯৮৫	২৫০০০০০	২৭৮৯৪৫	৭৩৩.২৯	৭০০০০০	৩৮.৮৯
শ্রী বীরেন শিকদার	২২০০০	৩৩০০০০	০	০	-২২০০০	-১০০	-৩৩০০০০	-১০০
মেহের আফরোজ	৬৫৫৭৬	৩০০০০০	৩৬৬৩১৫	১০০০০০০	৩০০৭৩৯	৪৫৮.৬১	৭০০০০০	২৩৩.৩৩
মোট	৫৪৬৫৭৪	১৩৯২১৫২৪	১৮৮২২৪৭৭	৪৪৫১৬৭৭৭	১৮২৭৫৯০৩	৩৩৪৩.৭২	৩০৫৯৫২৫৩	২১৯.৭৭
গড়	৩৪১৬০.৮৮	৮৭০০৯৫.২৫	১১৭৬৪০৪.৮১	২৭৮২২৯৮.৫৬	১১৪২২৪৩.৯৪		১৯১২২০৩.৩১	
উপমন্ত্রী								
আব্দুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকব	১৪৮২৩৩১	৪৯১৬৮৫৯	৭৬১০৯৩৭	১১৭৯৪৩৩৮	৬১২৮৬০৬	৪১৩.৪৪	৬৮৭৭৪৭৯	১৩৯.৮৭৫৪৫৭১
স্পিকার								
শিরীন শারমিন চৌধুরী	১০৬২৭১	১৬৭৯২৪০	২৭৩৮১	০	-৭৮৮৯০	-৭৪.২৩	-১৬৭৯২৪০	-১০০
ডেপুটি স্পিকার								
মো. ফজলে রাব্বী মিয়া	০	৩৮০০০০	৩২২৯৮৫	১৫২৫৪০২	৩২২৯৮৫	০	১১৪৫৪০২	**৩০১.৪২**
জাতীয় সংসদের উপনেতা, চিফ হুইপ, হুইপ								
সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী	৫৪৪৫৮	০	০	০	-৫৪৪৫৮	-১০০	০	০
আ. স. ম. ফিরোজ	৩৮০৪০	১৩৩৬৬৫৯	৩২১৫৩৭১	৩৯১৪৯০৯	৩১৭৭৩৩১	৮৩৫২.৬১	২৫৭৮২৫০	১৯২.৮৯
মো. আতিউর রহমান আতিক	০	০	০	০	০	০	০	০
সোলায়মান হক জোয়ার্দার ছেলুন	৬৬৯৩৯	৩৮৭২১৯	২২২৫০৫	১৪১৬২৯৩	১৫৫৫৬৬	২৩২.৪	১০২৯০৭৪	২৬৫.৭৬
মো. শহীদুজ্জামান সরকার	১০০০০	২০০০০০	১৮৫৮০০	০	১৭৫৮০০	১৭৫৮	-২০০০০০	-১০০
মো. শাহাব উদ্দিন	১৪৬০০	২৩১৩৯৬	৩২৬৯৩৬	১১২২১৭৭	৩১২৩৩৬	২১৩৯.২৯	৮৯০৭৮১	৩৮৪.৯৬
ইকবালুর রহিম	৩৬৪৮৩১	১৪৮০৭৮৮	১৬৪৭৯১	৫৭৯০০১৩	-২০০০৪০	-৫৪.৮৩	৪৩০৯২২৫	২৯১.০১
মোট	৫৪৮৮৬৮	৩৬৩৬০৬২	৪১১৫৪০৩	১২২৪৩৩৯২	৩৫৬৬৫৩৫	৬৪৯.৮	৮৬০৭৩৩০	২৩৬.৭২
গড়	৭৮৪০৯.৭১	৫১৯৪৩৭.৪৩	৫৮৭৯১৪.৭১	১৭৪৯০৫৬	৫০৯৫০৫		১২২৯৬১৮.৫৭	
সর্বমোট	১৮৮০৩১৫৫	৬২৭০২২২২	৭১২৭১০৯৭	১৪০৪৮৮৫২০	৫২৪৬৭৯৪২	২৭৯.০৪	৭৭৭৮৬২৯৮	১২৪.০৬
গড়	৩৫৪৭৭৭	১১৮৩০৬১	১৩৪৪৭৩৮	২৬৫০৭২৭	৯৮৯৯৬১		১৪৬৭৬৬৬	

আয়করঃ প্রজাতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োজিতদের অর্থাৎ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী-সহ মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, জাতীয় সংসদের স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার, সংসদের উপনেতা, চিফ হুইপ ও হুইপ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন এমন ৫৩ জন; যারা দশম ও একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন, তাদের আয়কর প্রদানের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ৮ জনের আয়কর সংক্রান্ত কোনো তথ্য নেই, ১৯ জনের রয়েছে আংশিক তথ্য। আংশিক তথ্য প্রদানকারী ৭ জনের ২০১৩ সালের আয়কর সংক্রান্ত তথ্য থাকলেও ২০১৮ সালের নেই। পক্ষান্তরে ১০ জনের ২০১৮ সালের আয়কর সংক্রান্ত তথ্য থাকলেও ২০১৩ সালের নেই।

পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রজাতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিতদের আয়কর প্রদানের শতকরা হার ২০১৩ সালের তুলনায় ২০১৮ সালে ২৭৯.০৪% বৃদ্ধি পেয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০১৪-এর চেয়ে ২০১৮ সালে শতকরা ৫৭.৩০% বেশি আয়কর দিয়েছেন। গড়ে মন্ত্রীদের আয়কর বৃদ্ধির হার ১৫৯.০৯%, প্রতিমন্ত্রীরা গড়ে ৩৩৪৩.৭২%, একজন উপমন্ত্রী ৪১৩.৪৪%, ডেপুটি স্পিকার ১০০% এবং জাতীয় সংসদের উপনেতা, চিপ হুইপ ও হুইপ গড়ে ৬৪৯.৮০% আয়কর বেশি দিয়েছেন। স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরীর আয়কর ৭৪.২৩% হ্রাস পেয়েছে।

এককভাবে শতকরা হারে চিফ হুইপ আ স ম ফিরোজের আয়কর বৃদ্ধির পরিমাণ সর্বোচ্চ ৮৩৫২.৬১% (৩১ লক্ষ ৭৭ হাজার ৩৩১ টাকা) বৃদ্ধি পেলেও টাকার অঙ্কে সর্বোচ্চ আয়কর বৃদ্ধির পরিমান ছিল মন্ত্রী জনাব আনিছুল ইসলাম মাহমুদের। তাঁর আয়কর বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ১ কোটি ৪৪ লক্ষ ৯ হাজার ৮০ টাকা। উল্লেখ্য, উপরোল্লেখিত প্রার্থীদের মধ্যে ২০১৮ সালে সর্বোচ্চ ১ কোটি ৪৪ লক্ষ ৯ হাজার ৮০ টাকা কর প্রদানকারীও ছিলেন জনাব আনিসুল ইসলাম মাহমুদ।

পারিবারিক ব্যয়: আয়কর প্রদানের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ৯ জনের পারিবারিক ব্যয় সংক্রান্ত কোনো তথ্য নেই, ১৭ জনের রয়েছে আংশিক তথ্য। আংশিক তথ্য প্রদানকারী ১০ জনের ২০১৩ সালের পারিবারিক ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য থাকলেও ২০১৮ সালের নেই। পক্ষান্তরে ৭ জনের ২০১৮ সালের পারিবারিক ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য থাকলেও ২০১৩ সালের নেই।

পর্যালোচনা করতে গিয়ে দেখা যায় যে, প্রজাতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিতদের পারিবারিক ব্যয় ২০১৩ সালের তুলনায় ২০১৮ সালে ১২৪.০৬% বৃদ্ধি পেয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ২০১৮ সালের পারিবারিক ব্যয় সংক্রান্ত কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। মন্ত্রীরা গড়ে ২০১৩-এর চেয়ে ২০১৮ সালে শতকরা ৯০.৩৪% বেশি পারিবারিক ব্যয় দেখিয়েছেন। পারিবারিক ব্যয় বৃদ্ধির এই হার প্রতিমন্ত্রীদের ক্ষেত্রে ২১৯.৭৭%, একজন উপমন্ত্রীর ক্ষেত্রে ১৩৯.৮৭%, ডেপুটি স্পিকার ৩০১.৪২% এবং জাতীয় সংসদের উপনেতা, চিফ হুইপ ও হুইপের ক্ষেত্রে গড়ে ২৩৬.৭২%।

এককভাবে শতকরা হারে মন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলীর পারিবারিক ব্যয় বৃদ্ধির পরিমাণ সর্বোচ্চ ৫২২.৬৩% (৬৩ লক্ষ ৮০ হাজার ৮৩ টাকা) বৃদ্ধি পেলেও টাকার অঙ্কে সর্বোচ্চ পারিবারিক ব্যয় বৃদ্ধির পরিমান ছিল মন্ত্রী জনাব আনিছুল ইসলাম মাহমুদের। তাঁর পারিবারিক ব্যয় বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ২ কোটি ৬১ লক্ষ ৭৯ হাজার ২৬৯ টাকা। উল্লেখ্য, উপরোল্লেখিত প্রার্থীদের মধ্যে ২০১৮ সালে সর্বোচ্চ ২ কোটি ৬১ লক্ষ ৭৯ হাজার ২৬৯ টাকা পারিবারিক ব্যয় ব্যয় উল্লেখকারীও ছিলেন জনাব আনিসুল ইসলাম মাহমুদ।

একাধিক নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের (নবম ও একাদশ) তুলনামূলক চিত্র (দলভিত্তিক)

সারণি-৩২: দলভিত্তিক (প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের) আয় হ্রাস-বৃদ্ধির চিত্র									
দলের নাম	মোট সংখ্যা	নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০০৮			একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০১৮			আয় হ্রাস/বৃদ্ধি (টাকা)	আয় হ্রাস/বৃদ্ধির হার (%)
		২০০৮ সালে নিজ আয় (টাকা)	২০০৮ সালে নির্ভরশীলদের আয় (টাকা)	২০০৮ সালে মোট আয় (টাকা)	২০১৮ সালে নিজ আয় (টাকা)	২০১৮ সালে নির্ভরশীলদের আয় (টাকা)	২০১৮ সালে মোট আয় (টাকা)		
আওয়ামী লীগ	১৪৫	২৮৪৯৪৭৬৭৬	৩৫০৯২১১৮	৩২০০৩৯৭৯৪	১৮০৩৮৩৭০৫৫	১১৯১৪১১১৪	১৯২২৯৭৮১৬৯	১৬০২৯৩৮৩৭৫	৫০০.৮৬
	গড়	১৯৬৫১৫৬	২৪২০১৫	২২০৭১৭১	১২৪৪০২৫৬	৮২১৬৬৩	১৩২৬১৯১৮	১১০৫৪৭৪৭	
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	১০৫	২২৭,৫৮৮,০০৪	৪১,১৮৮,৫০২	২৬৮,৭৭৬,৫০৬	৬৩৩,৯১৩,৮৫৭	৬১,৪৩৩,৯৯২	৬৯৫,৩৪৭,৮৪৯	৪২৬,৫৭১,৩৪৩	১৫৮.৭১
	গড়	২১৬৭৫০৫	৩৯২২৭১	২৫৫৯৭৭৬	৬০৩৭২৭৫	৫৮৫০৮৬	৬৬২২৩৬০	৪০৬২৫৮৪	
জাতীয় পার্টি	২৩	৫৪,০২৮,৫১৮	৮,৯১১,৪২২	৬২,৯৩৯,৯৪০	১৮৫,৭০০,২২২	২৯,৭৪৯,৭৭৯	২১৫,৪৫০,০০১	১৫২,৫১০,০৬১	২৪২.৩১
	গড়	২৩৪৯০৬৬	৩৮৭৪৫৩	২৭৩৬৫১৯	৮০৭৩৯২৩	১২৯৩৪৬৯	৯৩৬৭৩৯১	৬৬৩০৮৭২	
বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি	২	৬০৪,৭২৪	৩০৭,৬০০	৯১২,৩২৪	৪,৪১২,৩৯২	৩৮০,৫০০	৪,৭৯২,৮৯২	৩,৮৮০,৫৬৮	৪২৫.৩৫
	গড়	৩০২৩৬২	১৫৩৮০০	৪৫৬১৬২	২২০৬১৯৬	১৯০২৫০	২৩৯৬৪৪৬	১৯৪০২৮৪	
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)	৫	১,৪৭৬,৪৬৫	৩৮৪,০০০	১,৮৬০,৪৬৫	১১,৮৩৫,২৩০	৩০০,০০০	১২,১৩৫,২৩০	১০,২৭৪,৭৬৫	৫৫২.২৭
	গড়	২৯৫২৯৩	৭৬৮০০	৩৭২০৯৩	২৩৬৭০৪৬	৬০০০০	২৪২৭০৪৬	২০৫৪৯৫৩	
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	৩৫	৪,৫৩৩,৮২৪	১৮,০০০	৪,৫৫১,৮২৪	৮,৪৬১,১৬০	১৬০,০০০	৮,৬২১,১৬০	৪০৬৯৩৩৬	৮৯.৪
	গড়	১২৯৫৩৮	৫১৪	১৩০০৫২	২৪১৭৪৭	৪৫৭১	২৪৬৩১৯	১১৬২৬৭	
কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ	৫	৩,৬৫২,১৮৫	৫৫৪,৩১৪	৪,২০৬,৪৯৯	২,১৫০,০১৭	৯৯৭,০০০	৩,১৪৭,০১৭	-১০৫৯৪৮২	-২৫.১৯
	গড়	৭৩০৪৩৭	১১০৮৬২.৮	৮৪১২৯৯.৮	৪৩০০০৩.৪	১৯৯৪০০	৬২৯৪০৩.৪	-২১১৮৯৬.৪	
ইসলামী ঐক্য জোট	১	২০০,০০০	০	২০০,০০০	০	০	০	-২০০০০০	-১০০
গণতন্ত্রী পার্টি	১	০	০	০	২১০০০০	০	২১০০০০	২১০০০০	১০০
গণফোরাম	৬	১,১৬৮,৩১৩	০	১,১৬৮,৩১৩	২,০৯৫,০০৪	২৮০,০০০	২,৩৭৫,০০৪	১,২০৬,৬৯১	১০৩.২৮
	গড়	১৯৪৭১৯		১৯৪৭১৯	৩৪৯১৬৭	৪৬৬৬৭	৩৯৫৮৩৪	২০১১১৫	
গণফ্রন্ট	১	২,৩২৫,০০০	১,১৭০,০০০	৩,৪৯৫,০০০	৬,০০০,০০০	২,০০০,০০০	৮,০০০,০০০	৪৫০৫০০০	১২৮.৯
জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ	৩	৪৯৬,৮৮০	০	৪৯৬,৮৮০	৯৫৬,১০০	০	৯৫৬,১০০	৪৫৯,২২০	৯২.৪২
	গড়	১৬৫৬২৭	০	১৬৫৬২৭	৩১৮৭০০	০	৩১৮৭০০	১৫৩০৭৩	
জাকের পার্টি	৬	১,২৫৬,১২৭	০	১,২৫৬,১২৭	২,৮১৮,৭৪৩	৩৫৬,৩০০	৩,১৭৫,০৪৩	১,৯১৮,৯১৬	১৫২.৭৬
	গড়	২০৯৩৫৫	০	২০৯৩৫৫	৪৬৯৭৯১	৫৯৩৮৩	৫২৯১৭৪	৩১৯৮১৯	
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি)	৪	৬,২১৩,৮৭৭	৮৫০,০৬৭	৭,০৬৩,৯৪৪	৩,৮০৫,৬৫৩	৫৪০,৭০০	৪,৩৪৬,৩৫৩	-২,৭১৭,৫৯১	-৩৮.৪৭
	গড়	১৫৫৩৪৬৯	২১২৫১৭	১৭৬৫৯৮৬	৯৫১৪১৩	১৩৫১৭৫	১০৮৬৫৮৮	-৬৭৯৩৯৮	

ন্যাশনাল পিপলস পার্টি	৫	৯,৯৯৭,৮৪৫	১,৪১০,০০০	১১,৪০৭,৮৪৫	১৬,৭৫৭,৩৯১	১৫০,০০০	১৬,৯০৭,৩৯১	৫,৪৯৯,৫৪৬	৪৮.২১
	গড়	১৯৯৯৫৬৯	২৮২০০০	২২৮১৫৬৯	৩৩৫১৪৭৮	৩০০০০	৩৩৮১৪৭৮	১০৯৯৯০৯	
প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দল	১	২১৪,০০০	০	২১৪,০০০	৫২০,০০০	৬৫০,০০০	১,১৭০,০০০	৯৫৬০০০	৪৪৬.৭৩
বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট	২	৬৮২,৬০০	১০০,০০০	৭৮২,৬০০	৯৪৭,৬০০	৩০৬,৫০০	১,২৫৪,১০০	৪৭১,৫০০	৬০.২৫
	গড়	৩৪১৩০০	৫০০০০	৩৯১৩০০	৪৭৩৮০০	১৫৩২৫০	৬২৭০৫০	২৩৫৭৫০	
বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি	১	১,০৮০,৫০০	১২৭,৬৭৪	১,২০৮,১৭৪	১,৮৮৮,৬০৬	০	১,৮৮৮,৬০৬	৬৮০৪৩২	৫৬.৩২
বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	৪	৩৮৮,৯২৩	০	৩৮৮,৯২৩	৬৯৪,০০০	১২০,০০০	৮১৪,০০০	৪২৫,০৭৭	১০৯.৩
	গড়	৯৭২৩১	০	৯৭২৩১	১৭৩৫০০	৩০০০০	২০৩৫০০	১০৬২৬৯	
বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস	১	১৮০,০০০	০	১৮০,০০০	২৯০,০০০	০	২৯০,০০০	১১০০০০	৬১.১১
বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি)	১	৯৬,০০০	০	৯৬,০০০	৩৬৩,২০০	০	৩৬৩,২০০	২৬৭২০০	২৭৮.৩৩
বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন	৩	৩৭৬,০০০	০	৩৭৬,০০০	৪৫৮,৪০০	০	৪৫৮,৪০০	৮২,৪০০	২১.৯১
	গড়	১২৫৩৩৩	০	১২৫৩৩৩	১৫২৮০০	০	১৫২৮০০	২৭৪৬৭	
বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি	১	৬০,০০০	০	৬০,০০০	১২৬,৪০০	০	১২৬,৪০০	৬৬৪০০	১১০.৬৭
বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (বাংলাদেশ ন্যাপ)	১	১১৭,২০০	০	১১৭,২০০	৩৫৭,৮০০	০	৩৫৭,৮০০	২৪০৬০০	২০৫.২৯
বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল	১০	৬৮৬,৪৯৬	২১৮,৯৪৮	৯০৫,৪৪৪	২,৩৭০,৭৫০	১,৪৫৮,৭২০	৩,৮২৯,৪৭০	২,৯২৪,০২৬	৩২২.৯৪
	গড়	৬৮৬৪৯.৬	২১৮৯৪.৮	৯০৫৪৪.৪	২৩৭০৭৫	১৪৫৮৭২	৩৮২৯৪৭	২৯২৪০২.৬	
বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি	১০	১,৪৬২,৭১২	৪৪৩,০০০	১,৯০৫,৭১২	২,৬২৭,৯০০	৩৬১,২৭৬	২,৯৮৯,১৭৬	১,০৮৩,৪৬৪	৫৬.৮৫
	গড়	১৪৬২৭১.২	৪৪৩০০	১৯০৫৭১.২	২৬২৭৯০	৩৬১২৭.৬	২৯৮৯১৭.৬	১০৮৩৪৬.৪	
বিকল্পধারা বাংলাদেশ	৩	৫,২৯৪,০১২	৫,০২৬,২৬৮	১০,৩২০,২৮০	৫৫,৪৭৮,৩২৯	০	৫৫,৪৭৮,৩২৯	৪৫,১৫৮,০৪৯	৪৩৭.৫৭
	গড়	১৭৬৪৬৭০.৬৬৭	১৬৭৫৪২২.৬৬৭	৩৪৪০০৯৩.৩৩৩	১৮৪৯২৭৭৬.৩৩	০	১৮৪৯২৭৭৬.৩৩	১৫০৫২৬৮৩	

লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এলডিপি)	৩	১,৭৮৬,৭২২	৮৮৩,২৫২	২,৬৬৯,৯৭৪	৪,৮৩১,৩৮৬	৩,৬৮৬,৯১০	৮,৫১৮,২৯৬	৫,৮৪৮,৩২২	২১৯.০৪
	গড়	৫৯৫৫৭৪	২৯৪৪১৭.৩৩৩৩	৮৮৯৯৯১.৩৩৩৩	১৬১০৪৬২	১২২৮৯৭০	২৮৩৯৪৩২	১৯৪৯৪৪০.৬৬৭	
স্বতন্ত্র	২৫	১৩৪,৩৩৬,৩৫৪	৬,৭১৫,২৯১	১৪১,০৫১,৬৪৫	১১১,৮৭৪,২৭৮	১৯,০৮৪,৩৬৬	১৩০,৯৫৮,৬৪৪	-১০,০৯৩,০০১	-৭.১৬
	গড়	৫৩৭৩৪৫৪	২৬৮৬১২	৫৬৪২০৬৬	৪৪৭৪৯৭১	৭৬৩৩৭৫	৫২৩৮৩৪৬	-৪০৩৭২০	
মোট	৪১৩	৭৪৫,২৫০,৯৫৭	১০৩,৪০০,৪৫৬	৮৪৮,৬৫১,৪১৩	২,৮৬৫,৭৮১,৪৭৩	২৪১,১৫৭,১৫৭	৩,১০৬,৯৩৮,৬৩০	২,২৫৮,২৮৭,২১৭	২৬৬.১
গড়		১৮০৪৪৮২	২৫০৩৬৪	২০৫৪৮৪৬	৬৯৩৮৯৩৮	৫৮৩৯১৬	৭৫২২৮৫৪	৫৪৬৮০০৮	

২৮টি রাজনৈতিক দলের এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নবম ও একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন ৪১৩ জন। অর্থাৎ এই দুটি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের আয়ের তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, ২০০৮ এর তুলনায় তাদের বার্ষিক আয়ের পরিমাণ ২৬৬.১% বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ১৪৫ জন প্রার্থীর মধ্যে এই বৃদ্ধির শতকরা ৫০০.৮৬%, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ১০৫ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৫৮.৭১, জাতীয় পার্টির ২৩ জন প্রার্থীর মধ্যে ২৪২.৩১%, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর ৩৫ জন প্রার্থীর মধ্যে ৮৯.৪% ও ২৩ জন স্বতন্ত্র প্রার্থীর মধ্যে -৭.১৬%।

টাকার অঙ্কে সকল প্রার্থীর বার্ষিক গড় আয় বৃদ্ধির পরিমাণ ৫৪ লক্ষ ৬৮ হাজার ৮ টাকা। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের বার্ষিক গড় আয় বৃদ্ধির পরিমাণ ১ কোটি ১০ লক্ষ ৫৪ হাজার ৭৪৭ টাকা, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থীদের বার্ষিক গড় আয় বৃদ্ধির পরিমাণ ৪০ লক্ষ ৬২ হাজার ৫৮৪ টাকা প্রায়, জাতীয় পার্টির প্রার্থীদের বার্ষিক গড় আয় বৃদ্ধির পরিমাণ ৬৬ লক্ষ ৩০ হাজার ৮৭২ টাকা এবং ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর প্রার্থীদের বার্ষিক গড় আয় বৃদ্ধির পরিমাণ ১ লক্ষ ১৬ হাজার ২৬৭ টাকা প্রায়। স্বতন্ত্র প্রার্থীদের বার্ষিক গড় আয় বৃদ্ধি না পেয়ে ৪ লক্ষ ৩ হাজার ৭২০ টাকা হ্রাস পেয়েছে।

ক্ষমতাসীন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের মধ্যে গড় আয় বৃদ্ধির পরিমাণ সর্বোচ্চ। বিশ্লেষণে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, আয় বৃদ্ধির প্রবণতাটি ক্ষমতার সাথে সম্পর্কিত।

সারণি-৩৩: দলভিত্তিক (প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের) সম্পদ হ্রাস-বৃদ্ধির চিত্র

দলের নাম	প্রার্থী সংখ্যা ও গড়	নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০০৮			একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০১৮			সম্পদ হ্রাস/বৃদ্ধি (টাকা)	আয় হ্রাস/বৃদ্ধির হার (%)
		২০০৮ সালে নিজ সম্পদ (টাকা)	২০০৮ সালে নির্ভরশীলদের সম্পদ (টাকা)	২০০৮ সালে মোট সম্পদ (টাকা)	২০১৮ সালে নিজ সম্পদ (টাকা)	২০১৮ সালে নির্ভরশীলদের সম্পদ (টাকা)	২০১৮ সালে মোট সম্পদ (টাকা)		
আওয়ামী লীগ	১৪৫	৩৩৫১৫৪৩৫৩৩	১৮২৪৮৩৫১২৫	৫১৭৬৩৭৮৬৫৮	২১০৬৬৭৩৬৮৫৭	৪১৪৪১৬১৪১৬	২৫২১০৮৯৮২৭৩	২০০৩৪৫১৯৬১৫	৩৮৭.০৪
	গড়	২৩১১৪০৯৩	১২৫৮৫০৭০	৩৫৬৯৯১৬৩	১৪৫৫০৯০৭৯	২৮৮১৩২৯৬	১৭৪৩২২৩৭৫	১৩৮১৬৯১০০.৮	
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	১০৫	২৭৪৬৮১৯১৪৬	৮৮৫৯৯২৫৬৪	৩৬৩২৮১১৭০৯	১০৭২৯৯০৩২৮০	২২৪৭৬৫৮১৯৬	১২৯৭৭৫৬১৪৭৬	৯৩৪৪৭৪৯৭৬৭	২৫৭.২৩
	গড়	২৬১৬০১৮২	৮৪৩৮০২৪	৩৪৫৯৮২০৭	১০২১৮৯৫৫৫	২১৪০৬২৬৯	১২৩৫৯৫৮২৪	৮৮৯৯৭৬১৭	২৫৭.২৩
জাতীয় পার্টি	২৩	৮১৩৬৫৯০৮৭	২৭৫৫৬৯১৩৯	১০৮৯২২৮২২৬	২৬৫৪৮৭০৪১০	৮৬২৪৪৮৮২৭	৩৫১৭৩১৯২৩৭	২৪২৮০৯১০১১	২২২.৯২
	গড়	৩৫৩৭৬৪৮২	১১৯৮১২৬৭	৪৭৩৫৭৭৪৯	১১৫৪২৯১৪৮	৩৭৪৯৭৭৭৫	১৫২৯২৬৯২৩	১০৫৫৬৯১৭৪	২২২.৯২
বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি	২	৪০৩৩৪৬০	৪৪৬৪০০	৪৪৭৯৮৬০	২৬৯৪২৫৫৯	২১৭৪৬৬৭০	৪৮৬৮৯২২৯	৪৪২০৯৩৬৯	৯৮৬.৮৫
	গড়	২০১৬৭৩০	২২৩২০০	২২৩৯৯৩০	১৩৪৭১২৮০	১০৮৭৩৩৩৫	২৪৩৪৪৬১৫	২২১০৪৬৮৫	৯৮৬.৮৫

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)	৫	৭০৬৪৭১৭	৬৪৩৮৩১৬	১৩৫০৩০৩৩	৫৭২২২৫৯২	১৬৭৬৪৫৮২	৭৩৯৮৭১৭৪	৬০৪৮৪১৪১	৪৪৭.৯৩
	গড়	১৪১২৯৪৩	১২৮৭৬৬৩	২৭০০৬০৭	১১৪৪৪৫১৮	৩৩৫২৯১৬	১৪৭৯৭৪৩৫	১২০৯৬৮২৮	৪৪৭.৯৩
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	৩৫	১৮৮৫৪২২০	৪৯৮৫৮৬০	২৩৮৪০০৮০	৫৩৭৭৭৭২৪	২৮৯৩১০০	৫৬৬৭০৮২৪	৩২৮৩০৭৪৪	১৩৭.৭১
	গড়	৫৩৮৬৯২	১৪২৪৫৩	৬৮১১৪৫	১৫৩৬৫০৬	৮২৬৬০	১৬১৯১৬৬	৯৩৮০২১	১৩৭.৭১
কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ	৫	৮৬৭৬৬৮৫	১৬৯৫৭৫৩	১০৩৭২৪৩৮	৬০৬০৮৭২২	১৩৯১২৭০৩	৭৪৫২১৪২৫	৬৪১৪৮৯৮৭	৬১৮.৪৬
	গড়	১৭৩৫৩৩৭	৩৩৯১৫১	২০৭৪৪৮৮	১২১২১৭৪৪	২৭৮২৫৪১	১৪৯০৪২৮৫	১২৮২৯৭৯৭	৬১৮.৪৬
ইসলামী ঐক্যজোট	১	১০০০০০০	৯২০০০	১০৯২০০০	১১০০০০	৩৫০০০	১৪৫০০০	-৯৪৭০০০	-৮৬.৭২
গণতন্ত্রী পার্টি	১	০	০	০	০	৪৪৬০০০	৪৪৬০০০	৪৪৬০০০	১০০
গণফোরাম	৬	১৫৪২৪৯৫৩	৯৫০৮০০০	২৪৯৩২৯৫৩	১৬৮৪৩১৬৮	২৮৭১০৯	১৭১৩০২৭৭	-৭৮০২৬৭৬	-৩১.২৯
	গড়	২৫৭০৮২৬	১৫৮৪৬৬৭	৪১৫৫৪৯২	২৮০৭১৯৫	৪৭৮৫২	২৮৫৫০৪৬	-১৩০০৪৪৬	-৩১.২৯
গণফ্রন্ট	১	২৫৩০০০০০	১৮৫৪৫০০০	৪৩৮৪৫০০০	১৪১০০০০০	১৩০৬০০০০০	১৪৪৭০০০০০	১০০৮৫৫০০০	২৩০.০৩
জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ	৩	১০৩৯৯৮৬৮	৪২৮০০০	১০৮২৭৮৬৮	৭০৯০১৮৪	১০০০০	৭১০০১৮৪	-৩৭২৭৬৮৪	৯৬.০৫
	গড়	৩৪৬৬৬২৩	১৪২৬৬৭	৩৬০৯২৮৯	২৩৬৩৩৯৫	৩৩৩৩	২৩৬৬৭২৮	-১২৪২৫৬১	
জাকের পার্টি	৬	৫৬৩২৯৭৮	২৫১০০০	৫৮৮৩৯৭৮	১৪০৬৭৬৪৮	৩৬০৩৩০০	১৭৬৭০৯৪৮	১১৭৮৬৯৭০	২০০.৩২
	গড়	৯৩৮৮৩০	৪১৮৩৩	৯৮০৬৬৩	২৩৪৪৬০৮	৬০০৫৫০	২৯৪৫১৫৮	১৯৬৪৪৯৫	
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি)	৪	১২৫৪৫৮৮৭	২০০৫৪৭১১	৩২৬০০৫৯৮	১১৯৯৩৫৭৫	৫১৭৫১৬৮২	৬৩৭৪৫২৫৭	৩১১৪৪৬৫৯	৯৫.৫৩
	গড়	৩১৩৬৪৭২	৫০১৩৬৭৮	৮১৫০১৫০	২৯৯৮৩৯৪	১২৯৩৭৯২১	১৫৯৩৬৩১৪	৭৭৮৬১৬৫	
ন্যাশনাল পিপলস পার্টি	৫	১০৪৬১৬২১১	৮৫৪১৬২৯	১১৩১৫৭৮৪০	২০৬৮১৫৩৩২	১০৮১৯৭৯৮৮	৩১৫০১৩৩২০	২০১৮৫৫৪৮০	১৭৮.৩৮
	গড়	২০৯২৩২৪২	১৭০৮৩২৬	২২৬৩১৫৬৮	৪১৩৬৩০৬৬	২১৬৩৯৫৯৮	৬৩০০২৬৬৪	৪০৩৭১০৯৬	
প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দল	১	৬৫৬০০০	৪৪৯২০০০	৫১৪৮০০০	১৪৭৮৬১০	১১৯৪০০০	২৬৭২৬১০	-২৪৭৫৩৯০	-৪৮.০৮
বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট	২	১৯৭৫৩৬৫১	১৫৭০০০	১৯৯১০৬৫১	১৫৪৮৭৫০৭০	৩৭৪৪৫০০	১৫৮৬১৯৫৭০	১৩৮৭০৮৯১৯	৬৯৬.৬৬
	গড়	৯৮৭৬৮২৬	৭৮৫০০	৯৯৫৫৩২৬	৭৭৪৩৭৫৩৫	১৮৭২২৫০	৭৯৩০৯৭৮৫	৬৯৩৫৪৪৬০	৬৯৬.৬৬
বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি	১	২৮১২৪৩৯	৫৮২৩৫১২	৮৬৩৫৯৫১	৭৮২৬৯৫৫	৭৫৭৬৮১০	১৫৪০৩৭৬৫	৬৭৬৭৮১৪	৭৮.৩৭
বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	৪	১৭৮১৯২৩	১২৫০০০	১৯০৬৯২৩	৩৪৬৮০০০	৭৬০০০০	৪২২৮০০০	২৩২১০৭৭	১২১.৭২
	গড়	৪৪৫৪৮১	৩১২৫০	৪৭৬৭৩১	৮৬৭০০০	১৯০০০০	১০৫৭০০০	৫৮০২৬৯	

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস	১	৬৪২৩০০	০	৬৪২৩০০	১৫০০০০	০	১৫০০০০	-৪৯২৩০০	-৭৬.৬৫
বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি)	১	১৭৬০০০	২০০০০	১৯৬০০০	১৮৭৭৭৬৪	১১২৮৪৮০	৩০০৬২৪৪	২৮১০২৪৪	১৪৩৩.৮
বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন	৩	৩৬৭৩০০০	৮৫০০০	৩৭৫৮০০০	৫৭৫৮০০০	৪৫৮০০০	৬২১৬০০০	২৪৫৮০০০	৬৫.৪১
	গড়	১২২৪৩৩৩	২৮৩৩৩	১২৫২৬৬৭	১৯১৯৩৩৩	১৫২৬৬৭	২০৭২০০০	৮১৯৩৩৩	
বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি	১	৪৬০০০	১৪১০০০	১৮৭০০০	১৪০০	৩৩৮০০০	৩৩৯৪০০	১৫২৪০০	৮১.৫
বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (বাংলাদেশ ন্যাপ)	১	৫৯৮৯৪৯৪	০	৫৯৮৯৪৯৪	১১৮০৯৪৯৪	০	১১৮০৯৪৯৪	৫৮২০০০০	৯৭.১৭
বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল	১০	২৮০৮৪৪৮	১০২২০০০	৩৮৩০৪৪৮	১২৭৫৫২২৬	১১৭৮৩৫৩	১৩৯৩৩৫৭৯	১০১০৩১৩১	২৬৩.৭৬
	গড়	২৮০৮৪৫	১০২২০০	৩৮৩০৪৫	১২৭৫৫২৩	১১৭৮৩৫	১৩৯৩৩৫৮	১০১০৩১৩	
বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি	১০	৪০১৩৪৫৫	৪৬০৩৭৭৬	৮৬১৭২৩১	২৫১২৫০৫০	৩৪৫৮১১২	২৮৫৮৩১৬২	১৯৯৬৫৯৩১	২৩১.৭
	গড়	৪০১৩৪৬	৪৬০৩৭৮	৮৬১৭২৩	২৫১২৫০৫	৩৪৫৮১১	২৮৫৮৩১৬	১৯৯৬৫৯৩	
বিকল্পধারা বাংলাদেশ	৩	১১৪৬৭২৯২৮	১৮৭৮৩৮২৮৯	৩০২৫১১২১৭	২৫১৯৯২১৬৯	১৬২৮৯৭৮৫৯	৪১৪৮৯০০২৮	১১২৩৭৮৮১১	৩৭.১৫
	গড়	৩৮২২৪৩০৯	৬২৬১২৭৬৩	১০০৮৩৭০৭২	৮৩৯৯৭৩৯০	৫৪২৯৯২৮৬	১৩৮২৯৬৬৭৬	৩৭৪৫৯৬০৪	
লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এলডিপি)	৩	২৮৮১০০৯৩	১৫৭২৪২৬৪	৪৪৫৩৪৩৫৭	৫৯২৪৩৪০৪	৩২৯৬২৫৭৬	৯২২০৫৯৮০	৪৭৬৭১৬২৩	১০৭.০৪
	গড়	৯৬০৩৩৬৪	৫২৪১৪২১	১৪৮৪৪৭৮৬	১৯৭৪৭৮০১	১০৯৮৭৫২৫	৩০৭৩৫৩২৭	১৫৮৯০৫৪১	
স্বতন্ত্র	২৫	৭১০১৭৬৩৭৬	১৪৩০৭৫৩৩০	৮৫৩২৫১৭০৬	১৬৭৬৫৩৫১৯৬	৩৯২৯৮৮৩৭০	২০৬৯৫২৩৫৬৬	১২১৬২৭১৮৬০	১৪২.৫৫
	গড়	২৮৪০৭০৫৫	৫৭২৩০১৩	৩৪১৩০০৬৮	৬৭০৬১৪০৮	১৫৭১৯৫৩৫	৮২৭৮০৯৪৩	৪৮৬৫০৮৭৪	
সর্বমোট	৪১৩	৮০২১৫৮২৮৫২	৩৪২০৪৯০৬৬৮	১১৪৪২০৭৩৫১৯	৩৭১৩৩৯৭৮৩৮৯	৮২১২৭৫৫৬৩৩	৪৫৩৪৬৭৩৪০২২	৩৩৯০৪৬৬০৫০৩	২৯৬.৪৪
	গড়	১৯৪২২৭১৮.৮	৮২৮২০৫৯.৭৩	২৭৭০৪৭৭৮.৫	৮৯৯১২৭৮০.৬	১৯৮৮৫৬০৬.৯	১০৯৭৯৮৩৮৭.৫	৮২০৯৩৬০৯	

২৮টি রাজনৈতিক দলের এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নবম ও একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন ৪১৩ জন। অর্থাৎ এই দুটি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের সম্পদের তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, ২০০৮ এর তুলনায় তাদের বার্ষিক সম্পদের পরিমাণ শতকরা ২৯৬.৪৪% বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ১৪৫ জন প্রার্থীর মধ্যে এই বৃদ্ধির শতকরা ৩৮৭.০৪%, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ১০৫ জন প্রার্থীর মধ্যে ২৫৭.২৩%, জাতীয় পার্টির ২৩ জন প্রার্থীর মধ্যে ২২২.৯২%, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর ৩৫ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৩৭.৭১% ও ২৩ জন স্বতন্ত্র প্রার্থীর মধ্যে ১৪২.৫৫%।

টাকার অঙ্কে সকল প্রার্থীর বার্ষিক গড় সম্পদ বৃদ্ধির পরিমাণ ৮ কোটি ২০ লক্ষ ৯৩ হাজার ৬০৯ টাকা। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের বার্ষিক গড় সম্পদ বৃদ্ধির পরিমাণ ১৩ কোটি ৮১ লক্ষ ৬৯ হাজার ১০০.৮ টাকা, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থীদের বার্ষিক গড় আয় বৃদ্ধির পরিমাণ ৮ কোটি ৮৯ লক্ষ ৯৭ হাজার ৬১৭ টাকা প্রায়, জাতীয় পার্টির প্রার্থীদের বার্ষিক গড় আয় বৃদ্ধির পরিমাণ ১০ কোটি ৫৫ লক্ষ ৬৯ হাজার ১৭৪ টাকা প্রায় এবং ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর প্রার্থীদের বার্ষিক গড় আয় বৃদ্ধির পরিমাণ ৯ লক্ষ ৩৮ হাজার ২১ টাকা প্রায়। স্বতন্ত্র প্রার্থীদের বার্ষিক গড় আয় বৃদ্ধির পরিমাণ ৪ কোটি ৮৬ লক্ষ ৫০ হাজার ৮৭৪ টাকা।

ক্ষমতাসীন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের মধ্যে গড় সম্পদ বৃদ্ধির পরিমাণ সর্বোচ্চ। বিশ্লেষণে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, আয় বৃদ্ধির প্রবণতাটি ক্ষমতার সাথে সম্পর্কিত।

সারণি-৩৪: দলভিত্তিক (প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের) দায়-দেনা হ্রাস-বৃদ্ধির চিত্র

দলের নাম	প্রার্থী সংখ্যা ও গড়	নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০০৮	দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০১৮	দায়- দেনা হ্রাস/বৃদ্ধি (টাকা)	দায়- দেনা হ্রাস/বৃদ্ধির হার (%)
		২০০৮ সালে নিজের দায়- দেনা (টাকা)	২০১৮ সালে নিজের দায়-দেনা (টাকা)		
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৯৬	৭১০৩৮৬৪৩৫	৭৩৩০৮৭৯৫১৫	৬৬২০৪৯৩০৮০	৯৩১.৯৬
	গড়	৭৩৯৯৮৫৯	৭৬৩৬৩৩২৮	৬৮৯৬৩৪৭০	
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	৭৪	৭২১৪৯৫২৯২	৩৮৬৮২১৫৪৮২	৩১৪৬৭২০১৯০	৪৩৬.১৪
	গড়	৯৭৪৯৯৩৬	৫২২৭৩১৮২	৪২৫২৩২৪৬	
জাতীয় পার্টি	১৭	২৭৪৮০৪২২০	১৪৯৬৩৬৮৭৭৩	১২২১৫৬৪৫৫৩	৪৪৪.৫২
	গড়	১৬১৬৪৯৫৪	৮৮০২১৬৯৩	৭১৮৫৬৭৩৮	
বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি	২	২১২৬০০০	১৫৯৬৪২২	-৫২৯৫৭৮	-২৪.৯
	গড়	১০৬৩০০০	৭৯৮২১১	-২৬৪৭৮৯	
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ	২	১০০০০০০	১৫৭৭৫৭	-৮৪২২৪৩	-৮৪.২২
	গড়	৫০০০০০	৭৮৮৭৯	-৪২১১২২	
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	৫	২০০৮০০	৪৪৮৯২৫২	৪২৮৮৪৫২	২১৩৫.৭
	গড়	৪০১৬০	৮৯৭৮৫০	৮৫৭৬৯০	
কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ	২	০	২৮৮৫২২৯৮	২৮৮৫২২৯৮	১০০
	গড়	০	১৪৪২৬১৪৯	১৪৪২৬১৪৯	
গণফোরাম	৩	১৫৮৩০০০	৪১০১৮০০	২৫১৮৮০০	১৫৯.১১
	গড়	৫২৭৬৬৭	১৩৬৭২৬৭	৮৩৯৬০০	
গণফ্রন্ট	১	২,৫০০,০০০	৬০,০০০,০০০	৫৭৫০০০০০	২৩০০
জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ	১	২,৬৬৫,১০০	০	-২৬৬৫১০০	-১০০
জাকের পার্টি	৩	১৮০৪৯৭৯	৮০০০০০০	৬১৯৫০২১	৩৪৩.২১
	গড়	৬০১৬৬০	২৬৬৬৬৬৭	২০৬৫০০৭	
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি)	২	৪৮৫৯২৩৯	০	-৪৮৫৯২৩৯	-১০০
	গড়	২৪২৯৬২০	০	-২৪২৯৬২০	
ন্যাশনাল পিপলস পার্টি	৩	৩১৯৯৯২৭	৩৫৩২৭৬০	৩৩২৮৩৩	১০.৪
	গড়	১০৬৬৬৪২	১১৭৭৫৮৭	১১০৯৪৪	
প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দল	১	৩১০,০০০	৪৫০,০০০	১৪০০০০	৪৫.১৬
বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট	১	১৭,৬৪৭,০৮৫	০	-১৭৬৪৭০৮৫	-১০০
বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি	১	৩১,১০৯,৫৭৬	০	-৩১১০৯৫৭৬	-১০০
বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন	১	০	৫০,০০০	৫০০০০	১০০
বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল	১	০	১২,০০০,০০০	১২০০০০০০	১০০
বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি	৫	১৪৮০০০০	২৭০০০০০	১২২০০০০	৮২.৪৩
	গড়	২৯৬০০০	৫৪০০০০	২৪৪০০০	
বিকল্পধারা বাংলাদেশ	২	২৪৩৪০০৬৭৭৭	০	-২৪৩৪০০৬৭৭৭	-১০০
	গড়	১২১৭০০৩৩৮৯	০	-১২১৭০০৩৩৮৯	
লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এলডিপি)	৩	৪৭২৩১৭২	০	-৪৭২৩১৭২	-১০০

	গড়	১৫৭৪৩৯১	০	-১৫৭৪৩৯১	
স্বতন্ত্র	১১	৯৫০৪৩৯০৬	২৬৪৫৫৮৫৭৫	১৬৯৫১৪৬৬৯	১৭৮.৩৫
	গড়	৮৬৪০৩৫৫	২৪০৫০৭৮০	১৫৪১০৪২৪	
সর্বমোট	২৩৭	৪,৩১০,৯৪৫,৫০৮	১৩,০৮৫,৯৫২,৬৩৪	৮,৭৭৫,০০৭,১২৬	২০৩.৬
	গড়	১৮১৮৯৬৪৩	৫৫২১৪৯৯০	৩৭০২৫৩৪৭	

নবম ও একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ঋণগ্রহীতা ২৩৭ জন প্রার্থীর দায়-দেনার তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, ২০০৮ এর তুলনায় তাদের দায়-দেনার পরিমাণ ২০১৮ সালে ২০৩.৬% বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ঋণগ্রহীতা ৯৬ জন প্রার্থীর মধ্যে এই দায়-দেনা বৃদ্ধির শতকরা ৯৩১.৯৬%, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ৭৪ জনের মধ্যে ৪৩৬.১৪, জাতীয় পার্টির ঋণগ্রহীতা ১৭ জন প্রার্থীর মধ্যে ৪৪৪.৫২% এবং ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর ৫ জন প্রার্থীর মধ্যে ২১৩৫.৭%। বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির ঋণগ্রহীতা ২ জন এবং জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের ২ জনের ঋণের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে।

টাকার অঙ্কে সকল প্রার্থীর গড় দায়-দেনা বৃদ্ধির পরিমাণ ৩ কোটি ৭০ লক্ষ ২৫ হাজার ৩৪৬.৫২ টাকা। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে গড়ে সর্বোচ্চ দায়-দেনা বৃদ্ধি পেয়েছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের। বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এই দায়-দেনার গড় পরিমাণ ৬ কোটি ৮৯ লক্ষ ৬৩ হাজার ৪৭০ টাকা। উল্লেখ্য, শতকরা হারে গণফ্রন্টের ঋণ বৃদ্ধির হার সর্বোচ্চ হলেও টাকা অঙ্কে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের বেশি।

সারণি-৩৫: প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের নিট সম্পদ হ্রাস-বৃদ্ধির চিত্র

দলের নাম	মোট প্রার্থী সংখ্যা	নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০০৮			দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০১৪			মোট নিট সম্পদ হ্রাস/বৃদ্ধি	নিট সম্পদ হ্রাস/বৃদ্ধির হার (%)
		মোট সম্পদ (টাকা)	মোট দায়-দেনা (টাকা)	নিট সম্পদ (টাকা)	মোট সম্পদ (টাকা)	মোট দায়-দেনা (টাকা)	নিট সম্পদ (টাকা)		
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	১৪৫	৩৩৫১৫৪৩৫৩৩	৭১০৩৮৬৪৩৫	২৬৪১১৫৭০৯৮	২১০৬৬৭৩৬৮৫৭	৭৩৩০৮৭৯৫১৫	১৩৭৩৫৮৫৭৩৪২	১১০৯৪৭০০২৪৪	৪২০.০৭
	গড়	২৩১১৪০৯৩	৪৮৯৯২১৭	১৮২১৪৮৭৭	১৪৫২৮৭৮৪০	৫০৫৫৭৭৯০	৯৪৭৩০০৫১	৭৬৫১৫১৭৪	
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	১০৫	২৭৪৬৮১৯১৪৬	৭২১৪৯৫২৯২	২০২৫৩২৩৮৫৪	১০৬৫২৭২৮৮০৪	৩৮৬৮২১৫৪৮২	৬৮৬১৬৮৭৭৯৮	৪৮৩৬৩৬৩৯৪৪	২৩৮.৭৯
	গড়	৩২৮১২৫১৪	৯০৬৯১৯৩	২৩৭৪৩৩২১	১২১৭২৭০২৯	৪৩১৬৮০৩৯	৭৮৫৫৮৯৮৯	৫৪৮১৫৬৬৮	
জাতীয় পার্টি	২৩	৮১৩৬৫৯০৮৭	২৭৪৮০৪২২০	৫৩৮৮৫৪৮৬৭	২৬৫৪৮৭০৪১০	১৪৯৬৩৬৮৭৭৩	১১৫৮৫০১৬৩৭	৬১৯৬৪৬৭৭০	১১৪.৯৯
	গড়	৩৫৩৭৬৪৮২	১১৯৪৮০১০	২৩৪২৮৪৭২	১১৫৪২৯১৪৮	৬৫০৫৯৫১২	৫০৩৬৯৬৩৬	২৬৯৪১১৬৪	
বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি	২	৪০৩৩৪৬০	২১২৬০০০	১৯০৭৪৬০	২৬৯৪২৫৫৯	১৫৯৬৪২২	২৫৩৪৬১৩৭	২৩৪৩৮৬৭৭	১২২৮.৭৯
	গড়	২০১৬৭৩০	১০৬৩০০০	৯৫৩৭৩০	১৩৪৭১২৭৯.৫	৭৯৮২১১	১২৬৭৩০৬৯	১১৭১৯৩৩৯	
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)	৫	৭০৬৪৭১৭	১০০০০০০	৬০৬৪৭১৭	৫৭২২২৫৯২	১৫৭৭৫৭	৫৭০৬৪৮৩৫	৫১০০০১১৮	৮৪০.৯৩
	গড়	১৪১২৯৪৩	২০০০০০	১২১২৯৪৩	১১৪৪৪৫১৮	৩১৫৫১	১১৪১২৯৬৭	১০২০০০২৪	
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	৩৫	১৮৮৫৪২২০	২০০৮০০	১৮৬৫৩৪২০	৫৩৭৭৭৭২৪	৪৪৮৯২৫২	৪৯২৮৮৪৭২	৩০৬৩৫০৫২	১৬৪.২৩
	গড়	৫৩৮৬৯২	৫৭৩৭	৫৩২৯৫৫	১৫৩৬৫০৬	১২৮২৬৪	১৪০৮২৪২	৮৭৫২৮৭	
ইসলামী ঐক্যজোট	১	১,০০০,০০০	০	১,০০০,০০০	১১০,০০০	১১০,০০০	-৮৯০,০০০	-০.৮৯	০
কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ	৫	৮৬৭৬৬৮৫	০	৮৬৭৬৬৮৫	৬০৬০৮৭২২	২৮৮৫২২৯৮	৩১৭৫৬৪২৪	২৩০৭৯৭৩৯	২৬৬
	গড়	১৭৩৫৩৩৭	০	১৭৩৫৩৩৭	১২১২১৭৪৪	৫৭৭০৪৬০	৬৩৫১২৮৫	৪৬১৫৯৪৮	
গণতন্ত্রী পার্টি	১	০	০	০	০	০	০	০	০
গণফোরাম	৬	১৫৮৩০০০	১৩৮৪১৯৫৩	১৬৮৪৩১৬৮	৪১০১৮০০	১২৭৪১৩৬৮	-১১০০৫৮৫	০.১১৭২	০
	গড়	২৬৩৮৩৩	২৩০৬৯৯২	২৮০৭১৯৫	৬৮৩৬৩৩	২১২৩৫৬১	-১৮৩৪৩১	০.০২০	
গণফ্রন্ট	১	২৫,৩০০,০০০	২,৫০০,০০০	২২,৮০০,০০০	১৪,১০০,০০০	৬০,০০০,০০০	-৪৫,৯০০,০০০	-৬৮,৭০০,০০০	-৩০১.৩২

জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ	৩	১০৩৯৯৮৬৮	২৬৬৫১০০	৭৭৩৪৭৬৮	৭০৯০১৮৪	০	৭০৯০১৮৪	-৬৪৪৫৮৪	-৮.৩৩
	গড়	৩৪৬৬৬২৩	৮৮৮৩৬৭	২৫৭৮২৫৬	২৩৬৩৩৯৫	০	২৩৬৩৩৯৫	-২১৪৮৬১	
জাকের পার্টি	৬	৫৬৩২৯৭৮	১৮০৪৯৭৯	৩৮২৭৯৯৯	১৪০৬৭৬৪৮	৮০০০০০০	৬০৬৭৬৪৮	২২৩৯৬৪৯	৫৮.৫১
	গড়	৯৩৮৮৩০	৩০০৮৩০	৬৩৮০০০	২৩৪৪৬০৮	১৩৩৩৩৩৩	১০১১২৭৫	৩৭৩২৭৫	
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি)	৪	১২৫৪৫৮৮৭	৪৮৫৯২৩৯	৭৬৮৬৬৪৮	১১৯৯৩৫৭৫	০	১১৯৯৩৫৭৫	৪৩০৬৯২৭	৫৬.০৩
	গড়	৩১৩৬৪৭২	১২১৪৮১০	১৯২১৬৬২	২৯৯৮৩৯৪	০	২৯৯৮৩৯৪	১০৭৬৭৩২	
ন্যাশনাল পিপলস পার্টি	৫	১০৪৬১৬২১১	৩১৯৯৯২৭	১০১৪১৬২৮৪	২০৬৮১৫৩৩২	৩৫৩২৭৬০	২০৩২৮২৫৭২	১০১৮৬৬২৮৮	১০০.৪৪
	গড়	২০৯২৩২৪২	৬৩৯৯৮৫	২০২৮৩২৫৭	৪১৩৬৩০৬৬	৭০৬৫৫২	৪০৬৫৬৫১৪	২০৩৭৩২৫৮	
প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দল	১	৬৫৬,০০০	৩১০,০০০	৩৪৬,০০০	১,৪৭৮,৬১০	৪৫০,০০০	১,০২৮,৬১০	৬৮২,৬১০	১৯৭.২৯
বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট	২	১৯৭৫৩৬৫১	১৭৬৪৭০৮৫	২১০৬৫৬৬	১৫৪৮৭৫০৭০	০	১৫৪৮৭৫০৭০	১৫২৭৬৮৫০৪	৭২৫২.০২
	গড়	৯৮৭৬৮২৬	৮৮২৩৫৪৩	১০৫৩২৮৩	৭৭৪৩৭৫৩৫	০	৭৭৪৩৭৫৩৫	৭৬৩৮৪২৫২	
বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি	১	২,৮১২,৪৩৯	৩১,১০৯,৫৭৬	-২৮,২৯৭,১৩৭	৭,৮২৬,৯৫৫	০	৭,৮২৬,৯৫৫	৩৬,১২৪,০৯২	-১২৭.৬৬
বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	৪	১,৭৮১,৯২৩	০	১,৭৮১,৯২৩	৩,৪৬৮,০০০	০	৩,৪৬৮,০০০	১,৬৮৬,০৭৭	৯৪.৬২
	গড়	৪৪৫,৪৮১	০	৪৪৫,৪৮১	৮৬৭,০০০	০	৮৬৭,০০০	৪২১,৫১৯	
বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস	১	৬৪২,৩০০	০	৬৪২,৩০০	১৫০,০০০	০	১৫০,০০০	৪৯২,৩০০	৭৬.৬৫
বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি)	১	১৭৬,০০০	০	১৭৬,০০০	১,৮৭৭,৭৬৪	০	১,৮৭৭,৭৬৪	১,৭০১,৭৬৪	৯৬৬.৯১
বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন	৩	৩৬৭৩০০০	০	৩৬৭৩০০০	৫৭৫৮০০০	৫০০০০	৫৭০৮০০০	২০৩৫০০০	৫৫.৪
	গড়	১২২৪৩৩৩	০	১২২৪৩৩৩	১৯১৯৩৩৩	১৬৬৬৭	১৯০২৬৬৭	৬৭৮৩৩৩	
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি	১	৪৬০০০	০	৪৬০০০	১৪০০	০	১৪০০	-৪৪৬০০	-৯৬.৯৬
বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (বাংলাদেশ ন্যাপ)	১	৫৯৮৯৪৯৪	০	৫৯৮৯৪৯৪	১১৮০৯৪৯৪	০	১১৮০৯৪৯৪	৫৮২০০০০	৯৭.১৭
বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল	১০	২৮০৮৪৪৮	০	২৮০৮৪৪৮	১২৭৫৫২২৬	১২০০০০০০	৭৫৫২২৬	-২০৫৩২২২	-৭৩.১১
	গড়	২৮০৮৪৫	০	২৮০৮৪৫	১২৭৫৫২৩	১২০০০০০	৭৫৫২৩	-২০৫৩২২	
বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি	১০	৪০১৩৪৫৫	১৪৮০০০০	২৫৩৩৪৫৫	২৫১২৫০৫০	২৭০০০০০	২২৪২৫০৫০	১৯৮৯১৫৯৫	৭৮৫.১৬
	গড়	৪০১৩৪৬	১৪৮০০০	২৫৩৩৪৬	২৫১২৫০৫	২৭০০০০	২২৪২৫০৫	১৯৮৯১৬০	
বিকল্পধারা বাংলাদেশ	৩	১১৪৬৭২৯২৮	২৪৩৪০০৬৭৭৭	-২৩১৯৩৩৩৮৪৯	২৫১৯৯২১৬৯	০	২৫১৯৯২১৬৯	২৫৭১৩২৬০১৮	-১১০.৮৬
	গড়া	৩৮২২৪৩০৯	৮১১৩৩৫৫৯২	-৭৭৩১১১২৮৩	৮৩৯৯৭৩৯০	০	৮৩৯৯৭৩৯০	৮৫৭১০৮৬৭৩	
লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এলডিপি)	৩	২৮৮১০০৯৩	৪৭২৩১৭২	২৪০৮৬৯২১	৫৯২৪৩৪০৪	০	৫৯২৪৩৪০৪	৩৫১৫৬৪৮৩	১৪৫.৯৬
		৯৬০৩৩৬৪	১৫৭৪৩৯১	৮০২৮৯৭৪	১৯৭৪৭৮০১	০	১৯৭৪৭৮০১	১১৭১৮৮২৮	
স্বতন্ত্র	২৫	৭১০১৭৬৩৭৬	৯৫০৪৩৯০৬	৬১৫১৩২৪৭০	১৬৭৬৫৩৫১৯৬	২৬৪৫৫৮৫৭৫	১৪১১৯৭৬৬২১	৭৯৬৮৪৪১৫১	১২৯.৫৪

	গড়	২৮৪০৭০৫৫	৩৮০১৭৫৬	২৪৬০৫২৯৯	৬৭০৬১৪০৮	১০৫৮২৩৪৩	৫৬৪৭৯০৬৫	৩১৮৭৩৭৬৬	
সকল সর্বমোট	৪১৩	৮,০০৭,৭৪০,৮৯৯	৪,৩২৩,২০৪,৪৬১	৩,৭১৩,৬৩৮,৫৫৯	৩৭,০৪৪,০৬২,৫৪৫	১৩,০৯৪,৭০২,২০২	২৪,০৩৩,১৮৩,৮০২	২০,৩৪০,৩৬৩,৫৯৫	৫৪৭.৭২
	গড়	১৯৩৮৯২০৩	১০৪৬৭৮০৭	৮৯৯১৮৬১	৮৯৬৯৫০৬৭	৩১৭০৬৩০১	৫৮১৯১৭২৮	৪৯২৫০২৭৫	

নবম ও একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ৪১৩ জন প্রার্থীর নিট সম্পদের তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, ২০০৮ এর তুলনায় তাদের নিট সম্পদের পরিমাণ ৫৪৭.৭২% বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ১৪৫ জন প্রার্থীর মধ্যে নিট সম্পদ বৃদ্ধির শতকরা ৪২০.০৭%, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ১০৫ জনের মধ্যে ২৩৮.৭৯, জাতীয় পার্টির ২৩ জন প্রার্থীর মধ্যে ১১৪.৯৯%, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির ২ জনের মধ্যে ১২৮.৭৯%, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদের ৫ জনের মধ্যে ৮৪০.৯৩% এবং বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্টের ২ জনের ৭২৫২.০২% এবং বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির ১০ জনের ৭৮৫.১৬%।

অধিকাংশ দলের প্রার্থীদের নিট সম্পদের পরিমাণ পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেলেও গণফ্রন্ট, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ, বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ও বিকল্পধারা বাংলাদেশ প্রার্থীদের হ্রাস পেয়েছে।

টাকার অঙ্কে সকল প্রার্থীর গড় সম্পদ বৃদ্ধির পরিমাণ ৪ কোটি ৯২ লক্ষ ৫০ হাজার ২৭৫ টাকা। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের গড় নিট সম্পদ বৃদ্ধির পরিমাণ সর্বোচ্চ ৭ কোটি ৬৫ লক্ষ ১৫ হাজার ১৭৪ টাকা প্রায়। নিট সম্পদ বৃদ্ধির এই প্রবণতার একটি বড় কারণ ক্ষমতার সাথে সংশ্লিষ্টতা বলে আমরা মনে করি।

সারণি-৩৬: প্রার্থী প্রদত্ত আয়কর ও পারিবারিক ব্যয়ের চিত্র

নাম ও পদবি	সংখ্যা	অর্থবছর ২০০৭-২০০৮		অর্থবছর ২০১৭-২০১৮		প্রদত্ত করের হ্রাস/বৃদ্ধি	প্রদত্ত করের হ্রাস/বৃদ্ধির হার (%)	পারিবারিক ব্যয় হ্রাস-বৃদ্ধি	পারিবারিক ব্যয় হ্রাস-বৃদ্ধির হার (%)
		প্রদত্ত কর	পারিবারিক ব্যয়	প্রদত্ত কর	পারিবারিক ব্যয়				
আওয়ামী লীগ	১৪৫	৩৯,৫৬৬,৭৮৪	৪১,১৪২,৮৮৫	৩৩৮,৭৯৫,৬৯৯	৫০৬,৪১৭,৬৭১	২৯৯,২২৮,৯১৫	৭৫৬.২৬	৪৬৫,২৭৪,৭৮৬	১১৩০.৮৮
	গড়	২৭২,৮৭৪	২৮৩,৭৪৪	২,৩৩৬,৫২২	৩,৪৯২,৫৩৬	২,০৬৩,৬৪৮		৩,২০৮,৭৯২	
বিএনপি	১০৫	২৫,৫৬৮,১০৪	৭১,০৫৮,৪৭৪	১৪৭,৫০৯,৯৫১	৩৬৪,৪৮৭,৮৬৬	১২১,৯৪১,৮৪৭	৪৭৬.৯৩	২৯৩,৪২৯,৩৯২	৪১২.৯৪
		২৪৩,৫০৬	৬৭৬,৭৪৭	১,৪০৪,৮৫৭	৩,৪৭১,৩১৩	১,১৬১,৩৫১		২,৭৯৪,৫৬৬	
জাতীয় পার্টি	২৩	৫,২৯২,৬৭৩	৫,২৬২,৭২৮	৩৩,২০২,১৬৮	৬২,১৪৩,৯৯১	২৭,৯০৯,৪৯৫	৫২৭.৩২	৫৬,৮৮১,২৬৩	১০৮০.৮৩
	গড়	২৩০,১১৬	২২৮,৮১৪	১,৪৪৩,৫৭৩	২,৭০১,৯১৩	১,২১৩,৪৫৬		২,৪৭৩,০৯৮	
জাতীয় পার্টি (জেপি)	১	০	০	০	০	০	০	০	০
ইসলামী আন্দোলন	৩৫	২,০০০	১০০,০০০	৮০,৪১১	২,৬৮২,৮৬৬	৭৮,৪১১	৩৯২০.৫৫	২,৫৮২,৮৬৬	২৫৮২.৮৭
	গড়	৫৭	২,৮৫৭	২,২৯৭	৭৬,৬৫৩	২,২৪০		৭৩,৭৯৬	
ইসলামী ঐক্যজোট	১	৩,৫০০	০	০	০	-৩,৫০০	-১০০	০	০.৭৪
কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ	৫	৪৭৯,২১৪	৯২১,৩৭২	১৮৮,৯৬৭	৩,০৩৫,০০০	-২৯০,২৪৭	-৬০.৫৬	২,১১৩,৬২৮	২২৯.৪
	গড়	৯৫,৮৪৩	১৮৪,২৭৪	৩৭,৭৯৩	৬০৭,০০০	-৫৮,০৪৯		৪২২,৭২৬	
ওয়ার্কার্স পার্টি	২	২৩,২৯৩	৩৯৮,৮৫০	১৭৫,৩৮৫	২,০৫০,২৩৯	১৫২,০৯২	৬৫২.৯৫	১,৬৫১,৩৮৯	৪১৪.০৪
	গড়	১১,৬৪৭	১৯৯,৪২৫	৮৭,৬৯৩	১,০২৫,১২০	৭৬,০৪৬		৮২৫,৬৯৫	
গণফ্রন্ট	১	০	০	১৫২,০৪২	৩০০,০০০	১৫২,০৪২	১০০	৩০০,০০০	১
	গড়	০	০	১৫২,০৪২	৩০০,০০০	১৫২,০৪২	১০০	৩০০,০০০	১০০
গণতন্ত্রী পার্টি	১	০	০	০	০	০	০	০	০
গণফোরাম	৬	৮৪৯৪৪	৩২০,৭৪৪	৮৬,৪০৮	১,৩০৭,৯৯৬	১,৪৬৪	১.৭২	৯৮৭,২৫২	৩০৭.৮
	গড়	১৪১৫৭	৫৩৪৫৭	১৪৪০১	২১৭৯৯৯	২৪৪		১৬৪,৫৪২	
জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম	৩	৩৩৮৮	২৬৫,৩৩৭	২০,২১০	৪৮৫,০০০	১৬,৮২২	৪৯৬.৫২	২১৯,৬৬৩	৮২.৭৯
	গড়	১১২৯	৮৮৪৪৬	৬৭৩৭	১৬১৬৬৭	৫৬০৭		৭৩,২২১	

জাকের পার্টি	৫	৬৮২০	১৭০,০০০	৬১,৭১১	৩৫৪,৭৪৩	৫৪,৮৯১	৮০৪.৮৫	১৮৪,৭৪৩	১০৮.৬৭
	গড়	১১৩৭	২৮৩৩৩	১০২৮৫	৫৯১২৪	৯১৪৯		৩০,৭৯১	
জাসদ	৫	৩৬,৬৪৬	৪৯০,৮৬৯	১,০৬১,৩৪৩	২,৯৩৬,৩২৫	১,০২৪,৬৯৭	২৭৯৬.২	২,৪৪৫,৪৫৬	৪৯৮.১৯
	গড়	৭,৩২৯	৯৮,১৭৪	২১২,২৬৯	৫৮৭,২৬৫	২০৪,৯৩৯		৪৮৯,০৯১	
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি)	৪	৫০,১২৮	৫৩০,০০০	৪৬,৬৮৭	৫৭৩,৫৯০	-৩,৪৪১	-৬.৮৬	৪৩,৫৯০	৮.২২
	গড়	১২,৫৩২	১৩২,৫০০	১১,৬৭২	১৪৩,৩৯৮	-৮৬০		১০,৮৯৮	
ন্যাশনাল পিপলস পার্টি	৫	৪০৪,৩৯২	৫৬৩,৯৪৯	২৮৬,৭১৩	১,০৩৬,৫৮০	-১১৭,৬৭৯	-২৯.১	৪৭২,৬৩০	-০.০১
	গড়	৮০,৮৭৮	১১২,৭৯০	৫৭,৩৪৩	২০৭,৩১৬	-২৩,৫৩৬		৯৪,৫২৬	
প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দল	১	০	০	০	০	০	০	০	০
বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট	২	১৭,৩৪৬	০	৩,০০০	১৫৫,০০০	-১৪,৩৪৬	-৮২.৭	১৫৫,০০০	১০০
	গড়	৮,৬৭৩	০	১,৫০০	৭৭,৫০০	-৭,১৭৩		৭৭,৫০০	
বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি	১	৯৮,৫৫০	৩৩২,৫০০	১০,৩৮২	০	-৮৮,১৬৮	-০.৮৯	-৩৩২,৫০০	৫.৪১
বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	৪	০	০	০	০	০	০	০	০
খেলাফত মজলিশ	১	০	০	০	০	০	০	০	০
তরিকত ফেডারেশন	৩	০	০	৯,৪৪০	৩৬০,০০০	৯,৪৪০	১০০	৩৬০,০০০	১০০
	গড়	০	০	৩,১৪৭	১২০,০০০	৩,১৪৭		১২০,০০০	
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি	১	০	০	০	০	০	০	০	০
বাংলাদেশ ন্যাপ	১	৩৫৮৮	০	৫,৭৮০	২৪০,৪৬৮	২,১৯২	৬১.০৯	২৪০,৪৬৮	১০০
বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল	১০	০	৫০,০০০	৪১,০৬৪	৯৫০,০০০	৪১,০৬৪	১০০	৯০০,০০০	১৮০০
	গড়	০	৫,০০০	৪,১০৬	৯৫,০০০	৪,১০৬		৯০,০০০	
বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি	১০	০	৮৪,০০০	৪১,৩৭৪	৬৬৩,৫৩৫	৪১,৩৭৪	১০০	৫৭৯,৫৩৫	৬৮৯.৯২
	গড়	০	৮,৪০০	৪,১৩৭	৬৬,৩৫৪	৪,১৩৭		৫৭,৯৫৪	
বিকল্পধারা	৩	০	০	২৫,৫২৫	৩২০,০০০	২৫,৫২৫	১০০	৩২০,০০০	১০০
	গড়	০	০	৮,৫০৮	১০৬,৬৬৭	৮,৫০৮		১০৬,৬৬৭	
লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি	৩	২০০০	১,০৩৪,১৮৯	২০৫,৩৪৪	০	২০৩,৩৪৪	১০১৬৭.২	-১,০৩৪,১৮৯	-১০০
	গড়	৬৬৭	৩৪৪৭৩০	৬৮৪৪৮	০	৬৭৭৮১		-৩৪৪,৭৩০	
স্বতন্ত্র	২৫	২৫৬৪৫৯৯	৯২৭৪২৫৫	১৭৭৬৮৮৬০	৩৯০৭৮৫৮৯	১৫২০৪২৬১	৫৯২.৮৫	২৯,৮০৪,৩৩৪	৩২১.৩৭
	গড়	১০২৫৮৪	৩৭০৯৭০	৭১০৭৫৪	১৫৬৩১৪৪	৬০৮১৭০		১,১৯২,১৭৩	
সর্বমোট	৪১৩	৭৪২০৯৯৬৯	১৩২০০০১৫২	৫৩৯৯৩০৫০৬	৯৮৯৮৭৯৪৫৯	৪৬৫৭২০৫৩৭	৬২৭.৫৭	৮৫৭,৮৭৯,৩০৬	৬৪৯.৯১
	গড়	১৭৯৬৮৫	৩১৯৬১৩	১৩০৭৩৩৮	২৩৯৬৮০৩	১১২৭৬৫৩		২,০৭৭,১৯০	

আয়করঃ রাজনৈতিক দলের এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নবম ও একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন ৪১৩ জন। অর্থাৎ এই দুটি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের প্রদত্ত আয়করের তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, ২০০৮ এর তুলনায় তাদের প্রদত্ত আয়করের পরিমাণ শতকরা ৬২৭.৫৭% বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ১৪৫ জন প্রার্থীর মধ্যে এই বৃদ্ধির শতকরা ৭৫৬.২৬%, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ১০৫ জন প্রার্থীর মধ্যে ৪৭৬.৯৩%, জাতীয় পার্টির ২৩ জন প্রার্থীর মধ্যে ৫২৭.৩২%, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর ৩৫ জন প্রার্থীর মধ্যে ৩৯২০.৫৫% ও ২৩ জন স্বতন্ত্র প্রার্থীর মধ্যে ৫৯২.৮৫%।

টাকার অঙ্কে সকল প্রার্থীর বার্ষিক প্রদত্ত আয়কর বৃদ্ধির পরিমাণ ১১ লক্ষ ২৭ হাজার ৬৫৩ টাকা। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের প্রদত্ত আয়কর বৃদ্ধির পরিমাণ ২০ লক্ষ ৬৩ হাজার ৬৪৮ টাকা, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থীদের আয়কর

বৃদ্ধির পরিমাণ ১১ লক্ষ ৬১ হাজার ৩৫১ টাকা প্রায়, জাতীয় পার্টির প্রার্থীদের আয়কর বৃদ্ধির পরিমাণ ১২ লক্ষ ১৩ হাজার ৪৫৬ টাকা এবং ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর প্রার্থীদের আয়কর বৃদ্ধির পরিমাণ ২ হাজার ২৪০ টাকা প্রায়। স্বতন্ত্র প্রার্থীদের বার্ষিক আয়কর বৃদ্ধির পরিমাণ ৬ লক্ষ ৮ হাজার ১৭০ টাকা।

ক্ষমতাসীন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের মধ্যে প্রদত্ত আয়কর বৃদ্ধির পরিমাণ সর্বোচ্চ। আয়কর বৃদ্ধির বিষয়টি আয় বৃদ্ধির সাথে সম্পর্কিত।

পারিবারিক ব্যয়ঃ ২৮টি রাজনৈতিক দলের এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নবম ও একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন ৪১৩ জন। অর্থাৎ এই দুটি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের প্রদত্ত আয়করের তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, ২০০৮ এর তুলনায় তাদের পারিবারিক ব্যয়ের পরিমাণ শতকরা ৬৪৯.৯১% বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ১৪৫ জন প্রার্থীর মধ্যে এই বৃদ্ধির শতকরা ১১৩০.৮৮%, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ১০৫ জন প্রার্থীর মধ্যে ৪১২.৯৪%, জাতীয় পার্টির ২৩ জন প্রার্থীর মধ্যে ১০৮০.৮৩%, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর ৩৫ জন প্রার্থীর মধ্যে ২৫৮২.৮৭% ও ২৩ জন স্বতন্ত্র প্রার্থীর মধ্যে ৩২১.৩৭%।

টাকার অঙ্কে সকল প্রার্থীর পারিবারিক ব্যয় বৃদ্ধির পরিমাণ গড়ে ২০ লক্ষ ৭৭ হাজার ১৯০ টাকা। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের পারিবারিক ব্যয় বৃদ্ধির পরিমাণ গড়ে ৩২ লক্ষ ৮ হাজার ৭৯২ টাকা, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থীদের পারিবারিক ব্যয় বৃদ্ধির পরিমাণ ২৭ লক্ষ ৯৪ হাজার ৫৬৬ টাকা প্রায়, জাতীয় পার্টির প্রার্থীদের পারিবারিক ব্যয় বৃদ্ধির পরিমাণ ২৪ লাখ ৭৩ হাজার ৯৮ টাকা এবং ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর প্রার্থীদের পারিবারিক ব্যয় বৃদ্ধির পরিমাণ ৭৩ হাজার ৭৯৬ টাকা প্রায়। স্বতন্ত্র প্রার্থীদের বার্ষিক আয়কর বৃদ্ধির পরিমাণ ১১ লক্ষ ৯২ হাজার ১৭৩ টাকা।

একাধিক নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের (দশম ও একাদশ) তুলনামূলক চিত্র (দলভিত্তিক)

সারণি-৩৭: দলভিত্তিক (প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের) আয় হ্রাস-বৃদ্ধির চিত্র									
দলের নাম	মোট প্রার্থী সংখ্যা	২০১৪ সাল/দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন			২০১৮ সাল/একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন			আয় হ্রাস/বৃদ্ধি (টাকা)	আয় হ্রাস/বৃদ্ধির হার (%)
		২০১৪ সালে নিজ আয় (টাকা)	২০১৪ সালে নির্ভরশীলদের আয় (টাকা)	২০১৪ সালে মোট আয় (টাকা)	২০১৮ সালে নিজ আয় (টাকা)	২০১৮ সালে নির্ভরশীলদের আয় (টাকা)	২০১৮ সালে মোট আয় (টাকা)		
আওয়ামী লীগ	১৬৯	১৫৮৪৩৮০১৬১	১৫৪৬৭০২৯৬	১৭৩৯০৫০৪৫৭	১৮০৩৮৩৭০৫৫	১১৯১৪১১১৪	১৯২২৯৭৮১৬৯	১৮৩৯২৭৭১২	১০.৫৮
	গড়	৯৩৭৫০৩০.৫৪	৯১৫২০৮.৮৫২	১০২৯০২৩৯.৪	১৪২২৪৬৭৬.৪	৮০৩৮৬৩.৩৯১	১৫০২৮৫৩৯.৮	১০৮৮৩২৯.৬৬	
জাতীয় পার্টি	৩০	৮৯৭৭৩৪৮৯	৭৭৫৭২৭২	৯৭৫৩০৭৬১	১৮৪৫১৫৯৪৩	৪৩৭৫৫২৮৫	২২৮২৭১২২৮	১৩০৭৪০৪৬৭	১৩৪.০৫
	গড়	২৯৯২৪৪৯.৬৩	২৫৮৫৭৫.৭৩৩	৩২৫১০২৫.৩৭	৬১৫০৫৩১.৪৩	১৪৫৮৫০৯.৫	৭৬০৯০৪০.৯৩	৪৩৫৮০১৫.৫৭	
ওয়ার্কার্স পার্টি	৩	১৯৩৮৭২২	৩৩২০০০	২২৭০৭২২	৬৮৯৫৫৩৮	৭২৫৬২০	৭৬২১১৫৮	৫৩৫০৪৩৬	২৩৫.৬৩
	গড়	৬৪৬২৪০.৬৬৭	১১০৬৬৬.৬৬৭	৭৫৬৯০৭.৩৩৩	২২৯৮৫১২.৬৭	২৪১৮৭৩.৩৩৩	২৫৪০৩৮৬	১৭৮৩৪৭৮.৬৭	
বিএনএফ	৪	৬৫০০০০	০	৬৫০০০০	১১৮১০০০	০	১১৮১০০০	৫৩১০০০	৮১.৬৯
	গড়	১৬২৫০০	০	১৬২৫০০	২৯৫২৫০	০	২৯৫২৫০	১৩২৭৫০	
জাতীয় পার্টি-জেপি	৭	৮০৬১৯২২	০	৮০৬১৯২২	৭৮১৮৯৪৯	০	৭৮১৮৯৪৯	-২৪২৯৭৩	-৩.০১
	গড়	১১৫১৭০৩.১৪	০	১১৫১৭০৩.১৪	১১১৬৯৯২.৭১	০	১১১৬৯৯২.৭১	-৩৪৭১০.৪২৮৬	
গণতন্ত্রী পার্টি	১	০	০	০	২১০০০০	০	২১০০০০	২১০০০০	১০০
জাসদ	৬	৪৬১৯৬৬০	২৮৪২৬০	৪৯০৩৯২০	১৫০৭১৯৬০	৩৫০০০০	১৫৪২১৯৬০	১০৫১৮০৪০	২১৪.৪৮
	গড়	৭৬৯৯৪৩.৩৩৩	৪৭৩৭৬.৬৬৬৭	৮১৭৩২০	২৫১১৯৯৩.৩৩	৫৮৩৩৩.৩৩৩৩	২৫৭০৩২৬.৬৭	১৭৫৩০০৬.৬৭	
ন্যাপ	২	৩৮৯০০০	০	৩৮৯০০০	৫৫৭৮০০	০	৫৫৭৮০০	১৬৮৮০০	৪৩.৩৯
	গড়	১৯৪৫০০	০	১৯৪৫০০	২৭৮৯০০	০	২৭৮৯০০	৮৪৪০০	
স্বতন্ত্র	২২	১৮৮৭৫১৫১৪	১৮৪৯৭৬৯৭	২০৭২৪৯২১১	২৩৯৩৩৯০২৬	৩৫৩০৩১৪৮	২৭৪৬৪২১৭৪	৬৭৩৯২৯৬৩	৩২.৫২
	গড়	৮৫৭৯৬১৪.২৭	৮৪০৮০৪.৪০৯	৯৪২০৪১৮.৬৮	১০৮৭৯০৪৬.৬	১৬০৪৬৮৮.৫৫	১২৪৮৩৭৩৫.২	৩০৬৩৩১৬.৫	
মোট	**২৪৪**	**১৮৭৮৫৬৪৪৬৮**	**১৮১৫৪১৫২৫**	**২০৬০১০৫৯৯৩**	**২২৫৯৪২৭২৭১**	**১৯৯২৭৫১৬৭**	**২৪৫৮৭০২৪৩৮**	**৩৯৮৫৯৬৪৪৫**	১৯.৩৫
	গড়	৭৬৯৯০৩৪.৭	৭৪৪০২২.৬৪	৮৪৪৩০৫৭.৩৫	৯২৫৯৯৪৭.৮৩	৮১৬৭০১.৫০৪	১০০৭৬৬৪৯.৩	১৬৩৩৫৯১.৯৯	

৮টি রাজনৈতিক দলের এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে দশম ও একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন ২৪৪ জন। এই দুটি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের আয়ের তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, ২০১৩ এর তুলনায় তাদের বার্ষিক আয়ের পরিমাণ গড়ে ১৯.৩৫% বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ১৬৯ জন প্রার্থীর মধ্যে এই বৃদ্ধির হার গড়ে শতকরা ১০.৫৮%, জাতীয় পার্টির ৩০ জন প্রার্থীর মধ্যে গড়ে ১৩৪.০৫%, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির ৩ জনের মধ্যে গড়ে ২৩৫.৬৩%, জাসদের ৬ জন প্রার্থীর মধ্যে গড়ে ২১৪.৪৮%, বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্ট-বিএনএফ-এর ৪ জন প্রার্থীর মধ্যে গড়ে ৮১.৬৯%, বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ন্যাপের ২ জন প্রার্থীর মধ্যে গড়ে ৪৩.৩.৯%, গণতন্ত্রী পার্টির ১ জনের ১০০% এবং স্বতন্ত্র ২২ জন প্রার্থীর মধ্যে গড়ে ৩২.৫২%। জাতীয় পার্টি- জেপি'র ৭ জন প্রার্থীর গড় আয় বৃদ্ধি না পেয়ে ৩.০১% হ্রাস পেয়েছে।

টাকার অঙ্কে সকল প্রার্থীর বার্ষিক গড় আয় বৃদ্ধির পরিমাণ ১৬ লক্ষ ৩৩ হাজার ৫৯২ টাকা। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের বার্ষিক গড় আয় বৃদ্ধির পরিমাণ ১০ লক্ষ ৮৮ হাজার ৩৩০ টাকা ও জাতীয় পার্টির প্রার্থীদের বার্ষিক গড় আয় বৃদ্ধির পরিমাণ ৪৩ লক্ষ ৫৮ হাজার ১৬ টাকা।

শতকরা হারে গড় আয় বৃদ্ধির পরিমাণ ওয়ার্কার্স পার্টির প্রার্থীদের সর্বোচ্চ ২৩৫.৬৩% (১৭ লক্ষ ৮৩ হাজার ৪৭৯ টাকা) হলেও, টাকার অঙ্কে জাতীয় পার্টির প্রার্থীদের বার্ষিক গড় আয় বৃদ্ধির পরিমাণ সর্বোচ্চ।

সারণি-৩৮: দলভিত্তিক (প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের) সম্পদ হ্রাস-বৃদ্ধির চিত্র									
দলের নাম	মোট প্রার্থী সংখ্যা	২০১৪ সাল/দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন			২০১৮ সাল/একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন			সম্পদ হ্রাস/বৃদ্ধি (টাকা)	সম্পদ হ্রাস/বৃদ্ধির হার (%)
		২০১৪ সালে নিজ সম্পদ (টাকা)	২০১৪ সালে নির্ভরশীলদের সম্পদ (টাকা)	২০১৪ সালে মোট সম্পদ (টাকা)	২০১৮ সালে নিজ সম্পদ (টাকা)	২০১৮ সালে নির্ভরশীলদের সম্পদ (টাকা)	২০১৮ সালে মোট সম্পদ (টাকা)		
আওয়ামী লীগ	১৬৯	১৩৭৪০০৭৫৬৬৬	৩১২২১৭৭৯৪৪	১৬৮৬২২৫৩৬১০	২১০৬৬৭৩৬৮৫৭	৪১৪৪১৬১৪১৬	২৫২১০৮৯৮২৭৩	৮৩৪৮৬৪৪৬৬৩	৪৯.৫১
	গড়	৮১৩০২২২২.৮৮	১৮৪৭৪৪২৫.৭	৯৯৭৭৬৬৪৮.৫৮	১২৪৬৫৫২৪৭.৭	২৪দ৫২১৬৬৫.২	১৪৯১৭৬৯১২.৯	৪৯৪০০২৬৪.২৮	
জাতীয় পার্টি	৩০	১৮৬৭৫৫৪৯৯২	৪৭২৮৭৮৫২৭	২৩৪০৪৩৩৫১৯	২৫২০০৯২৫৫৩	১০৭৬৫৮৩৬০১	৩৫৯৬৬৭৬১৫৪	১২৫৬২৪২৬৩৫	৫৩.৬৮
	গড়	৬২২৫১৮৩৩.০৭	১৫৭৬২৬১৭.৬	৭৮০১৪৪৫০.৬৩	৮৪০০৩০৮৫.১	৩৫৮৮৬১২০	১১৯৮৮৯২০৫.১	৪১৮৭৪৭৫৪.৪৭	
ওয়ার্কার্স পার্টি	৩	২৩১৩০৫৫৯	৩৭০৬৪০০	২৬৮৩৬৯৫৯	৩৮৫৩৪৯২৯	২২৩৫৯১০৩	৬০৮৯৪০৩২	৩৪০৫৭০৭৩	১২৬.৯
	গড়	৭৭১০১৮৬.৩৩৩	১২৩৫৪৬৬.৬৭	৮৯৪৫৬৫৩	১২৮৪৪৯৭৬.৩৩	৭৪৫৩০৩৪.৩৩	২০২৯৮০১০.৬৭	১১৩৫২৩৫৭.৬৭	
বিএনএফ	৪	৫৫৬৪৫০০	৮৮৭০০০	৬৪৫১৫০০	৭১৫২০০০	২৮৭৫০০০	১০০২৭০০০	৩৫৭৫৫০০	৫৫.৪২
	গড়	১৩৯১১২৫	২২১৭৫০	১৬১২৮৭৫	১৭৮৮০০০	৭১৮৭৫০	২৫০৬৭৫০	৮৯৩৮৭৫	
গণতন্ত্রী পার্টি	১	০	০	০	০	৪৪৬০০০	৪৪৬০০০	৪৪৬০০০	১০০
জাতীয় পাটি (জেপি)	৭	৯১৯৮৯৮৯২	১৮১৪৯৯৮৪২	২৭৩৪৮৯৭৩৪	৭৩০৯৮৫৮২	২২৭৪৪৭০২৬	৩০০৫৪৫৬০৮	২৭০৫৫৮৭৪	৯.৮৯
	গড়	১৩১৪১৪১৩.১৪	২৫৯২৮৫৪৮.৯	৩৯০৬৯৯৬২	১০৪৪২৬৫৪.৫৭	৩২৪৯২৪৩২.৩	৪২৯৩৫০৮৬.৮৬	৩৮৬৫১২৪.৮৬	
জাসদ	৬	২২৭৬৪০০০	৮৭৭৬১৪৮	৩১৫৪০১৪৮	৭৮২৬২১১৯	১৯৮৫৬০৭৬	৯৮১১৮১৯৫	৬৬৫৭৮০৪৭	২১১.০৯
	গড়	৩৭৯৪০০০	১৪৬২৬৯১.৩৩	৫২৫৬৬৯১.৩৩৩	১৩০৪৩৬৮৬.৫	৩৩০৯৩৪৬	১৬৩৫৩০৩২.৫	১১০৯৬৩৪১.১৭	
ন্যাপ	২	২৬৮১৪৪৯৪	১২০০০	২৬৮২৬৪৯৪	১২১৬৯৪৯৪	২৫০০০০	১২৪১৯৪৯৪	-১৪৪০৭০০০	-৫৩.৭
	গড়	১৩৪০৭২৪৭	৬০০০	১৩৪১৩২৪৭	৬০৮৪৭৪৭	১২৫০০০	৬২০৯৭৪৭	-৭২০৩৫০০	
স্বতন্ত্র	২২	২৯৭২৩০৯০০৮	৯৩৮৫৩২১৭৭	৩৯১০৮৪১১৮৫	৪২৪২২৪৩১৬৪	১০৬৮৯৩৫০৭৩	৫৩১১১৭৮২৩৭	১৪০০৩৩৭০৫২	৩৫.৮১
	গড়	১৩৫১০৪৯৫৪.৯	৪২৬৬০৫৫৩.৫	১৭৭৭৬৫৫০৮.৪	১৯২৮২৯২৩৪.৭	৪৮৫৮৭৯৫৭.৯	২৪১৪১৭১৯২.৬	৬৩৬৫১৬৮৪.১৮	
মোট	২৪৪	১৮৭৫০২০৩১১১	৪৭২৮৪৭০০৩৮	২৩৪৭৮৬৭৩১৪৯	২৮০৩৮২৮৯৬৯৮	৬৫৬২৯১৩২৯৫	৩৪৬০১২০২৯৯৩	১১১২২৫২৯৮৪৪	৪৭.৩৭
	গড়	৭৬৮৪৫০৯৪.৭২	১৯৩৭৮৯৭৫.৬	৯৬২২৪০৭০.২৮	১১৪৯১১০২৩.৪	২৬৮৯৭১৮৫.৬	১৪১৮০৮২০৯	৪৫৫৮৪১৩৮.৭	

৮টি রাজনৈতিক দলের এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে দশম ও একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন ২৪৪ জন। এই দুটি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের সম্পদের তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, ২০১৩ এর তুলনায় তাদের সম্পদের পরিমাণ গড়ে ৪৭.৩৭% বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ১৬৯ জন প্রার্থীর মধ্যে এই বৃদ্ধির হার গড়ে শতকরা ৪৯.৫১%, জাতীয় পার্টির ৩০ জন প্রার্থীর মধ্যে গড়ে ৫৩.৬৮%, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির ৩ জনের মধ্যে গড়ে ১২৬.৯০%, জাসদের ৬ জন প্রার্থীর মধ্যে গড়ে ২১১.০৯%, বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্ট-বিএনএফ-এর ৪ জন প্রার্থীর মধ্যে গড়ে ৫৫.৪২%, গণতন্ত্রী পার্টির ১ জনের ১০০% এবং স্বতন্ত্র ২২ জন প্রার্থীর মধ্যে গড়ে ৩৫.৮১%। বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ন্যাপের ২ জন প্রার্থীর সম্পদ গড়ে বৃদ্ধি না পেয়ে ৫৩.৭০% হ্রাস পেয়েছে।

টাকার অঙ্কে সকল প্রার্থীর বার্ষিক গড় আয় বৃদ্ধির পরিমাণ ৪ কোটি ৫৫ লক্ষ ৮৪ হাজার ১৩৯ টাকা। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের বার্ষিক গড় আয় বৃদ্ধির পরিমাণ ৪ কোটি ৯৪ লক্ষ ২৬৪ টাকা ও জাতীয় পার্টির প্রার্থীদের বার্ষিক গড় আয় বৃদ্ধির পরিমাণ ৪ কোটি ১৮ লক্ষ ৭৪ হাজার ৭৫৪ টাকা।

শতকরা হারে গড় সম্পদ বৃদ্ধির পরিমাণ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদের প্রার্থীদের সর্বোচ্চ ২১১.০৯% (১ কোটি ১০ লক্ষ ৯৬ হাজার ৩৪১ টাকা) হলেও, টাকার অঙ্কে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের বার্ষিক গড় আয় বৃদ্ধির পরিমাণ সর্বোচ্চ।

সারণি-৩৯: দলভিত্তিক (প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের) দায়-দেনা হ্রাস-বৃদ্ধির চিত্র					
দলের নাম	মোট প্রার্থী সংখ্যা	২০১৪ সাল/দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন	২০১৮ সাল/একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন	দায়-দেনা হ্রাস/বৃদ্ধি (টাকা)	দায়-দেনা হ্রাস/বৃদ্ধির হার (%)
		২০১৪ সালে নিজের দায়-দেনা (টাকা)	২০১৮ সালে নিজের দায়-দেনা (টাকা)		
আওয়ামী লীগ	১৬৯	৪,৩৬৮,২৬৯,৩৯৯.০০	৭৩৩০৮৭৯৫১৫	২,৯৬২,৬১০,১১৬.০০	৬৭.৮২১১৪
	গড়	২৫,৮৪৭,৭৪৭.৯২	৪৩,৩৭৭,৯৮৫.৩০	১৭,৫৩০,২৩৭.৩৭	
জাতীয় পার্টি	৩০	১৩৯,০৭৪,৩০৭.০০	৭৭৬,৭৫১,৫৩৪.০০	৬৩৭,৬৭৭,২২৭.০০	৪৫৮.৫২
	গড়	৪,৬৩৫,৮১০.২৩	২৫,৮৯১,৭১৭.৮০	২১,২৫৫,৯০৭.৫৭	
জাতীয় পার্টি (জেপি)	৭	১০৬,৬৯৬,৫০৩.০০	৫০,৮৯৩,২৪৩.০০	-৫৫,৮০৩,২৬০.০০	
	গড়	১৫,২৪২,৩৫৭.৫৭	৭,২৭০,৪৬৩.২৯	-৭,৯৭১,৮৯৪.২৮	-৫২.৩
ওয়ার্কার্স পার্টি	৩	৪,৩৮২,১৩০.০০	১,৫৯৬,৪২২.০০	-২,৭৮৫,৭০৮.০০	
	গড়	১,৪৬০,৭১০.০০	৫৩২,১৪০.৬৭	-৯২৮,৫৬৯.৩৩	-৬৩.৫৭
গণতন্ত্রী পার্টি	১	০	০	০	০
বিএনএফ	৪	৪০,০০০.০০	০	-৪০,০০০.০০	
	গড়	১০,০০০.০০	০	-১০,০০০.০০	-১০০
জাসদ	৬	১,৫০০,০০০.০০	২,২৫৩,৪০১.০০	৭৫৩,৪০১.০০	৫০.২৩
	গড়	২৫০,০০০.০০	৩৭৫,৫৬৬.৮৩	১২৫,৫৬৬.৮৩	
ন্যাপ	২	০	০	০	০
স্বতন্ত্র	২২	৩,২৩৯,৮৩০,৯৯৫.০০	১,৮৬৩,০৫২,০৭৩.০০	-১,৩৭৬,৭৭৮,৯২২.০০	-৪২.৫
	গড়	১৪৭,২৬৫,০৪৫.২০	৮৪,৬৮৪,১৮৫.১৪	-৬২,৫৮০,৮৬০.০৬	
মোট	**২৪৪**	**৭,৮৫৯,৭৯৩,৩৩৪.০০**	**১০,০২৫,৪২৬,১৮৮.০০**	**২,১৬৫,৬৭২,৮৫৪.০০**	**২৭.৫৫**
	গড়	৩২,২১২,২৬৭.৭৬	৪১,০৮৭,৮১২.২৫	৮,৮৭৫,৭০৮.৪২	

দশম ও একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ঋণগ্রহীতা ২৪৪ জন প্রার্থীর দায়-দেনার তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, ২০১৩ এর তুলনায় তাদের দায়-দেনার পরিমাণ ২০১৮ সালে ২৭.৫৫% বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ১৬৯ জন প্রার্থীর মধ্যে এই দায়-দেনা বৃদ্ধির শতকরা ৬৭.৮২%, জাতীয় পার্টির ৩০ জন প্রার্থীর মধ্যে গড়ে ৪৫৮.৫২%, জাসদের ৬ জন প্রার্থীর মধ্যে গড়ে ৫০.২৩% বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরদিকে দায়-দেনার শতকরা হার বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির ৩ জনের গড়ে ৬৩.৫৭%, বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্ট-বিএনএফ-এর ৪ জন প্রার্থীর গড়ে ১০০%, জাতীয় পার্টি- জেপি'র ৭ জনের ৫২.৩০% এবং স্বতন্ত্র ২২ জন প্রার্থীর গড়ে ৪২.৫০% হ্রাস পেয়েছে।

টাকার অঙ্কে সকল প্রার্থীর গড় দায়-দেনা বৃদ্ধির পরিমাণ ৮৮ লক্ষ ৭৫ হাজার ৭০৮ টাকা। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে গড়ে সর্বোচ্চ দায়-দেনা বৃদ্ধি পেয়েছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের। বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এই দায়-দেনার গড় পরিমাণ ১ কোটি ৭৫ লক্ষ ৩০ হাজার ২৩৭ টাকা। উল্লেখ্য, শতকরা হার ও টাকার অঙ্কে জাতীয় পার্টির-এর ঋণ বৃদ্ধির হার সর্বোচ্চ।

সারণি-৪০: দলভিত্তিক (প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের) নিট সম্পদ হ্রাস-বৃদ্ধির চিত্র									
দলের নাম	মোট প্রার্থী সংখ্যা	২০১৪ সাল/দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন			২০১৮ সাল/একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন			মোট নিট সম্পদ হ্রাস/বৃদ্ধি	নিট সম্পদ হ্রাস/বৃদ্ধির হার (%)
		মোট সম্পদ (টাকা)	মোট দায়-দেনা (টাকা)	নিট সম্পদ (টাকা)	মোট সম্পদ (টাকা)	মোট দায়-দেনা (টাকা)	নিট সম্পদ (টাকা)		
আওয়ামী লীগ	১৬৯	১৩৭৪০০৭৫৬৬৬	৪৩৬৮২৬৯৩৯৯	৯৩৭১৮০৬২৬৭	২১০৬৬৭৩৬৮৫৭	৭৩৩০৮৭৯৫১৫	১৩৭৩৫৮৫৭৩৪২	৪৩৬৪০৫১০৭৫	৪৬.৫৭
	গড়	৮১৩০২২২২.৮৮	২৫৮৪৭৭৪৭.৯২	৫৫৪৫৪৪৭৪.৯৫	১৪৭০৩৬৮৭১.৫	৪৮৫২৮০১৪.৫	৯৮৫০৮৮৫৬.৯৯	৪৩০৫৪৩৮২.০৪	
জাতীয় পার্টি	৩০	১৮৬৭৫৫৪৯৯২	১৩৯০৭৪৩০৭	১৭২৮৪৮০৬৮৫	২৫২০০৯২৫৫৩	৭৭৬৭৫১৫৩৪	১৭৪৩৩৪১০১৯	১৪৮৬০৩৩৪	০.৮৬
	গড়	৬২২৫১৮৩৩.০৭	৪৬৩৫৮১০.২৩৩	৫৭৬১৬০২২.৮৩	৮৪০০৩০৮৫.১	২৫৮৯১৭১৭.৮	৫৮১১১৩৬৭.৩	৪৯৫৩৪৪.৪৭	
ওয়ার্কার্স	৩	২৩১৩০৫৫৯	৪৩৮২১৩০	১৮৭৪৮৪২৯	৩৮৫৩৪৯২৯	১৫৯৬৪২২	৩৬৯৩৮৫০৭	১৮১৯০০৭৮	৯৭.০২

পার্টি									
	গড়	৭৭১০১৮৬.৩৩৩	১৪৬০৭১০	৬২৪৯৪৭৬.৩৩৩	১২৮৪৪৯৭৬.৩৩	৫৩২১৪০.৬৬৬৭	১২৩১২৮৩৫.৬৭	৬০৬৩৩৫৯.৩৩	
জাতীয় পার্টি (জেপি)	৭	৯১৯৮৯৮৯২	১০৬৬৯৬৫০৩	-১৪৭০৬৬১১	৭৩০৯৮৫৮২	৫০৮৯৩২৪৩	২২২০৫৩৩৯	৩৬৯১১৯৫০	-২৫০.৯৯
	গড়	১৩১৪১৪১৩.১৪	১৫২৪২৩৫৭.৫৭	-২১০০৯৪৪.৪২৯	১০৪৪২৬৫৪.৫৭	৭২৭০৪৬৩.২৮৬	৩১৭২১৯১.২৮৬	৫২৭৩১৩৫.৭১	
গণতন্ত্রী পার্টি	১	০	০	০	০	০	০	০	১০০
জাসদ	৬	২২৭৬৪০০০	১৫০০০০০	২১২৬৪০০০	৭৮২৬২১১৯	২২৫৩৪০১	৭৬০০৮৭১৮	৫৪৭৪৪৭১৮	২৫৭.৪৫
	গড়	৩৭৯৪০০০	২৫০০০০	৩৫৪৪০০০	১৩০৪৩৬৮৬.৫	৩৭৫৫৬৬.৮৩৩৩	১২৬৬৮১১৯.৬৭	৯১২৪১১৯.৬৭	
ন্যাপ	২	২৬৮১৪৪৯৪	০	২৬৮১৪৪৯৪	১২১৬৯৪৯৪	০	১২১৬৯৪৯৪	-১৪৬৪৫০০০	-৫৪.৬২
	গড়	১৩৪০৭২৪৭	০	১৩৪০৭২৪৭	৬০৮৪৭৪৭	০	৬০৮৪৭৪৭	-৭৩২২৫০০	
বিএনএফ	৪	৫৫৬৪৫০০	৪০০০০	৫৫২৪৫০০	৭১৫২০০০	০	৭১৫২০০০	১৬২৭৫০০	২৯.৪৬
	গড়	১৩৯১১২৫	১০০০০	১৩৮১১২৫	১৭৮৮০০০	০	১৭৮৮০০০	৪০৬৮৭৫	
স্বতন্ত্র	২২	২৯৭২৩০৯০০৮	৩২৩৯৮৩০৯৯৫	-২৬৭৫২১৯৮৭	৪২৪২২৪৩১৬৪	১৮৬৩০৫২০৭৩	২৩৭৯১৯১০৯১	২৬৪৬৭১৩০৭৮	৯৮৯.৩৪
	গড়	১৩৫১০৪৯৫৪.৯	১৪৭২৬৫০৪৫.২	-১২১৬০০৯০.৩২	১৯২৮২৯২৩৪.৭	৮৪৬৮৪১৮৫.১৪	১০৮১৪৫০৪৯.৬	১২০৩০৫১৩৯.৯	
মোট	২৪৪	১৮৭৫০২০৩১১১	৭৮৫৯৭৯৩৩৩৪	১০৮৯০৪০৯৭৭৭	২৮০৩৮২৮৯৬৯৮	১০০২৫৪২৬১৮৮	১৮০১২৮৬৩৫১০	৭১২২৪৫৩৭৩৩	৬৫.৪০
	গড়	৭৬,৮৪৫,০৯৫	৩২,২১২,২৬৮	৪৪,৬৩২,৮২৭	১১৪,৯১১,০২৩	৪১,০৮৭,৮১২	৭৩,৮২৩,২১১	২৯,১৯০,৩৮৪	

দশম ও একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ২৪৪ জন প্রার্থীর নিট সম্পদের তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, ২০১৩ এর তুলনায় তাদের নিট সম্পদের পরিমাণ ৬৫.৪০% বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ১৬৯ জন প্রার্থীর মধ্যে নিট সম্পদ বৃদ্ধির শতকরা হার ৪৬.৫৭%। জাতীয় পার্টির ৩০ জন প্রার্থীর মধ্যে বৃদ্ধির এই হার ০.৮৬%, জাসদের ৬ জন প্রার্থীর মধ্যে গড়ে ২৫৭.৪৫%, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির ৩ জনের গড়ে ৯৭.০২%, বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্ট-বিএনএফ-এর ৪ জন প্রার্থীর গড়ে ২৯.৪৬% এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীদের নিট সম্পদ ৯৮৯.৩৪% বৃদ্ধি পেয়েছে।

জাতীয় পার্টি-জেপি ও বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ন্যাপ প্রার্থীদের নিট সম্পদের পরিমাণ গড়ে হ্রাস পেয়েছে।

টাকার অঙ্কে সকল প্রার্থীর গড় নিট সম্পদ বৃদ্ধির পরিমাণ ২ কোটি ৯১ লক্ষ ৯০ হাজার ৩৮৪ টাকা। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের গড় নিট সম্পদ বৃদ্ধির পরিমাণ ৪ কোটি ৩০ লক্ষ ৫৪ হাজার ৩৮২ টাকা। তবে নিট সম্পদ বৃদ্ধির পরিমাণ সবচেয়ে বেশি স্বতন্ত্র প্রার্থীদের (১২ কোটি ৩ লক্ষ ৫ হাজার ১৪০ টাকা)।

সারণি-৪১: প্রার্থী প্রদত্ত আয়কর ও পারিবারিক ব্যয়ের চিত্র

নাম ও পদবি	সংখ্যা	অর্থবছর ২০১৩-২০১৪		অর্থবছর ২০১৭-২০১৮		প্রদত্ত করের হ্রাস/বৃদ্ধি	প্রদত্ত করের হ্রাস/বৃদ্ধির হার (%)	পারিবারিক ব্যয় হ্রাস-বৃদ্ধি	পারিবারিক ব্যয় হ্রাস-বৃদ্ধির হার (%)
		প্রদত্ত কর	পারিবারিক ব্যয়	প্রদত্ত কর	পারিবারিক ব্যয়				
আওয়ামী লীগ	১৬৯	১৫৪,০৩১,৩৭০	৩০৭,৫৪৩,৯৬৬	৩৩৮,৭৯৫,৬৯৯	৫০৬,৪১৭,৬৭১	১৮৪,৭৬৪,৩২৯	১১৯.৯৫	১৯৮,৮৭৩,৭০৫	৬৪.৬৭
	গড়	৯১১,৪২৮	১,৮১৯,৭৮৭	২,০০৪,৭০৮	২,৯৯৬,৫৫৪	১,০৯৩,২৮০		১,১৭৬,৭৬৭	
জাতীয় পার্টি	৩০	১১,৫৫১,৪৮৪	৯৮,০৯৪,৩১৮	৩৬,৮৮০,৪২৬	৬৯,৩৩১,৯৪৬	২৫,৩২৮,৯৪২	২১৯.২৭	-২৮,৭৬২,৩৭২	-২৯.৩২
	গড়	৩৮৫,০৪৯	৩,২৬৯,৮১১	১,২২৯,৩৪৮	২,৩১১,০৬৫	৮৪৪,২৯৮			
জাতীয় পার্টি (জেপি)	৭	৮৯৭,৮০১	৮,৯২২,১৮৫	১৩৮,৩৮৮	৪,৭৫৪,৬৮৫	-৭৫৯,৪১৩	-৮৪.৫৯	-৪,১৬৭,৫০০	-৪৬.৭১
	গড়	১২৮,২৫৭	১,২৭৪,৫৯৮	১৯,৭৭০	৬৭৯,২৪১	-১০৮,৪৮৮		-৫৯৫,৩৫৭	
ওয়ার্কার্স পার্টি	৩	৮৪,২৯৮	১,১৯০,৫৬৬	১৭৫,৩৮৫	২,০৫০,২৩৯	৯১,০৮৭	১০৮.০৫	৮৫৯,৬৭৩	৭২.২১
	গড়	২৮,০৯৯	৩৯৬,৮৫৫	৫৮,৪৬২	৬৮৩,৪১৩	৩০,৩৬২		২৮৬,৫৫৮	
গণতন্ত্রী পার্টি	১	০	০	০	০	০	০	০	০
বিএনএফ	৪	০	১৩২,০০০	৩,০০০	১৬০,০০০	৩,০০০	১০০	২৮,০০০	২১.২১

	গড়	০	৪৪,০০০	১,০০০	৫৩,৩৩৩	১,০০০		৯,৩৩৩	
জাসদ	৬	২১৫,৩১৭	৯৩৪,৮২০	৬১৩,৩৪৭	১,৭৬৫,২৩০	৩৯৮,০৩০	১৮৪.৮৬	৮৩০,৪১০	৮৮.৮৩
	গড়	৩৫,৮৮৬	১৫৫,৮০৩	১০২,২২৫	২৯৪,২০৫	৬৬,৩৩৮		১৩৮,৪০২	
ন্যাপ	২	০	১৪০,৫০০	৫,৭৮০	২৪০,৪৬৮	৫,৭৮০	১০০	৯৯,৯৬৮	৭১.১৫
	গড়	০	৭০,২৫০	২,৮৯০	১২০,২৩৪	২,৮৯০		৪৯,৯৮৪	
স্বতন্ত্র	২২	১৮,৬৮৮,৭৪৪	৩৭,৬১৬,৭৭৯	৩৭,৩৯১,২৮৭	৬৫,২৫৯,৫৫৮	১৮,৭০২,৫৪৩	১০০.০৭	২৭,৬৪২,৭৭৯	৭৩.৪৯
	গড়	৮৪৯,৪৮৮	১,৭০৯,৮৫৪	১,৬৯৯,৬০৪	২,৯৬৬,৩৪৪	৮৫০,১১৬		১,২৫৬,৪৯০	
মোট	২৪৪	১৮৫,৪৬৯,০১৪	৪৫৪,৫৭৫,১৩৪	৪১৪,০০৩,৩১২	৬৪৯,৯৭৯,৭৯৭	২২৮,৫৩৪,২৯৮	১২৩.২২	১৯৫,৪০৪,৬৬৩	৪২.৯৯
	গড়	৭৬০,১১৯	১,৮৬৩,০১৩	১,৬৯৬,৭৩৫	২,৬৬৩,৮৫২	৯৩৬,৬১৬		৮০০,৮৩৯	

আয়করঃ দশম ও একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আয়কর প্রদানকারী প্রতিদ্বন্দ্বী ২৪৪ জন প্রার্থীর প্রদত্ত তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, ২০১৩ এর তুলনায় তাদের প্রদত্ত করের পরিমাণ ২০১৮ সালে ১২৩.২২% বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের আয়কর বৃদ্ধির শতকরা হার ১১৯.৯৫%, জাতীয় পার্টির প্রার্থীদের ২১৯.২৭%, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির প্রার্থীদের ১০৮.০৫%, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) প্রার্থীদের ১৮৪.৮৬%, বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্ট-বিএনএফ প্রার্থীদের গড়ে ১০০%, বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির প্রার্থীদের ১০০% এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীদের ১০০.০৭% বৃদ্ধি পেয়েছে। জাতীয় পার্টি-জেপি'র প্রার্থীদের আয়কর প্রদানের হার ৮৪.৫৯% হ্রাস পেয়েছে।

টাকার অঙ্কে সকল প্রার্থীর গড় আয়কর বৃদ্ধির পরিমাণ ৯ লক্ষ ৩৬ হাজার ৬১৬ টাকা। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের গড় আয়কর বৃদ্ধির গড় পরিমাণ সর্বোচ্চ ১০ লক্ষ ৯৩ হাজার ২৮০ টাকা। তবে শতকরা হারে সর্বোচ্চ আয়কর বৃদ্ধি পেয়েছে জাসদ প্রার্থীদের।

ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থীদের অধিক হারে আয়কর বৃদ্ধিই প্রমাণ করে যে, তাদের আয় অনেক বেড়েছে।

পারিবারিক ব্যয়ঃ দশম ও একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আয়কর প্রদানকারী প্রতিদ্বন্দ্বী ২৪৪ জন প্রার্থীর প্রদত্ত তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, ২০১৩ এর তুলনায় পারিবারিক ব্যয়ের পরিমাণ ২০১৮ সালে ৪২.৯৯% বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের পারিবারিক বৃদ্ধির শতকরা হার ৬৪.৬৭%, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির প্রার্থীদের ৭২.২১%, বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্ট-বিএনএফ প্রার্থীদের গড়ে ২১.২১%, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) প্রার্থীদের ৮৮.৮৩%, বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির প্রার্থীদের ৭১.১৫% এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীদের ৭৩.৪৯% বৃদ্ধি পেয়েছে। জাতীয় পার্টির প্রার্থীদের পারিবারিক ব্যয় ২৯.৩২% এবং জাতীয় পার্টি-জেপি'র প্রার্থীদের পারিবারিক ব্যয় ৪৬.৭১% হ্রাস পেয়েছে।

টাকার অঙ্কে সকল প্রার্থীর গড় পারিবারিক ব্যয় বৃদ্ধির পরিমাণ ৮ লক্ষ ৮৩৯ টাকা। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের গড় বৃদ্ধির পরিমাণ সর্বোচ্চ ১১ লক্ষ ৭৬ হাজার ৭৬৭ টাকা।

দলের বিদ্যমান নেতাদের স্বজনদের প্রার্থিতা বিষয়ক তথ্য

গণমাধ্যম সূত্রে জানা যায়, বিএনপিতে ৩০ জন নেতার স্বজনেরা[৯], ১৯টি আসনে শেখ হাসিনার স্বজনেরা[১০]একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। গণমাধ্যম সূত্রে আরও জানা যায়, ছয়টি পরিবারের নিয়ন্ত্রণে ছিল ৩৩টি নির্বাচনী এলাকা[১১]। নিম্নে এ সংক্রান্ত উপস্থাপন করা হলো:

সারণি-৪২: নেতাদের স্বজনদের প্রার্থিতা বিষয়ক তথ্য

মহাজোট			জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট		
প্রার্থীর নাম	**যার সাথে সম্পর্ক**	**আসন**	**প্রার্থী**	**যার সাথে সম্পর্ক**	**আসন**
শেখ হাসিনা	বঙ্গবন্ধুর মেয়ে	গোপালগঞ্জ-৩	নওশাদ জমির	জমিরউদ্দিন সরকারের ছেলে	পঞ্চগড়-১
শেখ হেলাল উদ্দীন	বঙ্গবন্ধুর চাচাত ভাই শেখ আবু নাসেরের ছেলে	বাগেরহাট-১	অনিন্দ্য ইসলাম (অমিত)	তরিকুল ইসলামের ছেলে	যশোর-৩
শেখ সারহান নাসের তন্ময়	শেখ হেলাল উদ্দীনের ছেলে	বাগেরহাট-২	শামা ওবায়েদ	বিএনপির সাবেক মহাসচিব প্রয়াত কে এম ওবায়দুর রহমানের মেয়ে	ফরিদপুর-২
শেখ সালাউদ্দিন জুয়েল	শেখ হেলাল উদ্দীনের ভাই	খুলনা-২	পারভেজ আরেফিন সিদ্দিকী	সাবেক ডেপুটি স্পিকার প্রয়াত আখতার হামিদ সিদ্দিকীর ছেলে	নওগাঁ-৩
আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ	প্রধানমন্ত্রীর ফুফাতো ভাই	বরিশাল-১	সানসিলা জেবরিন	জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো. হজরত আলীর মেয়ে	শেরপুর-১
মাহবুব উল আলম হানিফ	প্রধানমন্ত্রীর ছোট বোনের দেবর	কুষ্টিয়া-৩	শাহ রিয়াজুল হান্নান	বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য প্রয়াত হান্নান শাহর ছেলে	গাজীপুর-৪
নূর-ই-আলম চৌধুরী	প্রধানমন্ত্রীর ফুফাতো ভাই প্রয়াত ইলিয়াস আহমেদ চৌধুরীর বড় ছেলে	মাদারীপুর-১	সালাহউদ্দিন সরকার	গাজীপুর সিটি নির্বাচনে মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী হাসান উদ্দিন সরকারের চাচাতো ভাই	গাজীপুর-২
শেখ ফজলুল করিম সেলিম	প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ফুফাতো ভাই	গোপালগঞ্জ-২	নাসের রহমান	প্রয়াত অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমানের ছেলে	মৌলভীবাজার-৩
আবুল কালাম আজাদ	শেখ সেলিমের ভায়রা	জামালপুর-১	কে এম মজিবুল হক	কাজী শাহ মোফাজ্জল হোসাইন কায়কোবাদের ভাই	কুমিল্লা-৩
শেখ ফজলে নূর তাপস	শেখ ফজলুল হক মনির ছেলে	ঢাকা-১০	আকবর হোসেন	বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আবদুল আউয়াল মিন্টুর ছোট ভাই	ফেনী-৩
মাহবুব আরা গিনি	শেখ হাসিনার প্রয়াত স্বামী ওয়াজে মিয়ার বড় বোনের নাতনি	গাইবান্ধা-২	তাহসিনা রুশদির (লুনা)	নিখোঁজ থাকা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ইলিয়াস আলীর স্ত্রী	সিলেট-২
ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মোশাররফ হোসেন	প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেয়াই	ফরিদপুর-৩	ফাহিম চৌধুরী	বিএনপির সাবেক সাংসদ জাহেদ আলীর ছেলে	শেরপুর-২
অধ্যাপক ডা. হাবিবে মিল্লাত মুন্না	খন্দকার মোশাররফ হোসেনের বড় মেয়ে শারিকা মিল্লাত রিতুর স্বামী	সিরাজগঞ্জ-২	তাহমিনা জামান	লুৎফুজ্জামান বাবরের স্ত্রী	নেত্রকোনা-৪
নাজমুল হাসান পাপন	শেখ রেহানার খালা শাশুড়ি আইভী রহমান ও প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমানের ছেলে	কিশোরগঞ্জ-৬	ইকবাল ইবনে আমান	আমান উল্লাহ আমানের ছেলে	ঢাকা-২
আমির হোসেন আমু	প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ফুফা	ঝালকাঠি-২	শামীম আরা বেগম	ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির সভাপতি এম এ কাইয়ুমের স্ত্রী	ঢাকা-১১
জিয়াউদ্দিন আহমেদ বাবলু	এরশাদের ভাগনি জামাই	রংপুর-২	মঈনুল ইসলাম খান	প্রয়াত মন্ত্রী শামসুল ইসলাম খানের ছেলে	মানিকগঞ্জ-২

[9] https://bit.ly/2USD6fF
[10] https://bit.ly/2PMaqBm
[11] https://bit.ly/2EGGMve

মাহী বি. চৌধুরী	সাবেক রাষ্ট্রপতি বদরুদ্দোজা চৌধুরীর ছেলে	মুন্সীগঞ্জ-১	আফরোজা খান	সাবেক সংসদ সদস্য প্রয়াত হারুনার রশিদ খানের (মুন্নু) মেয়ে	মানিকগঞ্জ-৩
এ কে এম সেলিম ওসমান	সেলিম ওসমানের ভাই	নারায়ণগঞ্জ-৫	সাবিনা ইয়াসমিন	রুহুল কুদ্দুস তালুকদারের স্ত্রী	বন নাটোর-২
জিএম কাদের	এরশাদের ভাই	লালমনিরহাট-৩	হাসিনা আহমেদ	সালাউদ্দিন আহমেদের স্ত্রী	কক্সবাজার-১
রওশন এরশাদ	এরশাদের স্ত্রী	ময়মনসিংহ-৪	কাজী নাজমুল হোসেন	সাবেক সংসদ সদস্য কাজী আনোয়ার হোসেনের ছেলে	ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৫
			রেজা আহমেদ (বাচ্চু মোল্লা)	সাবেক সংসদ সদস্য আহসানুল হকের (পচা মোল্লা) ছেলে	কুষ্টিয়া-১
			মাসুদ অরুণ	সাবেক সাংসদ আহমদ আলীর ছেলে	মেহেরপুর-১
			গোলাম নবী আলমগীর	সাবেক ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মোশারেফ হোসেন শাহজাহানের ভাই	ভোলা-১
			তাসভীর উল ইসলাম	বিএনপির নেতা প্রয়াত মাঈদুল ইসলামের ছোট ভাই	কুড়িগ্রাম-৩
			এমদাদুল হক ভরসা	সাবেক সংসদ সদস্য রহিম উদ্দিন ভরসার ছেলে	রংপুর-৪
			আফরোজা আব্বাস	মির্জা আব্বাসের স্ত্রী	ঢাকা-৯
			রফিকুল ইসলাম	খালেদা জিয়ার ভগ্নিপতি	নীলফামারী-১
			রুমানা মাহমুদ	চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকুর স্ত্রী	সিরাজগঞ্জ-২
			মাছুদা মোমিন	সাবেক সংসদ সদস্য আবদুল মোমিনের স্ত্রী	বগুড়া-৩
			ব্যারিস্টার আন্দালিব রহমান পার্থ	শেখ হাসিনার ভাগ্নে ও জাতীয় পার্টির নেতা প্রয়াত নাজিউর রহমান মঞ্জুর ছেলে	ঢাকা-১৭

রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ইশতেহার পর্যালোচনা

রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিগত বিষয়গুলো নিয়ে নির্বাচনী বিতর্কের সংস্কৃতি বাংলাদেশে অনেকটাই অনুপস্থিত। যদিও ১৯৯০ সালের পর প্রতিটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে প্রতিটি দলই জনগণের সামনে ইশতেহার ঘোষণা করে, যা বর্তমানে নির্বাচনের একটা গুরুত্বপূর্ণ পর্ব হিসেবে বিবেচিত হয়। এর মাধ্যমে দলগুলো ক্ষমতায় গিয়ে কী করবে তার একটি আভাস পাওয়া যায়।

২০১৮ সালো ৩০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল নির্বাচনের ইশতেহার ঘোষণা করে। নিম্নে ইশতেহারগুলোর একটি সামগ্রিক মূল্যায়ন উপস্থাপন করা হলো। এছাড়া ইশতেহারের বিশদ তুলনামূলক চিত্রও নিম্নে তুলে ধরা হলো।

রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ইশতেহারে উল্লেখিত কিছু লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো:

১) **মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ:** প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের ইশতেহারেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ এবং মূলনীতির প্রতি শ্রদ্ধা ও মর্যাদা প্রদর্শন করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ বলতে কোন দল কী বোঝায় সেটা স্পষ্ট না হলেও, এই বিষয়টির স্বীকৃতি তাৎপর্যপূর্ণ।

২) **ঐকমত্যের ক্ষেত্র:** রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে দৃশ্যত অনেক বৈরিতা ও মতপার্থক্য থাকলেও ইশতেহারে বেশকিছু বিষয়ে তাদের মধ্যে মতৈক্যও রয়েছে। বিশেষ করে নতুন সরকারকে কোন কোন ক্ষেত্রে জোর দিতে হবে তা নিয়ে সর্বজনীন বিষয়ে বেশিরভাগ দলকেই একই রকম অবস্থানে দেখা যায় – যেমন, গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে বৈষম্য নিরসন, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণ, দুর্নীতি ও জঙ্গিবাদ দমন, জলবায়ুর পরিবর্তন মোকাবিলা, তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি ইত্যাদির গুরুত্ব প্রায় সকল রাজনৈতিক দলই স্বীকার করে।

৩) **তরুণ ভোটারদের আকর্ষণের চেষ্টা:** তরুণ ভোটারদের মন জয় করার জন্য প্রায় সবগুলো দলকেই যত্নবান হতে দেখা গেছে। শুধুমাত্র এই নির্বাচনেই নয়, ভবিষ্যতে দলের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে তরুণ সমাজকে পাশে নেওয়ার বিকল্প নেই। তরুণদের গুরুত্ব যেসব রাজনৈতিক দলই উপলব্ধি করছে সেটাই ইশতেহারেই ফুটে উঠেছে। এক্ষেত্রে জনমিতিক সুবিধা (ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড) কাজে লাগানো (আওয়ামী লীগ, পৃষ্ঠা ২৭) এবং তরুণদের দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর (আওয়ামী লীগ, পৃষ্ঠা ৩১), তরুণদের কর্মসংস্থান (ঐক্যফ্রন্ট, দফা ৬), তরুণদের জন্য 'ইয়ুথ পার্লামেন্ট' গঠন (বিএনপি, পৃষ্ঠা ৪) ইত্যাদির কথা উল্লেখ করা যায়।

৪) **রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ বিষয়ে মূল্যায়ন:** প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর ভেতরে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ সম্পর্কে যে সমালোচনা ইশতেহারে দেখা গেছে তাতে কিছুটা গৎবাঁধা প্রবণতারই পুনরাবৃত্তি হয়েছে। দেশের উন্নয়নে পক্ষ-বিপক্ষের রাজনৈতিক দলগুলোর গঠনমূলক সমালোচনা এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের ভাল কাজের মূল্যায়ন এবারের ইশতেহারেও দেখা যায়নি। এই ক্ষেত্রে রাজনীতির মেরুকরণের লক্ষণও জোরালো। ইশতেহারে শরিক অথবা প্রতিপক্ষ দলের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্মোহ মূল্যায়ন অনুপস্থিত। তবে এক দলের শাসনামলে গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প অন্য দলের শাসন কালে সমাপ্ত নাও হতে পারে এরকম শঙ্কার লাঘব করতে বিএনপি এবং জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের ইশতেহারে উন্নয়ন প্রকল্পের ধারাবাহিকতা রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

৫) **জাতীয় ঐক্যের সম্ভাবনা:** কোনো কোনো রাজনৈতিক দলের ইশতেহারে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিহিংসার পথ বর্জন করে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা (ঐক্যফ্রন্ট), ভয়মুক্ত বাংলাদেশ তৈরি (গণসংহতি আন্দোলন), প্রতিহিংসামুক্ত ও সহমর্মী বাংলাদেশ, এবং সহিষ্ণুতার সংস্কৃতি গড়ে তোলা (বিএনপি), শান্তি ও সহাবস্থানের রাজনীতি প্রবর্তন (জাতীয় পার্টি, ১৩ তম দফা) ইত্যাদি ইতিবাচক বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে। দেশের রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির উন্নয়ন ঘটানোর ক্ষেত্রে এগুলো ইতিবাচক উদাহরণ।

৬) **রাজনৈতিক মতাদর্শ ও রাষ্ট্রের ভূমিকা:** বাম রাজনৈতিক দলগুলো ছাড়া অন্যান্য রাজনৈতিক দল বা জোটগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক আদর্শ সম্পর্কে তেমন কোনো উল্লেখ দেখা যায় না। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, আজকের দিনে বিশ্বায়ন এবং বাজার অর্থনীতির প্রসারের কারণে অনেক প্রচলিত মতাদর্শ গুরুত্ব হারিয়েছে বা সেগুলোকে নতুন আঙ্গিকে ব্যাখ্যা করা কঠিন হয়ে পড়েছে। তা সত্ত্বেও বাজার ব্যবস্থার সুবিধা দেশের মানুষের কাছে যথাযথভাবে পৌঁছে দিতে এবং বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এবং তার সুবিধাগুলো উন্নয়নে কাজে লাগাতে রাষ্ট্রের ভূমিকা কী হবে সে সম্পর্কে রাজনৈতিক দলগুলো আরও গতিশীল চিন্তা ও আলোচনায় অংশ নেবে বলে আমরা আশা করেছিলাম।

৭) **রাজনৈতিক দলগুলোর বিশেষ অগ্রাধিকার:** কোনো কোনো ইশতেহারে রাজনৈতিক দলগুলো এবারের নির্বাচনে তাদের বিশেষ অগ্রাধিকার বা অঙ্গীকারের কথা উল্লেখ করেছে। আওয়ামী লীগের ইশতেহারে দুটি বিশেষ অঙ্গীকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে; সেগুলো হলো: ১. গ্রামে নগর সুবিধার সম্প্রসারণ; ও ২. যুবসমাজকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর; এছাড়াও ১৯টি ক্ষেত্রকে বিশেষ অঙ্গীকার হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে (পৃষ্ঠা ৫)। ঐক্যফ্রন্টের ইশতেহারের ৩৫টি অঙ্গীকারের ভেতর কোনোটিকে বেশি বা কম গুরুত্ব তা বলা হয়নি। কিন্তু ঐক্যফ্রন্ট গঠনের মূল উদ্দেশ্য হিসেবে জনগণের মৌলিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার পুনরুদ্ধারের কথা বলেছে। অন্যদিকে ঐক্যফ্রন্টের অন্যতম শরিক দল বিএনপি তাদের পৃথক ইশতেহারে উন্নত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার উপর জোর দিয়েছে। এছাড়া প্রতিহিংসামুক্ত এবং সহমর্মী নির্বাচন ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতিও তাদের ইশতেহারে রয়েছে।

জাতীয় পার্টি দেশের সকল ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ফিরিয়া আনা, সুষ্ঠু গণতন্ত্রের বিকাশ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার ওপর জোর দিয়েছে। সিপিবির ইশতেহারে আলাদা করে বিশেষ অঙ্গীকার উল্লেখ নেই, কিন্তু ইশতেহারের শিরোনামে 'শোষণ-বৈষম্যহীন ইনসাফের সমাজ' গড়ার কথা তাৎপর্যপূর্ণ।

৮) **বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয় সরকার:** বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকেই বিকেন্দ্রীকরণের গুরুত্ব সম্পর্কে এক ধরনের ঐকমত্য ছিল। কিন্তু কার্যকর স্থানীয় সরকারব্যবস্থা এখনো গড়ে উঠেনি। ফলে এখনো প্রতিটি ইশতেহারেই বিকেন্দ্রীকরণ সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি রয়েছে। আওয়ামী লীগ, বিএনপি, সিপিবি ও ঐক্যফ্রন্ট এই সব দলের ইশতেহারেই স্থানীয় সরকারের জন্য বাজেট বৃদ্ধি করার কথা বলা হয়েছে। আওয়ামী লীগের ইশতেহারে গত দুই মেয়াদের শাসনামলে গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগের কথা বলা হয়েছে। এই ক্ষেত্রে জাতীয় পার্টি এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থার স্থানে প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ওপর জোর দিয়েছে। এছাড়া জাতীয় পার্টির ইশতেহারে ঢাকা শহর থেকে ৫০ শতাংশ সদর দফতর প্রাদেশিক রাজধানীতে স্থানান্তরের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। ঐক্যফ্রন্টের ইশতেহারে 'নগর সরকার' সৃষ্টি, ঢাকার আশেপাশে কিছু শহর সৃষ্টি এবং স্থানীয় সরকারের ওপর দলীয় রাজনীতির প্রভাব কমাতে দলীয় প্রতীক নিয়ে স্থানীয় সরকার নির্বাচন প্রথা বাতিলের মত বেশ কিছু কার্যকর পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছে।

৯) **বৈষম্য নিরসন:** এবারের ইশতেহারগুলোর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বৈষম্য নিরসনের বিষয়টিকে সকলেই বেশ গুরুত্বের সাথে আমলে নিয়েছে। বাংলাদেশে গড় আয় এবং জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও অর্থনৈতিক বৈষম্য যেরকম উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে তাতে ইশতেহারে এই বিষয়টির গুরুত্ব পাওয়া বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। এই প্রসঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে প্রস্তাবিত বিভিন্ন পন্থার ভেতরে উল্লেখযোগ্য হলো সামাজিক সুরক্ষাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা হ্রাস, গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধার সম্প্রসারণ (আওয়ামী লীগ, পৃষ্ঠা ৩০, ৩৭, ৩৮), সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীকে শক্তিশালী করা, রেশনিং (ঐক্যফ্রন্ট ১৯তম দফা)। এছাড়াও জাতীয় পার্টির ইশতেহারে পল্লী রেশনিং এর বিষয়ে বলা হয়েছে।

১০) **প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ইশতেহার?:** কোন দেশের বা সমাজের অগ্রগতির একটি গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি হচ্ছে এর প্রান্তিক ও দুর্বল জনগোষ্ঠীর প্রতি এর সংখ্যাগরিষ্ঠ ও শক্তিশালী মূলধারার আচরণ। এর আলোকে মোটাদাগে এবারের ইশতেহারগুলোতে নানা মাত্রায় বিভিন্ন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সুরক্ষার বিষয়টি এসেছে। এরমধ্যে রয়েছে প্রতিবন্ধী, অটিস্টিক শিশু, প্রবীণ কল্যাণ, হিজড়া, হরিজন ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন, পার্বত্য ও অন্যান্য অঞ্চলের নানা নৃ-গোষ্ঠীদের সমান অধিকার, মর্যাদা ও সুযোগ সৃষ্টি, (আওয়ামী লীগ পৃষ্ঠা ৬০-৬১ এবং ৬৫-৬৬), বয়োঃবৃদ্ধদের জন্য সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি (ঐক্যফ্রন্ট, দফা ২০), নারীর নিরাপত্তা ও ক্ষমতায়ন, সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা (ঐক্যফ্রন্ট, দফা ২০, ২১, ২৯), আবাসন, পেনশন ফান্ড ও রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তন (বিএনপি, পৃষ্ঠা ৮)।

১১) **কর্মপরিকল্পনার অনপুস্থিতি:** অতীতের ন্যায় নির্বাচনী ইশতেহার যেন নিতান্তই কথার ফুলঝুরিতে পরিণত না হয়, সে লক্ষ্যে আমরা (সুজন) আশা করেছিলাম যে, দলগুলো তাদের ইশতেহারে ইশতেহার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি কর্ম-পরিকল্পনার রূপরেখা দেবে। যেমন, তারা সরকার গঠন করলে প্রথম ১০০ দিনে কী করবে, প্রথম বছর কী করবে, দ্বিতীয় বছর কী করবে, তৃতীয় বছর কী করবে, চতুর্থ বছর কী করবে এবং শেষ বছর কী করবে। এভাবে একটি খসড়া কর্মপরিকল্পনা প্রকাশ করলে, দলগুলোর নিজেদের সময়ভিত্তিক অগ্রাধিকার স্থাপন সহজ হতো।

সময়ের সাথে বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নয়ন আলোচনায় নানা নতুন ইস্যু তৈরি হয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলো ইস্যুভিত্তিক গঠনমূলক বিতর্ক থেকে দূরে থেকেছে। কিন্তু ইশতেহার দেওয়ার সময় এলে কিছুটা হলেও এই বিতর্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। তবে দেখা গেছে, প্রতিপক্ষের ব্যর্থতাকে রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের সার্থকতা হিসেবে উপস্থাপন করার চেষ্টায় থাকে। এবারেও এরকম প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। কিন্তু এগুলো ছাপিয়ে গেছে ইশতেহারের বেশ কিছু ইতিবাচক দিক, যেমন: ইশতেহারে অনেক ক্ষেত্রে ঐকমত্য, রাজনৈতিক দলগুলোর ভেতরে ঐক্যের সম্ভাবনা, বিকেন্দ্রীকরণ ও বৈষম্য নিরসনের প্রতিশ্রুতি এবং প্রান্তিক ও অবহেলিত গোষ্ঠীবান্ধব দৃষ্টিভঙ্গি। এই ইতিবাচক দিকগুলোই আগামী দিনে গণতন্ত্রের সুদৃঢ় বুনিয়াদ সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু সেটা তখনি সম্ভব হবে যখন রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনের পরও ইশতেহারে দেওয়া অঙ্গীকারগুলোকে মনে রাখবে।

সারণি-৪৩: রাজনৈতিক দলগুলো প্রদত্ত ইশতেহারগুলোর তুলনামূলক বিশ্লেষণ						
তুলনার ক্ষেত্র	**বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ**	**জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট**	**বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল**	**জাতীয় পার্টি**	**বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি**	**মন্তব্য**
বিশেষ ফোকাস/অগ্রাধিকার	১) গ্রামে নগর সুবিধার সম্প্রসারণ ২) যুবসমাজকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর ৩) এর বাইরেও ১৯ ক্ষেত্রকে বিশেষ অঙ্গীকার হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।	ইশতেহারের ৩৫টি অঙ্গীকারের ভেতর কোনটিকে বেশি বা কম গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। তবে ঐক্যফ্রন্ট গঠনের মূল উদ্দেশ্য হিসাবে জনগণের মৌলিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার পুনরুদ্ধারের কথা বলা হয়েছে।	উন্নত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এছাড়া প্রতিহিংসামুক্ত এবং সহমর্মী নির্বাচন ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি রয়েছে।	দেশের সকল ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনা, সুষ্ঠু গণতন্ত্রের বিকাশ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা।	আলাদা করে বিশেষ অঙ্গীকার উল্লেখ নেই, কিন্তু ইশতেহারের শিরোনামে 'শোষণ-বৈষম্যহীন ইনসাফের সমাজ" গড়ার কথা বলা হয়েছে।	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ উন্নয়ন কর্মকাণ্ড জোরদার করার ওপর গুরুত্ব দিয়েছে। জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট, বিএনপি-সহ অন্যান্য দলগুলো মূলত গণতন্ত্র, সুশাসন ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্বারোপ করেছে।
দলের ইতিহাস ও অর্জন	বিস্তারিতভাবে দলের ইতিহাস ও ক্ষমতায় থাকাকালীন বিভিন্ন অর্জন বিশদ ভাবে তুলে ধরা হয়ছে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যানও উল্লেখ করা হয়েছে।	জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের ব্যানারে দলগুলোর একত্রিত হওয়ার উদ্দেশ্য ও প্রেক্ষাপট তুলে ধরা হয়েছে।	দলের ইতিহাস ও অর্জন নিয়ে তেমন কিছু উল্লেখ নেই	দলের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস না থাকলেও নয় বছরের শাসনামলের অর্জন সম্পর্কে সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে।	দলের ইতিহাস ও অর্জন সম্পর্কে তেমন কিছু উল্লেখ নেই।	
অন্য রাজনৈতিক দলের কাজের মূল্যায়ন	প্রতিপক্ষ হিসেবে ইতিপূর্বে বিএনপির শাসনকালের কার্যক্রমের কঠোর সমালোচনা রয়েছে। তবে জাতীয় পার্টির শাসনকালের কোন মূল্যায়ন হয়নি।	গত দশ বছরের আওয়ামী লীগের শাসনামলের কঠোর সমালোচনা রয়েছে। এছাড়া আর কোনো দলের বা শাসনামলের কার্যক্রমের মূল্যায়ন নেই।	বিগত দশ বছরে আওয়ামী লীগের শাসনামলে গণতন্ত্র ও আইনের শাসন অনুপস্থিত ছিল বলে সমালোচনা করা হয়েছে।	অন্য রাজনৈতিক দলের সরাসরি কোনো মূল্যায়ন করা হয়নি।	প্রধান দুই দল আওয়ামী লীগ এবং বিএনপিকে ঘিরে গড়ে ওঠা দ্বি-দলীয় রাজনৈতিক কাঠামোর সমালোচনা করে একভাগ লুটেরা শোষকদের সমর্থনকারী পক্ষের দুটি বিবাদমান গোষ্ঠী হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।	
দলের রাজনৈতিক আদর্শ ও উন্নয়ন ধারণা	ইশতেহারে রাজনৈতিক মতাদর্শ বা নিজস্ব উন্নয়ন ধারণা বলে কিছু	একাধিক দলের সমন্বয়ে সৃষ্ট এই জোটের নির্দিষ্ট কোনো মতাদর্শ	বিএনপির রাজনৈতিক আদর্শ এবং উন্নয়ন ভাবনা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত	জাতীয় পার্টিও রাজনৈতিক আদর্শ এবং উন্নয়ন ভাবনা সম্পর্কে	সমাজতন্ত্র অভিমুখীন উন্নয়ন ধারা এবং বাম-গণতান্ত্রিক বিকল্প শক্তির সমাবেশ সৃষ্টির	

সারণি-৪৩: রাজনৈতিক দলগুলো প্রদত্ত ইশতেহারগুলোর তুলনামূলক বিশ্লেষণ						
তুলনার ক্ষেত্র	**বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ**	**জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট**	**বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল**	**জাতীয় পার্টি**	**বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি**	**মন্তব্য**
	সম্পর্কে স্পষ্ট বলা না হলেও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মডেল যেমন এসডিজি এবং দীর্ঘমেয়াদি ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ইত্যাদির মাধ্যমে সরকারের উন্নয়ন চিন্তাকে দলীয়ভাবে স্বীকৃতি দেওয়ার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।	পরিষ্কার না হলেও উন্নয়ন সম্পর্কে তাদের ইশতেহারে কিছু জোরালো ধারণা লক্ষণীয়। উন্নয়ন অর্থনীতিতে আলোচিত পোষকতন্ত্র বা Crony Capitalism এর ব্যবস্থার বিলোপ এবং একই সময়ে অমর্ত্য সেনের ডেভেলপমেন্ট এস ফ্রিডম ধারণাটিরও উল্লেখ করা হয়েছে।	ইশতেহারে কোনো রূপরেখা পাওয়া যায় না।	ইশতেহারে কোনো রূপরেখা পাওয়া যায় না।	কথা বলা হয়েছে।	
গণতন্ত্র ও সুশাসন	১) গণতন্ত্রিক চেতনা, সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা, ২) নাগরিকের জন্য আইনের আশ্রয় ও সহায়তা নিশ্চিত করা ৩) বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও মর্যাদা সুমন্নত করা; ৪) সর্বজনীন মানবাধিকার নিশ্চিত করা **৫)** দক্ষ, সেবামুখী ও জবাবহিদিহিমূলক প্রশাসন সৃষ্টিতে নানা কর্মপন্থা ৬) জনবান্ধব আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ৭) দুর্নীতি, জঙ্গিবাদ সাম্প্রদায়িকতা, সন্ত্রাস ও মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স। ৮) গণমাধ্যমের	১) প্রতিহিংসা-জিঘাংসার পরিবর্তে জাতীয় ঐকমত্য, ২) ভোটাধিকার রক্ষা ও নিবাচন ব্যবস্থার সংস্কার; ৩) মত প্রকাশের স্বাধীনতা; ৪) ক্ষমতার ভারসাম্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৭০ অনুচ্ছেদের সংশোধন, ৫) সংসদের উচ্চকক্ষ প্রতিষ্ঠা, ৬) প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার ভারসাম্য আনা, ৭) দুর্নীতি দমনে নানা প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, ৮) গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা; ৯) সাংবাদিকদের মজুরি বোর্ড নিয়মিত করা; ১০) সংবাদপত্রকে শিল্প ঘোষণা; সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ইত্যাদি।	১) রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতায় ভারসাম্য; ২) দুই মেয়াদের বেশি প্রধানমন্ত্রী না থাকার বিধান; ৩) বিরোধী দল থেকে ডেপুটি স্পিকার নিয়োগ; ৪) ৭০ অনুচ্ছেদের সংস্কার, ৫) সংসদে উচ্চকক্ষ প্রতিষ্ঠা; ৬) নির্বাচন পরিচালনার জন্য একটি সরকারব্যবস্থা গড়ে তোলা; ৭) প্রতিহিংসামূলক রাজনীতির অবসান, ৮) একদলীয় শাসনের পুনরাবৃত্তি রোধ, ৯) রাজনৈতিক সহিষ্ণুতা; ১০) সংবিধান অনুযায়ী ন্যায়পাল নিয়োগ দেওয়া; ১১) আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা;	প্রাদেশিক সরকারব্যবস্থা প্রবর্তন; প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ; নির্বাচন পদ্ধতির সংস্কার; আনুপাতিক ভোট, নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা, নির্বাচনকে সন্ত্রাস, অস্ত্র ও কালো টাকা মুক্ত ও পূর্ণাঙ্গ উপজেলা ব্যবস্থা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা; ৫ বছরে মামলা জটের অবসান, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে মামলার সংস্কৃতির অবসান; উচ্চ আদালতের বিকেন্দ্রীকরণ, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, দুর্নীতি দমনে কঠোর ব্যবস্থা, শান্তি ও সহাবস্থানের	রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে সর্বক্ষেত্রে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং বহুদলীয়, অন্তর্ভুক্তিমূলক রাষ্ট্র পরিচালনা নিশ্চিত করার কথা রয়েছে (১ম দফা)।	

সারণি-৪৩: রাজনৈতিক দলগুলো প্রদত্ত ইশতেহারগুলোর তুলনামূলক বিশ্লেষণ						
তুলনার ক্ষেত্র	**বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ**	**জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট**	**বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল**	**জাতীয় পার্টি**	**বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি**	**মন্তব্য**
	স্বাধীনতা ও অবাধ তথ্যপ্রবাহের সুরক্ষা ইত্যাদি।			রাজনীতি প্রবর্তন; ধর্মীয় মূল্যবোধকে সবার উর্ধ্বে স্থান প্রদান; ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের বিল মওকুফ		
ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয় সরকার	**স্থানীয় সরকার ও জনগণের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে** জেলাভিত্তিক বাজেট প্রণয়ন, সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব বিভাজন; পরিকল্পিত নগরায়ন ইত্যাদি।	স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণের অংশ হিসেবে দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের দায়িত্ব স্থানীয় সরকারের কাছে দেওয়া হবে।	**ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ** (উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের দায়িত্ব থাকবে স্থানীয় সরকারের হাতে; কমপক্ষে ৩০% বাজেট স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে ব্যয়ের বিধান; জেলা পরিষদ জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচন; পৌর এলাকায় সিটি গভর্নমেন্ট চালু);	ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণে জাতীয় পার্টি প্রাদেশিক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রস্তাব দিয়েছে। এর মধ্যে ফেডারেল এবং প্রাদেশিক এই দুই স্তর বিশিষ্ট সরকার থাকবে। আর অনেক প্রতিষ্ঠানের সদর দপ্তর ঢাকা শহরের বাইরে স্থানান্তর করা হবে।	স্থানীয় স্বশাসিত সংস্থার হাতে বাজেটের নির্দিষ্ট অংশ বিধিবদ্ধভাবে বরাদ্দ রাখার স্থায়ী ব্যবস্থাসহ তাঁদের ওপর স্ব-স্ব স্তরের প্রশাসনিক ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির দায়িত্ব অর্পণ করা।	
অর্থনৈতিক উন্নয়ন	১. সামষ্টিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে উচ্চ আয়, টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের জন্য, বিভিন্ন মেয়াদে প্রবৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য নিরসনের নানা লক্ষ্যমাত্রা তুলে ধরা হয়েছে। ২. বেসরকারি খাতে নতুন মূলধন সৃষ্টির হার বৃদ্ধি; ৩. জনসংখ্যায় বয়স কাঠামোর সুবিধাকে কাজে লাগানো ৪. রপ্তানি আয় বৃদ্ধি; ৫. প্রবৃদ্ধি ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি; ৬. কাঙ্ক্ষিত রাজস্ব আদায়; ৭. বাজেট প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয় সংস্কার;	১. কৃষি ও কৃষকের স্বার্থ রক্ষায় কৃষি ভর্তুকি বাড়ানো; ২. সামান্য সুদে কৃষকদের ঋণ দেওয়া; ভূমিহীনদের মাঝে খাস জমি বণ্টন; ৩. শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করতে ভৌত অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা; সকল ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার নিশ্চিত করা; ৪. ব্যাংকিং খাতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা ও এই খাতে লুটপাটের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া, ৫. কয়লা ও গ্যাসভিত্তিক বৃহদায়তনের নতুন	১. প্রবৃদ্ধির হার ১১ শতাংশে উন্নীত করা; ২. রফতানি প্রবৃদ্ধি বাড়ানো ও রপ্তানী পন্য বহুমুখীকরণ করা, ৩. শেয়ার মার্কেট, ব্যাংক ও সামাজিক নিরাপত্তা তহবিলের অর্থ সুরক্ষায় ব্যবস্থা গ্রহণ ৪. উন্নয়ন প্রকল্পের ধারাবাহিকতা রক্ষা, ইত্যাদি।	কৃষি উপকরণের ভর্তুকি প্রদান ও কর-শুল্ক মওকুফ; সহজ শর্তে কৃষি ঋণ ও সার্টিফিকেট মামলার অবসান, চর ও নদী ভাঙ্গন কবলিতদের পুনর্বাসন, গ্যাস ও বিদ্যুৎ মূল্য স্থিতিশীল, সারাদেশে গ্যাস সরবরাহ; উপজেলায় কৃষিভিত্তিক শিল্পনগরী; মঙ্গা দূর ও উত্তরবঙ্গে শিল্পায়নে বিশেষ ব্যবস্থা, ফসলি নষ্ট রোধ; খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত,	১. সমবায় ও ব্যক্তি মালিকানা খাতে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, ২. দেশের সর্বত্র সারাবছর 'কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা স্কিম' চালু করা, ৩. দরিদ্র, অনাহারী, বেকার, অসহায় মানুষের জন্য ন্যূনতম সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, ৪. শহর ও গ্রামের মধ্যে সুযোগ-সুবিধার বিদ্যমান বৈষম্য ক্রমান্বয়ে দূর করার মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন ও বৈষম্য হ্রাস করা। ৫. বন্ধ কল-কারখানা চালু, ৬. সরকারি সেক্টরে নতুন শিল্প স্থাপনের ব্যাপক	

সারণি-৪৩: রাজনৈতিক দলগুলো প্রদত্ত ইশতেহারগুলোর তুলনামূলক বিশ্লেষণ						
তুলনার ক্ষেত্র	**বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ**	**জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট**	**বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল**	**জাতীয় পার্টি**	**বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি**	**মন্তব্য**
	৮. ব্যাংকিং ও আর্থিক খাতের উন্নয়ন; ৯. অর্থপাচার রোধ; ১০. অবকাঠামো উন্নয়নে বৃহৎ প্রকল্প প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের পরিকল্পনা অব্যাহত রাখা; ১১. পদ্মা রেলসেতু সংযোগ এবং কক্সবাজার-দোহাজারী-রামু-গুনদুম রেলপথ নির্মাণ ত্বরান্বিত করা; মাতারবাড়ী কয়লা বন্দর, ভোলায় গ্যাস পাইপলাইন ও উপকূলীয় অঞ্চলে একটি পেট্রো কেমিক্যালস কারখানা স্থাপন প্রকল্প বাস্তবায়ন); ১২. কৃষি, খাদ্য ও পুষ্টি: খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে নিশ্চয়তা; ১৩. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন; ১৪. বিদ্যুৎ ও জ্বালানির উন্নয়ন; ১৫. শিল্প উন্নয়ন; ১৬. শ্রমিক কল্যাণ ও শ্রমনীতি বাস্তবায়নে বহুমুখী পদক্ষেপ; ১৭. সমুদ্র বিজয়: ব্লু ইকোনমি – উন্নয়নের দিগন্ত উন্মোচন; ১৮. যোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনীকিকরণ, সুগম ও নিরাপদ (সড়কপথ, রেলপথ	বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন, ৬. পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র পূনর্মূল্যায়ন; ৭. নিরাপদ সড়ক, যাতায়াত এবং পরিবহন নিশ্চিত করতে সড়ক আইন সংশোধন; ৮. ট্রাফিক জ্যাম নিরসনকল্পে জরুরি পদক্ষেপ; ৯. গণপরিবহনকে প্রাধান্য দিয়ে পরিবহন নীতি প্রণয়ন; ১০) সোনাদিয়ায় গভীর সমুদ্রবন্দর তৈরি ও চট্টগ্রাম, মোঙলা ও পায়রা বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধি; ১১. বাংলাদেশ বিমানকে সম্প্রসারণ ইত্যাদি।			উদ্যোগ গ্রহণ, ব্যক্তিগত সেক্টরে শিল্প স্থাপনে প্রকৃত বিনিয়োগে সহায়তা প্রদান।	

সারণি-৪৩: রাজনৈতিক দলগুলো প্রদত্ত ইশতেহারগুলোর তুলনামূলক বিশ্লেষণ						
তুলনার ক্ষেত্র	**বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ**	**জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট**	**বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল**	**জাতীয় পার্টি**	**বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি**	**মন্তব্য**
	ও বিমানপথ, নৌ-পথ ও বন্দর)					
তথ্য প্রযুক্তি	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিকাশের জন্য ফাইভ-জি চালু করা, নতুন ধরনের তথ্যপ্রযুক্তির উপকরণের প্রচলন ও চর্চা, শিক্ষা, আর্থিক খাত, সামরিক খাত ইত্যাদিতে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করা, সেবার মূল্য কমানো ইত্যাদি।	ডিজিটাল প্রযুক্তির প্রসার ঘটানোর লক্ষ্যে মোবাইলের কলরেট কমানো; মোবাইলের ইন্টারনেট খরচ কমানো; আরও আইটি পার্ক স্থাপন; ই-গভার্ন্যান্স এর ব্যাপ্তি বাড়ানো ইত্যাদি।	ফ্রি-ল্যান্সিং এবং আউটসোর্সিং এর ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা দূর করা, তথ্য ও প্রযুক্তি সেবার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি, ই-গভার্নেন্স, মেধাসত্ত্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন ইত্যাদি।	তথ্য প্রযুক্তি প্রসঙ্গে সরাসরি কিছু বলা নেই।	তথ্য-প্রযুক্তি টেলি-যোগাযোগ এবং সামাজিক যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সর্বজনীন করা।	
সামাজিক উন্নয়ন	১. প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ, ২. বাংলাদেশের সমৃদ্ধির জন্য তরুণদের দক্ষ জনশক্তি করে গড়ে তোলা। ৩. শিক্ষা, দক্ষতা ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি; ৪. আত্মকর্মসংস্থান ও তরুণ উদ্যোক্তা তৈরি এবং বিনোদন, মানসিক স্বাস্থ্য ও শারীরিক বিকাশের সুযোগ বৃদ্ধি; ৫. নাগরিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন; ৬. নারীর ক্ষমতায়ন; ৭. দারিদ্র্য বিমোচন ও বৈষম্য হ্রাস; ৮. শিক্ষার অগ্রাধিকার ও মানোন্নয়নে গুরুত্বারোপ; ৯. মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা ও পর্যাপ্ত পুষ্টি নিশ্চিতকরণ; শিশু কল্যাণ; ১০.	১. সামাজিক নিরাপত্তা ২. বয়োবৃদ্ধদের জন্য বিশেষ সুবিধা ৩. নারীর নিরাপত্তা ও ক্ষমতায়ন ৪. তরুণদের কর্মসংস্থান ও শিক্ষা; ৫. স্বাস্থ্য সেবার মান বৃদ্ধি, ৬. খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধ; ৭. মাদক নিয়ন্ত্রণ; ৮. প্রবাসী কল্যাণ; ৯. ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের মানবিক মর্যাদা অধিকার নিরাপত্তা ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা; ১০. ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের সংস্কৃতি রক্ষায় কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া); ১১. ক্রীড়া ও সংস্কৃতি; ১২. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ; ১৩. মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধা; ১৪.	১. জাতীয় উন্নয়নে যুব, নারী ও শিশুদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা; ২. দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য নারী সমাজকে সর্বক্ষেত্রে সম্পৃক্ত করা; ৩. মায়েদের কাজের সুবিধার জন্য দিবা-যত্ন কেন্দ্র খোলা; ৪. নারী উদ্যোক্তাদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি; ৫. নারীদের সম্পদের ন্যায়সঙ্গত উত্তরাধিকার নিশ্চিত করা; ৬. শিক্ষায় বিনিয়োগ বৃদ্ধি, মানোন্নয়ন এবং নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি ইত্যাদি।	১. শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণির পরীক্ষা বাতিল করা হবে; ২. শান্তি ও সহাবস্থানের রাজনীতি প্রবর্তন; ৩. স্বাস্থ্যসেবার সম্প্রসারণ; ৪. ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা ইত্যাদি।	১. শিক্ষার প্রসার ও মানোন্নয়ন করার জন্য নানা ব্যবস্থা গ্রহণ ও একই ধারার গণমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন; ২. স্বাস্থ্যখাত ও চিকিৎসার মানোন্নয়ন করা।	

সারণি-৪৩: রাজনৈতিক দলগুলো প্রদত্ত ইশতেহারগুলোর তুলনামূলক বিশ্লেষণ						
তুলনার ক্ষেত্র	**বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ**	**জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট**	**বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল**	**জাতীয় পার্টি**	**বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি**	**মন্তব্য**
	প্রতিবন্ধী ও প্রবীণ কল্যাণ, ১১. মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন; ১২. সংস্কৃতির চর্চা ও বিকাশে পরিপূর্ণ সহযোগিতার অঙ্গীকার; ১৩. ক্রীড়ার অবকাঠামো ও ক্রীড়ামোদী জাতি গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি; ১৪. ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী, ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষা।	যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কার্যক্রম চলমান থাকবে; ১৫. মুক্তিযুদ্ধের সত্যিকার চেতনা নিয়ে মানুষকে সচেতন করা;				
বিচার বিভাগ	বিচার বিভাগের অবকাঠামো উন্নয়ন; বিচারক নিয়োগ পদ্ধতিতে স্বচ্ছতা; বিচারকের বেতন ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি; গ্রাম আদালত প্রতিষ্ঠা; এডিআর পদ্ধতির ব্যবহার; সাধারণ মানুষের জন্য ন্যায়বিচার।	আদালত (বিভাগীয় সদরে স্থায়ী হাইকোর্ট বেঞ্চ স্থাপন; মামলার জট কমানো; হয়রানিমূলক মিথ্যা মামলা করাকে ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে গণ্য করা; বিচারকদের সম্পদের হিসাব);	বিচার বিভাগ (নিম্ন আদালতের নিয়ন্ত্রণ রাষ্ট্রপতির হাত থেকে সুপ্রিম কোর্টে হাতে ন্যস্ত করা; মামলার জট কমানোর জন্য বিচারক নিয়োগ; বিচার ব্যবস্থার সংস্কারের জন্য জুডিশিয়াল কমিশন গঠন);	১. এক বছরের ভেতর বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা; ২. পাঁচ বছরের মধ্যে মামলার জট শূন্যের কোঠায় নিয়ে আসা; ৩. রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে মামলা দায়েরের প্রবণতা বন্ধ করা।	বিচারবিভাগের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিত করা।	
মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকার	১. প্রত্যেক নাগরিকের আইনের আশ্রয় ও সাহায্য-সহায়তা লাভের সুযোগ-সুবিধা অবারিত করা; ২. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সংরক্ষণ ও মর্যাদা সমুন্নত রাখা; ৩. সর্বজনীন মানবাধিকার সুনিশ্চিত করার পাশাপাশি	বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও গুম বন্ধ; রিমান্ডের নামে পুলিশী নির্যাতন বন্ধ করা; পুলিশ অ্যাক্ট রিভিউ করা; সাদা পোশাকে কাউকে গ্রেফতার না করা;	মত প্রকাশের স্বাধীনতা (মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হবে; সরকারের সাথে ভিন্নমত থাকলেও কণ্ঠরোধ করা হবে না; ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ও অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট বাতিল করা; বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, গুম, খুন	মৌলিক অধিকার এবং মানবাধিকারের প্রশ্নে তেমন উল্লেখযোগ্য অঙ্গীকার নেই।	'ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন'সহ মৌলিক অধিকার খর্বকারী সব নিবর্তনমূলক কালা-কানুন বাতিল, জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালার প্রয়োজনীয় সংস্কার, সংগঠন, ধর্মঘট, সমাবেশ, মিছিল ও বিক্ষোভ প্রদর্শনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা-সহ মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও	

সারণি-৪৩: রাজনৈতিক দলগুলো প্রদত্ত ইশতেহারগুলোর তুলনামূলক বিশ্লেষণ						
তুলনার ক্ষেত্র	**বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ**	**জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট**	**বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল**	**জাতীয় পার্টি**	**বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি**	**মন্তব্য**
	মানবাধিকার লঙ্ঘনের যে কোনো প্রচেষ্টা প্রতিহত করার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা; ৪. মানবাধিকার কমিশনের স্বাধীনতা এবং কার্যকারিতা সুনিশ্চিত করার ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা।		ও অমানবিক নির্যাতনের অবসান; বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪ বাতিল করা);		মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা-সহ কার্যকর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা।	
পরিবেশের উন্নয়ন/টেকসই উন্নয়ন	১. জলবায়ুর পরিবর্তন হলে সে কারণে মানুষকে অন্যত্র সরিয়ে নেবার দরকার হলে তার পরিকলপনা গ্রহণ; ২. ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করতে জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের বরাদ্ধ বৃদ্ধি; ৩. বনের আয়তন বৃদ্ধি; ৪. বিশুদ্ধ বায়ু আইন; ৫. জলাভূমি সংরক্ষণ আইন মেনে জলাভূমি পুনরুদ্ধার ও সুরক্ষা ইত্যাদি।	১. বৈশ্বিক উষ্ণায়ণ ও জলবায়ুর প্রভাব মোকাবেলায় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ; ২. উষ্ণায়ন রোধে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক পর্যায়ে চেষ্টা করা এবং অভিযোজন বা ক্ষতিকর প্রভাব রোধে আন্তর্জাতিক সাহায্য নিশ্চিত করার চেষ্টা করা; ৩. নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বাড়ানো; ৪. শব্দ দুষণ রোধ; ৫. আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থা চালু করা।	জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা করার জন্য টেকসই কৌশল গ্রহণ করা হবে। উপকূল এলাকাসহ সারাদেশে নিবিড় বনায়ন ও সুন্দরবনসহ অন্যান্য বনের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জীব বৈচিত্র্য রক্ষায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	জলবায়ুর পরিবর্তন মোকাবেলায় পরিকল্পনা উল্লেখ নেই।	জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা, বন জলাভূমি দখলকারীদের বিচারের আওতায় আনতে পরিবেশ আদালত গঠন ইত্যাদি।	
সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গীবাদ দমন, এবং যুদ্ধাপরাধের বিচার সম্পন্ন করা	১. সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদের প্রতি জিরো টলারেন্স নীতি নেওয়ার কথা বলা হয়েছে; ২. যুদ্ধাপরাধের বিচার সম্পন্ন হয়েছে বলে ইশতেহারে উল্লেখ আছে।	১. সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদের প্রতি জিরো টলারেন্স নীতি নেওয়ার কথা বলা হয়েছে; ২. যুদ্ধাপরাধের বিচার চলতে থাকবে বলা হয়েছে।	সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদের মোকাবেলায় কী কর্মপন্থা থাকবে তার উল্লেখ নেই।	সন্ত্রাস দমনে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে।	সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ-দুর্বৃত্তায়ন মাফিয়াতন্ত্রের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে।	

সারণি-৪৪: একনজরে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন	
নির্বাচনের তারিখ	৩০ ডিসেম্বর ২০১৮
মোট আসন সংখ্যা	৩৫০টি (সাধারণ আসন ৩০০ ও সংরক্ষিত আসন ৫০টি)
ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা	৪০,১৫৫টি
ভোটকক্ষের সংখ্যা	২,০৫,৬৯১টি
ভোটার সংখ্যা	পুরুষ: ৫,২৫,৪৭,৩২৯ নারী: ৫,১৬,৪৩,১৫১ মোট: ১০,৪১,৯০,৪৮০ জন
মোট রিটার্নিং কর্মকর্তা	৬৬ জন
মোট সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা	৫৮২ জন
মোট প্রিজাইজিং কর্মকর্তা	৪০,১৮৩ জন
মোট সহকারী প্রিজাইজিং কর্মকর্তা	২,০৭,৩১২ জন
মোট পোলিং কর্মকর্তা	৪,০০,৬২৪ জন
মোট ভোট গ্রহণকারী কর্মকর্তা	৭,০০,০০০ জন (*বিডিনিউজ টুয়েন্টি ফোর ডটকম*, ২৯ ডিসেম্বর, ২০১৮)
মোট জেলার সংখ্যা	৬৪টি
প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী রাজনৈতিক দলের সংখ্যা	৩৯টি
মনোনয়নপত্র দাখিলকারীর সংখ্যা	৩,০৬৫ জন
বাছাইয়ে মনোনয়নপত্র বাতিলের সংখ্যা	৭৮৬টি
মোট প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা	১,৮৬৫
মোট নারী প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা	৬৯ জন (৭০টি আসনে)
নির্বাচনে জামানত বাজেয়াপ্ত প্রার্থীর সংখ্যা	১,৪২২ জন (*বাংলা ট্রিবিউন*, ০২ জানুয়ারি ২০১৯)
নির্বাচনে বিজয়ী নারী প্রার্থীর সংখ্যা	২২ জন
সর্বমোট বৈধ ভোট	৮,২৬,৪৫,২২১টি
সর্বমোট বাতিল ভোট	৮,৮৭,৬৯০টি
সর্বমোট প্রদত্ত ভোট	৮,৩৫,৩২,৯১১টি
কোনো ভোট না পড়া কেন্দ্রের সংখ্যা	০
প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার	৮০.২০
নির্বাচন পর্যবেক্ষক সংস্থার সংখ্যা	৮১টি
নির্বাচন পর্যবেক্ষকের সংখ্যা	২৫,৯০০ জন দেশি পর্যবেক্ষক; ৩৮ জন বিদেশি পর্যবেক্ষক এবং বিদেশি মিশনের ৬৪ জন কর্মকর্তা (*ডেইলি স্টার বাংলা*, ২৯ ডিসেম্বর, ২০১৮)
মোট ব্যয়	৭০০ কোটি টাকা। এরমধ্যে আইন-শৃঙ্খলা বাবদ ব্যয়: ৪০০ কোটি টাকা (*প্রথম আলো*, ১০ ডিসেম্বর, ২০১৮)
বিজয়ী দলের নাম	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

দ্বিতীয় অধ্যায়

নির্বাচনকালীন চিত্র ও তথ্য

নির্বাচনের একটি সামগ্রিক চিত্র (গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অবলম্বনে)

নিম্নে *প্রথম আলো* ও *যুগান্তর* ও *সমকাল*-এর (৩১ ডিসেম্বর ২০১৮) প্রতিবেদনের আলোকে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিনের চিত্র তুলে ধরা হলো (প্রতিবেদনগুলো ইষৎ সংক্ষেপিত):

প্রথম আলো:

নির্বাচনের পরদিন ৩১ ডিসেম্বর প্রথম আলোর প্রধান প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল: 'একচেটিয়া ভোটে নৌকার জয়'। প্রতিবেদনে বলা হয়: 'নির্বাচনী প্রচারের ক্ষেত্রে যেমন একচেটিয়া ছিল, গতকাল ভোটের দিনও একচ্ছত্রভাবে মাঠে ছিল আওয়ামী লীগ। রাতে ভোটের যে ফলাফল, তাতেও দেখা গেছে, একচেটিয়া ভোট পেয়ে আওয়ামী লীগের নৌকা প্রতীকের জয় হতে যাচ্ছে। এর মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনা টানা তৃতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী হতে যাচ্ছেন। আওয়ামী লীগ বলছে, জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে নির্বাচনে অংশ নিয়েছেন। অপরদিকে বিএনপি অভিযোগ করেছে, অনেক আসনেই ভোটের আগের রাতে ক্ষমতাসীন দল ও জোটের লোকজন ব্যালটে সিল মেরে বাক্স ভর্তি করেছে। ভোটের ফলাফল বাতিল করে নির্দলীয় সরকারের অধীন দ্রুত পুনর্নির্বাচনের দাবি করেছে বিএনপি-সহ বিরোধীদলীয় জোট জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট। ... নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীন ভোটের দাবিতে ২০১৪ সালের নির্বাচন বর্জনকারী বিএনপি দশ বছর পর দলীয় সরকারের অধীন এই নির্বাচনে অংশ নিয়েছে। কিন্তু দলটি শুরু থেকেই মাঠে নামতে পারেনি বা নামতে দেওয়া হয়নি। দলটি অনেকটাই ছন্নছাড়া অবস্থায় ছিল। গতকাল ভোটের দিনও তাদের নেতা-কর্মীদের দেখা যায়নি। অন্য নির্বাচনগুলোর তুলনায় এবার দেশে সংঘাত, হানাহানি কম হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে ভোটারদের লম্বা লাইনও দেখা গেছে।'

'নিয়ন্ত্রিত মাঠ, অনিয়ম, অসংগতি' শিরোনামে প্রথম আলোর আরেকটি প্রতিবেদনে নির্বাচনের দিনের একটি চিত্র তুলে ধরা হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়: 'একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গতকাল রোববার ভোটের মাঠ ছিল আওয়ামী লীগ-সহ মহাজোটের নেতা-কর্মীদের নিয়ন্ত্রণে। বেশির ভাগ কেন্দ্রেই ঐক্যফ্রন্টের প্রার্থীর এজেন্ট কেন্দ্রে গেলেও সকালেই তাঁদের বের হয়ে যেতে হয়েছে।

নির্বাচনী প্রচারণায় যেমন বিএনপিসহ ঐক্যফ্রন্টের নেতা-কর্মীরা মাঠে নামতে পারেননি, গতকালও তেমনি তাঁদের ভোটকেন্দ্রে দেখা যায়নি। আবার কয়েক জায়গায় ঐক্যফ্রন্টের প্রার্থী নিজেই বের হননি, ভোট দেননি। তাঁদের অভিযোগ, ভোট দেওয়ার মতো পরিস্থিতি ছিল না।

আবার অনেক সাধারণ মানুষ কেন্দ্রে গিয়ে নির্বিঘ্নে নিজের ভোট দিয়েছেন। খুশিমনে ভোটের কালি লাগানো আঙুলের ছবি দিয়েছেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। অনেকে কেন্দ্রের সামনের লম্বা লাইনের ছবি, ভিডিও দিয়েছেন নিজের পোস্টে। মূলত শহর এলাকায় সকালের দিতে যাঁরা ভোট দিয়েছেন তাঁরা এই সুখকর অভিজ্ঞতা পেয়েছেন।

ভোটের পরিবেশ না থাকায় বিভিন্ন আসনে ভোটদান থেকে বিরত ছিলেন ঐক্যফ্রন্টের প্রার্থীরা। চট্টগ্রাম-১১ আসনে আমীর খসরু মাহমুদ, চট্টগ্রাম-১০ আসনে আব্দুল্লাহ আল নোমান, চট্টগ্রাম-১ নুরুল আমিন, চট্টগ্রাম-৭ নুরুল আলম-সহ সারা দেশের আরও অনেক আসনে ঐক্যফ্রন্ট প্রার্থীরা নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ না করে অনিয়মের প্রতিবাদের জানান। চট্টগ্রাম-৮ আসনের ঐক্যফ্রন্টের প্রার্থী আবু সুফিয়ান ভোট দিতে বের হয়ে পথে নৌকা প্রার্থীর কর্মী-সমর্থকদের বাধা পেয়ে ফিরে যান। এমন অভিযোগ ছিল আরও কয়েকজনের।

কয়েকজন প্রার্থী কেন্দ্রে গিয়েও ভোট দিতে পারেননি। ঢাকা-৮ ও ৯ আসনে বিএনপির প্রার্থী যথাক্রমে মির্জা আব্বাস ও আফরোজা আব্বাস ভোটকেন্দ্রে গেলে কর্মী-সমর্থকেরা তাঁদের জানান, তাঁরা হয়রানির কারণে ভোট দিতে পারেননি। তাঁরা চান, মির্জা আব্বাস এবং তাঁর স্ত্রীও যেন ভোট না দেন। পরে তারা দুজনই ভোট না দিয়ে বাসায় ফিরে যান। বিএনপির প্রার্থীদের অভিযোগ, বিএনপির নেতা-কর্মীদের ভয়ভীতি দেখিয়ে কেন্দ্রে যেতে নিষেধ করা হয়।

সারা দেশের ভোটকেন্দ্রগুলো নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে শান্তিপূর্ণ থাকলেও ১২ জেলায় একজন আনসার সদস্যসহ ১৭ জন নিহত হয়েছেন। এর মধে নয়জন নৌকার প্রার্থীর কর্মী-সমর্থক। বিএনপির মারা গেছে দুজন। তিনজন সাধারণ ভোটার। একজন অজ্ঞাতনামা এবং একজনকে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি দুই দলই কর্মী দাবি করেছে। প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী, কমবেশি ২১ জেলায় পাল্টাপাল্টি ধাওয়া, হামলা ও সহিংস ঘটনা ঘটেছে।

দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে *প্রথম আলোর* প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য অনুযায়ী, কেন্দ্রে সকালের দিকে ভোটারদের উপস্থিতি বেশি থাকলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভোটার কমতে থাকে। অনেক কেন্দ্রে গিয়েও ভোটাররা ভোট দিতে পারেননি বলে অভিযোগ করেছেন। ভোটার স্লিপ না থাকায় অনেকে ভোটার নম্বর খুঁজে পাননি, কারও সহায়তা পাননি। অনলাইনে ভোটার নম্বর পেতেও বিড়ম্বনায় পড়তে হয়েছে। এসএমএস পাঠানোর কয়েক ঘণ্টা পর ফিরতি এসএমএস এসেছে। কেউ কেউ কেন্দ্রে গিয়ে দেখেছেন তাঁর ভোট দেওয়া হয়ে গেছে।

আবার অনেক কেন্দ্রে বিশেষ করে শহর এলাকার কেন্দ্রগুলোতে বাইরে লম্বা লাইন থাকলেও বুথ পর্যন্ত পৌঁছাতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে। অনেক কেন্দ্রে 'নকল ভোটারের লাইন' ছিল সারা দিন। সাংবাদিক ও পর্যবেক্ষকদের কাছে ভোটার উপস্থিতি দেখাতে এমন 'নকল লাইন' সাজিয়ে রাখেন নৌকার প্রার্থীর কর্মীরা।'

যুগান্তরঃ
৩১ ডিসেম্বর ২০১৮, 'আওয়ামী লীগের হ্যাটট্রিক জয়' শিরোনামে যুগান্তরের প্রধান প্রতিবেদনে বলা হয়: 'রেকর্ড জয়ের পথে আওয়ামী লীগ। ফলে টানা তৃতীয়বারের মতো সরকার গঠন করে নতুন ইতিহাস গড়তে যাচ্ছে দলটি। একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে হ্যাটট্রিক করবেন শেখ হাসিনা। ... এদিকে ড. কামাল হোসেন সন্ধ্যায় সংবাদ সম্মেলন করে নির্বাচনের ফল প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন দাবি করেন। ...

এর আগে রোববার সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত টানা ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। এতে সহিংসতা, কেন্দ্র দখল, প্রতিপক্ষের পোলিং এজেন্টদের ঢুকতে না দেয়াসহ নানা বিষয়ে অভিযোগ করেন প্রতিপক্ষের কর্মী-সমর্থকরা।

নির্বাচনী সহিংসতায় সারা দেশে ২১ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। অনিয়মের কারণে নির্বাচনে প্রায় ৪০ হাজার ভোট কেন্দ্রের মধ্যে মাত্র ২৯টি কেন্দ্রের ভোট গ্রহণ স্থগিত করা হয়েছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসনের তিনটি কেন্দ্রের ভোট গ্রহণ স্থগিত থাকায় এ আসনে কাউকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়নি।

যদিও এ নির্বাচনে অনিয়ম নিয়ে সকাল থেকে বিএনপি ও কয়েকজন প্রার্থী ইসিতে অভিযোগ করেন। বিএনপি নেতারা বলেছেন, প্রমাণিত হয়েছে দলীয় সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন হতে পারে না। ...

আওয়ামী লীগ ও মহাজোট নেতারা বলেছেন, কিছু আসনে বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা ছাড়া সারা দেশে শান্তিপূর্ণ ভোট গ্রহণ হয়েছে। তারা বলেছেন, অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ ও উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে নির্বাচন। প্রতিটি ভোট কেন্দ্রে ভোটারদের দীর্ঘ লাইন, জটলা ও নারীদের বিশাল উপস্থিতিই প্রমাণ করে এ নির্বাচনকে ঘিরে মানুষের ব্যাপক উদ্দীপনা ছিল।

বিএনপিসহ ঐক্যফ্রন্ট ও ২০ দলের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, প্রায় সব আসনের অধিকাংশ কেন্দ্রে ধানের শীষ প্রতীকের পোলিং এজেন্ট ছিল না। কোথাও পোলিং এজেন্টদের কেন্দ্রে ঢুকতেই দেয়া হয়নি।

আবার কোথাও পোলিং এজেন্টদের কেন্দ্র থেকে বের করে দেয়া হয়। এমন পরিস্থিতিতে ভোট কারচুপি ও জালিয়াতির অভিযোগ তুলে বেলা পৌনে ২টার মধ্যেই ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে শতাধিক প্রার্থী নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দেন। ...

ভোট গ্রহণ চলাবস্থায় রোববার দুপুরে নির্বাচন কমিশনে ২২১টি আসনে নানা অনিয়মের অভিযোগ নিয়ে আসে বিএনপির প্রতিনিধি দলের নেতারা। ... তারা অভিযোগ করেন, গতকাল শনিবার রাতেই বেশ কিছু ভোট কেন্দ্রের ব্যালট বাক্স ভর্তি করা হয়। কিছু কেন্দ্রে ধানের শীষ প্রতীকের এজেন্টদের ঢুকতে বাধা দেয়া হয়েছে। এছাড়া কিছু কেন্দ্রে ঢুকতেই দেয়া হয়নি।'

'ভোট বর্জন ১১৩ প্রার্থীর, ঐক্যফ্রন্টেরই ৯৭' শিরোনামে প্রকাশিত যুগান্তরের আরেকটি প্রতিবেদনে বলা হয়: 'একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রোববার ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার পর সারা দেশে ১১৩ প্রার্থী নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দিয়েছেন। এদের ৯৭ জনই প্রধান বিরোধী জোট জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের (ধানের শীষ) প্রার্থী। এর মধ্যে বিএনপিরই রয়েছেন ৬৭ জন। জেএসডি, বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি, এলডিপি, এনপিপি, গণফোরামের ৬ প্রার্থী নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ান।

ভোট শুরুর দুই ঘণ্টার মাথায় প্রথম বর্জনের ঘোষণা আসে ধানের শীষ প্রতীকে খুলনা-৫ আসনে (ডুমুরিয়া-ফুলতলা) নির্বাচনে অংশ নেয়া জামায়াতের নায়েবে আমীর মিয়া গোলাম পরওয়ারের কাছ থেকে। এরপর জামায়াত নেতারা একের পর এক ভোট বর্জন করতে থাকেন। দুপুরে

বিবৃতি দিয়ে দলের নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দেন সেক্রেটারি জেনারেল শফিকুর রহমান। জামায়াতের ২১ প্রার্থী ধানের শীষ প্রতীকে, তিন প্রার্থী স্বতন্ত্র হিসেবে রোববারের নির্বাচনে অংশ নেন।

এছাড়াও ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের তিন প্রার্থী, জাতীয় পার্টির ৫ প্রার্থী ও বাসদের এক প্রার্থী নির্বাচন এদিন বর্জনের ঘোষণা দিয়েছেন। এর বাইরে ৭ স্বতন্ত্র প্রার্থী নির্বাচন বর্জন করেছেন এদিন। এর মধ্যে ঢাকা-১ আসনে মোটরগাড়ি মার্কার প্রার্থী সাবেক প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট সালমা ইসলাম এমপি রয়েছেন।

বর্জনের কারণ হিসেবে এসব প্রার্থী কারচুপি, ভোট শুরুর আগেই ব্যালটে সিল দিয়ে বাক্স ভরিয়ে রাখা, এজেন্টদের কেন্দ্রে ঢুকতে না দেয়া, হামলা-মারধর, কেন্দ্র দখল, মুখ চিনে ভোটারদের ঢুকতে দেয়া, ভোটারদের প্রকাশ্যে সিল দিতে বাধ্য করাসহ বিভিন্ন অভিযোগ করেছেন। এসব প্রার্থী সেইসঙ্গে পুনর্নির্বাচনও দাবি করেছেন।'

সমকাল

৩১ ডিসেম্বর ২০১৮, 'আওয়ামী লীগের হ্যাটট্রিক জয়' শিরোনামে সমকালের প্রধান প্রতিবেদনে বলা হয়: 'একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গতকাল রোববার হ্যাটট্রিক জয় পেয়েছে সরকারি দল আওয়ামী লীগ। জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচনে অংশ নিলেও শরিকদের ছাড়াই তারা দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে। ... বিএনপি ও তাদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ তুলে ফল প্রত্যাখ্যান করে পুনর্নির্বাচনের দাবি জানিয়েছে। ঐক্যফ্রন্টসহ বিভিন্ন দলের ৯৬ প্রার্থী ভোট গ্রহণ শেষের আগেই ভোট বর্জনের ঘোষণা দেন। ...

গতকাল সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত সারাদেশের ২৯৯টি আসনে ৪০ হাজারের বেশি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ করা হয়। এরপর শুরু হয় গণনা। তবে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে অনেক কেন্দ্রে বিএনপি প্রার্থীদের কোনো এজেন্ট ছিল না। অভিযোগ ওঠে কারচুপির। দুপুরে বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল ইসিতে গিয়ে অভিযোগ করেন, ২২১টি আসনে অনিয়মের চিত্র অভিন্ন। আগের রাতেই ব্যালটে সিল মেরে বাক্স ভরার অভিযোগও করেন তিনি।

তবে রাজধানীর অনেক ভোটকেন্দ্রেই ভোটারের দীর্ঘ লাইন দেখতে পাওয়া গেছে। আবার অনেক স্থানে ভোটকেন্দ্রগুলো ছিল অস্বাভাবিক রকম ফাঁকা। ভোটকেন্দ্রগুলোর সামনে ও ভেতরে আওয়ামী লীগের সমর্থকদের সরব উপস্থিতি থাকলেও, সারাদিনেও দেখা মেলেনি বিএনপির কর্মীদের। তবে পরিস্থিতি ছিল আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে। নিয়োজিত ছিল সেনাবাহিনীও। ...

এদিকে, জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের পক্ষ থেকে গতকাল নির্বাচন বাতিলের জন্য নির্বাচন কমিশনের কাছে দাবি জানানো হয়েছে। জোটের শীর্ষ নেতা ড. কামাল হোসেন বলেছেন, দেশের প্রায় সব আসন থেকেই প্রার্থীরা তাদের কাছে ভোট ডাকাতির খবর দিয়েছেন। 'কথিত' এই ফল প্রত্যাখ্যান করে তিনি নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন দাবি করেছেন। বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এ নির্বাচনকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যানের ঘোষণা দিয়ে বলেছেন, নির্বাচনের নামে গণতন্ত্রের সঙ্গে নিষ্ঠুর প্রহসন করা হয়েছে।'

পর্যবেক্ষক ও পর্যবেক্ষক সংস্থার অংশগ্রহণ

যেসব দেশে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এখনো দৃঢ়মূল হয়নি এবং একটি বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচনী ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি, সেই সব উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশেই আন্তর্জাতিক নির্বাচন পর্যবেক্ষণের বিষয়টি স্বীকৃত রীতি হয়ে উঠেছে। নির্বাচন পর্যবেক্ষণ, বিশেষত বিদেশি পর্যবেক্ষকদের উপস্থিতির একটা অন্যতম দিক হচ্ছে, তা যাঁরা নির্বাচন পরিচালনা করেন তাদের ওপরে এক ধরনের অতিরিক্ত নজরদারির ব্যবস্থা করে এবং তাদের এক ধরনের জবাবদিহিতার মুখোমুখি করে, যদিও দৃশ্যত পর্যবেক্ষকদের কোনো আইনি শক্তিই নেই। এটি এক ধরনের নৈতিক চাপের সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। বিশেষত মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের ওপরে এই ধরনের উপস্থিতির প্রভাব সবচেয়ে বেশি। শুধু তাই নয়, এতে করে প্রার্থীদের সমর্থকদের আচরণ প্রভাবিত হয়। কিন্ত সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলে ভোটারদের ওপরে, কেননা এতে করে তারা আস্থা পান। প্রসঙ্গত, বাংলাদেশে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ প্রথম শুরু হয় ১৯৮৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দেশি-বিদেশি পর্যবেক্ষকদের নিয়ে অনেক আলোচনা হয়, ঘটে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা। গণমাধ্যম সূত্রে জানা যায়, একাদশ জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য ১৬টি দেশ ও সংস্থা থেকে ১৭৮ জন বিদেশি পর্যবেক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালনের আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। কিন্তু সব দলের দেরিতে অংশগ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া আর ভিসা জটিলতার কারণে বিদেশি পর্যবেক্ষকদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে কমে যায়। নির্বাচন পর্যবেক্ষণ থেকে বিরত থাকে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ব্যাংককভিত্তিক আন্তর্জাতিক নির্বাচন পর্যবেক্ষণ সংস্থা 'এশিয়ান নেটওয়ার্ক ফর ফ্রি ইলেকশন (এনফ্রেল)'-সহ অনেক দেশ ও সংস্থা।

২৩ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে বিবিসি বাংলা 'সংসদ নির্বাচন: নির্বাচনী পর্যবেক্ষণ এইভাবে কখনো নিরুৎসাহিত করা হয়নি- বলছেন একটি পর্যবেক্ষণ সংস্থার প্রধান' শিরোনামে একটি বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশ করে। প্রতিবেদনে বলা হয়: 'বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এবারের মতো সব রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ ছিল ২০০৮ সালের নবম সংসদ নির্বাচনে, তবে দেশি বিদেশি মিলিয়ে পর্যবেক্ষণের চিত্রটিতে রয়েছে অনেক পার্থক্য। ২০০৮ সালে বিদেশি পর্যবেক্ষক ছিলেন ৫৯৩ জন। অথচ এবার সেই সংখ্যাটি কুড়িও পেরোয়নি। দেশীয় পর্যবেক্ষকরা বলছেন, সবকিছু মিলিয়ে তাদের মনে হচ্ছে যেন নির্বাচন কমিশন তাদের পর্যবেক্ষণে নিরুৎসাহিত করার চেষ্টা করছে।

জানা গেছে, ১৬টি দেশ ও সংস্থা থেকে ১৭৮জন বিদেশি পর্যবেক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালনের আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। তবে এ পর্যন্ত মাত্র ১৬ জনের আসার বিষয়টি নিশ্চিত করতে পেরেছে নির্বাচন কমিশন। ব্যাংককভিত্তিক আন্তর্জাতিক নির্বাচন পর্যবেক্ষণ সংখ্যা এশিয়ান নেটওয়ার্ক ফর ফ্রি ইলেকশন (এনফ্রেল) তাদের ৩২ জন প্রতিনিধি পাঠানোর কথা জানিয়েছিল। তবে যথাসময়ে ছাড়পত্র ও ভিসা না দেয়ায় তাদের সংগঠনগুলোও নির্বাচন পর্যবেক্ষণ না করার কথা জানিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট একটি বিবৃতিতে জানিয়েছে, বাংলাদেশ সরকার সহযোগিতা না করায় এনফ্রেল নির্বাচন পর্যবেক্ষণের সিদ্ধান্ত বাতিল করতে বাধ্য হয়েছে।...

বাংলাদেশের নির্বাচন পর্যবেক্ষকরা বলছেন, শুধুমাত্র বিদেশি পর্যবেক্ষকদের নিয়ে আলাদাভাবে কোনো কড়াকড়ির কথা বলা না হলেও, অনুমতি বা ভিসা না দেয়ার মাধ্যমে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, চাইলেও অনেকে নির্বাচন পর্যবেক্ষণে আসতে পারছেন না।

নির্বাচনী পর্যবেক্ষণ সংস্থা ব্রতীর প্রধান নির্বাহী শারমীন মুরশিদ বলছেন, 'একটি কারণ হচ্ছে নির্বাচন কমিশনের পলিসি এক ধরনের অন্তরায় হচ্ছে। পর্যবেক্ষণ করা নিয়ে কড়াকড়ি কতগুলো নিয়মকানুন জারি করেছে, যেটা আগে কখনো ঘটেনি। অনেকেই অনুমতি পাচ্ছে না। অনুমতি পাচ্ছেন তো তাদের ভিসা দেয়া হচ্ছে না। সবমিলিয়ে তাদের আচরণে বুঝতে পারছি, তারা একটি কড়া নজর রাখছে। আনুষ্ঠানিকভাবে না বললেও পর্যবেক্ষকদের যেন নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে।'

এবার বিদেশি পর্যবেক্ষকের সংখ্যা যেমন কমেছে, দেশীয় পর্যবেক্ষকের সংখ্যাও অনেক কম। নির্বাচন কমিশন সচিবালয় থেকে জানা যাচ্ছে, এ পর্যন্ত ২৫ হাজার ৯২০ জন দেশীয় পর্যবেক্ষকের তালিকা অনুমোদন করেছে নির্বাচন কমিশন। এই সংখ্যা ২০০৮ সালের নির্বাচনে অংশ নেওয়া পর্যবেক্ষকদের ছয়ভাগের একভাগ কম।'

সবশেষে একাদশ সংসদ নির্বাচনে দেশি ৮১টি পর্যবেক্ষক সংস্থার ২৫ হাজার ৯০০ জন এবং ওআইসি ও কমনওয়েলথ থেকে আমন্ত্রিত ও অন্যান্য বিদেশি পর্যবেক্ষক ৩৮ জন, কূটনৈতিক বা বিদেশি মিশনের কর্মকর্তা ৬৪ জন এবং বাংলাদেশে দূতাবাস বা হাইকমিশন বা বিদেশি সংস্থায় কর্মরত বাংলাদেশি ৬১ জন নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেন।

নির্বাচনের পূর্বে পর্যবেক্ষকদের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থেকে পর্যবেক্ষণ করার পরামর্শ দেন নির্বাচন কমিশন (ইসি) সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ। এ নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা তৈরি হয়। হেলালুদ্দীন আহমদ বলেন, পর্যবেক্ষকদের দায়িত্ব চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করা।

তারা কোনো বিষয়ে কথা বলবে না, কোনো মন্তব্য করবেন না, সাংবাদিকদের সাথেও কথা বলতে পারবেন না। হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে তিনি বলেন, কোনো পর্যবেক্ষক সংস্থা দায়িত্ব পালনে অনিয়ম করলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে (*বণিকবার্তা*, ২১ নভেম্বর ২০১৮)।

সারণি-৪৫: নবম ও দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী পর্যবেক্ষকদের তুলনা

নাম/বিবরণ	নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন-২০০৮	দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন-২০১৪	একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন-২০১৮
স্থানীয় পর্যবেক্ষক	১,৬০,০০০ জন	১৫,০০০ জন	২৫,৯০০
স্থানীয় বেসরকারি সংস্থা (এনজিও)	৭৫টি	১১টি	৮১টি
আন্তর্জাতিক সংস্থা ও দেশ	১৮টি	২টি	৯টি
আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক (Monitors)	৫৯৩ জন	৪ জন (ভারত থেকে আশুতোষ জিন্দাল ও বি বি গারগা এবং ভুটান থেকে সোনম তাবগায়াল ও তাশি দরজি)	৩৮ জন
বিদেশি সাংবাদিক	৫০০ জন	২১ জন	৫৬

তথ্যসূত্র: ডেইলি স্টার, প্রথম আলো, যুগান্তর-সহ বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক।

নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা

অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আয়োজন করা নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব। এ লক্ষ্যে কমিশনের অগাধ ক্ষমতা রয়েছে। নির্বাচনী আইনানুযায়ী ও আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী, নির্বাচনের সময় সরকার-সহ নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত সকলেই কমিশনের আদেশ ও নির্দেশনা মানা-সহ অন্যান্য সহযোগিতা করতে বাধ্য। সংবিধানের ১২৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, 'নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব পালনে সহায়তা করা সকল নির্বাহী কর্তৃপক্ষের কর্তব্য হইবে।' তাছাড়া সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের অগাধ ক্ষমতা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, *আলতাফ হোসেন বনাম আবুল কাশেম* মামলার [৪৫ডিএলআর (এডি)(১৯৯৩)] রায়ে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ সর্বসম্মত রায়ে বলেন: ''তত্ত্বাবধান (superintendence), নির্দেশ (direction) ও নিয়ন্ত্রণে'র (control) বিধানের অধীনে নির্বাচন কমিশনকে যে অন্তর্নিহিত (inheret) ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে তার অর্থ হল যে, শুধুমাত্র সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের লক্ষ্যে কমিশনের আইনি বিধিবিধানের সঙ্গে সংযোজনেরও ক্ষমতা রয়েছে।' আইনি বিধি-বিধান প্রণয়ন করার ক্ষমতা একমাত্র আইনসভার। কিন্তু সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের খাতিরে আমাদের সংবিধান নির্বাচন কমিশনকে সেই ক্ষমতাও দিয়েছে। তা সত্ত্বেও সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন আয়োজন করতে ব্যর্থ হয় নির্বাচন কমিশন।

নিম্নে একাদশ নির্বাচনে নির্বাচনের ভূমিকা ও কমিশনের বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ তুলে ধরা হলো:

১.একতরফা নির্বাচন

সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন আয়োজন করতে ব্যর্থ হয় নির্বাচন কমিশন। সকল দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলেও ভোটকেন্দ্র ও ভোটকেন্দ্রের বাইরের পরিস্থিতি দৃশ্যত ক্ষমতাসীনদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাওয়ায় নির্বাচনটি পরিণত হয় একতরফা নির্বাচনে। নির্বাচনের পূর্বে 'লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড' নিশ্চিত করতে এবং কমিশনের প্রতি জনগণের আস্থা তৈরিতে ব্যর্থ হয় নির্বাচন কমিশন। বরং নির্বাচন কমিশনারদের বিভিন্ন মন্তব্য জনমনে প্রভাব পড়ে এবং বিভ্রান্তি তৈরি হয়। নির্বাচনের পূর্বে নির্বাচন ভবনে রাজশাহী, রংপুর ও খুলনা বিভাগের সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তাদের ব্রিফিংকালে নির্বাচন কমিশনার বেগম কবিতা খানম বলেন, 'পৃথিবীর কোনো দেশে শতভাগ সুষ্ঠ নির্বাচন হয় না, বাংলাদেশেও হবে না' (যুগান্তর, ১৭ নভেম্বর ২০১৮)। এর আগে ৭ আগস্ট, ২০১৮ তারিখে নির্বাচনে ভবনে আয়োজিত এক কর্মশালা উদ্বোধনের পর প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদা সাংবাদিকদের বলেন, 'বড় পাবলিক নির্বাচনে যে অনিয়ম হবে না, এটা নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে অনিয়ম হলে নিয়ম অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে' (*যুগান্তর*, ১৮ নভেম্বর ২০১৮)। সাধারণত, পৃথিবীর কোনো দেশের নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠু নির্বাচনের ব্যাপারে আগাম সন্দেহ প্রকাশ করে না। এতে জনগণের মধ্যে ভীতির সৃষ্টি হয় এবং পাশাপাশি নির্বাচন কমিশন সম্পর্কে ভুল বার্তা যায়। এতে যারা অনিয়ম করে তাদের উৎসাহিত করা হয়।

২.পুলিশের মাধ্যমে নির্বাচনী কর্মকর্তাদের তথ্য সংগ্রহ

নির্বাচনকে সামনে রেখে নির্বাচনে নিযুক্ত প্রিসাইডিং কর্মকর্তা, সহকারী প্রিসাইডিং কর্মকর্তা, সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা ও পোলিং কর্মকর্তাদের সম্পর্কে পুলিশের তথ্য সংগ্রহের সংবাদে নির্বাচনের পূর্বে এক উদ্বেগজনক পরিস্থিতির সূত্রপাত ঘটে। গণমাধ্যম সূত্রে জানা যায়, নির্বাচনের প্রায় দুই মাস আগে নির্বাচনে দায়িত্ব পালন করতে পারেন এমন কর্মকর্তাদের তালিকা নির্বাচন কমিশন থেকে গোপনে সংগ্রহ করে পুলিশ। পুলিশের দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে এমন তথ্য জানা গেছে বলে জানায় প্রথম আলো পত্রিকা (*প্রথম আলো*, ১৯ নভেম্বর ২০১৮)। এরকম গোপন অনুসন্ধান নিয়ে আতংক ছড়িয়ে পড়ে। অনেকে দায়িত্ব এড়ানোর জন্য কৌশল খুঁজতে থাকেন। কিন্তু নির্বাচন কমিশন এই বিষয়ে কোনো তদন্তের উদ্যোগ না নিয়ে বরং বিষয়টি অস্বীকার করে।

৩. সরকারি চাপ এড়াতে ব্যর্থ কমিশন

সরকারি দলের পক্ষ থেকে আসা কিছু চাপ এড়াতেও ব্যর্থ হয় নির্বাচন কমিশন। বিভিন্ন পক্ষের আপত্তি সত্ত্বেও নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তাদের বদলে প্রথমবারের মতো জাতীয় নির্বাচনে কেবলমাত্র জেলা প্রশাসকদের রিটার্নিং কর্মকর্তা করা হয়। ধারণা করা হয়, নির্বাচনের কূটকৌশলের অংশ হিসেবে জেলা প্রশাসকদের অগ্রাধিকারভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অজুহাতে ৪৫ জন সাবেক ও বর্তমান সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তাকে রিটার্নিং কর্মকর্তা তথা জেলা প্রশাসকদের পরামর্শক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। যদিও নির্বাচন কমিশন সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ ২০ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে জানান, 'গত ৮ নভেম্বর এই নিয়োগ দেওয়া হলেও ১৩ নভেম্বর তা স্থগিত করা হয়' (*কালেরকণ্ঠ*, ২১ নভেম্বর ২০১৮)।

৪.রিটার্নিং কর্মকর্তাদের প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ে তলব, অভিযোগ খতিয়ে দেখেনি কমিশন

গণমাধ্যম সূত্রে জানা যায়, প্রধান নির্বাচন কমিশনার বরাবর লেখা বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর-এর এক চিঠিতে বলা হয়: 'নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর নির্বাচন কমিশন সব রিটার্নিং কর্মকর্তাকে ব্রিফিংয়ের জন্য গত ১৩ নভেম্বর ঢাকায় ডেকে পাঠায়। ব্রিফিং শেষে রিটার্নিং কর্মকর্তারা যার যার কর্মস্থলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন, তখনই জরুরি ভিত্তিতে তাদের প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ে তলব করা হয়। চিঠিতে বলা হয়, আমাদের প্রশ্ন– তফসিল ঘোষণার পর এসব রিটার্নিং কর্মকর্তারা সম্পূর্ণভাবে নির্বাচন কমিশনের

নিয়ন্ত্রণে থাকা সত্ত্বেও কীভাবে তাদের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ডেকে পাঠানো হয়। এ ধরনের আচরণ একটি সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের বিরাট অন্তরায়। সবার জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডের বিরুদ্ধে অশনি সংকেত। চিঠিতে বিষয়টি গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ৭৩ (২/বি) অনুচ্ছেদের বিধান মতে 'করাপ্ট প্রাকটিস', যা শাস্তিযোগ্য অপরাধ উল্লেখ করে তদন্ত ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়। বিএনপির এই অভিযোগ ও দাবি সম্পর্কে ইসি সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ জানান, বিষয়টি কমিশনের জানা নেই। এ অভিযোগ খতিয়ে দেখা হবে (*কালেরকণ্ঠ*, ২১ নভেম্বর ২০১৮)। কিন্তু পরবর্তীতে কমিশনের পক্ষ থেকে এ অভিযোগ খতিয়ে দেখা হয়নি বলে জানা যায়।

৫. 'লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড' তৈরিতে ব্যর্থ

'লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড' তৈরির পরিবর্তে তফসিল ঘোষণার পর অনেকক্ষেত্রে পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করে নির্বাচন কমিশন। আওয়ামী লীগের মনোনয়ন ফরম বিতরণকালে সৃষ্ট যানজটের কারণে জনদুর্ভোগ চরমে ওঠে। কমিশনের সচিব তখন বলেন, 'উৎসবমুখর পরিবেশে একটি সীমিত এলাকায় জনসমাগত হচ্ছে। এতে নির্বাচনের আচরণবিধি লঙ্ঘিত হচ্ছে না'। কিন্তু বিএনপির মনোনয়ন ঘিরে যখন জনসমাগম শুরু হয় তখন নির্বাচন কমিশনের মনে হয় মনোনয়ন বিতরণে আচরণবিধি লঙ্ঘিত হচ্ছে। এ বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে পুলিশের মহাপরিদর্শককে চিঠিও দেওয়া হয়। চিঠি দেওয়ার পরদিনই নয়াপল্টনে পুলিশের সঙ্গে বিএনপির নেতা-কর্মীদের সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের জের ধরে বিএনপির নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা দেওয়া হয় এবং নতুনভাবে গ্রেফতার শুরু হয়। এ সময় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর বিএনপির ৪৭২ জন নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে দাবি করে দলটি। দলটি এ সংক্রান্ত একটি তালিকাও প্রধান নির্বাচন কমিশনারের কাছে হস্তান্তর করে। কিন্তু সে তালিকার ব্যাপারে দৃশ্যত কোনো পদক্ষেপ না নিয়ে বরং প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদা বলেন, 'নির্বাচনে 'লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড' রয়েছে। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ ছাড়া বিনা কারণে কাউকে গ্রেফতার করছে না' (*বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ২৫ নভেম্বর ২০১৮)।

৬.আচরণবিধি লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি কমিশন

আচরণবিধি লঙ্ঘনের বিরুদ্ধেও কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নেওয়া থেকে বিরত থাকে নির্বাচন কমিশন। নির্বাচনের পূর্বে বিভিন্ন এলাকায় আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা নৌকায় ভোট না দিলে কাউকে কেন্দ্রে না যাওয়া ও বিরোধী নেতা-কর্মীদের এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার হুমকি প্রদান করে। যেমন, বর্তমান পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মোস্তফা কামাল এক নির্বাচনী পথসভায় ২৭ ডিসেম্বরের মধ্যে বিরোধী নেতা-কর্মীদের এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়া[১২], নাটোরের সরকার দলীয় প্রার্থী সফিকুল ইসলাম শিমুল[১৩] নৌকার মার্কায় ভোট না দিলে ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে না যাওয়া এবং সুনামগঞ্জের দিরাই পৌরসভার মেয়র নৌকার পক্ষে সব ভোটকেন্দ্র দখল করা এবং এতে বিএনপি নেতা-কর্মীরা বাধা দিলে তাদের চোখ উপড়ে ফেলার হুমকি দেন[১৪]। কিন্তু নির্বাচন কমিশন এদের কারো বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেয়নি।

আওয়ামী লীগ সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড নিয়ে বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে প্রচারিত হয় 'থ্যাংক ইউ পিএম' নামের একটি বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপনটি প্রচারে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন হচ্ছে বলে বিএনপি অভিযোগ করে। এছাড়া নির্বাচনের পূর্বে গণভবনে একশত পঞ্চাশ জন অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ আনে বিএনপি। কিন্তু দুটো ক্ষেত্রেই নির্বাচন কমিশন কোনো পদক্ষেপ নেয়নি।

প্রথম আলোর এক অনুসন্ধানী প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় যে, ১০ ডিসেম্বর নির্বাচনী প্রচারণা শুরু থেকে ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত ১৭ দিনে ১৪৯ আসনে ২৫০টি সংঘাতের ঘটনা ঘটে।[১৫] ডেইলি স্টারের এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ১০ ডিসেম্বর নির্বাচনী প্রচারণা শুরু থেকে ২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত ঐক্যফ্রন্টের ৫৩ জন এবং আওয়ামী লীগের ২ জন প্রার্থীর গাড়ি বহর ও প্রচারণায় বিভিন্ন ধরনের হামলা হয়। এসব হামলায় ২ জনের মৃত্যুসহ ১,১৬০ জন আহত হন, যাদের অধিকাংশই ঐক্যফ্রন্টের নেতা-কর্মী[১৬]। এমনকি বেশ কয়েকজন প্রার্থী আক্রান্ত ও আহত হন। এছাড়াও ড. কামাল হোসেনের মত শীর্ষ নেতাদের গাড়ি বহরে হামলা হয়। এসব ঘটনা তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কোনো পদক্ষেপ নেয়নি নির্বাচন কমিশন।

৭. কমিশন কর্তৃক আইনের ব্যাখ্যার শিকার প্রার্থীরা

গণমাধ্যমের তথ্যানুযায়ী, উচ্চ আদালত বিএনপির ১৪ জন ও স্বতন্ত্র ২ জন প্রার্থীর প্রার্থিতা স্থগিত করে। উপজেলা চেয়ারম্যান পদ থেকে পদত্যাগ সংক্রান্ত জটিলতার কারণে এদের বেশিরভাগের প্রার্থিতা স্থগিত করা হয়। প্রসঙ্গত, সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য উপজেলা

[12] https://www.youtube.com/watch?v=AdK1foqbfcI
[13] https://www.youtube.com/watch?v=3PGVVQHTwwg
[14] https://www.youtube.com/watch?v=0Eb_49YuSd0
[১৫] *প্রথম আলো*, 'নির্বাচনী প্রচার শুরুর পর সংঘাত,' ২৯ ডিসেম্বর ২০১৮।
[১৬] No end in sight to violence, *দি ডেইলি স্টার*, ২৭ ডিসেম্বর ২০১৮

পরিষদের চেয়ারম্যান বা পৌরসভার মেয়র পদে বহাল আছেন এমন অনেকেই তাড়াহুড়ো করে তাদের পদত্যাগপত্র সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেন। কিন্তু রিটার্নিং কর্মকর্তাদের মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই শেষে শোনা যায় যে পদত্যাগী চেয়ারম্যান-মেয়রদের অনেকেরই মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে এ কারণে যে তাদের পদত্যাগপত্র সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করেছে এ মর্মে কোনো কাগজপত্র তারা দাখিল করেননি। অর্থাৎ স্বীয় পদ থেকে তারা যে পদত্যাগ করেছেন সে ধরনের কাগজপত্র দেখাতে না পারায় ইসি তাদের মনোনয়নপত্র বাতিল করেছে। অথচ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান বা মেয়ররা পদে থেকে সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না বলে নির্বাচন কমিশন যে সিদ্ধান্ত দিয়েছে এবং চেয়ারম্যান ও মেয়ররা পদত্যাগের কাগজপত্র দেখাতে না পারায় যে প্রক্রিয়ায় তাদের মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষিত হয়েছে তা পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। কারণ স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) ও স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন অনুযায়ী, এই দুটি প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত চেয়ারম্যান ও মেয়ররা পদে থেকে সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন। তবে নির্বাচিত হওয়ার পর মেয়র বা চেয়ারম্যানের পদ ছেড়ে দিতে হবে। মোদ্দাকথা, ইসি কর্তৃক আইনের ভুল ব্যাখ্যার কারণে চেয়ারম্যান বা মেয়ররা সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার জন্য তাঁদের স্ব স্ব পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন। কিন্তু পদত্যাগ করেও অনেকেই বৈধ প্রার্থী হতে পারেননি। কারণ, তাঁদের পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়নি। অর্থাৎ ইসির ভুল ব্যাখ্যার ফাঁদে পড়ে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বা পৌরসভার মেয়ররা সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারেননি, যা নির্বাচনী ফলাফলের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্নের উদ্রেক করেছে। প্রসঙ্গত, শোনা যায় যে, নির্বাচনে প্রার্থিতা নিয়ে হাইকোর্টে যেসব মামলা হয়েছে, সে সবের কোনো ক্ষেত্রে কমিশন আপিল করেছে, আবার কোনো ক্ষেত্রে আপিল করেনি। এই দ্বিমুখী আচরণের কারণ সম্পর্কে কমিশন কোনো ব্যাখ্যা দেয়নি।

৮. আগের রাতে ভোটের অভিযোগ

ভোটের আগের রাতে মহাজোট প্রার্থীদের প্রতীকে ভোট দিয়ে বাক্স ভরে রাখা এবং বাইরে থেকে ব্যালট ভরা বাক্স ভোটকেন্দ্রে নিয়ে আসার অভিযোগ উঠে। কিন্তু কমিশন এক্ষেত্রে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি এবং তদন্ত করেনি। উদাহরণস্বরূপ চট্টগ্রামের একটি কেন্দ্রে ভোট শুরুর আগে বাক্স ভরা ব্যালট দেখেছিলো বিবিসি সংবাদদাতাও[১৭]। আবার আন্তর্জাতিক সংস্থা টিআইবি নির্বাচনে পর ৫০টি আসনের ওপর তাদের করা গবেষণা রিপোর্ট প্রকাশ করে বলেছিলো এর মধ্যে ৪৭টিতেই কোনো না কোনো অনিয়ম হয়েছে এবং ৩৩টি আসনের এক বা একাধিক কেন্দ্রে আগের রাতেই ব্যালটে সিল মেরে বাক্স ভরা হয়েছে। চট্টগ্রামের কেন্দ্রটির ভোটগ্রহণ তাৎক্ষণিক স্থগিত হলেও অন্য আর কোনো অভিযোগ আমলে নেয়নি নির্বাচন কমিশন।

৯.নির্বাচনের পূর্ণাঙ্গ ফলাফলে অস্বাভাবিক ভোট

কেন্দ্রভিত্তিক নির্বাচনী ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, ১,১৮৫টি কেন্দ্রে বিএনপি শূন্য ভোট পেয়েছে এবং আওয়ামী লীগ দুটি কেন্দ্রে শূন্য ভোট পেয়েছে। এছাড়াও ৫৮৬টি কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের এবং অন্য একটি কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন জোটের প্রার্থী শতভাগ ভোট পেয়েছেন, যা অবাস্তব ও অবিশ্বাসযোগ্য। উপরন্তু চট্টগ্রাম-১০ আসনের প্রার্থী হাসান মামুন রুমী রিটার্নিং কর্মকর্তা কর্তৃক ঘোষিত ফলাফল অনুযায়ী শূন্য ভোট পান, যদিও পরবর্তীতে কেন্দ্রভিত্তিক ফলাফল থেকে দেখা যায় যে তিনি ২৪৩ ভোট পেয়েছেন। এছাড়াও বেশ কিছু আসনে কেন্দ্রভিত্তিক ফলাফলের সঙ্গে ভোটের রাতে প্রকাশিত ফলাফলের পার্থক্য রয়েছে, যা জালিয়াতির পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে এসবের কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি এবং কমিশন কোনো দায় নেয়নি। উল্লেখ্য, সংসদ নির্বাচনের ফলাফল চ্যালেঞ্জ করে নির্বাচনী ট্রাইবুনালে ৭৪টি মামলা হয়েছে, কিন্তু নির্বাচনের এক বছর পেরিয়ে গেলেও মামলাগুলোর কোনো শুনানি হয়নি। মামলাগুলোর দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য কমিশন কী ধরনের উদ্যোগ নিয়েছে তা আমাদের কাছে বোধগম্য নয়।

১০. প্রশিক্ষণের টাকা আত্মসাৎ

একাদশ জাতীয় নির্বাচন ও এরপরে উপজেলা নির্বাচনে প্রশিক্ষণ উপলক্ষে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) ও কমিশনারদের মতো সাংবিধানিক পদের পদাধিকারীদের বিরুদ্ধে নির্বাচনের সময়ে বক্তৃতা না দিয়ে অর্থ নেয়ার অভিযোগ উঠে। তাঁদের সঙ্গে আছেন ইসির সচিবসহ পদস্থ কর্মকর্তারা। ০৬ আগস্ট ২০১৯ তারিখে প্রথম আলোতে প্রকাশিত এক বিশেষ প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, আত্মসাৎ করা এই অর্থের পরিমাণ দুই কোটি টাকার বেশি। শুধু 'বিশেষ বক্তা' হিসেবে বক্তৃতা দিয়ে তাঁরা এই অর্থ নিয়েছেন। আর এর বাইরে 'কোর্স উপদেষ্টা' হিসেবে নির্বাচন কমিশনের তৎকালীন সচিব (বর্তমানে স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব) একাই নিয়েছেন ৪৭ লাখ টাকা। তিনি 'বিশেষ বক্তা' হিসেবেও টাকা নিয়েছেন। তবে তা কত জানা যায়নি। প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীরা নিজস্বার্থে জনগণের অর্থ এভাবে ভাগাভাগি করে নিতে পারে না। কিন্তুকমিশন এব্যাপারে কারো বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি।

[17] https://www.bbc.com/bengali/news-47509227

আদালতের ভূমিকা

উচ্চ আদালতের ভূমিকা একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। *হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ বনাম আবদুল মুক্তাদির চৌধুরী* [৫৩ডিএলআর(২০০১)] মামলায় বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ রায় দেন যে, নির্বাচনী বিরোধের ক্ষেত্রে – যেমন, কোনো প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রার্থিতার বৈধতা নিরুপণের ক্ষেত্রে – নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত এবং কমিশনের সিদ্ধান্তে কেউ সংক্ষুব্ধ হলে তার প্রতিকারের যথার্থ স্থান হলো নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল। আর নির্বাচনী বিরোধের ক্ষেত্রে আদালত হস্তক্ষেপ করবে না, যদি না এতে 'কোরাম নন জুডিস' (সিদ্ধান্তটি ছিলো কমিশনের এখতিয়ার বহির্ভূত) এবং 'মেলিস ইন ল'-এর (বা সিদ্ধান্তটি ছিলো বিদ্বেষপ্রসূত) বিষয় উত্থাপিত হয়। কিন্তু একাদশ সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে আমাদের উচ্চ আদালত আপিল বিভাগের উপরিউক্ত রায়ের প্রতি যথাযথ মর্যাদা না দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। গণমাধ্যমের তথ্যানুযায়ী, উচ্চ আদালত বিএনপির ১৪ জন ও স্বতন্ত্র ২ জন প্রার্থীর প্রার্থিতা স্থগিত করে[১৮]। উপজেলা চেয়ারম্যান পদ থেকে পদত্যাগ সংক্রান্ত জটিলতার কারণে এদের বেশিরভাগের প্রার্থিতা স্থগিত করা হয়।

উল্লেখ্য, একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৩,০৬৫ জন মনোনয়নপত্র দাখিল করেছিলেন। সে সময় নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে ছোটখাটো ভুলের কারণে মনোনয়নপত্র বাতিল না করার জন্য রিটার্নিং কর্মকর্তাদের প্রতি নির্দেশনা দেওয়া হয়। কিন্তু এই নির্দেশনা পুরোপুরি অনুসরণ না করে ৭৮৬ জনের মনোনয়নপত্র বাতিল করেন রিটার্নিং কর্মকর্তারা। এরপর মনোনয়নপত্র বাতিলের বিরুদ্ধে ৫৪৩ জন প্রার্থী নির্বাচন কমিশনে আপিল করে[১৯]। বাতিলকৃতদের আবেদন যাচাই করে দেখা যায় পদত্যাগজনিত জটিলতার কারণে ৪৬ জনের মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে। সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য চেয়ারম্যান বা মেয়র পদে বহাল আছেন এমন অনেকেই তাড়াহুড়ো করে তাঁদের পদত্যাগপত্র প্রযোজ্য কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দিলেন। কিন্তু রিটার্নিং কর্মকর্তাদের মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই শেষে যায় যে পদত্যাগী চেয়ারম্যান-মেয়রদের অনেকেরই মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে এ কারণে যে তাঁদের পদত্যাগপত্র সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করেছে এ মর্মে কোনো কাগজপত্র তাঁরা দাখিল করেননি। অথচ আইনজ্ঞদের মতে ইসি এবং রিটার্নিং কর্মকর্তাদের এ ধরনের ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান ভুল। কারণ স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ অনুযায়ী, পৌরসভার নির্বাচিত মেয়র স্বপদে বহাল থেকে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন। সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য তাঁকে প্রার্থী হওয়ার আগে পদত্যাগ করতে হবে না। আর যেহেতু পদত্যাগ করতে হবে না, সেহেতু পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়েছে কি না, সেই প্রশ্ন অবান্তর। একই ধরনের বিধান একটু ভিন্নভাবে ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদ আইনেও আছে।

চেয়ারম্যান বা মেয়র (সিটি করপোরেশন ব্যতীত) প্রজাতন্ত্রের লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত নন। অন্য কথায়, তাঁরা প্রজাতন্ত্রের বা সরকারের পদে আছেন সেই জন্য পদত্যাগ না করে নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না, সেটাও আইনের ভুল ব্যাখা। মোদ্দাকথা, আইনের একটা ভুল ব্যাখ্যার কারণে বেশ কিছু চেয়ারম্যান বা মেয়র প্রার্থী হওয়ার জন্য তাঁদের স্ব স্ব পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন। কিন্তু পদত্যাগ করেও অনেকেই বৈধ প্রার্থী হতে পারেননি। কারণ, তাঁদের পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়নি। এ ধরনের ভুল ব্যাখ্যার ফাঁদে তাঁরা প্রার্থী হতে পারেননি।

দেখা যায়, নির্বাচন কমিশন অনেকের প্রার্থিতা ফিরিয়ে দেওয়ার পরও তা উচ্চ আদালতে উঠে। আবার কমিশন প্রার্থিতা বাতিলের পরও আদালত অনেকের মনোনয়ন ফিরিয়ে দেয়। কিন্তু বিস্ময়কর বিষয় ছিল, মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষণার পর যারা উচ্চ আদালতে গেছেন সেখানে কমিশনের পক্ষ থেকে নিয়োগ না দেওয়ার পরও কমিশনের পক্ষ হয়ে অ্যাটর্নি জেনারেল যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেছেন!

---

[১৮] https://bit.ly/2S6N4bC, https://bit.ly/2T4nofT, https://bit.ly/2QEdF33, https://bit.ly/2ScHDHU, https://bit.ly/2A9mEiq, https://bit.ly/2Lu5u3n (প্রার্থিতা স্থগিত হওয়া ১৭ জন হলেন: আফরোজা খান রিতা (মানিকগঞ্জ-৩), মুহিত তালুকদার (বগুড়া-৩), সরকার বাদল (বগুড়া-৭), মোরশেদ মিল্টন (বগুড়া-৭), খন্দকার আবু আশফাক ৯ (ঢাকা-১), তমিজ উদ্দিন (ঢাকা-২০), আব্দুল হান্নান (চাঁদপুর-৪), রশিদুজ্জামান মিল্লাত (জামালপুর-১), নাদিম মোস্তফা (রাজশাহী-৫), তাহসিনা রুশদীর (সিলেট-২), শামীম তালুকদার (জামালপুর-৪), ফজলুর রহমান (জয়পুরহাট-১), আব্দুল মজিদ (ঝিনাইদহ-২), মো. আবু সাঈদ চাঁদ (রাজশাহী-৬), মো. মোসলেম উদ্দিন (ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৪), মাহমুদ হাসান সুমন (ময়মনসিংহ-৮), মো. আসাদুজ্জামান (রংপুর-১)।

[19] '৫৪৩ জনের আপিল, নিষ্পত্তি তিন দিনে' প্রথম আলো, ০৫ ডিসেম্বর ২০১৮

তৃতীয় অধ্যায়

নির্বাচন পরবর্তী চিত্র ও তথ্য

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী মোট ১৮৬৫ জন প্রার্থী এবং নির্বাচনের দিন (৩০ ডিসেম্বর ২০১৮) পর্যন্ত সময়ে সংঘটিত ঘটনাবলীর মৌলিক তথ্যগুলো পরিবেশিত হয়েছে। বর্তমান অধ্যায়ে নির্বাচন পরবর্তী তথ্যসমূহ অর্থাৎ সংরক্ষিত নারী আসনের ৫০ জন-সহ ৩৫০ জন সংসদ সদস্য, এ নির্বাচন নিয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, বাংলাদেশের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন দেশ, নির্বাচন পর্যবেক্ষণকারী বিভিন্ন দেশ ও সংস্থার মন্তব্য এবং দেশি-বিদেশি গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনসমূহ যথাসম্ভব বিশ্বস্ততার সাথে পরিবেশন করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে সন্নিবেশিত নির্বাচন সংক্রান্ত বিভিন্ন সংখ্যাবাচক তথ্যসমূহ নির্বাচন কমিশনের। এক্ষেত্রে 'সুজন' শুধুমাত্র সেগুলো বিশ্লেষণ করেছে। বাকি অন্যান্য বিষয়সমূহ অত্যন্ত খোলামেলাভাবেই গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়, যার উৎস নির্দেশনা প্রতিবেদনের শেষভাগে উল্লেখ করা হয়েছে।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন: দলভিত্তিক ফলাফল

নির্বাচন কমিশন প্রদত্ত ভোটের যে পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে তার ভিত্তিতে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলোর ভোটের ফলাফল নিম্নে তুলে ধরা হলো:

সারণি-৪৬: একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন: দলভিত্তিক ফলাফল

দলের নাম	প্রতীক	মোট প্রার্থী সংখ্যা (জন)	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা (টি)	মোট প্রাপ্ত ভোট (টি)	প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার (টি)	ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থেকে বিজয়ী (জন)	বিজয়ী নারী প্রার্থী (জন)
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নৌকা	২৬১	২৫৮	৬,১৫,২১,৬০৪	৭৪.৪৪	১৮	১৯
জাতীয় পার্টি (এরশাদ)	লাঙ্গল	১৭৮	২২	৪৪,৪৯,৪০০	৫.৩৮	০	০২
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	ধানের শীষ	২৫৬	০৬	৯৯,৭৭,৩১৯	১২.০৭	০	০
গণফোরাম	উদীয়মান সূর্য	২৭	০২	৫,০১,৭৩৭	০.৪৮	০	০
বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি	হাতুড়ি	০৮	০৩	৬,৪৬,০৬৪	০.৭৮	০	০
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-ইনু)	মশাল	১২	০২	৬,১০,০৪৪	০.৭৪	০	০১
বাংলাদেশ তরীকত ফেডারেশন	ফুলের মালা	১৭	০১	২,৪৪,৫১৭	০.৩০	০	০
জাতীয় পার্টি (জেপি)	বাই সাইকেল	১১	০১	১,৮২,৬১১	০.২২	০	০
বিকল্পধারা বাংলাদেশ	কুলা	২৬	০২	৫,৬৫,৯৪০	০.৬৮	০	০
বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্ট (বিএনএফ)	টেলিভিশন	৫৭	০	১,৩২,৮৯	০.০২	০	০
বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি	কুঁড়েঘর	০৯	০	৮,৩৬৭	০.০১	০	০
বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস	রিক্সা	০৬	০	২,৮৯৯	০.০০	০	০
গণফ্রন্ট	মাছ	১৩	০	৫,২৭৭	০.০১	০	০
বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট	মোমবাতি	২৫	০	৬০,৩৭২	০.০৭	০	০
গণতন্ত্রী পার্টি	কবুতর	০৬	০	১,৬৪১	০.০০	০	০
ইসলামী ঐক্যজোট	মিনার	২৫	০	১,১৩,২৮	০.০১	০	০
বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (এম এল)	চাকা	০২	০	৩৮৭	০.০০	০	০
বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি	কাস্তে	৭৪	০	৫,৫,৪২১	০.০০	০	০
লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি	ছাতা	০৮	০	৫,৪০,৩১	০.০৭	০	০
বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	বটগাছ	২৩	০	৯,৭৯৬	০.০১	০	০
বাংলাদেশ মুসলিম লীগ	হারিকেন	৪৭	০	১,৫,১১৬	০.০২	০	০
বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল	মই	৪৪	০	১,৮,৭৫৫	০.০২	০	০

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি)	তারা	১৯	০	১,৫৫,৯৮৬	০.১৯	০	০
জাকের পার্টি	গোলাপ ফুল	৮৯	০	১,০৯,৪৪০	০.১৩	০	০
জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি	হুক্কা	০৪	০	৩,৭৯৮	০.০০	০	০
কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ	গামছা	০৮	০	১,৪৪,১১৫	০.১৭	০	০
বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি	হাতঘড়ি	০২	০	৪,৪,৪৩৬	০.০৫	০	০
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	হাতপাখা	২৯৮	০	১২,৪৭,৫৯০	১.৫১	০	০
ন্যাশনাল পিপলস পার্টি	আম	৮১	০	৪,৩,৩৩০	০.০৫	০	০
বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি)	গরুর গাড়ী	০৪	০	৫৯১	০.০০	০	০
বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি	কাঁঠাল	১০	০	৫,৮৫৬	০.০১	০	০
প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দল	বাঘ	১৪	০	৬,১১৩	০.০১	০	০
বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (বাংলাদেশ ন্যাপ)	গাভী	০৩	০	৫,১৭৬	০.০১	০	০
ইসলামিক ফ্রন্ট বাংলাদেশ	চেয়ার	১৮	০	৩১,৪৬৮	০.০৪	০	০
বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি	কোদাল	২৮	০	১৬,৭৯৩	০.০২	০	০
খেলাফত মজলিশ	দেওয়াল ঘড়ি	১২	০	১,১৬,৬৬১	০.১৪	০	০
জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ	খেজুর গাছ	০৮	০	২,১৮,০০৯	০.২৬	০	০
বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (বিএমএল)	হাত	০১	০	২২৮	০.০০	০	০
বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোট (মুক্তিজোট)	ছড়ি	০২	০	১,২১৯	০.০০	০	০
স্বতন্ত্র		১২৯	০৩	১৪,৯৮,১৫২	১.৮১	০	০
মোট		১৮৬৫	৩০০			১৮	২২

নির্বাচনে প্রদত্ত ভোটের হার

একটি নির্বাচন সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য হয়েছে কিনা তা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে প্রদত্ত ভোটের হার (শতকরা) একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক। একতরফাভাবে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও প্রদত্ত ভোটের হারে উল্লম্ফন দেখা যায়। প্রদত্ত ভোটের হার ছিল ৮০.২০ শতাংশ। বাতিল ভোটের পরিমাণ ছিল ৮ লক্ষ ৮৭ হাজার ৬৯০টি, যা প্রদত্ত ভোটের ১.০৬%। শতকরা হারে সবচেয়ে বেশি ৯৪.৮৪% ভোট পড়েছে গোপালগঞ্জ-১ আসনে এবং সবচেয়ে কম ৩৯.৩৪% ভোট পড়েছে গাইবান্ধা-৩ আসনে। নৌকা প্রতীকে বৈধ ভোটের ৭৬.৮৬% (৬ কোটি ৩৫ লক্ষ ২৩ হাজার ৬৬ ভোট), ধানের শীষ প্রতীকে ১৩.৩০% (১ কোটি ৯ লক্ষ ৯১ হাজার ২৩১ ভোট) এবং লাঙ্গল প্রতীকে ৫.৩৮% (৪৪ লক্ষ ৪৮ হাজার ৯২০ ভোট) ভোট পড়েছে। প্রসঙ্গত, সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যথাক্রমে ৭৪.৮১, ৭৪.৩৭, ৮৬.৩৪ ও ৩৯.০৮ শতাংশ ভোট পড়েছিল।

নির্বাচনের দলভিত্তিক ফলাফল বিশ্লেষণ

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২৫৮টি আসন পায়। দলটি সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম সংসদ নির্বাচনে যথাক্রমে ১৪৬, ৬২, ২৩০ ও ২৩৪টি আসন পেয়েছিল। এছাড়া বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ একাদশ সংসদ নির্বাচনে প্রদত্ত বৈধ ভোটের ৭৪.৪৪ শতাংশ পায়। দলটি সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম সংসদ নির্বাচনে যথাক্রমে ৩৭.৪৪, ৪০.০২, ৪৯.০০ ও ৭২.১৪ শতাংশ ভোট পায়। উল্লেখ্য, নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে (২০০৮) আওয়ামী লীগ মোট ভোট পায় তিন কোটি ৩৬ লাখ ৩৪ হাজার ৬২৯টি, অথচ দশম সংসদ নির্বাচনে দলটি মোট ১ কোটি ২৩ লাখ ৫৭ হাজার ৩৭৪টি ভোট পায়। একাদশ সংসদ নির্বাচনে দলটি ৬ কোটি ১৫ লাখ ২১ হাজার ৬০৪টি ভোট পায়। প্রসঙ্গত, নবম সংসদ নির্বাচন পুরোপুরি জোটগতভাবে, দশম সংসদ নির্বাচন পরোক্ষ জোটগতভাবে এবং একাদশ সংসদ নির্বাচন পুরোপুরি জোটগতভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ০৬টি আসন পায়। দলটি সপ্তম, অষ্টম ও নবম সংসদ নির্বাচনে যথাক্রমে ১১৬, ১৯৩ ও ৩০টি আসন পেয়েছিল। তবে দলটি ২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন বর্জন করেছিল। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল একাদশ সংসদ নির্বাচনে প্রদত্ত বৈধ ভোটের ১২.০৭ শতাংশ পায়। দলটি সপ্তম, অষ্টম ও নবম সংসদ নির্বাচনে যথাক্রমে ৩৩.৬, ৪০.৯৭ ও ৩২.৫ শতাংশ ভোট পায়।

প্রসঙ্গত, নবম জাতীয় সংসদের প্রধান বিরোধী দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) দশম নির্বাচন বর্জন করেছিল। দলটি সপ্তম, অষ্টম ও নবম সংসদ নির্বাচনে যথাক্রমে ১১৬, ১৯৩ ও ৩০টি আসন পেয়েছিল।

জাতীয় পার্টি

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জাতীয় পার্টি ২২টি আসন পায়। এরমধ্যে ২০টি আওয়ামী লীগের সঙ্গে জোটগতভাবে প্রাপ্ত। দলটি সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম সংসদ নির্বাচনে যথাক্রমে ৩২, ১৪, ২৭ ও ৩৪টি আসন পায়। জাতীয় পার্টি একাদশ সংসদ নির্বাচনে প্রদত্ত বৈধ ভোটের ৫.৩৮ শতাংশ পায়। দলটি সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম সংসদ নির্বাচনে যথাক্রমে ১৬.৪০, ৭.২২, ৭ ও ৭ শতাংশ ভোট পায়। উল্লেখ্য, নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জাতীয় পার্টি মোট ৪৮ লাখ ৬৭ হাজার ৩৭৭টি এবং দশম সংসদ নির্বাচনে মোট ১১ লাখ ৯৯ হাজার ৭২৭টি ভোট পায়।

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক (জাসদ) ০২টি আসন পায়। দলটি সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম সংসদ নির্বাচনে যথাক্রমে ০১, ০ ও ০৩ ও ০৫টি আসন পায়।

বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি ০৩টি আসন পায়। দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি ০৬টি আসন পেলেও সপ্তম, অষ্টম ও নবম সংসদ নির্বাচনে কোনো আসন পায়নি।

সারণি-৪৭: একনজরে দলভিত্তিক জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল (প্রথম-দশম)												
দল	প্রথম সংসদ নির্বাচন, ১৯৭৩	দ্বিতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৭৯	তৃতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৮৬	চতুর্থ সংসদ নির্বাচন, ১৯৮৮	পঞ্চম সংসদ নির্বাচন, ১৯৯১	ষষ্ঠ সংসদ নির্বাচন, ১৯৯৬	সপ্তম সংসদ নির্বাচন, ১৯৯৬	অষ্টম সংসদ নির্বাচন, ২০০১	নবম সংসদ নির্বাচন, ২০০৮	দশম সংসদ নির্বাচন, ২০১৪	একাদশ সংসদ নির্বাচন, ২০১৮	মন্তব্য
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৯৩	৩৯	৭৬		৮৮		১৪৬	৬২	২৩০	২৩৪	২৫৮	আওয়ামী লীগ চতুর্থ ও ষষ্ঠ সংসদ নির্বাচন বর্জন করে
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)		২০৭			১৪০	২৭৮	১১৬	১৯৩	৩০		০৬	বিএনপি তৃতীয়, চতুর্থ ও দশম সংসদ নির্বাচন বর্জন করে
জাতীয় পার্টি			১৫৩	২৫১	৩৫		৩২	১৪	২৭	৩৪	২২	জাতীয় পার্টি ষষ্ঠ সংসদ নির্বাচন বর্জন করে
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী			১০		১৮		৩	১৭	২		০	জামায়াতে ইসলামী চতুর্থ, ষষ্ঠ ও দশম সংসদ নির্বাচন বর্জন করে
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক (জাসদ)	১	৮	৩ (সিরাজ), ৪ (রব)	৩ (সিরাজ)	১		১		৩	০৫ (ইনু)	০২ (ইনু)	জাসদ ষষ্ঠ সংসদ নির্বাচন বর্জন করে
বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি			৩							০৬	০৩	
কমুনিস্ট পার্টি অব বাংলাদেশ (সিপিবি)			৫		৫						০	
ন্যাপ (মোজাফফর)		১									০	
সম্মিলিত বিরোধী দল				১৯								
গণফোরাম											০২	
বিকল্পধারা বাংলাদেশ											০২	
জাতীয় পার্টি (জেপি)										০২	০১	
বাংলাদেশ তরীকত ফেডারেশন										০২	০১	
স্বতন্ত্র	৫	১৬	৩২	২৫		১০	১	৬ (অন্যান্য দল-সহ	৪ (অন্যান্য দল-সহ	১৬	০৩	

কেন্দ্রভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ ফলাফলের বিশ্লেষণ

নির্বাচনের ছয় মাস পর (২৯ জুন ২০১৯) একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের কেন্দ্রভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ ফলাফল প্রকাশ করা হয়। উল্লেখ্য, নির্বাচন কমিশন একটি সফট্ওয়ার তৈরি করেছে (একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরিচালনা ম্যানুয়েল, পৃষ্ঠা নং-৮৪), যার ভিত্তিতে জাতীয় নির্বাচনের কেন্দ্রভিত্তিক ফলাফল রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে অনলাইনে কমিশনে প্রেরণ করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এসব তথ্য থেকে কমিশন প্রতি নির্বাচনের পর কেন্দ্রভিত্তিক ফলাফল তাদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে। এছাড়াও এসব তথ্যের ভিত্তিতেই নির্বাচনের সময়ে চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করা হয়।

ভোটের কিছু মৌলিক তথ্য: কেন্দ্রভিত্তিক তথ্যের বিশ্লেষণে দেখা যায়, একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মোট ভোটার ছিলেন ১০ কোটি ৪১ লক্ষ ৫৬ হাজার ২৬৯ জন। মোট ভোটকেন্দ্র ছিল ৪০,১৫৫টি। ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন ৮ কোটি ৩৫ লক্ষ ৩২ হাজার ৯১১ জন; শতকরা হারে যা ৮০.২০%। বাতিল ভোটের পরিমাণ ছিল ৮ লক্ষ ৮৭ হাজার ৬৯০টি, যা প্রদত্ত ভোটের ১.০৬%। শতকরা হারে সবচেয়ে বেশি ৯৪.৮৪% ভোট পড়েছে গোপালগঞ্জ-১ আসনে এবং সবচেয়ে কম ৩৯.৩৪% ভোট পড়েছে গাইবান্ধা-৩ আসনে। ভোট পড়ার হার বিবেচনা করে মধ্যক হিসেবে ৮২.২৬% এবং প্রচুরক হিসেবে ১০০% নির্ণয় করা হয়েছে। এই নির্বাচনে ৩৯টি রাজনৈতিক দল মনোনীত ও স্বতন্ত্র হিসেবে সর্বমোট ১,৮৬৫ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ফলাফলে দেখা যায় যে, নৌকা প্রতীকে বৈধ ভোটের ৭৬.৮৬% (৬ কোটি ৩৫ লক্ষ ২৩ হাজার ৬৬ ভোট), ধানের শীষ প্রতীকে ১৩.৩০% (১ কোটি ৯ লক্ষ ৯১ হাজার ২৩১ ভোট) এবং লাঙ্গল প্রতীকে ৫.৩৮% (৪৪ লক্ষ ৪৮ হাজার ৯২০ ভোট) ভোট পড়েছে। উল্লেখ্য, মহাজোটের আওতায় ১৪ দলীয় জোটভুক্ত দলসমূহের প্রার্থীরা নৌকা প্রতীকে এবং জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট ও ২০ দলীয় জোটের প্রার্থীরা ধানের শীষ প্রতীকে নির্বাচনে অংশ নেয়।

ভোট পড়ার চিত্র: ফলাফল বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বিস্ময়ের সঙ্গে দেখা যায় যে, ৩০০টি নির্বাচনী এলাকার জন্য নির্ধারিত ৪০,১৫৫টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে ১০৩টি আসনের ২১৩টি ভোটকেন্দ্রে শতভাগ (১০০%) ভোট পড়েছে। ৯৯% ভোট পড়েছে ১২৭ ভোটকেন্দ্রে, ৯৮% ভোট পড়েছে ২০৪টি ভোটকেন্দ্রে, ৯৭% ভোট পড়েছে ৩৫৮ ভোটকেন্দ্রে এবং ৯৬% ভোট পড়েছে ৫১৬ ভোটকেন্দ্রে। অর্থাৎ ৯৬-১০০% ভোট পড়েছে ১,৪১৮টি কেন্দ্রে। এছাড়াও ৯০-৯৫ শতাংশ ভোট পড়েছে ৬,৪৮৪টি ভোটকেন্দ্রে, ৮০-৮৯ শতাংশ ভোট পড়েছে ১৫,৭১৯টি ভোটকেন্দ্রে, ৭০-৭৯ শতাংশ ভোট পড়েছে ১০,০৭৩টি ভোটকেন্দ্রে, ৬০-৬৯ শতাংশ ভোট পড়েছে ৩,৯২০টি, ৫০-৫৯ শতাংশ ভোট পড়েছে ১,৬১০টি ভোটকেন্দ্রে, ৪০-৪৯ শতাংশ ভোট পড়েছে ৫৯৯টি ভোটকেন্দ্রে, ২০-৩৯ শতাংশ ভোট পড়েছে ৩০১টি ভোটকেন্দ্রে, ১০-১৯ শতাংশ ভোট পড়েছে ২০টি ভোটকেন্দ্রে এবং ১০%-এর কম ভোট পড়েছে ১১টি ভোটকেন্দ্রে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৮০.২০% ভোট পড়েছে, যা ১৯৯১ সালের পর অনুষ্ঠিত ৬টি (ফেব্রুয়ারি ২০৯৬-এর নির্বাচন ব্যতীত) নির্বাচনের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। উল্লেখ্য, নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সর্বোচ্চ ৮৭.১৩% ভোট পড়েছিল এবং দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সর্বনিম্ন ৪০.০৪% ভোট পড়েছিল। এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন থেকে যায়, ভোটের জন্য নির্ধারিত সময়ে শতভাগ ভোটপড়া কি সম্ভব?

শতভাগের সাতকাহন: শতভাগ ভোট পড়া ভোটকেন্দ্রসমূহের বিভাগভিত্তিক অবস্থান নির্ণয় করতে গিয়ে দেখা গিয়েছে যে, চট্টগ্রাম বিভাগের ২৫টি আসনের আওতাভুক্ত ৫৩টি ভোটকেন্দ্রে, রংপুর বিভাগের ১৪টি আসনের আওতাভুক্ত ৫২টি ভোটকেন্দ্রে, ঢাকা বিভাগের ২১টি আসনের আওতাভুক্ত ৩২টি ভোটকেন্দ্রে, রাজশাহী বিভাগের ১৫টি আসনের আওতাভুক্ত ২৯টি ভোটকেন্দ্রে, ময়মনসিংহ বিভাগের ১২টি আসনের আওতাভুক্ত ২৩টি ভোটকেন্দ্রে, সিলেট বিভাগের ১০টি আসনের আওতাভুক্ত ১৭টি ভোটকেন্দ্রে, খুলনা বিভাগের ৪টি আসনের আওতাভুক্ত ৪টি ভোটকেন্দ্রে এবং বরিশাল বিভাগের ২টি আসনের আওতাভুক্ত ৩টি ভোটকেন্দ্রে শতভাগ ভোট পড়েছে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে এগিয়ে আছে চট্টগ্রাম ও রংপুর বিভাগ।

রংপুর-৫ আসনে সর্বোচ্চ ৯টি ভোটকেন্দ্রে শতভাগ ভোট পড়েছে। এছাড়াও ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসনে ৮টি, চট্টগ্রাম-৮ ও রংপুর ২ আসনে ৭টি করে, লালমনিরহাট-৩ ও রংপুর-৬ আসনে ৬টি করে, চট্টগ্রাম-৫, কক্সবাজার-৩, ময়মনসিংহ-২, ময়মনসিংহ-১০, দিনাজপুর-১, গাইবান্ধা-৪, নওগাঁ-৩ ও সিলেট -৪ আসনে ৪টি করে ভোটকেন্দ্রে শতভাগ ভোট পড়েছে। ৩টি করে ভোটকেন্দ্রে শতভাগ ভোট পড়েছে ১২টি, ২টি করে ভোটকেন্দ্রে শতভাগ ভোট পড়েছে ২৩টি নির্বাচনী এলাকায় এবং ১টি করে কেন্দ্রে শতভাগ ভোট পড়েছে ৫২টি নির্বাচনী এলাকায়।

শতভাগ ভোট পড়া কেন্দ্রসমূহ সম্পর্কে দলভিত্তিক অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা যায় যে, ২১৩টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে ১৮১টি (৮৪.৯৭%) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে বিজয়ী ৯০ জন সংসদ সদস্যের, ২১টি (৯.৮৫%) জাতীয় পার্টি থেকে বিজয়ী ১০ জন সংসদ সদস্যের, ৮টি (৩.৭৫%) বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) থেকে বিজয়ী ১ জন সংসদ সদস্যের, ২টি (০.৯৩%) বিকল্পধারা বাংলাদেশ থেকে বিজয়ী ১ জন সংসদ সদস্যের এবং ১টি (০.৪৬%) জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) থেকে বিজয়ী ১ জন সংসদ সদস্যের নির্বাচনী আওতাভুক্ত।

যে সকল সংসদ সদস্যের এলাকায় শতভাগ ভোট পড়েছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে মন্ত্রীসভার সাবেক সদস্য আবুল হাসান মাহমুদ আলী, মোঃ নাসিম, নূরুল ইসলাম নাহিদ, মোঃ শাহজাহান খান, এডভোকেট সাহারা খাতুন, মোঃ মোসলেম উদ্দিন, মোঃ ইমাজ উদ্দিন প্রাং, এইচ এন আশিকুর রহমান, মোঃ মোতাহার হোসেন প্রমূখ; বর্তমান মন্ত্রীসভার সদস্য আসাদুজ্জামান খান কামাল, এ কে আব্দুল মোমেন, আ হ ম মুস্তফা কামাল, আ ক ম মোজাম্মেল হক, ডা. দীপু মনি, জনাব টিপু মুন্সী, মো. শাহরিয়ার আলম, খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, ডা. মোঃ এনামুর রহমান, জাহিদ আহসান রাসেল, ইমরান আহমেদ, মোঃ মাহবুব আলী, মোঃ মুরাদ হাসান, স্পীকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী, সংসদ উপনেতা সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী প্রমূখ।

জাতীয় পার্টি থেকে বিজয়ী যে সকল সংসদ সদস্যের এলাকায় শতভাগ ভোট পড়েছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হচ্ছেন- গোলাম মোহাম্মদ কাদের, বেগম রওশন এরশাদ, আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী প্রমূখ। এছাড়াও এই তালিকায় রয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের আব্দুস

সাত্তার ভূঞা, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদের শিরীন আখতার এবং বিকল্প ধারা বাংলাদেশ-এর মাহী বি চৌধুরী। এক্ষেত্রে রংপুর-৫ থেকে নির্বাচিত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের এইচ এন আশিকুর রহমান চৌধুরী (৯টি কেন্দ্রে), ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ থেকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের আব্দুস সাত্তার ভূঞা (৮টি কেন্দ্র), রংপুর-২ থেকে নির্বাচিত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের আবুল কালাম মোঃ আহসানুল হক চৌধুরী (৭টি কেন্দ্র), চট্টগ্রাম-৮ থেকে নির্বাচিত বাংলাদেশ জাসদ-এর নেতা মইনুদ্দীন খান বাদল (৭টি কেন্দ্র), লালমনিরহাট-৩ থেকে নির্বাচিত জাতীয় পার্টির গোলাম মোহাম্মদ কাদের (৬টি) এবং রংপুর-৬ থেকে নির্বিাচিত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের শিরীন শারমিন চৌধুরীর (৬টি) নির্বাচনী এলাকায় অধিক সংখ্যক কেন্দ্রে শতভাগ ভোট পড়েছে।

উল্লেখ্য, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসন থেকে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের প্রার্থী বিজয়ী হলেও, উক্ত আসনের যে ৮টি কেন্দ্রে শতভাগ ভোট পড়েছে, সেই ৮টি কেন্দ্রের ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, উক্ত আসন থেকে বিজয়ী বিএনপি প্রার্থী ভোট পেয়েছে মাত্র ০.০৩%, যা সংখ্যায় সর্বমোট ২৩,১৯৭ ভোটের মধ্যে মাত্র ৪টি। ৮টি কেন্দ্রের ৫টিতেই 'শূন্য' ভোট পায় ধানের শীষের প্রার্থী। এই ৮টি কেন্দ্রে সর্বোচ্চ ২১.৮১% (৩২২৬টি) ভোট পান কলারছড়ি প্রতীক নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী একজন স্বতন্ত্র প্রার্থী। তবে এই ৮টি ভোটকেন্দ্রে সর্বোচ্চ সংখ্যক ৩৬.২৫% (৮৪০৮টি) ভোট বাতিল হয়।

যে ২১৩টি ভোটকেন্দ্রে শতভাগ ভোট পড়েছে, তাতে ভোট প্রাপ্তির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, নৌকা প্রতীকে ভোট পড়েছে বৈধ ভোটের ৭১.৮৩%, ধানের শীষ প্রতীকে পড়েছে ১৪.৬৩%, লাঙ্গল প্রতীকে পড়েছে ৭.১৯%, হাতপাখা প্রতীকে পড়েছে ১.১৭%, স্বতন্ত্র প্রার্থীরা পেয়েছেন ২.৪৪% এবং অন্যান্য দলসমূহ পেয়েছে ১ শতাংশের কম।

শতভাগ বৈধ ভোট এক প্রতীকে পড়ার চিত্র: বিশ্লেষণে আরও দেখা গেছে যে, ৭৫টি আসনের ৫৮৭টি কেন্দ্রের সকল (১০০%) বৈধ ভোট শুধুমাত্র একজন করে প্রার্থী পেয়েছেন। অন্য কোনো প্রার্থী ১ ভোটও পাননি। এই ৫৮৭টি কেন্দ্রের মধ্যে ৫৮৬টিতে (৯৯.৮৩) সকল ভোট পেয়েছেন নৌকা প্রতীকের এবং ১টি কেন্দ্রের (০.১৭%) সকল ভোট পেয়েছেন ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী। এই ৭৫টি আসনের ৭৪টিতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের এবং ১টিতে বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির প্রার্থী জয়ী হয়েছেন। যে আসনের (মাগুরা-২) আওতাভুক্ত একটি ভোটকেন্দ্রে সকল ভোট ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী পেয়েছেন, সেখানেও জয়ী হয়েছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী।

এই প্রবণতা সবচেয়ে বেশি লক্ষ করা গেছে গোপালগঞ্জ ও মাদারীপুর জেলার সকল আসনসহ সিরাজগঞ্জ-৩, ফরিদপুর-১, নড়াইল-২, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬ ও বরিশাল-১ আসনে। উল্লেখ্য, গোপালগঞ্জ জেলার ৩টি আসনের ৩৮৭টি কেন্দ্রের মধ্যে ২৩৯টিতেই (৬১.৭৫%) প্রদত্ত সকল ভোট নৌকায় পড়েছে। গোপালগঞ্জ-৩ আসনের ১০৭টি ভোটকেন্দ্রের ৭৭টিতেই (৭১.৯৬%) শতভাগ ভোট পড়েছে নৌকা প্রতীকে। মাদারীপুর জেলার ৩টি আসনের ৩৭৬টি কেন্দ্রের মধ্যে ৬৮টিতে (১৮.০৮%) প্রদত্ত সকল ভোট নৌকায় পড়েছে।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অধিক হারে ভোট পড়াকে অনেকেই প্রশ্নবিদ্ধ মনে করেন। অনেকের মতে, নির্বাচনের দিনের চিত্রের সাথে ৫৮.৮২% ভোটকেন্দ্রে (২৩,৬২১টি) ৮০% এর অধিক ভোট পড়া স্বাভাবিক কোনো ঘটনা নয়। তারপরও দেখা যায় ৯০% এর অধিক ভোটপড়া কেন্দ্রের শতকরা হার ১৯.৬৭% (৭,৯০২টি) এবং শতভাগ ভোটপড়া কেন্দ্রের শতকরা হার ০.৫৩% (২১৩টি)।

শতভাগ ভোটের যৌক্তিকতা ও নির্বাচন কমিশনের বক্তব্য: কোনো ভোটকেন্দ্রে শতভাগ ভোট পড়ার বিষয়টি যৌক্তিকও নয়, কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্যও নয়। কেননা তালিকাভুক্ত ভোটারের মৃত্যুবরণ, দেশের বাইরে অবস্থান, জরুরি কাজে এলাকার বাইরে অবস্থান, অসুস্থতা ইত্যাদি খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। তাই ২১৩টি কেন্দ্রে শতভাগ ভোট পড়া যে কোনো যুক্তিতেই স্বাভাবিক নয়। প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নূরুল হুদাও একটি অনুষ্ঠানে বলেছেন যে, শতভাগ ভোট পড়া স্বাভাবিক কোনো ঘটনা নয়। পাশাপাশি তিনি এও বলেছেন এব্যাপারে নির্বাচন কমিশনের করার কিছু নেই। এ প্রসঙ্গে নির্বাচন কমিশনার রফিকুল ইসলাম বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করে বলেছেন, যেহেতু শতভাগ ভোটের মধ্যে বাতিল ভোটও রয়েছে, তাই এটাকে শতভাগ ভোট পড়া বলা যাবে না। এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তিনি হাসির পাত্রে পরিণত হন।

আমরা জানি যে, নির্বাচন কমিশন একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। দেশে একটি অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ তথা সুষ্ঠ নির্বাচন নিশ্চিত করার মূল দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। এই প্রতিষ্ঠানটির প্রধান হিসেবে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কোনোভাবেই এ কথা বলতে পারেন না। কেননা আমাদের সর্বোচ্চ আদালত (আপিল বিভাগ) একাধিক রায়ে নিশ্চিত করে বলেছে, 'নির্বাচন ফেয়ার, জাস্টলি ও অনেস্টলি' হলো কি না তা খতিয়ে দেখার দায় নির্বাচন কমিশনের। নির্বাচন কমিশন যদি সন্তুষ্ট হয় যে, নির্বাচন অবাধ হয়নি, তবে কমিশনের ক্ষমতা আছে গোটা নির্বাচন তদন্ত সাপেক্ষে বাতিল করা এবং নতুন করে নির্বাচন করার (২০০০ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি আপিল বিভাগ সিদ্ধিরগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন নিয়ে নজরুল ইসলাম ও নূর হোসেনের মধ্যে সৃষ্ট বিরোধ সংক্রান্ত মামলায় তৎকালীন প্রধান বিচারপতি লতিফুর রহমান, বিচারপতি বিবি রায় চৌধুরী, বিচারপতি এএমএম রহমান এবং বিচারপতি কাজী এবাদুল হকের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এই রায় দেন)।

স্বল্প ভোটের চিত্র: এই নির্বাচনে অধিক হারে ভোট পড়া কেন্দ্রের সংখ্যা বেশি হলেও স্বল্প সংখ্যক ভোট পড়ার চিত্রও উল্লেখযোগ্য। দেখা গেছে যে, মোট ৯৩১ ভোটকেন্দ্রে (২.৩১%) ৫০% শতাংশের কম ভোট পড়েছে। বিশ্লেষণে নিম্ন হারে ভোট পড়ার বিষয়টি অনুসন্ধান করতে গিয়ে আরও দেখা যায় যে, ৫টি আসনের ১১টি ভোটকেন্দ্রে ৫%-এর কম, ১০টি আসনের ২০টি ভোটকেন্দ্রে ৬-১৯%, ৪৮টি আসনের ৩০১টি ভোটকেন্দ্রে ২০-৩৯% এবং ৫৯৯ ভোটকেন্দ্রে ৪০-৪৯% ভোট পড়েছে। সবচেয়ে কম ১.৩৩% ভোট পড়েছে যশোর-৩ আসনের এলাকাভুক্ত যশোর ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড নিু মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। এই ভোটকেন্দ্রের ২,১৮৬ জন ভোটারের মধ্যে মাত্র ২৯ জন ভোট দেন।

ভোটের ব্যবধান: এই নির্বাচনে অনুমিত প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে ধরা হয়েছিল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট – যার প্রার্থীরা নৌকা ও লাঙ্গল প্রতীক নিয়ে এবং ড. কামাল হোসেন ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল নেতৃত্বাধীন জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট ও ২০ দলীয় জোট, যার প্রার্থীরা মূলত ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন (দুইজন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন উদীয়মান সূর্য প্রতীক নিয়ে)।

ভোটপ্রাপ্তির দিক থেকে এই দুই জোটের মধ্যে ব্যাপক ফারাক লক্ষ করা যায়। ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের ভোট প্রাপ্তির দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় যে, ১,২৮৫টি কেন্দ্রে (৩.২০%) তারা কোনো ভোট পাননি (০ ভোট), নৌকা প্রতীকের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা মাত্র ২টি কেন্দ্র (০.০০০৪%)। ধানের শীষের প্রার্থীরা ১% এর কম ভোট পেয়েছেন ৬,০৭৫টি (১৫.১৩%) ভোটকেন্দ্রে, পক্ষান্তরে নৌকা প্রতীকের প্রার্থীরা ১%-এর কম ভোট পেয়েছেন ২২টি (০.০৫%) ভোটকেন্দ্রে; ধানের শীষের প্রার্থীরা ১% ভোট পেয়েছেন ৩,৫০১টি (৮.৭২%) ভোটকেন্দ্রে, পক্ষান্তরে নৌকা প্রতীকের প্রার্থীরা ১% ভোট পেয়েছেন ২৩টি (০.০৬%) ভোটকেন্দ্রে; ধানের শীষের প্রার্থীরা ২% ভোট পেয়েছেন ২,৫৩৫টি (৬.৩১%) ভোটকেন্দ্রে, পক্ষান্তরে নৌকা প্রতীকের প্রার্থীরা ২% ভোট পেয়েছেন ২৯টি (০.০৭%) ভোটকেন্দ্রে; ধানের শীষের প্রার্থীরা ৩% ভোট পেয়েছেন ১,৮৪৭টি (৪.৬%) ভোটকেন্দ্রে, পক্ষান্তরে নৌকা প্রতীকের প্রার্থীরা ৩% ভোট পেয়েছেন ২৩টি (০.০৬%) ভোটকেন্দ্রে; ধানের শীষের প্রার্থীরা ৪% ভোট পেয়েছেন ১,৪৭৩টি (৩.৬৭%) ভোটকেন্দ্রে, পক্ষান্তরে নৌকা প্রতীকের প্রার্থীরা ৪% ভোট পেয়েছেন ২২টি (০.০৫%) ভোটকেন্দ্রে; ধানের শীষের প্রার্থীরা ৫% ভোট পেয়েছেন ১,২৭৫টি (৩.১৮%) ভোটকেন্দ্রে, পক্ষান্তরে নৌকা প্রতীকের প্রার্থীরা ৫% ভোট পেয়েছেন ১৯টি (০.০৪৭%) ভোটকেন্দ্রে; ধানের শীষের প্রার্থীরা ৬-১০% ভোট পেয়েছেন ৩,৬৭৬টি (৯.১৫%) ভোটকেন্দ্রে, পক্ষান্তরে নৌকা প্রতীকের প্রার্থীরা ৬-১০% ভোট পেয়েছেন ৬৯টি (০.১৭%) ভোটকেন্দ্রে; ধানের শীষের প্রার্থীরা ১১-২০% ভোট পেয়েছেন ৫,৪৭৬টি (১৩.৬৪%) ভোটকেন্দ্রে ভোটকেন্দ্রে, পক্ষান্তরে নৌকা প্রতীকের প্রার্থীরা ১১-২০% ভোট পেয়েছেন ২৬৩টি (০.৬৫%) ভোটকেন্দ্রে; ধানের শীষের প্রার্থীরা ২১-৩০% ভোট পেয়েছেন ৩,৯৫৮টি (৯.৮৬%) ভোটকেন্দ্রে, পক্ষান্তরে নৌকা প্রতীকের প্রার্থীরা ২১-৩০% ভোট পেয়েছেন ৪৮৭টি (১.২১%) ভোটকেন্দ্রে; ধানের শীষের প্রার্থীরা ৩১-৫০% ভোট পেয়েছেন ৪,৩২৬টি (১০.৭৭%) ভোটকেন্দ্রে, পক্ষান্তরে নৌকা প্রতীকের প্রার্থীরা ৩১-৫০% ভোট পেয়েছেন ১,৭৯৩টি (৪.৪৭%) ভোটকেন্দ্রে; ধানের শীষের প্রার্থীরা ৫১-৭০% ভোট পেয়েছেন ১,৩১৫টি (৩.২৭%) ভোটকেন্দ্রে, পক্ষান্তরে নৌকা প্রতীকের প্রার্থীরা ৫১-৭০% ভোট পেয়েছেন ৪,৭১৬টি (১১.৭৪%) ভোটকেন্দ্রে; ধানের শীষের প্রার্থীরা ৭১-৮০% ভোট পেয়েছেন ২৭৭টি (০.৬৯%) ভোটকেন্দ্রে, পক্ষান্তরে নৌকা প্রতীকের প্রার্থীরা ৭১-৮০% ভোট পেয়েছেন ৪,১৬১টি (১০.৩৬%) ভোটকেন্দ্রে; ধানের শীষের প্রার্থীরা ৮১-৯০% ভোট পেয়েছেন ১৩৯টি (০.৩৫%) ভোটকেন্দ্রে, পক্ষান্তরে নৌকা প্রতীকের প্রার্থীরা ৮১-৯০% ভোট পেয়েছেন ৬,০৭৭টি (১৫.১৩%) ভোটকেন্দ্রে; ধানের শীষের প্রার্থীরা ৯১-৯৯% ভোট পেয়েছেন ১৫টি (০.০৪%) ভোটকেন্দ্রে, পক্ষান্তরে নৌকা প্রতীকের প্রার্থীরা ৯১-৯৯% ভোট পেয়েছেন ১৩,৮২৪টি (৩৪.৪৩%) ভোটকেন্দ্রে; ধানের শীষের প্রার্থীরা ১০০% ভোট পেয়েছেন ১টি (০.০০২%) ভোটকেন্দ্রে, পক্ষান্তরে নৌকা প্রতীকের প্রার্থীরা ১০০% ভোট পেয়েছেন ৫৮৬টি (১.৪৬%) ভোটকেন্দ্রে। এ সংক্রান্ত একটি তথ্যচিত্র নিম্নে প্রদত্ত হলো।

সারণি-৪৮

ভোটের হার	ধানের শীষ প্রতীক		নৌকা প্রতীক		ভোটকেন্দ্রের ব্যবধান
	কেন্দ্র সংখ্যা	শতাংশ	কেন্দ্র সংখ্যা	শতাংশ	
০%	১,২৮৫	৩.২০%	২	০.০০৪%	ধানের শীষ ১,২৮৩টি বেশি
১% এর কম	৬,০৭৫	১৫.১৩%	২২	০.০৫%	ধানের শীষ ৬০৫৩টি বেশি
১%	৩,৫০১	৮.৭২%	২৩	০.০৬%	ধানের শীষ ৩৪৭৮টি বেশি
২%	২,৫৩৫	৬.৩১%	২৯	০.০৭%	ধানের শীষ ২৫০৬টি বেশি
৩%	১,৮৪৭	৪.৬০%	২৩	০.০৬%	ধানের শীষ ১৮২৪টি বেশি
৪%	১,৪৭৩	৩.৬৭%	২২	০.০৫%	ধানের শীষ ১৪৫১টি বেশি
৫%	১,২৭৫	৩.১৮%	১৯	০.০৫৭%	ধানের শীষ ১২৫৬টি বেশি
৬-১০%	৩,৬৭৬	৯.১৫%	৬৯	০.১৭%	ধানের শীষ ৩৬০৭টি বেশি
১১-২০%	৫,৪৭৬	১৩.৬৪%	২৬৩	০.৬৫%	ধানের শীষ ৫২১৩টি বেশি
২১-৩০%	৩,৯৫৮	৯.৮৬%	৪৮৭	১.২১%	ধানের শীষ ৩৪৭১টি বেশি
৩১-৫০%	৪,৩২৬	১০.৭৭%	১৭৯৩	৪.৪৭%	ধানের শীষ ২৫৩৩টি বেশি
৫১-৭০%	১,৩১৫	৩.২৭%	৪৭১৬	১১.৭৪%	নৌকা প্রতীক ৩৪০১টি বেশি
৭১-৮০%	২৭৭	০.৬৯%	৪১৬১	১০.৩৬%	নৌকা ৩৮৮৪টি বেশি
৮১-৯০%	১৩৯	০.৩৫%	৬০৭৭	১৫.১৩%	নৌকা ৫৯৩৮টি বেশি
৯১-৯৯%	১৫	০.০৪%	১৩৮২৪	৩৪.৪৩%	নৌকা ১৩৮০৯টি বেশি
১০০%	১	০.০০২%	৫৮৬	১.৪৬%	নৌকা ৫৮৫টি বেশি

একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, ৫০%-এর কম ভোট পেয়েছে এমন ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের তুলনায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ক্ষেত্রে অনেক বেশি। অপরদিকে ৫০%-এর অধিক ভোট পেয়েছে এমন ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের তুলনায় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ক্ষেত্রে অনেক বেশি। নৌকা প্রতীক নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীরা যে ২টি ভোটকেন্দ্রে (.০০৪%) ০ ভোট পেয়েছেন, সেই কেন্দ্র দুটি হচ্ছে ঠাকুরগাঁও-৩-এর হাটপাড়া ফাজিল মাদ্রাসা কেন্দ্র এবং মাগুরা-২ এর থৈপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র। উল্লেখ্য, থৈপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রের সকল বৈধ ভোট ধানের শীষের প্রার্থী পেয়েছেন; যদিও সেখানে নির্বাচিত হয়েছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী। তবে ঠাকুরগাঁও-৩

এ বিজয়ী হয়েছেন ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থী। হাটপাড়া ফাজিল মাদ্রাসা কেন্দ্রে ধানের শীষে ভোট পড়েছে ৬০.৯৪% এবং মোটরগাড়ি প্রতীকে ২৯.২০%।

অতীতের ৪ নির্বাচনে যে সকল আসন থেকে বিএনপি বিজয়ী হয়েছে, এই নির্বাচনে উক্ত আসনসমূহে বিএনপি'র ভোট প্রাপ্তির চিত্রঃ ১৯৯১ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত নিম্নে উল্লেখিত ১৮টি আসনে টানা ৪টি নির্বাচনে (১৯৯৬-এর ফেব্রুয়ারির নির্বাচন ব্যতীত) বিএনপির প্রার্থীরা বিজয়ী হয়েছিলেন। একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ২টি আসন ব্যতীত উক্ত আসনসমূহে বিএনপি প্রার্থীদের স্বল্পসংখ্যক ভোট প্রাপ্তি অনেক প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। অনেকের মাঝেই প্রশ্ন জেগেছে, ঐ সকল এলাকার ভোটারদের মনস্তত্ব কি রাতারাতি পরিবর্তিত হয়ে গেল? উক্ত আসনগুলোতে বিএনপি'র ভোট প্রাপ্তির চিত্র নিম্নে প্রদত্ত হলো।

সারণি-৪৯

ক্রমিক	আসন	ভোটের হার (বৈধ ভোট অনুযায়ী)				
		১৯৯১	১৯৯৬	২০০১	২০০৮	২০১৮
১	জয়পুরহাট-১	৩০.৯৭	৪৩.১১	৬৩.৮	৫৪.৯৫	প্রার্থী নেই
২	জয়পুরহাট-২	৫০.৪৭	৪৭.৯	৫৭.৪৭	৫০.১২	১০.১৪
৩	বগুড়া-৩	৩৪.২৩	৪৩.৭৬	৫২.৪৫	৪৮.৮৬	২৬.২৯
৪	বগুড়া-৪	৩৫.৯৯	৪২.৭৭	৫৮.৭৩	৫৬.৫৪	৫৮.১০
৫	বগুড়া-৬	৫৪.৬৭	৫৮.৮৯	৭৮.৫৬	৭০.৯৫	৮১.২
৬	বগুড়া-৭	৬৬.৮৮	৭২.০৮	৭৮.৯৫	৭০.৮৫	প্রার্থী নেই
৭	খুলনা-২	৪৪.৪৭	৪৬.৮৯	৫৭.৭৮	৪৯.৩১	১৮.৮৪
৮	বরিশাল-৫	৪৩.৭১	৪৫.৭৫	৫৯.৬৫	৪৪.৭৪	১১.৩৯
৯	কুমিল্লা-২	৫৭.৭৩	৪৩.৯৯	৬০.৭৮	৫৩.৬	৮.৯৮
১০	চাঁদপুর-৪	৩২.২১	৪৯.২৬	৫৬.৯৮	৫০.৮৫	১৪.৪৭
১১	ফেনী-১	৩৮.৬৫	৫৫.৫৬	৭২.২১	৬৫.০৫	১০.৭৭
১২	ফেনী-৩	৪৫.১৪	৫২.০৭	৬৮.৩৭	৫৬.৯৭	৪.৭৭
১৩	নোয়াখালী-১	৩১.৯৭	৪৬.২৯	৬১.৮৮	৫৪.৬৫	৫.৬৯
১৪	নোয়াখালী-২	৪১.২৯	৪৫.৮১	৬২.১৫	৫৫.৬২	১২.৩১
১৫	নোয়াখালী-৩	২২.২৩	৪৫.৪	৫৮.৪৮	৪৩.৪১	১৯.৪
১৬	লক্ষ্মীপুর-১	৪০.৫৬	৪৩.৯২	৬৫.৯২	৫৫.৬৭	২.০২
১৭	লক্ষ্মীপুর-২	৫৩.৫	৫১.৬৫	৭২.২৩	৫৮.১৮	৯.৬৩
১৮	লক্ষ্মীপুর-৩	৩১.৬৫	৪৩.৭১	৬৮.০২	৫৬.৪৫	৫.৬৮

বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ১৮টি আসনের ২টিতে বিএনপির প্রার্থী ছিল না। অবশিষ্ট ১৬টির মধ্যে ১৪টিতেই বিএনপির ভোট কমেছে। লক্ষীপুর-১ আসনে ভোটের পরিমাণ এমন হ্রাস পেয়েছে যে, নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এই আসনে বিএনপি ৫৫.৬৭% ভোট পেলেও একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পেয়েছে ২.০২%। শুধু বগুড়া-৪ ও বগুড়া-৬-এ নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তুলনায় বিএনপির ভোট বেড়েছে। বস্তুত বগুড়ার ৩টি আসন বাদ দিলে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট প্রার্থীদের সর্বোচ্চ ভোটপ্রপ্তির হার দাঁড়ায় ১৮.৮৪%। উল্লেখ্য, নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ব্যাপক বিজয়ের মধ্যেও এই আসনগুলো বিএনপি ধরে রাখতে পেরেছিল। আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দলের মূল প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে মনে করা হলেও, ৩০০ আসনের মধ্যে ১৮টিতে ধানের শীষের কোনো প্রার্থী ছিল না; একইসঙ্গে ধানের শীষ নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ১৬৩ জন প্রার্থীই জামানত হারিয়েছেন; যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন বিএনপির অনেক হেভিওয়েট প্রার্থী।

বাতিল ভোট প্রসঙ্গঃ একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অনেক ভোটকেন্দ্রে বাতিল ভোটের আধিক্য লক্ষ করা যায়। বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ৩০০টি আসনে গড়ে বাতিল ভোটের শতকরা হার ১.০৬% (৮,৮৭,৬৯০টি)। মোট ৩৪২টি ভোটকেন্দ্রে ১১-৬১% পর্যন্ত ভোট বাতিল হয়েছে। পাশাপাশি ৪,৭৯৫টি কেন্দ্রে কোনো ভোটই বাতিল হয়নি। সর্বোচ্চ ৬১% ভোট বাতিল হয়েছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসনের 'নোয়াগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়' ভোটকেন্দ্রে। উল্লেখ্য, শতভাগ ভোট পড়া ২১৩টি ভোটকেন্দ্রে বাতিল ভোটের হার ছিল ১৫.১৬%। বাতিল ভোটসংক্রান্ত তথ্য নিম্নের ছকে দেওয়া হলো।

সারণি-৫০		
বাতিল ভোটের শতকরা হার	ভোটকেন্দ্র	
	সংখ্যা	মোট কেন্দ্র অনুযায়ী শতাংশ
০% (কোনো ভোট বাতিল হয়নি)	৪,৭৯৫	১১.৯৪%
১% এর কম	২৮,০৬৩	৬৯.৮৯%
১%	৮,৫৬৯	২১.৩৪%
২%	১,৬৫৫	৪.১২%
৩-৫%	১,১০৩	২.৭৫%
৬-১০%	৪২৩	১.০৫%
১১-১৫%	১৬৪	০.৪১%
১৬-২০%	৮০	০.২০%
২১-৪০%	৮৮	০.২২%
৪১-৫৪%	৯	০.০২%
৬১%	১	০.০০%

উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ভোটকেন্দ্রে বাতিল ভোটের পরিমাণ অনেক বেশি হলেও, অন্যান্য নির্বাচনের তুলনায় তা অস্বাভাবিক ছিল না। কেননা, ১৯৯১ সালের পর অনুষ্ঠিত ৬টি (ফেব্রুয়ারি ২০৯৬-এর নির্বাচন ব্যতীত) নির্বাচনের বাতিল ভোটের হার ছিল ১৯৯১ সালে- ১.০৮%, ১৯৯৬ সালে- ১.০৮%, ২০০১ সালে- ০.৮০%, ২০০৮ সালে- ০.৯০%, ২০১৪ সালে-১.৫১%। দেখা যায় যে, বাতিল ভোটের পরিমাণ দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় ছিল সর্বোচ্চ।

ফলাফলে অমিল: একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ফলাফল নিয়ে শুধু প্রশ্নই ওঠেনি, প্রাথমিক ফলাফলের সাথে কেন্দ্রভিত্তিক ফলাফলে কিছুটা অমিলও পরিলক্ষিত হয়েছে। আমরা সুজন-এর পক্ষ থেকে নির্বাচনের পর পরই রিটার্নিং কর্মকর্তা স্বাক্ষরিত আসনভিত্তিক ফলাফল সংগ্রহ করেছিলাম। কেন্দ্রভিত্তিক ফলাফল প্রকাশের পর পূর্বে প্রাপ্ত ফলাফলের সাথে কিছু আসনে পার্থক্য লক্ষ করা গিয়েছে। এই পার্থক্যের চিত্র উদাহরণ হিসেবে নিম্নে উপস্থাপিত হলো।

সারণি-৫১			
সংসদীয় আসন	তাৎক্ষণিক ফলাফলে প্রদত্ত ভোটের হার	কেন্দ্রভিত্তিক ফলাফলে প্রদত্ত ভোটের হার	পার্থক্য
১৮৩ ঢাকা-১০	৬৯.৯২%	৭৩.০৯%	৩.১৭%
২৮৫ চট্টগ্রাম-৮	৭৪.৪৪%	৭৬.৭২%	২.২৮%
১৮৪ ঢাকা-১১	৬০.৪৬%	৬২.৬৫%	২.১৯%
২১৭ গোপালগঞ্জ-৩	৯৩.২৪%	৯৪.৩৩%	১.০৯%

উপরোল্লেখিত আসনসমূহ ছাড়াও চট্টগ্রাম-১০-এর গণ সংহতি আন্দোলনের প্রার্থী সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মারুফ রুমীর প্রাপ্ত ভোট বেসরকারি ফলাফলে 'শূন্য' দেখানো হলেও কেন্দ্রভিত্তিক ফলাফলে দেখানো হয়েছে ২৪৩টি।

প্রচলিত ভোটদান পদ্ধতি ও ইভিএম-এ ভোটগ্রহণের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত পার্থক্য: ৩০০ আসনের মধ্যে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন বা ইভিএম-এ ভোট গ্রহণ কর হয় ছয়টি নির্বাচনী এলাকায়। এলাকাগুলো হচ্ছে, রংপুর-৩, খুলনা-২, সাতক্ষীরা-২, ঢাকা-৬, ঢাকা-১৩ ও চট্টগ্রাম-৯। এই ৬টি নির্বাচনী এলাকার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৬২.৮৭% ভোট পড়ে চট্টগ্রাম-৯ আসনে এবং সবচেয়ে কম ৪৩.০৫% ভোট পড়ে ঢাকা-১৩ আসনে। এছাড়াও রংপুর-২ আসনে ভোট পড়েছে ৫২.৩১%, খুলনা-২ আসনে ভোট পড়েছে ৪৯.৪১%, সাতক্ষীরা-২ আসনে ভোট পড়েছে ৫২.৮২% এবং ঢাকা-৬ আসনে-৪৫.২৬%। ছয়টি আসনে ইভিএম-এ ভোট পড়ার গড় ছিল-৫১.৪২%।

সারণি-৫২		
ভোটের হার	কেন্দ্র সংখ্যা	কেন্দ্রের হার
৮৯-৮০%	৩	০.৩৬%
৭০-৭৯%	৩৮	৪.৫০%
৬০-৬৯%	১৬০	১৮.৯৩%
৫০-৫৯%	২৮২	৩৩.৩৭%

৪০-৪৯%	২৩৭	২৮.০৫%
৩০-৩৯%	১০২	১২.০৭%
২০-২৯%	১৯	২.২৫%
২০ এর নিচে	৪	০.৪৭%

তুলনা করলে দেখা যায় ৩০০ আসনে গড়ে ৮০.২০% ভোট পড়লেও ইভিএম-এ ভোট পড়ার গড়-৫১.৪২%। ব্যালট পেপারে ভোট হয়েছে ২৯৪টি আসনে, সেখানে গড়ে ভোট পড়েছে ৮০.৮০%। দেখা যাচ্ছে যে, ৩০০ আসনের গড়ের সাথে ইভিএমএ গড়ের পার্থক্য ২৮.৭৮%। ব্যালট পেপারে ভোট হয়েছে যে ২৯৪টি আসনে তার সাথে ইভিএমএ ভোটের পার্থক্য ২৯.৩৮%।

উল্লেখ্য, ইভিএম-এ সবচেয়ে কম ১.৮৭% ভোট পড়েছে রংপুর-৩ আসনের দি মিলেনিয়াম স্টারস স্কুল এ্যান্ড কলেজ ভোটকেন্দ্রে এবং সবচেয়ে বেশি ৮৯.১৪% ভোট পড়েছে চট্টগ্রাম-৯ আসনের আব্দুল বারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রে।

সকল আসনে নৌকা প্রতীকের ভোট প্রাপ্তির গড় ৭৬.৮৬% হলেও ইভিএম-এ ৫৪.৪৩%। একইভাবে সকল আসনে ধানের শীষ প্রতীকের ভোট প্রাপ্তির গড় ১৩.৩০% হলেও ইভিএম-এ ১৮.০১%। দেখা যায় যে, জাতীয় গড়ের তুলনায় ইভিএম-এ নৌকা প্রতীকে ভোট ২২.৪৩% কম এবং ধানের শীষে ৪.৭১% বেশি পড়েছে। ইভিএম-এ ভোটপড়ার হার কেন কম, এ ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনের ব্যাখ্যা থাকা উচিৎ ছিল। ইভিএম ব্যবহারের ফলে আগের রাতে ব্যালট বাক্স ভর্তি করতে না পারার কারণেই কি এমনটা ঘটেছে?

নির্বাচনী অনিয়ম প্রসঙ্গ ও বিশ্লেষণ থেকে প্রাপ্ত নেতিবাচক দিকসমূহ: একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের অনিয়ম সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের অনেক অভিযোগ আগে থেকেই উঠেছিল। অভিযোগসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল- মনোনয়ন বাণিজ্য, নির্বাচনী প্রচারণায় বাধাদান, জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের পোলিং এজেন্টদের ভয়ভীতি দেখিয়ে বা মারধর করে ভোটকেন্দ্র থেকে বের করে দেয়া, ভোটের আগের রাতে মহাজোট প্রার্থীদের প্রতীকে ভোট দিয়ে বাক্স ভরে রাখা, বাইরে থেকে ব্যালট ভরা বাক্স ভোটকেন্দ্রে নিয়ে আসা, কোনো কোনো কেন্দ্রে ১১টার মধ্যেই ব্যালট পেপার শেষ হয়ে যাওয়া, কোনো কোনো ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে প্রবেশে বাধা দেয়া, ভোটারদের প্রকাশ্যে সিল মারতে বাধ্য করা, দীর্ঘ সময় লম্বা লাইন করে দাঁড়িয়ে থাকলেও ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ না করা, কোনো কোনো কেন্দ্রে অস্বাভাবিক বেশি বা কম ভোট পড়া, ভোট পড়ার ক্ষেত্রে ইভিএম-এ ভোটগ্রহণ করা আসনগুলোর সাথে অন্যান্য আসনের অসামঞ্জস্যতা, নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে ক্ষমতাসীন দলের পক্ষে ব্যবহার করা, নির্বাচন কমিশনের নির্লিপ্ততা ইত্যাদি। কেন্দ্রভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ ফলাফল প্রকাশের পর উত্থাপিত অনেক অভিযোগ যৌক্তিক বলে মনে হচ্ছে।

কেন্দ্রভিত্তিক ফলাফল বিশ্লেষণ করে যে নেতিবাচক দিকগুলো সুজন-এর দৃষ্টিগোচর হয়, তা নিম্নরূপ:

- ১০৩টি নির্বাচনী এলাকার ২১৩টি ভোটকেন্দ্রে ১০০% ভোট পড়া; যা কোনোক্রমেই বিশ্বাসযোগ্য নয়।
- ৭৫টি নির্বাচনী এলাকার ৫৮৭টি ভোটকেন্দ্রে প্রদত্ত সকল ভোট (১০০%) একটি মাত্র প্রতীকে পড়া। উল্লেখ্য, একটিমাত্র কেন্দ্রে ধানের শীষ ব্যতীত সবগুলো কেন্দ্রেই নৌকা প্রতীকের পক্ষে শতভাগ ভোট পড়েছে।
- মহাজোট ও জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের ভোটের ব্যবধানে অস্বাভাবিকতা।
- দুটি আসন ব্যতীত একটানা ৪টি নির্বাচনে জয়ী আসনসমূহে ধানের শীষের প্রার্থীদের অস্বাভাবিক কম ভোট পাওয়া।
- অনেক কেন্দ্রে বাতিল ভোটের অস্বাভাবিকতা।
- সকল আসনের গড় হার এবং ব্যালট পেপারে ভোট হওয়া কেন্দ্রসমূহের ভোটের সাথে ইভিএম-এ ভোট হওয়া কেন্দ্রসমূহের ভোটের পার্থক্য পরিলক্ষিত হওয়া। একইভাবে সকল আসনের গড় ভোটের তুলনায় ইভিএম-এ ভোট হওয়া কেন্দ্রসমূহে নৌকা প্রতীকে কম ভোট পড়া।

নির্বাচিত সংসদ সদস্যগণের তথ্য

হলফনামায় প্রদত্ত তথ্য ও অন্যান্য তথ্যসূত্রের ভিত্তিতে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী সংসদ সদস্যদের বিভিন্নমুখী বিশ্লেষণ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

সারণি-৫৩: প্রথমবার ও একাধিকবার নির্বাচিতদের পরিসংখ্যান				
রাজনৈতিক দল ও জোট	**নতুন ও একাধিকবার নির্বাচিতদের তথ্য**			**মন্তব্য**
	প্রথমবার নির্বাচিত	**একাধিকবার নির্বাচিত**	**মোট**	
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৫৪ ২০.৯৩%	২০৪ ৭৯.০৭%	২৫৮	
জাতীয় পার্টি	৫ ২২.৭৩%	১৭ ৭৭.২৭%	২২	
বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি	০ ০%	৩ ১০০%	৩	
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ	০ ০%	২ ১০০%	২	
বিকল্পধারা বাংলাদেশ	০ ০%	২ ১০০%	২	
জাতীয় পার্টি-জেপি	০ ০%	১ ১০০%	১	
বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন	০ ০%	১ ১০০%	১	
মহাজোট	৫৯ ২০.৪২%	২৩০ ৭৯.৫৮%	২৮৯	
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	৩ ৫০%	৩ ৫০%	৬	
গণফোরাম	১ ৫০%	১ ৫০%	২	
জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট	৪ ৫০%	৪ ৫০%	৮	
স্বতন্ত্র	২ ৬৬.৬৭%	১ ৩৩.৩৩%	৩	
সর্বমোট	৬৫ ২১.৬৭%	২৩৫ ৭৮.৩৩%	৩০০	

একাদশ জাতীয় সংসদে নির্বাচিতদের প্রায় চার পঞ্চমাংশই (৭৮.৩৩%) পূর্ব অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। অর্থাৎ ইতোপূর্বেও তারা সংসদে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। এই সংসদের ৩০০ জন সদস্যের মধ্যে ৬৫ জন (২১.৬৭%) প্রথমবার নির্বাচিত। একাধিকবার নির্বাচিত হয়েছেন মোট ২৩৫ জন।

পরিসংখ্যানের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় যে, মহাজোট থেকে নির্বাচিত ২৮৯ জনের ৫৯ জন (২০.৪২%) নতুন এবং ২৩০ জন (৭৯.৫৮%) পূর্বেও সংসদে গিয়েছিলেন। জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের নতুন ও পুরাতনের হার ৫০:৫০। স্বতন্ত্র সদস্যদের মধ্যে ৩ জনের মধ্যে দুইজনই (৬৬.৬৭%) নতুন। স্বতন্ত্র ছাড়া অধিকাংশ দলেই অভিজ্ঞরা নির্বাচিত হয়েছেন বেশি।

বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, দশম জাতীয় সংসদের তুলনায় একাদশ জাতীয় সংসদে অভিজ্ঞতার দিক থেকে নবীনের সংখ্যা কম। উল্লেখ্য, দশম জাতীয় সংসদে ১০৮ জন (৩৬%) সংসদ সদস্য প্রথমবারের মত নির্বাচিত হয়েছিলেন।

সারণি-৫৪: নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের বয়সগত পরিসংখ্যান

রাজনৈতিক দল	৪০ বছরের কম বয়সী			৪০-৬০ বছর বয়সী			৬০ বছরের অধিক বয়সী			সকল বয়সী		
	১ম বার	একাধিক বার	মোট	১ম বার	একাধিক বার	মোট	১ম বার	একাধিক বার	মোট	১ম বার	একাধিক বার	মোট
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৬	৬	১২ ৪.৬৫%	২৪	৮০	১০৪ ৪০.৩১%	২৪	১১৮	১৪২ ৫৫.০৩%	৫৪	২০৪	২৫৮
জাতীয় পার্টি	১	১	২ ৯.০৯%	১	৩	৪ ১৮.১৮%	৩	১৩	১৬ ৭২.৭৩%	৫	১৭	২২
বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি	০	০	০	০	১	১ ৩৩.৩৩%	০	২	২ ৬৬.৬৭%	০	৩	৩
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ	০	০	০	০	০	০	০	২	২ ১০০%	-	২	২
বিকল্পধারা বাংলাদেশ	০	০	০	০	১	১ ৫০%	০	১	১ ৫০%	০	২	২
জাতীয় পার্টি-জেপি	০	০	০	০	০	০	০	২	১ ১০০%	-	১	১
বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন	০	০	০	-	০	১ ১০০%	-	-	-	-	১	১
মহাজোট	৭	৭	১৪ ৪.৮৪%	২৫	৮৫	১১০ ৩৮.০৬%	২৭	১৩৮	১৬৫ ৫৭.০৯%	৫৯	২৩০	২৮৯
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	০	০	০	৩	১	৪ ৬৬.৬৭%	-	২	২ ৩৩.৩৩%	৩	৩	৬
গণফোরাম	০	০	০	১ ৫০%	-	১	-	১	১ ৫০%	১	১	২
জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট	০	০	০	৪	১	৫ ৬২.৫%	-	৩	৩ ৩৭.৫%	৪	৪	৮
স্বতন্ত্র	০	০	০	২	১	৩ ১০০%	-	-	-	২	১	৩
সর্বমোট	৭	৭	১৪ ৪.৬৭%	৩১	৮৭	১১৮ ৩৯.৩৩%	২৭	১৪১	১৬৮ ৫৬%	৬৫	২৩৫	৩০০

একাদশ জাতীয় সংসদে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের আমরা বয়সভিত্তিকভাবে তিনটি ভাগ করে করে দেখার চেষ্টা করেছি, বয়সের দিক থেকে অপেক্ষাকৃত তরুণ (৪০ বছরের কম), মধ্য বয়সী (৪০-৬০) এবং প্রবীণদের (৬০ বছরের বেশি) নির্বাচিত হওয়ার হার কেমন।

বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, একাদশ জাতীয় সংসদে বয়সের দিক থেকে প্রবীণরাই দখল করে আছেন সিংহভাগ (৫৬%) আসন। নগণ্য সংখ্যক সদস্য (৪.৬৭%) নির্বাচিত হয়েছেন তরুণদের মধ্য থেকে। মাঝ বয়সীরা এক্ষেত্রে রয়েছেন দ্বিতীয় (৩৯.৩৩%)। জোটগতভাবে মহাজোটেও একই চিত্র দেখা গেলেও জাতীয় ঐক্যফ্রন্টে মধ্য বয়সীদের সংখ্যা (৮ জনের মধ্যে ৫ জন) বেশি।

দশম জাতীয় সংসদে সিংহভাগ অর্থাৎ ৫১% মধ্য বয়সীদের মধ্য থেকে নির্বাচিত হলেও একাদশ জাতীয় সংসদে তা নেমে এসেছে ৩৯.৩৩%-এ। পক্ষান্তরে প্রবীণদের হার দশম জাতীয় সংসদে ৪৪.৩৩% থাকলেও একাদশ জাতীয় সংসদে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৬%-এ। দশম ও একাদশ জাতীয় সংসদে নির্বাচিত তরুণদের সংখ্যা সমান সমান।

সারণি-৫৫: নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতার পরিসংখ্যান

রাজনৈতিক দল	কতবার নির্বাচিত	এসএসসি'র নিচে	এসএসসি	এইচএসসি	স্নাতক	স্নাতকোত্তর	মোট
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	১ম বার	৪	-	৭	১৩	৩০	৫৪
	একাধিকবার	৪	৭	২৩	৯৫	৭৫	২০৪
	মোট	৮ ৩.১০%	৭ ২.৭১%	৩০ ১১.৬২%	১০৮ ৪১.৮৬%	১০৫ ৪০.৭০%	২৫৮
জাতীয় পার্টি	১ম বার	১	০	০	১	৩	৫
	একাধিকবার	২	০	২	৭	৬	১৭
	মোট	৩ ১৩.৬৪%	০	২ ৯.০৯%	৮ ৩৬.৩৬%	৯ ৪০.৯১%	২২
বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি	১ম বার	০	০	০	০	০	০
	একাধিকবার	০	০	১	১	২	৩
	মোট	০	০	০	১ ৩৩.৩৩%	২ ৬৬.৬৭%	৩
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ	১ম বার	০	০	০	০	০	০
	একাধিকবার	০	০	০	১	১	২
	মোট	০	০	০	১ ৫০%	১ ৫০%	২
বিকল্পধারা বাংলাদেশ	১ম বার	০	০	০	০	০	০
	একাধিকবার	০	০	০	২	০	২
	মোট	০	০	০	২ ১০০%	০	২
জাতীয় পার্টি-জেপি	১ম বার	০	০	০	০	০	০
	একাধিকবার	০	০	০	০	১	১
	মোট	০	০	০	০	১ ১০০%	১
বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন	১ম বার	০	০	০	০	০	০
	একাধিকবার	০	০	১	০	০	১
	মোট	০	০	১ ১০০%	০	০	১
মহাজোট	১ম বার	৫	০	৭	১৪	৩৩	৫৯
	একাধিকবার	৬	৭	২৬	১০৬	৮৫	২৩০
	মোট	১১ ৩.৮০%	৭ ২.৪২%	৩৩ ১১.৪২%	১২০ ৪১.৫২%	১১৮ ৪০.৮৩%	২৮৯
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	১ম বার	০	০	২	১	০	৩
	একাধিকবার	০	০	০	১	২	৩
	মোট	০	০	২ ৩৩.৩৩%	২ ৩৩.৩৩%	২ ৩৩.৩৩%	৬
গণফোরাম	১ম বার	১	০	০	০	০	১
	একাধিকবার	০	০	০	০	১	১

	মোট	১ ৫০%	০	০	০	১ ৫০%	২
জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট	১ম বার	১	০	২	১	০	৪
	একাধিকবার	০	০	০	১	৩	৪
	মোট	১ ১২.৫%	০	২ ২৫%	২ ২৫%	৩ ৩৭.৫	৮
স্বতন্ত্র	১ম বার	০	১	০	০	১	২
	একাধিকবার	০	১	০	০	০	১
	মোট	০	২ ৬৬.৬৭%	০	০	১ ৩৩.৩৩%	৩
সর্বমোট	১ম বার	৬	১	৯	১৫	৩৪	৬৫
	একাধিকবার	৬	৮	২৬	১০৭	৮৮	২৩৫
	মোট	১২ ৪%	৯ ৩%	৩৫ ১১.৬৭%	১২২ ৪০.৬৭%	১২২ ৪০.৬৭%	৩০০ ১০০%

শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, নির্বাচিত সংসদ সদস্যের মধ্যে অধিকাংশই (২৪৪ জন বা ৮১.৩৩%) উচ্চ শিক্ষিত (স্নাতক বা স্নাতকোত্তর)। তবে স্বল্প সংখ্যক (২১ জন বা ৭%) স্বল্প শিক্ষিতও (এসএসসি বা তার চেয়ে কম) রয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার দিক থেকে স্বল্প শিক্ষিত ২৫ জনের মধ্যে ১২ জনই মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি না পেরুনো।

উচ্চ শিক্ষিত ২৪৪ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে ২৩৮ জন (৯৭.৫৪%) মহাজোট থেকে এবং ৫ জন (২.০৪%) জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট থেকে নির্বাচিত। অবশিষ্ট ১ জন (০.৪১%) স্বতন্ত্র হিসেবে নির্বাচিত।

স্বল্পশিক্ষিত ২১ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে ১৮ জন (৮৫.৭১%) মহাজোট থেকে এবং ১ জন (৪.৭৬%) জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট থেকে নির্বাচিত। অবশিষ্ট ২ জন (৯.৫২%) স্বতন্ত্র হিসেবে নির্বাচিত।

দলগত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত ২৫৮ জনের মধ্যে ২১৩ জন (৮২.৫৬%) উচ্চ শিক্ষিত ও ১৫ জন (৫.৮১%) স্বল্প শিক্ষিত; জাতীয় পার্টি থেকে নির্বাচিত ২২ জনের মধ্যে ১৭ জন (৭৭.২৭%) উচ্চ শিক্ষিত ও ৩ জন (১৩.৬৪%) স্বল্প শিক্ষিত; বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) থেকে নির্বাচিত ৬ জনের মধ্যে ৪ জন (৬৬.৬৭%) উচ্চ শিক্ষিত ও ২ জন (২%) এইচএসসি; বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি থেকে নির্বাচিত ৩ জন; বিকল্পধারা বাংলাদেশ থেকে নির্বাচিত ২ জন, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ থেকে নির্বাচিত ২ জন এবং জাতীয় পার্টি-জেপি থেকে নির্বাচিত সকলেই উচ্চ শিক্ষিত। গণফোরাম থেকে নির্বাচিত ২ জনের মধ্যে একজন উচ্চ শিক্ষিত এবং একজন স্বশিক্ষিত। স্বতন্ত্র হিসেবে নির্বাচিত ৩ জনের মধ্যে ১ জন উচ্চ শিক্ষিত এবং ২ জন স্বল্প শিক্ষিত।

আর একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, একাধিকবার নির্বাচিতদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষিতের হার বেশি। দেখা যায় যে, প্রথমবার নির্বাচিত ৬৫ জনের মধ্যে ৭৫.৩৯% (৪৯ জন) এবং একাধিকবার নির্বাচিত ২৩৫ জনের মধ্যে ৮২.৯৮% (১৯৫ জন) উচ্চ শিক্ষিত। পক্ষান্তরে প্রথমবার নির্বাচিত ৬৫ জনের মধ্যে ৯.২৩% (৬ জন) এবং একাধিকবার নির্বাচিত ২৩৫ জনের মধ্যে ২.৫৫% (৬ জন) স্বল্প শিক্ষিত। এই বিশ্লেষণ থেকে ধারণা করা অমূলক নয় যে, সংসদ সদস্য পদে মনোনয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার বিষয়টি অতীতের তুলনায় কম গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হচ্ছে। দশম জাতীয় সংসদেও একই ধরনের চিত্র দেখা গিয়েছে।

সারণি-৫৬: নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের পেশাগত অবস্থান

রাজনৈতিক দল	কতবার নির্বাচিত	কৃষি	ব্যবসা	চাকরি	আইনজীবী	গৃহিণী	অন্যান্য	মোট
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	১ম বার	১	৩৬	৪	৭	০	৬	৫৪
	একাধিকবার	৮	১৩৫	৬	২৫	২	২৮	২০৪
	মোট	৯ ৩.৪৯%	১৭১ ৬৬.২৮%	১০ ৩.৮৮%	৩২ ১২.৪০%	২ ০.৭৮%	৩৪ ১৩.১৮%	২৫৮
জাতীয় পার্টি	১ম বার	০	৩	১	০	০	১	৫

	একাধিকবার	০	৯	১	৩	১	৩	১৭
	মোট	০	১২ ৫৪.৫৫%	২ ৯.০৯%	৩ ১৩.৬৩%	১ ৪.৫৫%	৪ ১৮.১৮%	২২
বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি	১ম বার	০	০	০	০	০	০	০
	একাধিকবার	০	১	০	২	০	০	৩
	মোট	০	১ ৩৩.৩৩%	০	২ ৬৬.৬৭%	০	০	৩
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ	১ম বার	০	০	০	০	০	০	০
	একাধিকবার	০	০	০	০	০	২	২
	মোট	০	০	০	০	০	২ ১০০%	২
বিকল্পধারা বাংলাদেশ	১ম বার	০	০	০	০	০	০	০
	একাধিকবার	০	২	০	০	০	০	২
	মোট	০	২ ১০০%	০	০	০	০	২
জাতীয় পার্টি-জেপি	১ম বার	০	০	০	০	০	০	০
	একাধিকবার	০	১	০	০	০	০	১
	মোট	০	১ ১০০%	০	০	০	০	১
বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন	১ম বার	০	০	০	০	০	০	০
	একাধিকবার	০	১	০	০	০	০	১
	মোট	০	১ ১০০%	০	০	০	০	১
মহাজোট	১ম বার	১	৩৯	৫	৭	০	৭	৫৯
	একাধিকবার	৮	১৪৯	৭	৩০	৩	৩৩	২৩০
	মোট	৯ ৪.৭৬%	১৮৮ ৬৫.০৫%	১২ ৪.১৫%	৩৭ ১২.৮০%	৩ ১.০৪%	৪০ ১৩.৮৪%	২৮৯
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	১ম বার	১	২	০	০	০	০	৩
	একাধিকবার	০	২	০	১	০	০	৩
	মোট	১ ১৬.৬৭%	৪ ৬৬.৬৭%	০	১ ১৬.৬৭%	০	০	৬
গণফোরাম	১ম বার	০	১	০	০	০	০	১
	একাধিকবার	০	০	০	০	০	১	১
	মোট	০	১ ৫০%	০	০	০	১ ৫০%	২
জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট	১ম বার	১	৩	০	০	০	০	৪
	একাধিকবার	০	২	০	১	০	১	৪
	মোট	১ ১২.৫%	৫ ৬২.৫%	০	১ ১২.৫%	০	১ ১২.৫%	৮
স্বতন্ত্র	১ম বার	০	২	০	০	০	০	২
	একাধিকবার	০	১	০	০	০	০	১
	মোট	০	৩ ১০০%	০	০	০	০	৩
সর্বমোট	১ম বার	২	৪৪	৫	৭	০	৭	৬৫
	একাধিকবার	৮	১৫২	৭	৩১	৩	৩৪	২৩৫

	মোট	১০ ৩.৩৩%	১৯৬ ৬৫.৩৩%	১২ ৪%	৩৮ ১২.৬৬%	৩ ১০%	৪১ ১৩.৬৭%	৩০০ ১০০%

নির্বাচিত ৩০০ জন সংসদ সদস্যগণের মধ্যে ব্যবসার সাথে সম্পৃক্তদের আধিক্য (১৯৬ জন বা ৬৫.৩৩%) লক্ষ করা যাচ্ছে। পাশাপাশি আইন পেশার সাথে রয়েছেন ৩৮ জন (১২.৬৬%)। পেশা হিসেবে ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত ১৯৬ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে ১৮৮ জন (৯৫.৯১%) মহাজোট থেকে, ৫ জন (২.৬৬%) জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট থেকে নির্বাচিত এবং অবশিষ্ট ৩ জনের সকলেই (১.৫৩%) স্বতন্ত্র হিসেবে নির্বাচিত।

দলগত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত ২৫৮ জনের মধ্যে ১৭১ জন (৬৬.২৭%), জাতীয় পার্টি থেকে নির্বাচিত ২২ জনের মধ্যে ১২ জন (৫৪.৫৪%), বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল থেকে নির্বাচিত ৬ জনের মধ্যে ৪ জন (৬৬.৬৭%), বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি থেকে নির্বাচিত ৩ জনের মধ্যে ১ জন (৩.৩৩%), বিকল্পধারা বাংলাদেশ থেকে নির্বাচিত ২ জনের মধ্যে ২ জন (১০০%), গণফোরাম থেকে নির্বাচিত ২ জনের মধ্যে ১ জন (৫০%), জাতীয় পার্টি-জেপি থেকে নির্বাচিত ১ জন, বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশনের সাথে নির্বাচিত ১ জন (১০০%) এবং স্বতন্ত্র হিসেবে নির্বাচিত ৩ জনই (১০০%) ব্যবসায়ী। পক্ষান্তরে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত ২৫৮ জনের মধ্যে ৩২ জন (১২.৪০%), জাতীয় পার্টি থেকে নির্বাচিত ২২ জনের মধ্যে ৩ জন (১৩.৬৩%), বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) থেকে নির্বাচিত ৬ জনের মধ্যে ১ জন (১৬.৬৭%), বাংলাদেশের ওয়াকার্স পার্টি থেকে নির্বাচিত ৩ জনের মধ্যে ২ জন (৬৬.৬৭%) আইন পেশার সাথে সম্পৃক্ত।

আর একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, প্রথমবার নির্বাচিতদের মধ্যে ব্যবসায়ীর হার বেশি। দেখা যায় যে, প্রথমবার নির্বাচিত ৬৫ জনের মধ্যে ৬৭.৬৯% (৪৪ জন) এবং একাধিকবার নির্বাচিত ২৩৫ জনের মধ্যে ৬৪.৬৮% (১৫২ জন) ব্যবসায়ী। পক্ষান্তরে প্রথমবার নির্বাচিত ৬৫ জনের মধ্যে ১০.৭৬% (৭ জন) এবং একাধিকবার নির্বাচিত ২৩৫ জনের মধ্যে ১৩.১৯% (৩১ জন) আইনজীবী। এই বিশ্লেষণ থেকে ধারণা করা যায় যে, সংসদ সদস্য পদে মনোনয়নের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের প্রাধান্য দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাশাপাশি হ্রাস পাচ্ছে আইনজীবীদের হার।

সারণি-৫৭: নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের আয়ের পরিমাণগত অবস্থা

রাজনৈতিক দল	কতবার নির্বাচিত	কতজন	আয়ের গড় পরিমাণ	মন্তব্য
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	১ম বার	৫৪	১,০৫,৪১,১৪৪.০৬	
	একাধিকবার	২০৪	১,৫০,৭৯,৬৬০.৮১	
	মোট	২৫৮	১,৪১,২৯,৭৩৮.৭০	
জাতীয় পার্টি	১ম বার	৫	১,৭২,৮২,৮৩৩.৪০	
	একাধিকবার	১৭	১,০২,৬৬,৫১৩.৮৮	
	মোট	২২	১,১৮,৬১,১৩১.৯৬	
বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি	১ম বার	০	০	
	একাধিকবার	৩	২৫৪০৩৮৬.০০	
	মোট	৩	২৫,৪০,৩৮৬.০০	
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ	১ম বার	০	০	
	একাধিকবার	২	৩১,২২,৯৭৪.০০	
	মোট	২	৩১,২২,৯৭৪.০০	
বিকল্পধারা বাংলাদেশ	১ম বার	০	০	
	একাধিকবার	২	২,৮৩,৫১,২৯৯.৫০	
	মোট	২	২,৮৩,৫১,২৯৯.৫০	
জাতীয় পার্টি-জেপি	১ম বার	০	০	
	একাধিকবার	১	৪৩,২৯,৭৯৫.০০	
	মোট	১	৪৩,২৯,৭৯৫.০০	
বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন	১ম বার	০	০	
	একাধিকবার	১	১৫,১৭,৯৩৬.০০	
	মোট	১	১৫,১৭,৯৩৬.০০	
মহাজোট	১ম বার	৫৯	১,১১,১২,৪৭৩.৬৬	

	একাধিকবার	২৩০	১,৪৪,৬৬,০৮২.৫১	
	মোট	২৮৯	১,৩৭,৮১,৪৩৫.৭২	
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	১ম বার	৩	২৫,০৭,৯৭৭.০০	
	একাধিকবার	৩	২৩,০৭,৩২৬.৩৩	
	মোট	৬	২৪,০৭,৬৫১.৬৭	
গণফোরাম	১ম বার	১	০	
	একাধিকবার	১	৬,৬২,৪০০.০০	
	মোট	২	৩,৩১,২০০.০০	
জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট	১ম বার	৪	১৮,৮০,৯৮২.৭৫	
	একাধিকবার	৪	১৮,৯৬,০৯৪.৭৫	
	মোট	৮	১৮,৮৮,৫৩৮.৭৫	
স্বতন্ত্র	১ম বার	২	১,১২,৩৬,৫০৫.০০	
	একাধিকবার	১	১,৬২,৯৪,৬০৩.০০	
	মোট	৩	১,২৯,২২,৫৩৭.৬৭	
সর্বমোট	১ম বার	৬৫	১,০৫,৪৮,১৯৮.২৬	
	একাধিকবার	২৩৫	১,৪২,৫৯,৯০৬.২১	
	মোট	৩০০	১,৩৪,৫৫,৭০২.৮২	

প্রার্থী ও প্রার্থীর ওপর নির্ভরশীলদের আয়ের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ৩০০ জন নির্বাচিত সংসদ সদস্য গড়ে ১,৩৪,৫৫,৭০২.৮২ টাকা আয় করেন। মহাজোট থেকে নির্বাচিতদের গড় আয় ১,৩৭,৮১,৪৩৫.৭২ টাকা, জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট থেকে নির্বাচিতদের গড় আয় ১৮,৮৮,৫৩৮.৭৫ টাকা এবং স্বতন্ত্র হিসেবে নির্বাচিতদের গড় আয় ১,২৯,২২,৫৩৭.৬৭ টাকা। মহাজোট, জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট ও স্বতন্ত্র হিসেবে নির্বাচিতদের মধ্যে মহাজোট থেকে নির্বাচিতদের গড় আয় বেশি এবং জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট থেকে নির্বাচিতদের গড় আয় সবচেয়ে কম। বিশ্লেষণ থেকে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, আয় বৃদ্ধির প্রবণতাটি ক্ষমতার সাথে সম্পর্কিত।

দলগতভাবে বিকল্পধারা বাংলাদেশ থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের গড় আয় সবচেয়ে বেশি (২,৮৩,৫১,২৯৯.৫০ টাকা) এবং বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্যের আয় সবচেয়ে কম (১৫,১৭,৯৩৬.০০ টাকা)।

নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের আয়ের অবস্থা দেখে ধারণা করা যায় যে, সংসদ সদস্যরা অধিকাংশই অধিক আয়কারী।

সর্বোচ্চ আয়কারী সংসদ সদস্যদের তথ্য নিম্নে প্রদত্ত হলো।

সারণি-৫৮: সর্বোচ্চ আয়কারী দশজন সংসদ সদস্য

ক্রম	সংসদ সদস্যের নাম	দল	আসন	পেশা	আয়
১.	গোলাম দস্তগীর গাজী	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নারায়ণগঞ্জ-১	ব্যবসা	৩৭,৪৯,৫০,০০০
২.	ড. মহিউদ্দীন খান আলমগীর	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	চাঁদপুর-১	অন্যান্য	১৬,৫৮,৩৮,৭৩৩
৩.	নুরুন্নবী চৌধুরী	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	ভোলা-৩	ব্যবসা	১৬,১৮,৬৭,৮৯৬
৪.	আব্দুল মমিন মন্ডল	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	সিরাজগঞ্জ-৫	ব্যবসা	১৩,৭৭,৮৭,৭৬৬
৫.	শেখ ফজলে নূর তাপস	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	ঢাকা-১০	আইনজীবী	১১,৫৫,১৪,৩৮৪
৬.	মোরশেদ আলম	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নোয়াখালী-২	ব্যবসা	১০,৬১,৯৮,৭৮৯
৭.	সালমান ফজলুর রহমান	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	ঢাকা-১	ব্যবসা	৯,৩৪,৭৭,৬২৮
৮.	মোহাম্মদ এবাদুল করিম	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৫	ব্যবসা	৯,২৫,৭৬,২৩৮
৯.	আ হ ম মুস্তফা কামাল	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	কুমিল্লা-১০	ব্যবসা	৯,০২,১২,৪৬৫
১০.	আনিসুল হক	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৪	আইনজীবী	৮,০৬,০০,২১২

সারণি-৫৯: নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের সম্পদের পরিমাণগত অবস্থা				
রাজনৈতিক দল	**কতবার নির্বাচিত**	**কতজন**	**সম্পদের গড় পরিমাণ (টাকা)**	**মন্তব্য**
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	১ম বার	৫৪	১৯,১২,৫০,০৮৬.১০	
	একাধিকবার	২০৪	১৯,০৮,৭৯,৫৩৪.৪০	
	মোট	২৫৮	১৯,০৯,৫৭,০৯১.৭৪	
জাতীয় পার্টি	১ম বার	৫	৯,৪৯,৬৫,৯৮৫.০০	
	একাধিকবার	১৭	২২৩৫৯৯২৭১.৬০	
	মোট	২২	১৯,৪৩,৬৪,৪৩৩.৭৩	
বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি	১ম বার	০	০	
	একাধিকবার	৩	২,০২,৯৮,০১০.৬৭	
	মোট	৩	২,০২,৯৮,০১০.৬৭	
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)	১ম বার	০	০	
	একাধিকবার	২	২,৬২,৩২,০৭৩.০০	
	মোট	২	২,৬২,৩২,০৭৩.০০	
বিকল্পধারা বাংলাদেশ	১ম বার	০	০	
	একাধিকবার	২	৩২,৪৯,৬৭,৯৮০.৫০	
	মোট	২	৩২,৪৯,৬৭,৯৮০.৫০	
জাতীয় পার্টি (জেপি)	১ম বার	০	০	
	একাধিকবার	১	২৯,০১,০৭,৩৬৩.০০	
	মোট	১	২৯,০১,০৭,৩৬৩.০০	
বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন	১ম বার	০	০	
	একাধিকবার	১	১,৪১,৯৫,৫৭৩.০০	
	মোট	১	১,৪১,৯৫,৫৭৩.০০	
মহাজোট	১ম বার	৫৯	১৮,৩০,৯০,৪১৬.৬১	
	একাধিকবার	২৩০	১৯,০৪,৭০,৪৭৭.০১	
	মোট	২৮৯	১৮,৮৯,৬৩,৮২১.০৬	
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	১ম বার	৩	৫,১৮,৭৯,১৫১.৬৭	
	একাধিকবার	৩	৩,৫২,৪২,৯৬৩.৩৩	
	মোট	৬	৪,৩৫,৬১,০৫৭.৫০	
গণফোরাম	১ম বার	১	৩,০০,০০০.০০	
	একাধিকবার	১	১,৯০,৬৩,১৫৭.০০	
	মোট	২	৯৬,৮১,৫৭৮.৫০	
জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট	১ম বার	৪	৩,৮৯,৮৪,৩৬৩.৭৫	
	একাধিকবার	৪	৩,১১,৯৮,০১১.৭৫	
	মোট	৮	৩,৫০,৯১১,৮৭.৭৫	
স্বতন্ত্র	১ম বার	২	৪৫,২০,৯৯,৭১৪.৫০	
	একাধিকবার	১	১৫,৩৩,৬৮,৭৪৮.০০	
	মোট	৩	৩৫,২৫,২২,৭২৫.৬৭	
সর্বমোট	১ম বার	৬৫	১৮,২৪,৯৯,৫৬০.৮৯	
	একাধিকবার	২৩৫	১৮,৭৬,০১,৫৭৬.৬২	
	মোট	৩০০	১৮,৬৪,৯৬,১৩৯.৮৮	

প্রার্থী ও প্রার্থীর ওপর নির্ভরশীলদের সম্পদের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ৩০০ জন নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের গড় সম্পদের পরিমাণ ১৮,৬৪,৯৬,১৩৯.৮৮ টাকা। মহাজোট থেকে নির্বাচিত ২৩৪ জনের গড় সম্পদ ১৮,৮৯,৬৩,৮২১.০৬ টাকা; জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের গড় সম্পদের পরিমাণ ৩,৫০,৯১১,৮৭.৭৫ টাকা এবং স্বতন্ত্র হিসেবে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের গড় সম্পদের পরিমাণ ৩৫,২৫,২২,৭২৫.৬৭ টাকা। মহাজোট, জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট ও স্বতন্ত্র হিসেবে নির্বাচিতদের মধ্যে মহাজোট থেকে নির্বাচিতদের গড়

সম্পদ হিসেব করলে দেখা যায় যে, স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যদের গড় সম্পদের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি এবং জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট থেকে নির্বাচিতদের গড় সম্পদ সবচেয়ে কম।

বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, স্বতন্ত্র হিসেবে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের গড় সম্পদ সব চেয়ে বেশি (৩৫,২৫,২২,৭২৬ টাকা) এবং গণফোরাম থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের গড় সম্পদ সবচেয়ে কম (৯৬,৮১,৫৭৯)।

সারণি-৬০: সর্বোচ্চ সম্পদশালী দশজন সংসদ সদস্য

ক্রম	সংসদ সদস্যের নাম	দল	আসন	পেশা	নিট সম্পদ
১.	গোলাম দস্তগীর গাজী	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নারায়ণগঞ্জ-১	ব্যবসা	৮২৫৫৬০২১৪০
২.	সালমান ফজলুর রহমান	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	ঢাকা-১	ব্যবসা	৩,২০,৯৭,২৭,৪৮৭
৩.	ইউসুফ আব্দুল্লাহ হারুন	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	কুমিল্লা-৩	ব্যবসা	২,০২,৮০,৮৮,৫২২
৪.	আ হ ম মুস্তফা কামাল	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	কুমিল্লা-১০	ব্যবসা	১,৯৮,৭৭,৭২,৫২৬
৫.	হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ	জাতীয় পার্টি	রংপুর-৩	অন্যান্য	১,৮৭,৬১,৭৩,৯১১
৬.	আনোয়ার হোসেন খান	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	লক্ষীপুর-১	ব্যবসা	১,৬৯,০৫,৫০,৮৫৯
৭.	সেলিনা আহমাদ	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	কুমিল্লা-২	ব্যবসা	১,৬২,৬৬,০৪,৭২২
৮.	শেখ ফজলে নূর তাপস	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	ঢাকা-১০	আইনজীবী	১,৩১,৬৪,২৩,৭৩১
৯.	মোরশেদ আলম	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নোয়াখালী-২	ব্যবসা	১,২৭,৩৮,৪৩,৬৫৭
১০.	আব্দুস সালাম মূর্শেদী	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	খুলনা-৪	ব্যবসা	১,২০,৭৩,৪২,০৮৬

অর্থাৎ, নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের সম্পদের পরিমাণ দেখে ধারণা করা যায় যে, অধিকাংশ সংসদ সদস্যই উচ্চবিত্তের অধিকারী।
সর্বোচ্চ সম্পদের অধিকারী সংসদ সদস্যের তথ্য নিম্নে প্রদত্ত হলো।

সারণি-৬১: নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের মামলা সংক্রান্ত তথ্য

রাজনৈতিক জোট/ দল	বর্তমান মামলা	অতীত মামলা	বর্তমানে ৩০২ ধারায় মামলা	অতীতে ৩০২ ধারায় মামলা	উভয় সময়েই মামলা	উভয় সময়েই ৩০২ ধারায় মামলা	মোট প্রার্থী
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	১৪ ৫.৪৩%	১০১ ৩৯.১৫%	১ ০.৩৯%	২৮ ১০.৮৫%	১০ ৩.৮৮%	১ ০.৩৯%	২৫৮
জাতীয় পার্টি	৩ ১৩.৬৪%	১১ ৫০%	১ ৪.৫৫%	২ ৯.০৯%	২ ৯.০৯%	০	২২
বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি	০	৩ ১০০%	০	২ ৬৬.৬৭%	০	০	৩
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ	১ ৫০%	২ ১০০%	১ ৫০%	০	১ ৫০%	০	২
বিকল্পধারা বাংলাদেশ	১ ৫০%	১ ৫০%	০	০	১ ৫০%	০	২
জাতীয় পার্টি-জেপি	০	০	০	০	০	০	১
বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন	০	০	০	০	০	০	১
মহাজোট	১৯ ৬.৫৭%	১১৮ ৪০.৮৩%	৩ ১.০৩%	৩২ ১১.০৭%	১৪ ৪.৮৪%	১ ০.৩৪%	২৮৯ ১০০%
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	২ ৩৩.৩৩%	৪ ৬৬.৬৭%	১ ১৬.৬৭%	১ ১৬.৬৭%	১ ১৬.৬৭%	১ ১৬.৬৭%	৬
গণফোরাম	০	১	০	০	০	০	২

		৫০%					
জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট	২ ২৫%	৫ ৬২.৫%	১ ১২.৫%	১ ২৫%	২ ২৫%	১ ১২.৫%	৮ ১০০%
স্বতন্ত্র	০ ০%	১ ৩৩.৩৩%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৩ ১০০%
সর্বমোট	২১ ৭%	১২৪ ৪১.৩৩%	৪ ১.৩৩%	৩৩ ১১%	১৬ ৫.৩৩%	২ ০.৬৬%	৩০০ ১০০%

৩০০ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে ২১ জনের (৭%) বিরুদ্ধে বর্তমানে মামলা আছে, অতীতে মামলা ছিল ১২৪ জনের (৪১.৩৩%) বিরুদ্ধে, অতীত ও বর্তমানে উভয় সময়ে মামলা ছিল বা রয়েছে এমন সংসদ সদস্যের সংখ্যা ১৬ জন (৫.৩৩%)। ৩০২ ধারায় বর্তমানে মামলা আছে ৪ জনের (১.৩৩%) বিরুদ্ধে, অতীতে ছিল ৩৩ জনের (১১%), উভয় সময়ে আছে বা ছিল ২ জনের (০.৬৬%) বিরুদ্ধে।

বর্তমান মামলা: মহাজোট থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের মধ্যে বর্তমান মামলা রয়েছে শতকরা ৬.৫৭% (১৯ জন) এবং জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের মধ্যে শতকরা ২৫% (২ জন)। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত ২৫৮ জনের মধ্যে শতকরা মাত্র ৫.৪৩% (১৪ জনের) বিরুদ্ধে বর্তমানে মামলা রয়েছে; অপর দিকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল থেকে নির্বাচিত ৬ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে বর্তমান মামলার শতকরা হার ৩৩.৩৩% (২ জন)।

অতীত মামলা: মহাজোট থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের মধ্যে অতীতে মামলা ছিল শতকরা ৪০.৮৩% (১১৮ জন) এবং জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের মধ্যে এই হার ছিল শতকরা ৬২.৫% (৫ জন)। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত ২৫৮ জনের মধ্যে শতকরা ৩৯.১৫% (১০১ জনের) বিরুদ্ধে অতীতে মামলা ছিল; অপর দিকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল থেকে নির্বাচিত ৬ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে অতীত মামলার শতকরা হার ৬৬.৬৭% (৪ জন)।

উভয় সময়ে মামলা: মহাজোট থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের মধ্যে উভয় সময়ে মামলা আছে বা ছিল শতকরা ৪.৮৪% (১৪ জন) এবং জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের মধ্যে এই হার শতকরা ২৫ (২ জন)। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত ২৫৮ জনের মধ্যে উভয় সময়ে মামলার শতকরা হার ছিল ৩.৮৮% (১০ জন)। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল থেকে নির্বাচিত ৬ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে উভয় সময়ে মামলার শতকরা হার ১৬.৬৭% (১ জন)।

৩০২ ধারায় বর্তমান মামলা: মহাজোট থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের মধ্যে ৩০২ ধারায় বর্তমান মামলার হার শতকরা ১.০৩% (৩ জন) এবং জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের মধ্যে এই হার শতকরা ১২.৫% (১ জন)। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত ২৫৮ জনের মধ্যে ৩০২ ধারায় বর্তমান মামলার হার শতকরা ০.৩৯% (১ জন)। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল থেকে নির্বাচিত ৬ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে ৩০২ ধারায় বর্তমান মামলার হার শতকরা ১৬.৬৭% (১ জন)।

৩০২ ধারায় অতীত মামলা: মহাজোট থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের মধ্যে ৩০২ ধারায় অতীত মামলার হার শতকরা ১১.০৭% (৩২ জন) এবং জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের মধ্যে এই হার শতকরা ১২.৫% (১ জন)। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত ২৫৮ জনের মধ্যে ৩০২ ধারায় অতীত মামলার হার শতকরা ১০.৮৫% (২৮ জন)। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল থেকে নির্বাচিত ৬ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে ৩০২ ধারায় অতীত মামলার হার শতকরা ১৬.৬৭% (১ জন)।

৩০২ ধারায় উভয় সময়ে মামলা: মহাজোট থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের মধ্যে ৩০২ ধারায় উভয় সময়ে মামলার হার শতকরা ০.৩৪% (১ জন) এবং জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের মধ্যে এই হার শতকরা ১২.৫% (১ জন)। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত ২৫৮ জনের মধ্যে ৩০২ ধারায় উভয় সময়ে মামলার শতকরা হার ছিল ০.৩৯% (১ জন)। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল থেকে নির্বাচিত ৬ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে ৩০২ ধারায় উভয় সময়ে মামলার শতকরা হার ১৬.৬৭% (১ জন)।

একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, সকল ধরনের মামলার ক্ষেত্রেই মহাজোট থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের তুলনায় জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট থেকে নির্বাচিতদের মামলা সংশ্লিষ্টতা বেশি (শতকরা হারে)। অনুরূপভাবে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের তুলনায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের মামলা সংশ্লিষ্টতা বেশি।

মহাজোট থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের মধ্যে বর্তমান মামলার হার অতীত মামলার তুলনায় অনেক কম। জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের মধ্যে একই ধারা লক্ষণীয় হলেও বাংলাদেশ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের তুলনায় তা অনেক বেশি। অনেক দিন ধরে ক্ষমতাসীন থাকার ফলে বর্তমান মামলার সঙ্গে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের সংশ্লিষ্টতা কম বলে আমরা মনে করি।

সারণি-৬২: সংরক্ষিত নারী সংসদ সদস্যদের শিক্ষা, পেশা, মামলা ও সম্পদের চিত্র

ক্ষেত্র	নির্দেশক	রাজনৈতিক দল					
		আওয়ামী লীগ	জাতীয় পার্টি	বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	স্বতন্ত্র	মোট
শিক্ষা	স্নাতকোত্তর	১৭ (৩৯.৫৩%)	৩ (৭৫%)	১ (১০০%)	১ (০%)	০ (০%)	২২ (৪৪%)
	স্নাতক	১৫ (৩৪.৮৮%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	১ (১০০%)	১৬ (৩২%)
	এইচএসসি	৫ (১১.৮৩%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	৫ (১০%)
	এসএসসি	২ (৪.৬৫%)	১ (২৫%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	৩ (৬%)
	এসএসসি'র নিচে	৪ (৯.৩০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	৪ (৮%)
	মোট সংসদ সদস্য	**৪৩ (৮৬%)**	**৪ (৮%)**	**১ (২%)**	**১ (২%)**	**১ (২%)**	৫০ ১০০%
পেশা	ব্যবসা	১৫ (৩৪.৮৮%)	৩ (৭৫%)	০ (০%)	০ (০%)	১ (১০০%)	১৯ (৩৮%)
	কৃষি	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)
	চাকরি	৫ (১১.৬৩%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	৫ (১০%)
	আইনজীবী	৫ (১১.৬৩%)	০ (০%)	০ (০%)	১ (১০০%)	০ (০%)	৬ (১২%)
	গৃহিণী	৫ (১১.৬৩%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	৫ (১০%)
	অন্যান্য	১১ (২৫.৫৮%)	১ (২৫%)	১ (১০০%)	০ (০%)	০ (০%)	১৩ (২৬%)
	উল্লেখ নেই	২ (৪.৬৫%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	২ (৪%)
	মোট সংসদ সদস্য	**৪৩ (৮৬%)**	**৪ (৮%)**	**১ (২%)**	**১ (২%)**	**১ (২%)**	৫০ (১০০%)
মামলা	বর্তমান	০ (০%)	১ (২৫%)	০ (০%)	১ (১০০%)	০ (০%)	২ (৪%)
	অতীত	১ (২.৩৩%)	১ (২৫%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	২ (৪%)
	মোট সংসদ সদস্য	**৪৩ (৮৬%)**	**৪ (৮%)**	**১ (২%)**	**১ (২%)**	**১ (২%)**	৫০ (১০০%)
সম্পদ	৫ কোটি টাকার ওপর	৫ (১১.৬৩%)	১ (২৫%)	০ (০%)	০ (০%)	১ (১০০%)	৭ (১৪%)
	১ থেকে ৫ কোটি টাকা	১৪ (৩২.৫৬%)	১ (২৫%)	১ (১০০%)	০ (০%)	০ (০%)	১৬ (৩২%)

	৫০ লক্ষ থেকে ১ কোটি টাকা	৯ (২০.৯৩%)	১ (২৫%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	১০ (২০%)
	২৫ লক্ষ থেকে ৫০ লক্ষ টাকা	৮ (১৮.৬০%)	১ (২৫%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	৯ (১৮%)
	৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা	৬ (১৩.৯৫%)	০ (০%)	০ (০%)	১ (১০০%)	০ (০%)	৭ (১৪%)
	৫ লক্ষের নিচে	১ (২.৩৩%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	১ (২%)
	মোট	**৪৩ (৮৬%)**	**৪ (৮%)**	**১ (২%)**	**১ (২%)**	**১ (২%)**	**৫০ (১০০%)**

শিক্ষাগত যোগ্যতা: শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, নির্বাচিত সংরক্ষিত আসনের ৫০ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে অধিকাংশই (৩৮ জন বা ৭৬%) উচ্চ শিক্ষিত (স্নাতক বা স্নাতকোত্তর)। তবে ৭ জন (১৪%) স্বল্প শিক্ষিতও (এসএসসি বা তার চেয়ে কম) রয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার দিক থেকে স্বল্প শিক্ষিত ৭ জনের মধ্যে ৪ জনই (৫৭.১৪%) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি না পেরুনো।

উচ্চ শিক্ষিত ৩৮ জন সংরক্ষিত আসনের সংসদ সদস্যের মধ্যে ৩২ জন (৮৪.২১%) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ৩ জন (৭.৯০%) জাতীয় পার্টি, ১ জন (২.৬১%) বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি, ১ জন (২.৬১%) বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল এবং ১ জন (২.৬১%) স্বতন্ত্র হিসেবে নির্বাচিত।

স্বল্প শিক্ষিত ৭ জন সংরক্ষিত আসনের সংসদ সদস্যের মধ্যে ৬ জনই (৮৫.৭১%) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত। অবশিষ্ট ১ জন (১৪.২৯%) জাতীয় পার্টি থেকে নির্বাচিত।

দলগত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত ৪৩ জনের মধ্যে ৩২ জন (৭৪.৪২%) উচ্চ শিক্ষিত ও ৬ জন (১৩.৯৫%) স্বল্প শিক্ষিত; জাতীয় পার্টি থেকে নির্বাচিত ৪ জনের মধ্যে ৩ জন (৭৫%) উচ্চ শিক্ষিত ও ১ জন (২৫%) স্বল্প শিক্ষিত। বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল এবং স্বতন্ত্র হিসেবে নির্বাচিত ৩ জনের সকলেই (১০০%) উচ্চ শিক্ষিত।

বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, উচ্চ শিক্ষিতদের মধ্যে যেমন আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত হওয়ার হার বেশি; তেমনি স্বল্প শিক্ষিতদের মধ্যেও আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত হওয়ার হার বেশি।

পেশা: পেশার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, নির্বাচিত সংরক্ষিত আসনের ৫০ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে ১৯ জন (৩৮%) ব্যবসা, ৬ জন (১২%) আইন এবং অবশিষ্ট ২৫ জন (৫০%) বিবিধ পেশার সাথে সম্পৃক্ত।

ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত ১৯ জন সংরক্ষিত আসনের সংসদ সদস্যের মধ্যে ১৫ জন (৩৮.৯৫%) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং ৩ জন (১৫.৭৯%) জাতীয় পার্টির সাথে সম্পৃক্ত। অবশিষ্ট ১ জন (৫.২৬%) স্বতন্ত্র হিসেবে নির্বাচিত। পাশাপাশি আইন পেশার সাথে সম্পৃক্ত ৬ জন সংরক্ষিত আসনের সংসদ সদস্যের মধ্যে ৫ জন (৮৩.৩৩%) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে এবং ১ জন (১৬.৬৭%) বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল থেকে নির্বাচিত।

একক পেশার ক্ষেত্রে সংরক্ষিত আসনের প্রার্থীরা ব্যবসায় এগিয়ে।

মামলা: নির্বাচিত সংরক্ষিত আসনের ৫০ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে মাত্র ৩ জনের (৬%) বিরুদ্ধে ফোজদারি মামলার সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত ১ জনের বিরুদ্ধে অতীতে মামলা ছিল। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল থেকে নির্বাচিত সংরক্ষিত আসনের একজন সদস্যের বিরুদ্ধে বর্তমানে ৩টি মামলা রয়েছে। জাতীয় পার্টির একজন সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে বর্তমানে মামলা আছে ও অতীতেও ছিল।

সম্পদ: নির্বাচিত সংরক্ষিত আসনের ৫০ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে ২৩ জনের (৪৬%) কোটি টাকার অধিক এবং ১ জনের (২%) ৫ লক্ষ টাকার কম সম্পদ রয়েছে।

২৩ জন কোটি টাকার অধিক সম্পদের মালিকের মধ্যে ১৯ জন (৮২.৬০%) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ২ জন (৮.৭০%) জাতীয় পার্টি, ১ জন বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি (৪.৩৪%) ও ১ জন (৪.৩৪%) বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল থেকে এবং ১ জন (৪.৩৪%) স্বতন্ত্র হিসেবে নির্বাচিত।

সাধারণ আসন থেকে নির্বাচিত নারী সংসদ সদস্যদের শিক্ষা, পেশা, মামলা ও সম্পদের চিত্র

দশম জাতীয় সংসদে ১৯ জন নারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে নির্বাচিত হন। তাদের শিক্ষা, পেশা, মামলা ও সম্পদের চিত্র নিম্নে প্রদত্ত হলো।

সারণি-৬৩: শিক্ষাগত যোগ্যতা

রাজনৈতিক জোট/ দল	এসএসসি'র নিচে	এসএসসি	এইচএসসি	স্নাতক	স্নাতকোত্তর	মোট প্রার্থী	মন্তব্য
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	১ ৬.৬৬%	০ ০.০%	১ ৬.৬৬%	৭ ৪৬.৭%	৬ ৪০%	**১৫**	
জাতীয় পার্টি	১ ৩৩.৩%	০ ০.০%	০ ০.০%	১ ৩৩.৩%	১ ৩৩.৩%	**৩**	
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)	০ ০.০%	০ ০.০%	০ ০.০%	০ ০.০%	১ ১০০%	**১**	
সর্বমোট	**২** **১০.৫%**	**০** ০.০%	**১** **৫.২৬%**	**৮** **৪২.১%**	**৮** **৪২.১০%**	**১৯**	

শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, নির্বাচিত সাধারণ আসনের ১৯ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে অধিকাংশই (১৬ জন বা ৮৪.২১%) উচ্চ শিক্ষিত (স্নাতক বা স্নাতকোত্তর)। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার দিক থেকে স্বল্প শিক্ষিত অর্থাৎ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি না পেরুনো আছেন ২ জন (১০.৫২%)।

উচ্চ শিক্ষিত ১৬ জন সাধারণ আসনের সংসদ সদস্যের মধ্যে ১৩ জন (৮১.২৫%) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ২ জন (১২.৫%) জাতীয় পার্টি এবং ১ জন (৬.২৫%) জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) থেকে নির্বাচিত।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি না পেরুনো ২ জনের ১ জন (৫০%) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং ১ জন (৫০%) জাতীয় পার্টি থেকে নির্বাচিত।

দলগত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত ১৫ জনের মধ্যে ১৩ জন (৮৬.৬৬%) উচ্চ শিক্ষিত, ১ জন (৬.৬৬%) এইচএসসি এবং ১ জন (৬.৬৬%) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি না পেরুনো। জাতীয় পার্টি থেকে নির্বাচিত ৩ জনের মধ্যে ২ জন (৬৬.৬৬%) উচ্চ শিক্ষিত ও ১ জন (৬৬.৬৬%) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি না পেরুনো। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) থেকে নির্বাচিত ১ জন (১০০%) উচ্চ শিক্ষিত।

বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, উচ্চ শিক্ষিতদের নির্বাচিত হওয়ার হার সব দলেই সকল দলেই বেশি।

সারণি-৬৪: পেশা সংক্রান্ত তথ্য

রাজনৈতিক জোট/দল	কৃষি	ব্যবসা	চাকরি	আইনজীবী	গৃহিণী	অন্যান্য	উল্লেখ নেই	মোট প্রার্থী	মন্তব্য
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	০ ০.০%	৪ ২৬.৭%	০ ০.০%	২ ১৩.৩%	৩ ২০%	৬ ৪০%	০ ০.০%	**১৫**	
জাতীয় পার্টি	০ ০.০%	**১** ৩৩.৩%	০ ০.০%	০ ০.০%	০ ০.০%	**১** ৩৩.৩%	**১** ৩৩.৩%	**৩**	
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)	০ ০.০%	০ ০.০%	০ ০.০%	০ ০.০%	০ ০.০%	**১** ১০০%	০ ০.০%	**১**	
সর্বমোট	**০** ০.০%	**৫** **২৬.৩%**	**০** ০.০%	**২** **১০.৫%**	**৩** **১৫.৮%**	**৭** **৩৬.৮%**	**১** **৫.২৬%**	**১৯**	

পেশার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, নির্বাচিত সাধারণ আসনের ১৯ জন নারী সংসদ সদস্যের মধ্যে ৫ জন (২৬.৩%) ব্যবসায়ী, ২ জন (১০.৫%) আইনজীবী, ৩ জন (১৫.৮%) গৃহিণী এবং ৭ জন (৩৬.৮%) বিবিধ পেশার সাথে সম্পৃক্ত।

ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত ৫ জন সাধারণ আসনের সংসদ সদস্যের মধ্যে ৪ জন (৮০%) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত এবং ১ জন (২০%) জাতীয় পার্টির সাথে সম্পৃক্ত। আইন পেশার সাথে সম্পৃক্ত ২ জনই (১০০%) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত।

একক পেশার ক্ষেত্রে সাধারণ আসন থেকে প্রার্থীরা ব্যবসায় এগিয়ে।

সারণি-৬৫: মামলা সংক্রান্ত তথ্য								
রাজনৈতিক জোট/দল	বর্তমান মামলা	অতীত মামলা	বর্তমানে ৩০২ ধারায় মামলা	অতীতে ৩০২ ধারায় মামলা	উভয় সময়েই মামলা	উভয় সময়েই ৩০২ ধারায় মামলা	মোট প্রার্থী	মন্তব্য
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	০ ০.০%	৪ ২৬.৭%	০ ০.০%	১ ৬.৬৬	০ ০.০%	০ ০.০%	**১৫**	
জাতীয় পার্টি	১ ৩৩.৩%	১ ৩৩.৩%	০ ০.০%	০ ০.০%	১ ৩৩.৩%	০ ০.০%	**৩**	
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)	০ ০.০%	০ ০.০%	০ ০.০%	০ ০.০%	০ ০.০%	০ ০.০%	**১**	
সর্বমোট	**১** **৫.২৬%**	**৫** **২৬.৩%**	**০** ০.০%	**১** **৫.২৬%**	**১** **৫.২৬%**	**০** ০.০%	**১৯**	

নির্বাচিত সাধারণ আসনের **১৯** জন নারী সংসদ সদস্যের মধ্যে মাত্র ৫ জনের (২৬.৩%) মামলা সংশ্লিষ্টতা ছিল। **১৯** জন নারী সংসদ সদস্যের মধ্যে **১** জনের (৫.২৬%) বিরুদ্ধে বর্তমানে, ৫ জনের (২৬.৩%) বিরুদ্ধে অতীতে এবং **১** জনের (৫.২৬%) বিরুদ্ধে উভয় সময়ে মামলা ছিল। ৩০২ ধারায় অতীতে মামলা ছিল **১** জনের (৫.২৬%) বিরুদ্ধে।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত **১৫** জনের মধ্যে ৪ জনের (২৬.৭%) বিরুদ্ধে অতীতে মামলা ছিল। এর মধ্যে **১** জনের বিরুদ্ধে ছিল ৩০২ ধারায় মামলা।

সারণি-৬৬: প্রার্থী সম্পদের তথ্য									
রাজনৈতিক জোট/দল	৫ লক্ষের নিচে	৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	উল্লেখ নেই	মোট প্রার্থী	মন্তব্য
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	**১** ৬.৬৬%	০ ০.০%	০ ০.০%	৩ ২০%	৯ ৬০%	২ ১৩.৩%		**১৫**	
জাতীয় পার্টি	০ ০.০%	০ ০.০%	০ ০.০%	০ ০.০%	০ ০.০%	৩ ১০০%		**৩**	
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)	০ ০.০%	০ ০.০%	০ ০.০%	**১** ১০০%	০ ০.০%	০ ০.০%		**১**	
সর্বমোট	**১** **৫.২৬%**	**০** ০.০%	**০** ০.০%	**৪** **২১.০৫%**	**৯** **৪৭.৪%**	**৫** **২৬.৩%**		**১৯**	

নির্বাচিত সাধারণ আসনের **১৯** জন নারী সংসদ সদস্যের মধ্যে **১৪** জনের (৭৩.৬৮%) কোটি টাকার অধিক এবং **১** জনের (৫.২৬%) ৫ লক্ষ টাকার কম সম্পদ রয়েছে।

১৪ জন কোটি টাকার অধিক সম্পদের মালিকের মধ্যে **১১** জন (৭৮.৫৭%) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং অবশিষ্ট ৩ জন (২১.৪৩%) জাতীয় পার্টি থেকে নির্বাচিত। ৫ লক্ষ টাকার কম সম্পদের মালিক একজন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত **১৫** জনের মধ্যে **১১** জনই (৭৩.৩৩%) কোটি টাকার অধিক সম্পদের মালিক। জাতীয় পার্টি থেকে নির্বাচিত ৩ জনই (১০০%) কোটি টাকার অধিক সম্পদের মালিক।

ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের শিক্ষা, পেশা, মামলা ও সম্পদের চিত্র

একাদশ জাতীয় সংসদে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থেকে মোট ১৮ জন নির্বাচিত হয়। এরা সকলেই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত হন। এই সংসদ সদস্যদের কিছু তথ্যের বিশ্লেষণ নিম্নে তুলে ধরা হলো।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থেকে নির্বাচিত ১৮ জন সদস্যের মধ্যে সংসদ সদস্যের মধ্যে ১৭ জনই (৯৪.৪৪%) উচ্চ শিক্ষিত (স্নাতক বা স্নাতকোত্তর)। শুধুমাত্র যশোর-৪ আসন থেকে নির্বাচিত রঞ্জিত কুমার রায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচএসসি।

পেশা: পেশার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থেকে নির্বাচিত ১৮ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে ১২ জন (৬৬.৬৭%) ব্যবসা, ৩ জন (১৬.৬৭%), ১ জন (৫.৫৫%) কৃষি এবং ২ জন (১১.১১%) অন্যান্য পেশার সাথে সম্পৃক্ত।

মামলা: সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থেকে নির্বাচিত ১৮ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে ৮ জনের (৪৪.৪৪%) বিরুদ্ধে অতীতে মামলা ছিল। তবে বর্তমানে কারো বিরুদ্ধে কোনো মামলা নেই।

সম্পদ: নির্বাচিত ১৮ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে ১৬ জন (৮৮.৮৯%) কোটি টাকার অধিক সম্পদের অধিকারী এবং অবশিষ্ট ২ জনের (১১.১১%) সম্পদের পরিমাণও ৫০ লক্ষ থেকে এক টাকার মধ্যে।

এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থেকে নির্বাচিত ১৮ জন সংসদ সদস্যের প্রায় সকলেই সম্পদশালী।

সারণি-৬৭

ক্ষেত্র	নির্দেশক	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ		মন্তব্য
		সংখ্যা	%	
শিক্ষা	স্নাতকোত্তর	৫	২৭.৭৭	
	স্নাতক	১১	৬১.১১	
	এইচএসসি	১	৫.৫৫	
	এসএসসি	০	০০	
	এসএসসি'র নিচে	১	৫.৫৫	
	মোট প্রার্থী	১৮	১০০	
পেশা	ব্যবসা	১২	৬৬.৬৭	
	কৃষি	১	৫.৫৫	
	আইনজীবী	৩	১৬.৬৭	
	অন্যান্য	২	১১.১১	
	মোট প্রার্থী	১৮	১০০	
মামলা	বর্তমান	০	০০	
	অতীত	৮	৪৪.৪৪	
	মোট প্রার্থী	১৮	১০০	
সম্পদ	কোটি টাকার ওপর	১৬	৮৮.৮৯	
	৫০ লক্ষ থেকে ১ কোটি টাকা	২	১১.১১	
	২৫ লক্ষ থেকে ৫০ লক্ষ টাকা	০	০০	
	৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা	০	০০	
	৫ লক্ষের নিচে	০	০০	
	মোট প্রার্থী	১৮	১০০%	

সারণি-৬৮: একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন-২০১৮: আসনভিত্তিক নির্বাচনী ফলাফল							
ক্রম	আসন	বিজয়ী প্রার্থীর নাম (দল)	প্রাপ্ত ভোট (বৈধ ভোটের শতকরা হার)	নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর নাম (দল)	প্রাপ্ত ভোট (বৈধ ভোটের শতকরা হার)	ভোটার সংখ্যা (প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার)	মন্তব্য
১	পঞ্চগড়-১	মো. মজাহারুল হক প্রধান (আওয়ামী লীগ)	১৭৩,৮৮৮ (৫৫.১১)	ব্যারিস্টার মুহম্মদ নওশাদ জমির (বিএনপি)	১৩২,৫৩৯ (৪২)	৩৭৯,২০৭ (৮৪.৬৩)	
২	পঞ্চগড়-২	মো. নুরুল ইসলাম সুজন (আওয়ামী লীগ)	১৬৯,৫১৪ (৫৯.২৮)	ফরহাদ হোসেন আজাদ (বিএনপি)	১১১,০৯৫ (৩৮.৮৫)	৩৩৪,৮৭৬ (৮৬.১৮)	
৩	ঠাকুরগাঁও-১	রমেশ চন্দ্র সেন (আওয়ামী লীগ)	২২৫,৫৯৮ (৬৩.১০)	মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর (বিএনপি)	১২৮,০৮০ (৩৫.৮২)	৪২২,৩৪২ (৮৫.৭৫)	
৪	ঠাকুরগাঁও-২	দবিরুল ইসলাম (আওয়ামী লীগ)	২২৩,৬১৬ (৯২.৭০)	মো. আব্দুল হাকিম (বিএনপি)	১৫,৬৪৮ (৬.৪৯)	২৭৩,৪৩৩ (৮৮.৯৬)	
৫	ঠাকুরগাঁও-৩	মো. জাহিদুর রহমান (বিএনপি)	৮৮,৫১০ (৩৬.৭৫)	মো. ইমদাদুল হক (স্বতন্ত্র)	৮৪,৩৯৫ (৩৫.০৪)	৩০০,০১৭ (৮১.২৫)	
৬	দিনাজপুর-১	মনোরঞ্জন শীল গোপাল (আওয়ামী লীগ)	১৯৮,৭৯২ (৭০.৩৯)	মো. হানিফ (বিএনপি)	৭৮,৯২৮ (২৭.৯৫)	৩৪৪,০৬৫ (৮৩.৩৫)	
৭	দিনাজপুর-২	খালিদ মাহমুদ চৌধুরী (আওয়ামী লীগ)	১৯৭,০৬৬ (৭৯.৪২)	মো. সাদিক রিয়াজ (বিএনপি)	৪৮,৮২২ (১৯.৬৮)	৩০৬,৫৭৯ (৮৩.২৩)	
৮	দিনাজপুর-৩	ইকবালুর রহিম (আওয়ামী লীগ)	২৩০,৪৪৬ (৮৩.১৪)	মো. খাইরুজ্জামান (ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ)	৩৯,২৪৭ (১৪.১৬)	৩৪৯,৫৬৯ (৮০.৭৫)	
৯	দিনাজপুর-৪	আবুল হাসান মাহমুদ আলী (আওয়ামী লীগ)	২০৩,৮৬৬ (৭৬.১৯)	মো. আখতারুজ্জামান মিয়া (বিএনপি)	৬১,৭০৬ (২৩.০৬)	৩৪২,৮৮৭ (৭৯.৫৬)	
১০	দিনাজপুর-৫	মোস্তাফিজুর রহমান (আওয়ামী লীগ)	১৮৮,৬৮০ (৫৮.৬৫)	এ, জেড, এম, রেজওয়ানুল হক (বিএনপি)	১২৮,৫৬৭ (৩৯.৯৬)	৩৯৯,২৪৩ (৮১.৫৫)	
১১	দিনাজপুর-৬	মো. শিবলী সাদিক (আওয়ামী লীগ)	২৮১,৮৯১ (৭৯.৩৮)	মো. আনোয়ারুল ইসলাম (বিএনপি)	৬৯,৭৬৯ (১৯.৬৫)	৪৬৬,২৪৪ (৭৭.৬১)	
১২	নিলফামারী-১	মো. আফতাব উদ্দীন সরকার (আওয়ামী লীগ)	১৮৮,৭৮৪ (৬১.৫৩)	রফিকুল ইসলাম (বিএনপি)	৮৮,৭৯১ (২৮.৯৪)	৩৭২,৫৩৫ (৮৩.৩৭)	
১৩	নিলফামারী-২	আসাদুজ্জামান নূর (আওয়ামী লীগ)	১৭৮,০৩০ (৬৭.৬২)	মো. মনিরুজ্জামান মন্টু (বিএনপি)	৮০,২৮৩ (৩০.৪৯)	৩১১,৭৩৩ (৮৫.৩০)	
১৪	নিলফামারী-৩	রানা মোহাম্মদ সোহেল (জাতীয় পার্টি)	১৩৭,২২৪ (৭৪.৮২)	আজিজুল ইসলাম (বিএনপি)	৪৪,০৯৩ (২৪.০৪)	২৩৬,১৭১ (৭৮.২৬)	
১৫	নিলফামারী-৪	আহসান আদেলুর রহমান (জাতীয় পার্টি)	২৩৬,৯৩০ (৮৬.৩৮)	মো. শহিদুল ইসলাম (ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ)	২৭,২৯৪ (৯.৯৫)	৩৭১,৯৯৫ (৭৪.৫৫)	
১৬	লালমনিরহাট-১	মোতাহার হোসেন (আওয়ামী লীগ)	২৬৩,০৬২ (৯৪.১৩)	মো. হাসান রাজীব প্রধান (বিএনপি)	১২,১৫৭ (৪.৩৫)	৩১৮,১১১ (৮৮.৯৭)	
১৭	লালমনিরহাট-২	নুরুজ্জামান আহমেদ (আওয়ামী লীগ)	১৯৮,৫৪২ (৬৯.৩৯)	মো. রোকন উদ্দীন বাবুল (বিএনপি)	৭৮,১৯৩ (২৭.৩৩)	৩৪৬,৩৩৮ (৮৩.৩৪)	
১৮	লালমনিরহাট-৩	গোলাম মোহাম্মদ কাদের (জাতীয় পার্টি)	১১৫৯৪৩ (৫৭.২২)	আসাদুল হাবিব দুলু (বিএনপি)	৮১,৩৯৯ (৪০.১৭)	২৫২,১৯৭ (৮২.২০)	
১৯	রংপুর-১	মশিউর রহমান রাঙ্গা (জাতীয় পার্টি)	১৯৮,৯১৪ (৮৬.৪৩)	মো. শাহ রহমত উল্যাহ (বিএনপি)	১৯,৪৯৩ (৮.৪৭)	২৮৭,৯৮৯ (৮০.৭১)	
২০	রংপুর-২	আবুল কালাম মো. আহসানুল হক চৌধুরী (আওয়ামী লীগ)	১১৮,৩৬৮ (৪৮.৩৬)	মোহাম্মদ আলী সরকার (বিএনপি)	৫৩,৩৫০ (২১.৮০)	৩১০,৫৮২ (৮০.৩১)	
২১	রংপুর-৩	হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ (জাতীয় পার্টি)	১৪২,৯২৬ (৬১.৮৬)	রিটা রহমান (বিএনপি)	৫৩,০৮৯ (২২.৯৮)	৪৪১,৬৭১ (৫২.৩১)	

২২	রংপুর-৪	টিপু মুন্‌শি (আওয়ামী লীগ)	১৪২,৯২৬ (৬১.৮৬)	মোহাম্মদ এমদাদুল হক (বিএনপি)	৫৩,০৮৯ (২২.৯৮)	৪১২,৯৯০ (৭৮.৩২)	
২৩	রংপুর-৫	এইচ এন আশিকুর রহমান (আওয়ামী লীগ)	২৪৪,৭৫৮ (৭৪.৭৯)	শাহ মো. সোলায়মান আলম (বিএনপি)	৬৪,১৪৭ (১৯.৬০)	৩৮৬,৪১৪ (৮৬.২১)	
২৪	রংপুর-৬	শিরীন শারমিন চৌধুরী (আওয়ামী লীগ)	২৩৪,৪২৬ (৮৯.২৫)	মো. সাইফুল ইসলাম (বিএনপি)	২৪,০৫৩ (৯.১৬)	২৯২,৯৯৪ (৯০.৬৮)	
২৫	কুড়িগ্রাম-১	মো. আছলাম হোসেন সওদাগর (আওয়ামী লীগ)	১২১,৯০১ (৩৮.১৬)	সাইফুর রহমান রানা (বিএনপি)	১১৮,১৩৪ (৩৬.৯৯)	৪৬১,৫১৫ (৬৯.৭৬)	
২৬	কুড়িগ্রাম-২	পনির উদ্দিন আহমেদ (জাতীয় পার্টি)	২২৯৪৪৩ (৬১.৯৪)	আমসাআ আমিন (গণফোরাম)	১০৭,১৪৬ (২৮.৯৩)	৪৯৩,৩৫৩ (৭৬.১২)	
২৭	কুড়িগ্রাম-৩	এম এ মতিন (আওয়ামী লীগ)	১৩২,৩৯০ (৫৯.৬৭)	তাসভীর উল ইসলাম (বিএনপি)	৭০,৪২৪ (৩১.৭৪)	৩০৩,০১৩ (৭৪.৬৭)	
২৮	কুড়িগ্রাম-৪	মো. জাকির হোসেন (আওয়ামী লীগ)	১৬২,৬৩৪ (৬৮.৮০)	মো. আজিজুর রহমান (বিএনপি)	৫৫,৯৬০ (২৩.৬৭)	২৮৯,১২০ (৮২.৪৯)	
২৯	গাইবান্ধা-১	শামীম হায়দার পাটোয়ারী (জাতীয় পার্টি)	১৯৭,৫৮৫ (৭৩.৮৯)	মো. মাজেদুর রহমান (বিএনপি)	৬৫,১৭৩ (২৪.৩৭)	৩৩৯,১৪৯ (৭৯.৬১)	
৩০	গাইবান্ধা-২	মাহবুব আরা বেগম গিনি (আওয়ামী লীগ)	১৮৯,৬১৭ (৭১.৬৩)	মো. আব্দুর রশীদ সরকার (বিএনপি)	৬৮,৬৭০ (২৫.৯৪)	৩৩৪,৬৬৫ (৮০.০৮)	
৩১	গাইবান্ধা-৩	মো. ইউনুস আলী সরকার (আওয়ামী লীগ)	১২১,১৬৩ (৭৬.৩১)	দিলারা খন্দকার (জাতীয় পার্টি)	২৪,৩৮৫ (১৫.৩৬)	৪১১,৫৮৩ (৩৯.১৭)	
৩২	গাইবান্ধা-৪	মো. মনোয়ার হোসেন চৌধুরী (আওয়ামী লীগ)	৩০০,৮৬০ (৯৪.৯৭)	কাজী মো. মশিউর রহমান (জাতীয় পার্টি)	৫৭১৭ (১.৮০)	৩৮৬,২৮৯ (৮৩.০৮)	
৩৩	গাইবান্ধা-৫	ফজলে রাব্বী মিয়া (আওয়ামী লীগ)	২৪২,৮৬১ (৮৮.৯২)	মো. ফারুক আলম সরকার (বিএনপি)	১৯,৯৯৬ (৭.৩২)	৩১৩,৭৫৫ (৮৭.৬২)	
৩৪	জয়পুরহাট-১	শামছুল আলম দুলু (আওয়ামী লীগ)	২১৯,৮২৫ (৭০.৭৭)	মোছাঃ আলেয়া বেগম (স্বতন্ত্র)	৮৪,২১২ (২৭.১১)	৩৯৯,২৪৫ (৭৮.৭২)	
৩৫	জয়পুরহাট-২	আবু সাইদ আল মাহমুদ স্বপন (আওয়ামী লীগ)	২২৮,৭৩০ (৮৮.৭৮)	এ. ই. এম খলিলুর রহমান (বিএনপি)	২৬,১২০ (১০.১৪)	৩০৭,২৯৮ (৮৪.৫১)	
৩৬	বগুড়া- ১	মো. আবদুল মান্নান (আওয়ামী লীগ)	২৬৮,৭৬৮ (৯৩.৬৯)	কাজী রফিকুল ইসলাম (বিএনপি)	১৬,৬১৩ (৫.৭৯)	৩১৭,৫৬৯ (৯১.০৪)	
৩৭	বগুড়া-২	শরীফুল ইসলাম জিন্নাহ (জাতীয় পার্টি)	১৮৪,০২৪ (৭৪.৩৩)	মাহমুদুর রহমান মান্না (বিএনপি)	৫৯,৭৫৬ (২৪.৩৩)	২৯৬,৪০৬ (৮৩.৮৬)	
৩৮	বগুড়া-৩	এ্যাড. নুরুল ইসলাম তালুকদার (জাতীয় পার্টি)	১৫৭,৭৯২ (৭০.৮১)	মাছুদা মোমিন (বিএনপি)	৫৮,৫৮০ (২৬.২৯)	২৯৬,৪৬৯ (৭৬.১০)	
৩৯	বগুড়া-৪	মো. মোশারফ হোসেন (বিএনপি)	১২৮,৫৮৫ (৫৮.১০)	এ কে এম রেজাউল করীম তানসেন (জাসদ)	৮৬,০৪৮ (৩৮.৮৮)	৩১২,০৮১ (৭১.৯১)	
৪০	বগুড়া-৫	আলহাজ্ব হাবিবুর রহমান (আওয়ামী লীগ)	৩৩১,৫৪৬ (৮৫.৬১)	গোলাম মোহাম্মদ সিরাজ (বিএনপি)	৪৯,৭৭৭ (১২.৮৫)	৪৭৫,৬৩৯ (৮২.৩৫)	
৪১	বগুড়া-৬	মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর (বিএনপি)	২০৭,০২৫ (৮১.২০)	নূরুল ইসলাম ওমর (জাতীয় পার্টি)	৪০৩৬২ (১৫.৮৩)	৩৮৭,২৭৯ (৬৬.৪৮)	
৪২	বগুড়া-৭	মো. রেজাউল করিম বাবলু (স্বতন্ত্র)	১৯০,২৯৯ (৬৫.৪৫)	মোছা. ফেরদৌস আরা খান (স্বতন্ত্র)	৬৫,২৯২২ (২২.৪৬)	৪৬১,৫১৫ (৬৪.০৪)	
৪৩	চাঁপাইনবাবগঞ্জ -১	ডাঃ সামিল উদ্দিন আহমেদ শিমুল (আওয়ামী লীগ)	১৭৯,৪৭৯ (৫২.০২)	মো. শাহ্‌জাহান মিঞা (বিএনপি)	১৬৩,৬৮২ (৪৭.৪৪)	৪০৫,১৮০৫ (৮৫.৪৪)	
৪৪	চাঁপাইনবাবগঞ্জ -২	মো. আমিনুল ইসলাম (বিএনপি)	১৭৫,৪৬৬ (৫৫.৩৪)	মু. জিয়াউর রহমান (আওয়ামী লীগ)	১৩৯,৯৫২ (৪৪.১৪)	৩৭৭,০৫১ (৮৪.৮০)	

৪৫	চাঁপাইনবাবগঞ্জ -৩	মো. হারুনুর রশীদ (বিএনপি)	১৩৩,৬৬১ (৪৭.৬১)	আবদুল ওদুদ (আওয়ামী লীগ)	৮৫,৯৩৮ (৩০.৬১)	৩৮২,৫৮০ (৭৪.১৩)	
৪৬	নওগাঁ-১	সাধন চন্দ্র মজুমদার (আওয়ামী লীগ)	১৮৭,২৯০ (৫৪.৭৭)	মো. মোস্তাফিজুর রহমান (বিএনপি)	১৪২,০৫৬ (৪১.৫৪)	৪০২,৬৬৯ (৮৫.৬৩)	
৪৭	নওগাঁ-২	মো. শহীদুজ্জামান সরকার (আওয়ামী লীগ)	১৭২,১৩১ (৬১.৮৭)	মো. সামসুজ্জোহা খান (বিএনপি)	১০০,৬৬৫ (৩৬.১৮)	৩২২,০৯১ (৮৭.৪৪)	
৪৮	নওগাঁ-৩	মো. ছলিম উদ্দিন তরফদার (আওয়ামী লীগ)	১৯০,৫৮১ (৫৭.৪৫)	পারভেজ আরেফিন সিদ্দিকি (বিএনপি)	১৩৬,০২৩ (৪১)	৩৮২,৫৩৬ (৮৭.৬৭)	
৪৯	নওগাঁ-৪	ইমাজ উদ্দিন প্রাং (আওয়ামী লীগ)	১৬৮,৮৪৫ (৭৫.১৫)	আবুল হায়াত মোহাম্মদ সামসুল আলম প্রামানিক (বিএনপি)	৫৩,০৪৪ (২৩.৬১)	২৮৯,২২৮ (৭৮.৮৩)	
৫০	নওগাঁ-৫	মো. আব্দুল মালেক (আওয়ামী লীগ)	১৫৬,৯৬৫ (৬৩.৮)	মো. জাহিদুল ইসলাম ধলু (বিএনপি)	৮৩,৭৫৯ (৩৪.০৪)	৩১১,৭১৮ (৭৯.৭৫)	
৫১	নওগাঁ-৬	মো. ইসরাফিল আলম (আওয়ামী লীগ)	১৮৯,৮৬৪ (৭৯.৮২)	আলমগীর কবির (বিএনপি)	৪৬,১৫০ (১৯.৪০)	২৯৪,৪৯৩ (৮১.৩৬)	
৫২	রাজশাহী-১	ওমর ফারুক চৌধুরী (আওয়ামী লীগ)	২০৩,৪৭৯ (৬৩.০৭)	আমিনুল হক (বিএনপি)	১১৮,০৯৮ (৩৬.৬১)	৩৮৩,৩৫২ (৮৪.৮৯)	
৫৩	রাজশাহী-২	ফজলে হোসেন বাদশা (ওয়ার্কার্স পার্টি)	১১৫,৪৫৩ (৫২.১১)	মো. মিজানুর রহমান মিনু (বিএনপি)	১০৩,৩২৭(৪৬.৬৩)	৩১৭,৮৫২ (৭০.৪৬)	
৫৪	রাজশাহী-৩	মো. আয়েন উদ্দীন (আওয়ামী লীগ)	২১১,৩৮৮ (৭১.৯৫)	মোহাম্মদ শফিকুল হক মিলন (বিএনপি)	৮০,৮০৬ (২৭.৫১)	৩৫৭,৩৭৫ (৮২.৬৫)	
৫৫	রাজশাহী-৪	এনামুল হক (আওয়ামী লীগ)	১৯০,৪১২ (৯২.৬৬)	মো. আবু হেনা (বিএনপি)	১৪,১৫৭ (৬.৮৯)	২৭৮,০০৮ (৭৪.৫৬)	
৫৬	রাজশাহী-৫	মো. মনসুর রহমান (আওয়ামী লীগ)	১৮৭,৩৭০ (৮৫.৪৭)	অধ্যাপক নজরুল ইসলাম (বিএনপি)	২৮,৬৮৭ (১৩.০৯)	৩০১,৬৭৬ (৭৩.৫৩)	
৫৭	রাজশাহী-৬	মো. শাহরিয়ার আলম (আওয়ামী লীগ)	২০২,১০৪ (৯৪.৩৮)	মো. আব্দুস সালাম সুরুজ (ইসলামী আন্দোলন)	৭,৮৭১ (৩.৬৮)	৩০৪,২৯৮ (৭১.৮৩)	
৫৮	নাটোর-১	মো. শহিদুল ইসলাম (বকুল) (আওয়ামী লীগ)	২৪৬,৪৪০ (৯২.৭১)	কামরুন নাহার (বিএনপি)	১৫,৩৩৮ (৫.৭৭)	৩১১,৯৩৩ (৮৫.৯০)	
৫৯	নাটোর-২	শফিকুল ইসলাম শিমুল (আওয়ামী লীগ)	২৬২,৭৪৫ (৯৩.৯১)	সাবিনা ইয়াসমিন (বিএনপি)	১৩,১৯৭ (৪.৭২)	৩৪৩,৯৮৬ (৮১.৭৯)	
৬০	নাটোর-৩	জুনাইদ আহ্মেদ পলক (আওয়ামী লীগ)	২৩০,৩২৭ (৯৫.৩৩)	মো. দাউদার মাহমুদ (বিএনপি)	৮,৮৪১ (৩.৬৬)	২৭৬,১৭০ (৮৭.৯৫)	
৬১	নাটোর-৪	মো. আব্দুল কুদ্দুস (আওয়ামী লীগ)	২৮৫,৫৩২ (৯৫.১১)	মো. আলাউদ্দিন মৃধা (জাতীয় পার্টি)	৭,৩০৪ (২.৪৩)	৩৭১,৭৮৮ (৮১.৩৭)	
৬২	সিরাজগঞ্জ-১	মো. নাসিম (আওয়ামী লীগ)	৩২৪,৪২৪ (৯৯.৫৬)	রুমানা মোর্শেদ কনক চাঁপা (বিএনপি)	১,১১৮ (০.৩৪)	৩৪৫,৬০৩ (৯৪.৫৯)	
৬৩	সিরাজগঞ্জ-২	ডা. হাবিবে মিল্লাত মুন্না (আওয়ামী লীগ)	২৯৪,৭২২ (৯৪.৮০)	রুমানা মাহমুদ (বিএনপি)	১৩,৭৭৮ (৪.৪৩)	৩৫১,০৯৮ (৮৮.৯৯)	
৬৪	সিরাজগঞ্জ-৩	মো. আব্দুল আজিজ (আওয়ামী লীগ)	২৯৫,৫১৭ (৯০.৫৯)	আব্দুল মান্নান তালুকদার (বিএনপি)	২৭,২৪৮ (৮.৩৫)	৩৬৭,৫৪৯ (৮৯.৬৭)	
৬৫	সিরাজগঞ্জ-৪	তানভীর ইমাম (আওয়ামী লীগ)	৩০৩,৭০৬ (৯১.৬২)	মো. রফিকুল ইসলাম খান (বিএনপি)	২৪,৮৯৩ (৭.৫১)	৩৯১,১১৬ (৮৫.৭৫)	
৬৬	সিরাজগঞ্জ-৫	আব্দুল মমিন মন্ডল (আওয়ামী লীগ)	২৫৯,৮৬১ (৮৮.৯৩)	মো. আমিরুল ইসলাম খান (বিএনপি)	২৮,৩১৭ (৯.৬৯)	৩৩৯,৯০৬ (৮৬.৮১)	
৬৭	সিরাজগঞ্জ-৬	হাবিবুল ইসলাম স্বপন	৩৩৫,৭৫৯	এম এ মুহিত	১৪,৬৯৭	৪০১,২০৪	

		(আওয়ামী লীগ)	(৯৪.৮৪)	(বিএনপি)	(৪.১৫)	(৮৯.১৪)	
৬৮	পাবনা-১	মো. শামসুল হক টুকু (আওয়ামী লীগ)	২৮১,৮৩৪ (৯৩.০৬)	অধ্যাপক আবু সাইয়িদ (গণফোরাম)	১৬,০০৪ (৫.২৮)	৩৭৭,৭০৬ (৮০.৮৯)	
৬৯	পাবনা-২	আহমেদ ফিরোজ কবির (আওয়ামী লীগ)	২৪২,৬৮১ (৯৬.৭৩)	এ, কে, এম সেলিম রেজা হাবিব (বিএনপি)	৫,৩৮৩ (২.১৫)	৩০০,৭৮৯ (৮৪.০৬)	
৭০	পাবনা-৩	মকবুল হোসেন (আওয়ামী লীগ)	২৮৪,৭৫২ (৮১.১৩)	কে. এম. আনোয়ারুল ইসলাম (বিএনপি)	৫৮,৬২৩ (১৬.৭০)	৪০২,৮৩৬ (৮৭.৭৯)	
৭১	পাবনা-৪	শামসুর রহমান শরীফ (আওয়ামী লীগ)	২৪৯,৫৫৮ (৮২.৮৫)	মো. হাবিবুর রহমান (হাবিব) (বিএনপি)	৪৮,৮২২ (১৬.২১)	৩৬২,৪৮২ (৮৪.০৮)	
৭২	পাবনা-৫	গোলাম ফারুক খন্দকার প্রিন্স (আওয়ামী লীগ)	৩২১,৪৫৮ (৯২.০৩)	মো. ইকবাল হোসাইন (বিএনপি)	২০,৬৩৬ (৫.৯১)	৪৩৫,৯০২ (৮০.৭০)	
৭৩	মেহেরপুর-১	ফরহাদ হোসেন (আওয়ামী লীগ)	১৯৭,০৯৭ (৯১.৬)	মাসুদ অরুন (বিএনপি)	১৪,১৯২ (৬.৬০)	২৬৯,৬০৫ (৮০.৪৬)	
৭৪	মেহেরপুর-২	মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান (আওয়ামী লীগ)	১৬৯,৩১৪ (৯৩.৮১)	মো. জাভেদ মাসুদ (বিএনপি)	৭,৭৯২ (৪.৩২)	২২৬,২৮৮ (৮১.০৭)	
৭৫	কুষ্টিয়া-১	আঃ কাঃ মঃ সরওয়ার জাহান (আওয়ামী লীগ)	২৭৬,৬৭৫ (৯৬.৮৫)	রেজা আহাম্মেদ (বিএনপি)	৬,১০৩ (২.১৪)	৩৩৬,১১৯ (৮৫.৪৪)	
৭৬	কুষ্টিয়া-২	হাসানুল হক ইনু (জাসদ)	২৮০,৬৩৬ (৮৬.৯১)	আহসান হাবীব লিংকন (জাতীয় পার্টি-জাফর)	৩৬,৭৭২ (১১.৩৯)	৩৯৯,৬৮৭ (৮১.৫৬)	
৭৭	কুষ্টিয়া-৩	মাহবুব উল আলম হানিফ (আওয়ামী লীগ)	২৯৬,৫৯০ (৯৪.৪৯)	মো. জাকির হোসেন সরকার (বিএনপি)	১৪,৩৮১ (৪.৫৮)	৩৭২,৮৪৮ (৮৪.৯১)	
৭৮	কুষ্টিয়া-৪	সেলিম আলতাফ জর্জ (আওয়ামী লীগ)	২৭৮,৭৬৫ (৯৪.৪৬)	সৈয়দ মেহেদী আহমেদ রুমী (বিএনপি)	১২,৫০৭ (৪.২৪)	৩৫১,২৩৪ (৮৪.৭২)	
৭৯	চুয়াডাঙ্গা-১	সোলায়মান হক জোয়ার্দার ছেলুন (আওয়ামী লীগ)	৩০৯,৯৯৩ (৮৯.৫৩)	মো. শরীফুজ্জামান (বিএনপি)	২৩,১২০ (৬.৬৮)	৪৩৭,৮৪৫ (৭৯.৬৯)	
৮০	চুয়াডাঙ্গা-২	আলী আজগর টগর (আওয়ামী লীগ)	২৯৮,৮৩৭ (৮৯.০৪)	মাহমুদ হাসান খান (বিএনপি)	২৬,৯২৪ (৮.০২)	৪১৫,০২৭ (৮১.৫০)	
৮১	ঝিনাইদহ-১	আব্দুল হাই (আওয়ামী লীগ)	২২২,০১৯ (৯৫.৯২)	মো. আসাদুজ্জামান (বিএনপি)	৬,৬৬৮ (২.৮৮)	২৭৬,৩৩৪ (৮৪.২০)	
৮২	ঝিনাইদহ-২	তাহজীব আলম সিদ্দিকী (আওয়ামী লীগ)	৩২৫,৮৮৬ (৯৬.২)	মো. ফখরুল ইসলাম (ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ)	৯,২৯৩ (২.৭৪)	৪২৩,৫৫৫ (৮০.৫৩)	
৮৩	ঝিনাইদহ-৩	মো. শফিকুল আজম খাঁন (আওয়ামী লীগ)	২৪২,৫৩২ (৮৭.০৭)	মো. মতিয়ার রহমান (বিএনপি)	৩২,২৪৯ (১১.৫৮)	৩৬০,৯২০ (৭৭.৮৩)	
৮৪	ঝিনাইদহ-৪	আনোয়ারুল আযিম আনার (আওয়ামী লীগ)	২২৬,৩৯৬ (৯৪.৬৭)	মো. সাইফুল ইসলাম ফিরোজ (বিএনপি)	৯,৫০৬ (৩.৯৮)	২৮১,৬২১ (৮৫.৩৫)	
৮৫	যশোর-১	শেখ আফিল উদ্দীন (আওয়ামী লীগ)	২১১,৪৪৩ (৯৬.৫৮)	মো. মফিকুল হাসান তৃপ্তি (বিএনপি)	৪,৯৮১ (২.২৮)	২৬৩,৬০০ (৮৩.৪৮)	
৮৬	যশোর-২	মো. নাসির উদ্দিন (আওয়ামী লীগ)	৩২৫,৭৯৩ (৯৪.২৬)	আবু সাঈদ মুহাম্মাদ শাহাদাৎ হুসাইন (বিএনপি)	১৩,৯৪০ (৪.০৩)	৪০৫,৮৮২ (৮৫.৭৩)	
৮৭	যশোর-৩	কাজী নাবিল আহম্মেদ (আওয়ামী লীগ)	৩৬১,৩৩৩ (৯১.০৬)	অনিন্দ্য ইসলাম অমিত (বিএনপি)	৩১,৭১০ (৭.৯৯)	৫২৩,৩৪৫ (৭৬.৬৫)	
৮৮	যশোর-৪	রঞ্জিত কুমার রায় (আওয়ামী লীগ)	২৭৩,২৩৪ (৮৭.১)	টি. এস. আইয়ুব (বিএনপি)	৩০,৮৭৪ (৯.৮৪)	৩৮৬,৯৯১ (৮১.৭৪)	
৮৯	যশোর-৫	স্বপন ভট্টাচার্য (আওয়ামী লীগ)	২৪২,৮৭২ (৮৯.১৫)	মুহাম্মদ ওয়াক্কাস (বিএনপি)	২৪,৬২১ (৯.০৪)	৩১৯,০৮৪ (৮৬.২১)	

৯০	যশোর-৬	ইসমত আরা সাদেক (আওয়ামী লীগ)	১৫৬,৩৯৭ (৯৫.৪২)	মো. আবুল হোসেন আজাদ (বিএনপি)	৫,৬৫৩ (৩.৪৫)	১৯৩,৫৭০ (৮৫.২৩)	
৯১	মাগুরা-১	মো. সাইফুজ্জামান (আওয়ামী লীগ)	২৬৯,০৯৮ (৯২.৩২)	মো. মনোয়ার হোসেন (বিএনপি)	১৬,৬০৬ (৫.৭)	৩৫০,১০৬ (৮৩.৮৬)	
৯২	মাগুরা-২	শ্রী বীরেন সিকদার (আওয়ামী লীগ)	২২৮,০৮৬ (৭৭.৬৮)	নিতাই রায় চৌধুরী (বিএনপি)	৫৪,২৪১ (১৮.৪৭)	৩৩৪,৯৫৩ (৮৮.৪১)	
৯৩	নড়াইল-১	বি. এম. কবিরুল হক (আওয়ামী লীগ)	১৮২,৫২৯ (৯৩.৫)	বিশ্বাস জাহাঙ্গীর আলম (বিএনপি)	৮,৯১৯ (৪.৫৭)	২৩৮,১৭৪ (৮২.৪৭)	
৯৪	নড়াইল-২	মাশরাফি বিন মোর্তজা (আওয়ামী লীগ)	২৭১,২১০ (৯৫.৯৮)	এ.জেড.এম ফরিদুজ্জামান (বিএনপি)	৭,৮৮৩ (২.৭৯)	৩১৭,৮৪৪ (৮৯.৪৬)	
৯৫	বাগরহাট-১	শেখ হেলাল উদ্দীন (আওয়ামী লীগ)	২৫২,৬৪৬ (৯৪.৪২)	মো. শেখ মাছুদ রানা (বিএনপি)	১১,৪৮৫ (৪.২৯)	৩০২,৩৩০ (৮৮.৯৩)	
৯৬	বাগেরহাট-২	শেখ তন্ময় (আওয়ামী লীগ)	২২১,২১২ (৯৭.১৬)	এস. এ সালাম (বিএনপি)	৪,৫৯৭ (২.০২)	২৮৪,০৯৬ (৮০.৫৪)	
৯৭	বাগেরহাট-৩	হাবিবুন নাহার (আওয়ামী লীগ)	১৭৫,৭৯৯ (৯১.৬৭)	মোহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদুদ সেখ (বিএনপি)	১৩,৪৭৫ (৭.০৩)	২২৬,১৯২ (৮৫.২৭)	
৯৮	বাগেরহাট-৪	ডা. মোজাম্মেল হোসেন (আওয়ামী লীগ)	২৪৭,৯৪১ (৯৭.৫৭)	মাওলানা আঃ মজিদ হাওলাদার (ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ)	২,৪৭১ (০.৯৭)	৩০০,৬৩৬ (৮৪.৮৫)	
৯৯	খুলনা-১	পঞ্চানন বিশ্বাস (আওয়ামী লীগ)	১৭২,১৫২ (৮১.১৩)	আমীর এজাজ খান (বিএনপি)	২৮,৩২২ (১৩.৩৫)	২৫৯,৪২০ (৮২.৩৩)	
১০০	খুলনা-২	সেখ সালাহউদ্দিন (আওয়ামী লীগ)	১১২,২০০ (৭৭.২)	নজরুল ইসলাম মঞ্জু (বিএনপি)	২৭,৩৭৯ (১৮.৮৪)	২৯৪,১১৬ (৪৯.৪১)	
১০১	খুলনা-৩	বেগম মন্নুজান সুফিয়ান (আওয়ামী লীগ)	১৩৪,৮০৬ (৮১.৩৪)	রকিবুল ইসলাম (বিএনপি)	২৩,৬০৬ (১৪.২৬)	২২৬,২৮১ (৭৩.৯৬)	
১০২	খুলনা-৪	আব্দুস সালাম মূর্শেদী (আওয়ামী লীগ)	২২৩,৩১১ (৯০.৮৮)	আজিজুল বারী হেলাল (বিএনপি)	১৪,১৮৭ (৫.৭৭)	৩১০,৪৭৬ (৭৯.৭০)	
১০৩	খুলনা-৫	নারায়ণ চন্দ্র চন্দ (আওয়ামী লীগ)	২৩১,৭১৭ (৮৫.৮৪)	মিয়া গোলাম পরওয়ার (বিএনপি)	৩২,৯৫৯ (১২.২১)	৩৪৪,৪৭০ (৭৮.৯৭)	
১০৪	খুলনা-৬	মো. আক্তারুজ্জামান (আওয়ামী লীগ)	২৮৪,৩৪৯ (৯২.১৬)	মো. আবুল কালাম আজাদ (বিএনপি)	১৯,২৫৭ (৬.২৪)	৩৬৬,২৩৯ (৮৫.০৪)	
১০৫	সাতক্ষীরা-১	মোস্তফা লুৎফুল্লাহ (ওয়ার্কার্স পার্টি)	৩৩২,০৬৩ (৯৪.১)	মো. হাবিবুল ইসলাম হাবিব (বিএনপি)	১৭,৪৫৫ (৪.৯৫)	৪২৩,০৭৩ (৮৩.৮৬)	
১০৬	সাতক্ষীরা-২	মীর মোস্তাক আহম্মেদ রবি (আওয়ামী লীগ)	১৫৫,৬১১ (৮২.৭)	মুহাম্মদ আব্দুল খালেক (বিএনপি)	২৭,৭১১ (১৪.৭৩)	৩৫৬,২৪৬ (৫২.৮২)	
১০৭	সাতক্ষীরা-৩	আ ফ ম রুহুল হক (আওয়ামী লীগ)	৩০১,৬৪৮ (৯১.৭১)	মো. শহিদুল আলম (বিএনপি)	২৪,৬৭১ (৭.৪৫)	৩৮৭,৩৩৭ (৮৫.৪৯)	
১০৮	সাতক্ষীরা-৪	এ এম জগলুল হায়দার (আওয়ামী লীগ)	২৩৮,৪৬১ (৮৩.৯৫)	জি.এম. নজরুল ইসলাম (বিএনপি)	৩০,৪৮৬ (১০.৭৩)	৩৯৩,৭৬৬ (৭২.৬৫)	
১০৯	বরগুনা-১	ধীরেন্দ্র দেবনাথ শমভু (আওয়ামী লীগ)	৩১৯,৯৫৭ (৯১.১৩)	মো. মতিয়ার রহমান তালুকদার (বিএনপি)	১৫,৩৪৪ (৪.৩৭)	৪১৪,৪০২ (৮৫.১৯)	
১১০	বরগুনা-২	শওকত হাসানুর রহমান রিমন (আওয়ামী লীগ)	২০০,৩২৫ (৯১.১৪)	খন্দকার মাহবুব হোসেন (বিএনপি)	৯,৫১৮ (৪.৩৩)	২৬৮,৩৬৬ (৮২.৩৫)	
১১১	পটুয়াখালী-১	মো. শাহজাহান মিয়া (আওয়ামী লীগ)	২৭২,৭৯০ (৯০.০১)	আলতাফুর রহমান (ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ)	১৫,১০৩ (৫.০২)	৩৯৩,৪৭৬ (৭৭.৪১)	
১১২	পটুয়াখালী-২	আ স ম ফিরোজ (আওয়ামী লীগ)	১৮৫,৭৮৩ (৯২.০৬)	মো. নজরুল ইসলাম (ইসলামী আন্দোলন	৯,২৬৯ (৪.৫৯)	২৫১,৮৭৩ (৮০.৪৯)	

				বাংলাদেশ)			
১১৩	পটুয়াখালী-৩	এস এম শাহজাদা (আওয়ামী লীগ)	২১৭,২৬১ (৯২.৫৬)	কামাল খাঁন (ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ)	৯,০০৯ (৩.৮৪)	২৯৮,৬৭৫ (৭৮.৮৮)	
১১৪	পটুয়াখালী-৪	মো. মহিববুর রহমান (আওয়ামী লীগ)	১৮৮,৭৮১ (৯২.৩৮)	মো. হাবিবুর রহমান হাওলাদার (ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ)	৭,২৫১ (৩.৫৫)	২৪৯,০৩৬ (৮২.৩৯)	
১১৫	ভোলা-১	তোফায়েল আহমেদ (আওয়ামী লীগ)	২৪৫,৪০৯ (৯৩.৩)	মাওলানা মো. ইয়াসিন (ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ)	৭,৮০১ (২.৯৭)	৩১০,০৪৮ (৮৫.১২)	
১১৬	ভোলা-২	আলী আযম মুকুল (আওয়ামী লীগ)	২২৫,৭৩৭ (৯০.৯০)	মো. হাফিজ ইব্রাহিম (বিএনপি)	১৪,৩১৪ (৫.৭৬)	২৯৭,২২১ (৮৩.৯৯)	
১১৭	ভোলা-৩	নুরুন্নবী চৌধুরী শাওন (আওয়ামী লীগ)	২৫২,২১৪ (৯৬.৫৮)	মো. মোসলেহ উদ্দীন (ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ)	৪,১৫১ (১.৫৯)	২৯৩,৫৭২ (৮৯.১৫)	
১১৮	ভোলা-৪	আব্দুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকব (আওয়ামী লীগ)	২৯৯,০৭৪ (৯৬.৩)	মো. মহিবুল্যাহ (ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ)	৬,৪৮১ (২.০৯)	৩৭২,৯৪৮ (৮৩.৪৮)	
১১৯	বরিশাল-১	আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ (আওয়ামী লীগ)	২০৫,৫০২ (৯৮.৪৫)	মো. রাসেল সরদার (ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ)	১,৪১৫ (০.৬৮)	২৫৮,০৩৪ (৮১.৯৭)	
১২০	বরিশাল-২	মো. শাহে আলম (আওয়ামী লীগ)	২১২,৩৪৪ (৮৯.৯২)	সরদার সরফুদ্দিন আহমেদ (বিএনপি)	১১১,৩৭ (৪.৭২)	৩০২,৬৪৪ (৭৮.৪৭)	
১২১	বরিশাল-৩	গোলাম কিবরিয়া টিপু (জাতীয় পার্টি)	৫৪৭৭৮ (৩৭.১২)	জয়নুল আবেদীন (বিএনপি)	৪৭,২৮৭ (৩২.০৪)	২৫৪,০২৪ (৫৯.৩২)	
১২২	বরিশাল-৪	পংকজ নাথ (আওয়ামী লীগ)	২৪১,০০৩ (৯২.০৮)	জে.এম.নূরুর রহমান (বিএনপি)	৯,২৮২ (৩.৫৫)	৩২৩,৫৭৩ (৮১.২১)	
১২৩	বরিশাল-৫	জাহিদ ফারুক (আওয়ামী লীগ)	২১৫,০৮০ (৭৮.০৮)	মো. মজিবর রহমান সরওয়ার (বিএনপি)	৩১,৩৬২ (১১.৩৯)	৩৯৭,৫২৩ (৭০.০২)	
১২৪	বরিশাল-৬	নাসরিন জাহান রতনা (জাতীয় পার্টি)	১৫৯৩৯৮ (৮৩.১০)	মো. নূরুল ইসলাম (আল-আমীন) (ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ)	১৪,৮৪৫ (৭.৭৪)	২৪৫,৮৪২ (৭৮.৬৪)	
১২৫	ঝালকাঠি-১	বজলুল হক হারুন (আয়ামী লীগ)	১৩১,৪৮৩ (৯২.১১)	মুহাম্মদ শাহজাহান ওমর (বিএনপি)	৬,০০১ (৪.২০)	১৭৮,৮৮৮ (৮০.২২)	
১২৬	ঝালকাঠি-২	আমির হোসেন আমু (আওয়ামী লীগ)	২১৪,৯৩৭ (৯২.৫৮)	মুফতী সৈয়দ মো. ফয়জুল করিম (ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ)	৯,৮১২ (৪.২৩)	২৯০,৪০৪ (৮০.৫৬)	
১২৭	পিরোজপুর-১	শ. ম. রেজাউল করিম (আওয়ামী লীগ)	৩৩৮,৬১০ (৯৫.৯৮)	শামীম সাঈদী (বিএনপি)	৮,৩০৮ (২.৩৫)	৪১৯,১০৬ (৮৪.৭৩)	
১২৮	পিরোজপুর-২	আনোয়ার হোসেন মঞ্জু (জাতীয় পার্টি-জেপি)	১৭৯৪৯৮ (৯৪.২৭)	মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান (বিএনপি)	৬,৩১০ (৩.৩১)	২২০,৫৩৫ (৮৬.৯২)	
১২৯	পিরোজপুর-৩	মো. রুস্তম আলী ফরাজী (জাতীয় পার্টি)	১৩৫৩১০ (৮৯.৮৬)	মো. রহুল আমীন দুলাল (বিএনপি)	৭,৬৯৮ (৫.১১)	১৮৯,৮০৯ (৭৯.৮০)	
১৩০	টাঙ্গাইল-১	ড. আব্দুর রাজ্জাক (আওয়ামী লীগ)	২৮০,২৯২ (৯২.৮৭)	শহীদুল ইসলাম (বিএনপি)	১৬,৪৪৩ (৫.৪৫)	৩৬৪,৯৯১ (৮৩.২৩)	
১৩১	টাঙ্গাইল-২	ছোট মনির (আওয়ামী লীগ)	২৯৯,৯৪৮ (৯৫.৭৩)	সুলতান সালাউদ্দিন টুকু (বিএনপি)	৯,৮৮৯ (৩.১৬)	৩৪৮,৬৭০ (৯০.৪১)	

১৩২	টাঙ্গাইল-৩	আতাউর রহমান খান (আওয়ামী লীগ)	২৪২,৪৩৭ (৯৩.৮২)	মো. লুৎফর রহমান খান আজাদ (বিএনপি)	৯,১২২ (৩.৫৩)	৩১৮,৫৪৬ (৮১.৬৫)	
১৩৩	টাঙ্গাইল-৪	মোহাম্মদ হাছান ইমাম খাঁন (আওয়ামী লীগ)	২২৪,০১২ (৮৫.৭)	মো. লিয়াকত আলী (কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ)	৩৪,৩৮৮ (১৩.১৬)	৩১২,১১২ (৮৪.৫৮)	
১৩৪	টাঙ্গাইল-৫	সানোয়ার হোসেন (আওয়ামী লীগ)	১৪৯,৩৬২ (৫৩.৩৯)	মাহমুদুল হাসান (বিএনপি)	৭৮,৯৯২ (২৮.২৩)	৩৮০,৩৩৮ (৭৪.৪১)	
১৩৫	টাঙ্গাইল-৬	আহসানুল ইসলাম (টিটু) (আওয়ামী লীগ)	২৮০,২২৭ (৮৪.২৬)	গৌতম চক্রবর্তী (বিএনপি)	৪৪,৫৪৯ (১৩.৪০)	৩৯০,৪৪৬ (৮৬.০৯)	
১৩৬	টাঙ্গাইল-৭	একাব্বর হোসেন (আওয়ামী লীগ)	১৬৪,৫৯১ (৬৪.৭৪)	আবুল কালাম আজাদ সিদ্দিকী (বিএনপি)	৮৭,৯৪৯ (৩৪.৫৯)	৩২২,৬৭৩ (৭৯.৪৮)	
১৩৭	টাঙ্গাইল-৮	মো. জোয়াহেরুল ইসলাম (আওয়ামী লীগ)	২০৭,৬৭৯ (৭৩.৭৩)	কুড়ী সিদ্দিকী (কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ)	৭১,১৪৪ (২৫.২৬)	৩৪৬,৬৪৬ (৮১.৮৬)	
১৩৮	জামালপুর-১	আবুল কালাম আজাদ (আওয়ামী লীগ)	২৭৪,৬০৫ (৯৭.০৫)	আ. মজিদ (ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ)	৫,২২৪ (১.৮৫)	৩৪৬,২৮৬ (৮২.৩০)	
১৩৯	জামালপুর-২	মো. ফরিদুল হক খান (আওয়ামী লীগ)	১৮০,৪১৮ (৯০.৭৫)	এ. ই. সুলতান মাহমুদ বাবু (বিএনপি)	১৬,৭২১ (৮.৪১)	২২১,১৮৬ (৯০.৩৮)	
১৪০	জামালপুর-৩	মির্জা আজম (আওয়ামী লীগ)	৩৮৫,১১৩ (৯৮.১৬)	মো. মোস্তাফিজুর রহমান বাবুল (বিএনপি)	৪,৬৭৭ (১.১৯)	৪২৫,১৮৮ (৯২.৫৬)	
১৪১	জামালপুর-৪	মো. মুরাদ হাসান (আওয়ামী লীগ)	২১৭,১৯৮ (৯৮.২৮)	মো. মোখলেছুর রহমান (বস্তু) (জাতীয় পার্টি)	১৫৯৩ (০.৭২)	২৫২,৭৪৮ (৮৮.৪৬)	
১৪২	জামালপুর-৫	মো. মোজাফফর হোসেন (আওয়ামী লীগ)	৩৭৩,৯০৯ (৯১.৫)	শাহ মো. ওয়ারেছ আলী মামুন (বিএনপি)	৩০,৯৭৪ (৭.৫৮)	৪৩৯,৮৯২ (৮৭.৭১)	
১৪৩	শেরপুর-১	মো. আতিউর রহমান আতিক (আওয়ামী লীগ)	২৮৭,৪৫২ (৯০.৭৪)	সানসিলা জেবরিন (বিএনপি)	২৭,৬৪৩ (৮.৭৩)	৩৬১,৩৭৮ (৯০.০৩)	
১৪৪	শেরপুর-২	বেগম মতিয়া চৌধুরী (আওয়ামী লীগ)	৩০০,৪৪২ (৯৬.৫৭)	মোহাম্মদ ফাহিম চৌধুরী (বিএনপি)	৭,৬৫২ (২.৪৬)	৩৪৯,১৫৮ (৮৯.৬০)	
১৪৫	শেরপুর-৩	এ কে এম ফজলুল হক (আওয়ামী লীগ)	২৫১,৯৩৬ (৯২.৯৩)	মো. মাহমুদুল হক রুবেল (বিএনপি)	১২,৪৯১ (৪.৬১)	৩২৫,৫২০ (৮৩.৭১)	
১৪৬	ময়মনসিংহ-১	জুয়েল আরেং (আওয়ামী লীগ)	২৫৮,৯২৩ (৮৮.০৩)	আফজাল এইচ খান (বিএনপি)	২৮,৬৩৮ (৯.৭৪)	৩৭৭,২৯৬ (৭৮.৮৩)	
১৪৭	ময়মনসিংহ-২	শরীফ আহমেদ (আওয়ামী লীগ)	২৯৩,৪৮৯ (৮০.৭২)	শাহ শহীদ সারোয়ার (বিএনপি)	৬২,৩৩৪ (১৭.১৪)	৪৫১,১০৫ (৮১.৬০)	
১৪৮	ময়মনসিংহ-৩	নাজিম উদ্দিন আহমেদ (আওয়ামী লীগ)	১৫৯,৩০০ (৮৪.৭৭)	এম ইকবাল হোসেইন (বিএনপি)	২৪,৫১৯ (১৩.০৫)	২৩৪,৫৯৫ (৮১.০৯)	
১৪৯	ময়মনসিংহ-৪	রওশন এরশাদ (জাতীয় পার্টি)	২৪৩,৪৯৭ (৬৬.৬২)	মো. আবু ওয়াহাব আকন্দ ওয়াহিদ (বিএনপি)	১০৩,৯৫০ (২৮.৪৪)	৫৫৭,০৩১ (৬৬.৫১)	
১৫০	ময়মনসিংহ-৫	কে এম খালিদ (আওয়ামী লীগ)	২৩২,৫৬৩ (৮৯.৩৭)	হাকিম মো. মঞ্জুরুল হক (ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ)	২,৮২৪ (১.০৯)	৩০৬,৫২৫ (৮৫.৯০)	
১৫১	ময়মনসিংহ-৬	মো. মোসলেম উদ্দিন (আওয়ামী লীগ)	২৪০,৪৮৮ (৮৬.৪১)	শামছ উদ্দিন আহমদ (বিএনপি)	৩২,৩৩২ (১১.৬০)	৩২৫,৭৪০ (৮৬.৩২)	
১৫২	ময়মনসিংহ-৭	মো. হাফেজ রুহুল	২০৪,৭৩৪	ডাঃ মো. মাহাবুবুর	৩৬,৪০৮	৩১৫,৫০৮	

		আমীন মাদানী (আওয়ামী লীগ)	(৮২.৭৯)	রহমান (বিএনপি)	(১৪.৭২)	(৭৯.৪৬)	
১৫৩	ময়মনসিংহ-৮	ফখরুল ইমাম (জাতীয় পার্টি)	১৫৬,৭৬৯ (৭৮.৪০)	এএইচএম খালেকুজ্জামান (বিএনপি)	৩৪,০৬৩ (১২.৫৬)	২৭১,১৯৬ (৭৫.০৪)	
১৫৪	ময়মনসিংহ-৯	আনোয়ারুল আবেদীন খান (আওয়ামী লীগ)	২২৭,২৭৩ (৮৯.৬৪)	খুররম খান চৌধুরী (বিএনপি)	২০,৮৬০ (৮.২৩)	২৯৪,১০৫ (৮৬.৮৩)	
১৫৫	ময়মনসিংহ-১০	ফাহমী গোলন্দাজ বাবেল (আওয়ামী লীগ)	২৮১,২৩০ (৯৭.৬৯)	সৈয়দ মাহমুদ মোরশেদ (এলডিপি)	৩,১৭৫ (১.১০)	৩২৪,৩৪৫ (৮৯.৭০)	
১৫৬	ময়মনসিংহ-১১	কাজিম উদ্দিন আহম্মেদ (আওয়ামী লীগ)	২২২,২৪৮ (৮৮.২০)	ফখর উদ্দিন আহমেদ (বিএনপি)	২৭,২৭৭ (১০.৮৩)	২৯৪,৭৮৮ (৮৬.২৮)	
১৫৭	নেত্রকোনা-১	মানু মজুমদার (আওয়ামী লীগ)	২৪৯,১৭৭ (৯০.৩১)	ব্যারিস্টার কায়সার কামাল (বিএনপি)	১৭,৬৫২ (৬.৪০)	৩৫৩,২০৩ (৭৮.৭৫)	
১৫৮	নেত্রকোনা-২	মো. আশরাফ আলী খান খসরু (আওয়ামী লীগ)	২৮৪,২০৯ (৮৮.৯৬)	মো. আনোয়ারুল হক (বিএনপি)	৩০,৭২২ (৯.৬২)	৩৯৬,২৫৫ (৮১.৪৪)	
১৫৯	নেত্রকোনা-৩	অসীম কুমার উকিল (আওয়ামী লীগ)	২৭০,১৪৪ (৯৫.৬১)	রফিকুল ইসলাম হিলালী (বিএনপি)	৭,২২০ (২.৫৬)	৩৩৪,৪৫৩ (৮৫.০৫)	
১৬০	নেত্রকোনা-৪	রেবেকা মমিন (আওয়ামী লীগ)	২০৪,৪৪৩ (৮৩.৫৬)	তাহমিনা জামান (বিএনপি)	৩৮,১৮১ (১৫.৬১)	২৯৮,২৩৭ (৮২.৭৩)	
১৬১	নেত্রকোনা-৫	ওয়ারেসাত হোসেন বেলাল বীর প্রতিক (আওয়ামী লীগ)	১৬৬,৪৭৫ (৯০.০৩)	আবু তাহের তালুকদার (বিএনপি)	১৫,৬৩৮ (৮.৪৬)	২২৪,৫৫৮ (৮৩.০২)	
১৬২	কিশোরগঞ্জ-১	সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম (আওয়ামী লীগ)	২৬০,৪৭০ (৭৬.৮৩)	মো. রেজাউল করিম খান (বিএনপি)	৭১,৭৩৩ (২১.১৬)	৪৩০,১৯৩ (৭৯.৫৮)	
১৬৩	কিশোরগঞ্জ-২	নূর মোহাম্মদ (আওয়ামী লীগ)	৩০০,৭৭৬ (৮৩.৯৯)	মেজর (অব.) আখতারুজ্জামান (বিএনপি)	৫৪,০৫০ (১৫.০৯)	৪১৭,৪২০ (৮৬.৫৩)	
১৬৪	কিশোরগঞ্জ-৩	মো. মুজিবুল হক চুন্নু (জাতীয় পার্টি)	২৩৯,৬১৬ (৮৪.৭০)	ড মো. সাইফুল ইসলাম (বিএনপি)	৩১,৭৮৬ (১১.২৪)	৩৪৭,২০৯ (৮২.২৭)	
১৬৫	কিশোরগঞ্জ-৪	রেজওয়ান আহম্মদ তৌফিক (আওয়ামী লীগ)	২৫৭,৭৫১ (৯৭.৩০)	মো. ফজলুর রহমান (বিএনপি)	৪,৯৩৮ (১.৮৬)	৩২০,২৬৯ (৮৩.১৮)	
১৬৬	কিশোরগঞ্জ-৫	আফজাল হোসেন (আওয়ামী লীগ)	২০২,১৭৬ (৮৬.৫৪)	শেখ মজিবুর রহমান ইকবাল (বিএনপি)	২৮,৫৯৪ (১২.২৪)	২৭৮,৭০৯ (৮৪.৭৪)	
১৬৭	কিশোরগঞ্জ-৬	নাজমুল হাসান পাপন (আওয়ামী লীগ)	২৪৭,৯৩৩ (৮৮.৬৫)	মো. শরীফুল আলম (বিএনপি)	২৮,০৮৪ (১০.০৪)	৩৩২,৬৫১ (৮৪.৬৯)	
১৬৮	মানিকগঞ্জ-১	নাঈমুর রহমান দুর্জয় (আওয়ামী লীগ)	২৫৩,১৫১ (৮০.২৪)	খোন্দকার আব্দুল হামিদ ডাবলু (বিএনপি)	৫৮,১৮২ (১৮.৪৪)	৩৮৪,৫৮৭ (৮২.৮৮)	
১৬৯	মানিকগঞ্জ-২	মমতাজ বেগম (আওয়ামী লীগ)	২৭২,৫২১ (৮৩.৯৪)	মইনুল ইসলাম খান (বিএনপি)	৪৯,৮৮৩ (১৫.৩৭)	৪০৬,১৯৫ (৮২.৮৮)	
১৭০	মানিকগঞ্জ-৩	জাহিদ মালেক (আওয়ামী লীগ)	২২০,৫৯৫ (৮৬.৫৮)	মফিজুল ইসলাম খান কামাল (গণফোরাম)	২৯,৯০৪ (১১.৭৪)	৩১৯,৭২২ (৮১.৫৯)	
১৭১	মুন্সীগঞ্জ-১	মাহী বদরুদ্দোজা চৌধুরী (বিকল্প ধারা)	২৮৬,৬৮১ (৮২.২৫)	শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন (বিএনপি)	৪৪,৮৮৮ (১২.৮৮)	৪৪০,৫৩২ (৮০.৩৫)	
১৭২	মুন্সীগঞ্জ-২	বেগম সাগুফতা ইয়াসমিন (আওয়ামী লীগ)	২১৩,৫৩৪ (৯০.৪৪)	মিজানুর রহমান সিনহা (বিএনপি)	১৪,১৮০ (৬.০১)	৩০৫,৯৮৭ (৭৮.৪৮)	
১৭৩	মুন্সীগঞ্জ-৩	মৃনাল কান্তি দাস (আওয়ামী লীগ)	৩১৩,৩৫৮ (৯৪.২২)	আবদুল হাই (বিএনপি)	১২,৭৩৬ (৩.৮৩)	৪১৬,৬৭৭ (৮০.৯২)	
১৭৪	ঢাকা-১	সালমান ফজলুর রহমান	৩০২,৯৯৩	সালমা ইসলাম	৩৭,৭৬৩	৪৪০,২৮৭	

		(আওয়ামী লীগ)	(৮৬.৫০)	(স্বতন্ত্র)	(১০.৭৮)	(৮০.৪১)	
১৭৫	ঢাকা-২	কামরুল ইসলাম (আওয়ামী লীগ)	৩৩৯,৫৮১ (৮৫.৫৮)	ইরফান ইবনে আমান অমি (বিএনপি)	৪৭,১৯৫ (১১.৮৯)	৪৯৪,৩৪৬ (৮০.৯৩)	
১৭৬	ঢাকা-৩	নসরুল হামিদ (আওয়ামী লীগ)	২২১,৩৫১ (৯০.৬২)	গয়েশ্বর চন্দ্র রায় (বিএনপি)	১৬,৬১২ (৬.৮০)	৩১১,৬১৭ (৭৯.১৬)	
১৭৭	ঢাকা-৪	সৈয়দ আবু হোসেন (জাতীয় পার্টি)	১০৬,৯৫৯ (৬৯.৩০)	সালাহ উদ্দিন আহমেদ (বিএনপি)	৩৩,১১৭ (২১.৪৬)	২৪৫,৮১৩ (৬৩.৮৩)	
১৭৮	ঢাকা-৫	হাবিবুর রহমান মোল্লা (আওয়ামী লীগ)	২২০,০৮৩ (৭১.৭৭)	মো. নবীউল্লা (বিএনপি)	৬৭,৫৭২ (২২.০৩)	৪৫০,৬০৮ (৬৮.৭০)	
১৭৯	ঢাকা-৬	কাজী ফিরোজ রশিদ (জাতীয় পার্টি)	৯৩,৫৫২ (৭৬.৭৫)	সুব্রত চৌধুরী (গণফোরাম)	২৩,৬৯০ (১৯.৪৪)	২৬৯,৩১৫ (৪৫.২৬)	
১৮০	ঢাকা-৭	হাজী মো. সেলিম (আওয়ামী লীগ)	১৭৩,৬৮৭ (৭৪.৫৬)	মোস্তফা মোহসীন মন্টু (গণফোরাম)	৫১,৬৭২ (২২.১৮)	৩২৮,১৮১ (৭১.৭৪)	
১৮১	ঢাকা-৮	রাশেদ খান মেনন (ওয়ার্কাস পার্টি)	১৩৯,৫৩৮ (৭৬.৯১)	মির্জা আব্বাস উদ্দিন আহমেদ (বিএনপি)	৩৮,৭১৭ (২১.৩৪)	২৬৪,৮৬৪ (৬৯.০৮)	
১৮২	ঢাকা-৯	সাবের হোসেন চৌধুরী (আওয়ামী লীগ)	২২৪,২৩০ (৭৭.৩১)	আফরোজা আব্বাস (বিএনপি)	৫৯,১৬৫ (২০.৪০)	৪২৫,৪৯৪ (৬৮.৬৯)	
১৮৩	ঢাকা-১০	শেখ ফজলে নুর তাপস (আওয়ামী লীগ)	১৭৬,৬৫৭ (৭৭.৮৭)	আবদুল মান্নান (বিএনপি)	৪৩,৯৩২ (১৯.৮০)	৩১৩,৭৪৪ (৭৩.০৯)	
১৮৪	ঢাকা-১১	এ কে এম রহমাতুল্লাহ (আওয়ামী লীগ)	১৯৫,৫৫৩ (৭৪.৮১)	শামীম আরা বেগম (বিএনপি)	৫৪,৮৫৫ (২১.২১)	৪১৫,৪৫৭ (৬২.৬৫)	
১৮৫	ঢাকা-১২	আসাদুজ্জামান খাঁন (আওয়ামী লীগ)	১৯১,৮৯৫ (৮৩.২৩)	সাইফুল আলম নীরব (বিএনপি)	৩২,৬৭৮ (১৪.১৭)	৩৩৯,৮৩৪ (৬৮.৭০)	
১৮৬	ঢাকা-১৩	মো. সাদেক খান (আওয়ামী লীগ)	১০৩,১৬৩ (৬৪.২৮)	মো. আব্দুস সালাম (বিএনপি)	৪৭,২১১৫ (২৯.৪২)	৩২২,৭৭৫ (৪৩.০৫)	
১৮৭	ঢাকা-১৪	মো. আসলামুল হক (আওয়ামী লীগ)	১৯৭,১৩০ (৭৫.৩৪)	আবু বকর সিদ্দিক (বিএনপি)	৫৪,৯৮১ (২১.০১)	৪০৬,৪৪৪ (৬৪.৯৫)	
১৮৮	ঢাকা-১৫	কামাল আহমেদ মজুমদার (আওয়ামী লীগ)	১৭৫,১৬৫ (৭৯.৪৭)	ডাঃ মো. শফিকুর রহমান (বিএনপি)	৩৯,০৭১ (১৭.৭৩)	৩৪০,৩৮০ (৬৫.৩০)	
১৮৯	ঢাকা-১৬	মো. ইলিয়াস উদ্দিন মোল্লাহ (আওয়ামী লীগ)	১৭৫,৫০৬ (৭৫.০৬)	মোহাম্মদ আহসান উল্লাহ হাসান (বিএনপি)	৫০,৫৩৭ (২১.৬১)	৩৭৪,৩৩২ (৬২.৯৫)	
১৯০	ঢাকা-১৭	আকবর হোসেন পাঠান (ফারুক) (আওয়ামী লীগ)	১৬৪,৬১০ (৭৯.৩৮)	আন্দালিভ রহমান (বিএনপি)	৩৮,৬৩৯ (১৮.৬৩)	৩১৪,৪৮৮ (৬৬.৩৬)	
১৯১	ঢাকা-১৮	সাহারা খাতুন (আওয়ামী লীগ)	৩০৩,০৯২ (৭৮.৭৭)	শহিদ উদ্দিন মাহমুদ (বিএনপি)	৭২,১৫০ (১৮.৭৫)	৫৫৫,৭১৩ (৬৯.৯২)	
১৯২	ঢাকা-১৯	এনামুর রহমান (আওয়ামী লীগ)	৪৯০,৪২৭ (৮৬.১৭)	দেওয়ান মোহাম্মদ সালাউদ্দিন (বিএনপি)	৬৯,৫৬৬ (১২.২২)	৭৪৬,৯৪৭ (৭৭.২২)	
১৯৩	ঢাকা-২০	বেনজীর আহমদ (আওয়ামী লীগ)	২৫৯,৭৮৮ (৯৬.১৫)	মো. আব্দুল মান্নান (ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ)	৭,২৬৮ (২.৬৯)	৩২০,২২৩ (৮৪.৯৭)	
১৯৪	গাজীপুর-১	আ ক ম মোজাম্মেল হক (আওয়ামী লীগ)	৪০১,৫১৮ (৭৯.৩৩)	এডভোকেট চৌধুরী তানবীর আহমেদ সিদ্দিকী (বিএনপি)	৯৪,৭২৩ (১৮.৭২)	৬৬৪,৫১৯ (৭৭.২৫)	
১৯৫	গাজীপুর-২	জাহিদ আহসান রাসেল (আওয়ামী লীগ)	৪১২,১৪০ (৭৮.১৪)	মো. সালাহ উদ্দিন সরকার (বিএনপি)	১০১,০৪০ (১৯.১৬)	৭৪৫,৭৩৪ (৭১.৬৭)	
১৯৬	গাজীপুর-৩	মুহাম্মদ ইকবাল হোসেন (আওয়ামী লীগ)	৩৪৩,৩২০ (৮৮.৯৮)	ইকবাল সিদ্দিকী (বিএনপি)	৩৭,৯৮৬ (৯.৮৬)	৪৩৬,৬৬৬ (৮৯.২৬)	
১৯৭	গাজীপুর-৪	সিমিন হোসেন রিমি	২০৩,২৫৮	শাহ রিয়াজুল হান্নান	১৮,৫৮২	২৬৭,৩৯৪	

		(আওয়ামী লীগ)	(৯০)	(বিএনপি)	(৮.২৩)	(৮৫.১৭)	
১৯৮	গাজীপুর-৫	মেহের আফরোজ চুমকি (আওয়ামী লীগ)	২০৭,৬৯৯ (৮৫.৯৪)	এ. কে. এম. ফজলুল হক মিলন (বিএনপি)	২৭,৯৭৬ (১১.৫৮)	৩০২,৫৫৫ (৮০.৭৫)	
১৯৯	নরসিংদী-১	মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম (আওয়ামী লীগ)	২৭১,০৪৮ (৮৮.৯২)	খায়রুল কবির খোকন (বিএনপি)	২৪,৭৮৭ (৮.১৩)	৩৮০,০৯৫ (৮১.০২)	
২০০	নরসিংদী-২	আনোয়ারুল আশরাফ খান (আওয়ামী লীগ)	১৭৫,৭৫১ (৯৩.৫১)	আব্দুল মঈন খান (বিএনপি)	৭,১৮০ (৩.৮২)	২৩৪,৩৭৩ (৮০.৮১)	
২০১	নরসিংদী-৩	জহিরুল হক ভূঞা মোহন (আওয়ামী লীগ)	৯৪,০৩৫ (৫৮.৪১)	মো. সিরাজুল ইসলাম মোল্লা (স্বতন্ত্র)	৫২,৮৭৬ (৩২.৮৪)	২২১,৬০৮ (৭৫.১০)	
২০২	নরসিংদী-৪	নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন (আওয়ামী লীগ)	২৫৬,৫২৪ (৯০.৩৫)	সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন (বিএনপি)	১৬,৪৯৫ (৪.৯৫)	৩৪১,৭৪২ (৮৩.৮৪)	
২০৩	নরসিংদী-৫	রাজিউদ্দিন আহমেদ (আওয়ামী লীগ)	২৯৪,৪৮৪ (৯১.৬৮)	মো. আশরাফ উদ্দিন (বিএনপি)	২০,৪৩১ (৬.৩৬)	৩৭১,৫৩৬ (৮৭.২৮)	
২০৪	নারায়ণগঞ্জ-১	গোলাম দস্তগীর গাজী (আওয়ামী লীগ)	২৪৩,৭৩৯ (৯০.৬৮)	কাজী মনিরুজ্জামান (বিএনপি)	১৬,৪৩৪ (৪.৬৯)	৩৪৯,৭৯১ (৭৮.১৪)	
২০৫	নারায়ণগঞ্জ-২	নজরুল ইসলাম বাবু (আওয়ামী লীগ)	২৩২,৭২২ (৯৫.৮৬)	মো. নজরুল ইসলাম আজাদ (বিএনপি)	৫,১১১ (২.০৬)	২৮৩,৮৬৭ (৮৬.৮৪)	
২০৬	নারায়ণগঞ্জ-৩	লিয়াকত হোসেন খোকা (জাতীয় পার্টি)	১৯৭৭৮৫ (৮৫.০৬)	মো. আজহারুল ইসলাম মান্নান (বিএনপি)	১৮,০৪৭ (৭.৭৬)	৩০৩,৮৭২ (৭৭.৩৯)	
২০৭	নারায়ণগঞ্জ-৪	এ কে এম শামীম ওসমান (আওয়ামী লীগ)	৩৯৩,১৩৬ (৭৯.৮০)	মনির হোসাইন (জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম)	৭৬,৫৮২ (১৫.৫৪)	৬৫১,১০০ (৭৬.৩৩)	
২০৮	নারায়ণগঞ্জ-৫	এ, কে এম সেলিম ওসমান (জাতীয় পার্টি)	২৭৯,৫৪৫ (৮১.২৩)	এস. এম. আকরাম (বিএনপি)	৫২,৩৫২ (১৫.২১)	৪৪৫,৭১৫ (৭৮.৫৬)	
২০৯	রাজবাড়ি-১	কাজী কেরামত আলী (আওয়ামী লীগ)	২৩৮,৯১৪ (৮৬.৬৪)	আলী নেওয়াজ মাহমুদ খৈয়ম (বিএনপি)	৩৩,০০০ (১১.৯৭)	৩৪৬৬১৯ (৮০.১৯)	
২১০	রাজবাড়ি-২	মো. জিল্লুল হাকীম (আওয়ামী লীগ)	৩৯৮,৯৭৪ (৯৭.৫৪)	মো. নাসিরুল হক সাবু (বিএনপি)	৫,৪৭৫ (১.৩৪)	৪৬২,৪৭৩ (৮৮.৮৮)	
২১১	ফরিদপুর-১	মনজুর হোসেন (আওয়ামী লীগ)	৩০৪,৬০৭ (৯০.১৯)	শাহ মোহাম্মাদ আবু জাফর (বিএনপি)	২৭,৩০৫ (৮.০৮)	৪১০,৪৯৫ (৮৩.২১)	
২১২	ফরিদপুর-২	সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী (আওয়ামী লীগ)	২১৯,৮৬৮ (৯১.৭৬)	শামা ওবায়েদ ইসলাম (বিএনপি)	১৪,৯১০ (৬.২৬)	২৮৭,৩৭০ (৮৪.৯৭)	
২১৩	ফরিদপুর-৩	খন্দকার মোশাররফ হোসেন (আওয়ামী লীগ)	২৭৬,২৭১ (৯১.৭৪)	চৌধুরী কামাল ইবনে ইউসুফ (বিএনপি)	২১,৭০৪ (৭.২১)	৩৫৩,৪৬৯ (৮৫.৯২)	
২১৪	ফরিদপুর-৪	মুজিবুর রহমান চৌধুরী (স্বতন্ত্র)	১৪৪,১৭৯ (৫৫.৪২)	কাজী জাফর উল্যাহ (আওয়ামী লীগ)	৯৪,২৩৪ (৩৬.২৩)	৩৭০,৬৯৫ (৭০.৭৩)	
২১৫	গোপালগঞ্জ-১	মুহাম্মদ ফারুক খান (আওয়ামী লীগ)	৩০৩,১৬২ (৯৯.৭৪)	মোহাম্মাদ মিজানুর রহমান (ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ)	৭০২ (০.২৩)	৩২১,৪৫২ (৯৪.৯১)	
২১৬	গোপালগঞ্জ-২	শেখ ফজলুল করিম সেলিম (আওয়ামী লীগ)	২৮১,৯০৯ (৯৯.৬৮)	তসলিম শিকদার (ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ)	৬০৮ (০.২১)	৩১১,৮৬৮ (৯০.৯৮)	
২১৭	গোপালগঞ্জ-৩	শেখ হাসিনা (আওয়ামী লীগ)	২২৯,৫০১ (৯৯.৯১)	এস এম জিলানী (বিএনপি)	১২৭ (০.০৬)	২৪৩,৯৮৫ (৯৩.৩৩)	
২১৮	মাদারীপুর-১	নূর ই আলম লিটন চৌধুরী (আওয়ামী লীগ)	২২৭,৩৯৩ (৯৯.৬০)	মো. জাফর আহমাদ (ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ)	৪৫২ (০.২০)	২৪৫,০৯৫ (৯৩.৪২)	

২১৯	মাদারীপুর-২	শাহজাহান খান (আওয়ামী লীগ)	৩১১,৭৪০ (৯৭.৯৩)	মিল্টন বৈদ্য (বিএনপি)	২,৫৮৮ (০.৮১)	৩৪৭,২৩০ (৯২.১২)	
২২০	মাদারীপুর-৩	মো. আবদুস সোবহান মিয়া (আওয়ামী লীগ)	২৫২,৪৬১ (৯৭.৭৪)	আনিছুর রহমান (বিএনপি)	৩,২৯৬ (১.২৮)	২৯৭,৯৫৫ (৮৭.৩২)	
২২১	শরিয়তপুর-১	মো. ইকবাল হোসেন (আওয়ামী লীগ)	২৭২,৯৩৯ (৯৮.৯৫)	মো. তোফায়েল আহমেদ (ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ)	১,৪২৭ (০.৫২)	২৯৬,০১২ (৯৩.৪৮)	
২২২	শরিয়তপুর-২	এ কে এম এনামুল হক শামীম (আওয়ামী লীগ)	২৭৩,১৭১ (৯৮.৩৭)	মো. সফিকুর রহমান (কিরন) (বিএনপি)	২,২১৩ (০.৮০)	৩১০,৩৪৩ (৮৯.৮৬)	
২২৩	শরিয়তপুর-৩	নাহিম রাজ্জাক (আওয়ামী লীগ)	২০৭,২২৯ (৯৬.৫৪)	হানিফ মিয়া (ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ)	২,৭৩৫ (১.২৭)	২৫৫,২৯৫ (৮৪.৫৩)	
২২৪	সুনামগঞ্জ-১	মোয়াজ্জেম হোসেন রতন (আওয়ামী লীগ)	২৬৪,০২৪ (৭৬.৫৪)	নজির হোসেন (বিএনপি)	৭৮,৯১৫ (২২.৮৮)	৩৯৯,৩৫৯ (৮৭.১১)	
২২৫	সুনামগঞ্জ-২	জয়া সেন গুপ্তা (আওয়ামী লীগ)	১২৪,০১৭ (৬৪.৪০)	মো. নাছির চৌধুরী (বিএনপি)	৬৭,৫৮৭ (৩৫.০৯)	২৫০,৭২১ (৭৭.৮৬)	
২২৬	সুনামগঞ্জ-৩	এম এ মান্নান (আওয়ামী লীগ)	১৬৩,১৪৯ (৭৫.১৫)	মো. শাহীনূর পাশা চৌধুরী (বিএনপি)	৫২,৯২৫ (২৪.৩৮)	২৯০,৮২৯ (৭৫.৫৩)	
২২৭	সুনামগঞ্জ-৪	পীর ফজলুর রহমান মিসবাহ (জাতীয় পার্টি)	১৩৭,২৮৯ (৬৫.০৯)	মোহাম্মদ ফজলুল হক আছপিয়া (বিএনপি)	৬৯,৭৪৯ (৩৩.০৭)	২৮৯,০৩০ (৭৪.০১)	
২২৮	সুনামগঞ্জ-৫	মহিবুর রহমান মানিক (আওয়ামী লীগ)	২২১,৩২৮ (৭০.৫৩)	মো. মিজানুর রহমান চৌধুরী (বিএনপি)	৮৯,৬৪২ (২৮.৫৬)	৪১১,৮৩০ (৭৭.৪৫)	
২২৯	সিলেট-১	এ, কে, আব্দুল মোমেন (আওয়ামী লীগ)	২৯৮,৬৯৬ (৭০.০৩)	খন্দকার আবদুল মুক্তাদীর (বিএনপি)	১২৩,৮৫১ (২৯.০৪)	৫৪৪,২১৯ (৭৯.৭৪)	
২৩০	সিলেট-২	মোকাব্বির খান (গণফোরাম)	৬৯,৪২০ (৪৬.৮৫)	মুহিবুর রহমান (স্বতন্ত্র)	৩০,৪৪৯ (২০.৫৫)	২৮৬,৫৮৬ (৫২.৩০)	
২৩১	সিলেট-৩	মাহমুদ উস সামাদ চৌধুরী (আওয়ামী লীগ)	১৭৬,৫৮৭ (৬৬.১৪)	আলহাজ্ব শফি আহমদ চৌধুরী (বিএনপি)	৮৩,২৮৮ (৩১.১৯)	৩২৩,৬৫৬ (৮৩.৫৩)	
২৩২	সিলেট-৪	ইমরান আহমদ (আওয়ামী লীগ)	২২৩,৬৭২ (৬৯.৮৮)	দিলদার হোসেন সেলিম (বিএনপি)	৯৩,৪৪৮ (২৯.১৯)	৩৮২,২৩০ (৮৪.৯২)	
২৩৩	সিলেট-৫	হাফিজ আহমদ মজুমদার (আওয়ামী লীগ)	১৩৯,৭৩৫ (৫৯.১৪)	উবায়দুল্লাহ ফারুক (জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম)	৮৬,১৫১ (৩৬.৪৬)	৩২৪,৫০৮ (৭৪.১৯)	
২৩৪	সিলেট-৬	নুরুল ইসলাম নাহিদ (আওয়ামী লীগ)	১৯৬,০১৫ (৬৪.০৪)	ফয়সল আহমদ চৌধুরী (বিএনপি)	১০৮,০৮৯ (৩৫.৩২)	৩৯৩,১১৫ (৭৮.৭৪)	
২৩৫	মৌলভীবাজার-১	মো. সাহাবউদ্দীন (আওয়ামী লীগ)	১৪৪,৫৯৫ (৬৭.৯৭)	নাসির উদ্দিন আহমেদ (বিএনপি)	৬৭,৩৪৫ (৩১.৬৬)	২৬৫,৮১৩ (৮০.৮৯)	
২৩৬	মৌলভীবাজার-২	সুলতান মোহাম্মদ মনসুর আহমদ (গণফোরাম)	৭৯,৭৪২ (৫০.২১)	এম এম শাহীন (বিকল্পধারা)	৭৭১৭০ (৪৮.৫৯)	২৪১,২৭১ (৬৭.০৪)	
২৩৭	মৌলভীবাজার-৩	নেওয়ার আহমদ (আওয়ামী লীগ)	১৮৪,৫৭৯ (৬৩.৪০)	নাসের রহমান (বিএনপি)	১০৪,৫৯৫ (৩৫.৯৩)	৩৯১,৩৮৬ (৭৫.৫৯)	
২৩৮	মৌলভীবাজার-৪	মো. আব্দুস শহিদ (আওয়ামী লীগ)	২১১,৬১৩ (৬৯.০৭)	মো. মুজিবুর রহমান চৌধুরী (বিএনপি)	৯৩,২৯৫ (৩০.৪৫)	৩৯৮,৯৫০ (৭৭.৭৭)	
২৩৯	হবিগঞ্জ-১	গাজী মোহাম্মদ শাহনওয়াজ (আওয়ামী লীগ)	১৬০,৮৩৭ (৬৩.৪৪)	রেজা কিবরিয়া (গণফোরাম)	৮৫,৮৮৫ (৩৩.৮৮)	৩৬৫,০১৮ (৭০.১৮)	
২৪০	হবিগঞ্জ-২	মো. আব্দুল মজিদ খান (আওয়ামী লীগ)	১৭৯,৪৮০ (৭৩.৫৩)	মাওলানা আব্দুল বাছিত আজাদ	৫৯,৭২৪ (২৪.৪৭)	৩০৬,৯৮১ (৮০.৩২)	

				(খেলাফত মজলিস)			
২৪১	হবিগঞ্জ-৩	মো. আবু জাহির (আওয়ামী লীগ)	১৯৩,৮৭৩ (৭২.৬৫)	আলহাজ্ব মো. জি কে গউছ (বিএনপি)	৬৮,০৭৮ (২৫.৫১)	৩২৬,৮২৩ (৮৩.২০)	
২৪২	হবিগঞ্জ-৪	মো. মাহবুব আলী (আওয়ামী লীগ)	৩০৮,৭২৭ (৮৫.২৩)	আহমদ আবদুল কাদের (খেলাফত মজলিস)	৪৬,১৮৩ (১২.৭৫)	৪২৭,৬১৮ (৮৫.৬৫)	
২৪৩	ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১	বদরুদ্দোজা মো. ফরহাদ হোসেন (আওয়ামী লীগ)	১০১,১১০ (৬২.০১)	এস.এ.কে একরামুজ্জামান (বিএনপি)	৬০,৭৩৪ (৩৭.২৫)	২০৭,৫০১ (৭৯.৭৩)	
২৪৪	ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২	আবদুস সাত্তার ভূঞা (বিএনপি)	৮২,৭২৩ (৪০.৭৪)	মো. মঈন উদ্দিন (স্বতন্ত্র)	৭২,৫৬৪ (৩৫.৭৩)	৩৩৫,৮৪৮ (৬৬.১৩)	
২৪৫	ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩	র আ ম ওবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী (আওয়ামী লীগ)	৩৯৩,৫২৩ (৮৮.১৬)	মো. খালেদ হোসেন মাহবুব (বিএনপি)	৪৬,০৭৭ (১০.৩২)	৫১২,০৭৩ (৮৮.২২)	
২৪৬	ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৪	আনিসুল হক (আওয়ামী লীগ)	২৮২,০৬২ (৯৮.৯৫)	মো. জসিম (ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ)	২,৯৪৯ (১.০৩)	৩২৭,৩০৬ (৮৭.৪৭)	
২৪৭	ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৫	মোহাম্মদ এবাদুল করিম (আওয়ামী লীগ)	২৫১,৫২২ (৮৮.৯৬)	কাজী নাজমুল হোসেন (বিএনপি)	১৭,০১১ (৬.০২)	৩৪৩,৯১৪ (৮৪.১৭)	
২৪৮	ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬	এ বি তাজুল ইসলাম (আওয়ামী লীগ)	২০০,০৭৮ (৯৮.৭৫)	আবদুল খালেক (বিএনপি)	১,৩২৯ (০.৬৬)	২১৭,৫০৮ (৯৩.৪৫)	
২৪৯	কুমিল্লা-১	মোহাম্মদ সুবিদ আলী ভূঁইয়া (আওয়ামী লীগ)	১৩৫,৮১৩ (৫৬.৯৯)	ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন (বিএনপি)	৯৫,৫৪২ (৪০.০৮)	৩৪২,৯৬৫ (৭০.৪৯)	
২৫০	কুমিল্লা-২	সেলিমা আহমাদ (আওয়ামী লীগ)	২০৬,০১৬ (৮৮.৩৪)	ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন (বিএনপি)	২০,৯৩৩ (৮.৯৮)	২৯০,০২৬ (৮১.৬৬)	
২৫১	কুমিল্লা-৩	ইউসুফ আব্দুল্লাহ হারুন (আওয়ামী লীগ)	২৭৩,১৮২ (৯৩.৭৯)	কে এম মুজিবুল হক (বিএনপি)	১২,৩৫৮ (৪.২৪)	৩৮৩,০৮৬ (৭৭.১৩)	
২৫২	কুমিল্লা-৪	রাজী মোহাম্মদ ফখরুল (আওয়ামী লীগ)	২৪০,৫৪৪ (৯৪.৮৪)	আব্দুল মালেক রতন (জাসদ-জেএসডি)	৭,৯৫৮ (৩.১৪)	৩১৬,৭৫১ (৮১.০৬)	
২৫৩	কুমিল্লা-৫	আব্দুল মতিন খসরু (আওয়ামী লীগ)	২৯০,৫৪৭ (৯৪.৭০)	মো. ইউনুস (বিএনপি)	১২,১১৩ (৩.৯৫)	৩৬৮,৯৬৭ (৮৫.০১)	
২৫৪	কুমিল্লা-৬	আ ক ম বাহাউদ্দিন (আওয়ামী লীগ)	২৯৬,৩০০ (৯২.৩৬)	মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ (বিএনপি)	১৮,৫৩৭ (৫.৭৮)	৪১৫,৮৮৪ (৭৮.১৫)	
২৫৫	কুমিল্লা-৭	অধ্যাপক মো. আলী আশরাফ (আওয়ামী লীগ)	১৮৪,৯০১ (৮৯.৭৮)	রেদওয়ান আহমেদ (বিএনপি)	১৫,৭৪৭ (৭.৬৫)	২৫১,৫৪৩ (৮২.৭৯)	
২৫৬	কুমিল্লা-৮	নাছিমুল আলম চৌধুরী (জাতীয় পার্টি)	১৮৮,৬৫৯ (৮২.৮৪)	জাকারিয়া তাহের (বিএনপি)	৩৪,২১৯ (১৫.০৩)	২৯৩,২৭৯ (৭৮.৮০)	
২৫৭	কুমিল্লা-৯	মো. তাজুল ইসলাম (আওয়ামী লীগ)	২৭০,৬০২ (৯২.২৫)	এম আনোয়ার উল আজিম (বিএনপি)	১১,৩০৯ (৩.৮৬)	৩৬১,৯৫৭ (৮১.৮৯)	
২৫৮	কুমিল্লা-১০	আহম মোস্তফা কামাল (আওয়ামী লীগ)	৪০৫,২৯৯ (৯৪.৯৬)	মো. মনিরুল হক চৌধুরী (বিএনপি)	১২,৪৮৮ (২.৯৩)	৫১৪,০৪০ (৮৪.৩৫)	
২৫৯	কুমিল্লা-১১	অ্যাডভোকেট মুজিবুল হক (আওয়ামী লীগ)	২৮২,০০৩ (৯৮.৩৭)	মো. কামাল উদ্দিন ভূঁঞা (ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ)	২,২৬৪ (০.৭৯)	৩২৮,২৮০ (৮৮.২৫)	
২৬০	চাঁদপুর-১	ড. মহীউদ্দিন খান আলমগীর (আওয়ামী লীগ)	১৯৬,৮৪৪ (৯২.৩১)	মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন (বিএনপি)	৭,৭৫৯ (৩.৬৪)	২৬৫,৯৬৬ (৮১.০৪)	
২৬১	চাঁদপুর-২	মো. নুরুল আমিন	৩০১,০৫০	মো. জালাল উদ্দিন	১০,২৭৭	৩৯৩,৩৪৬	

		(আওয়ামী লীগ)	(৯৫.১৮)	(বিএনপি)	(৩.২৫)	(৮১.০২)	
২৬২	চাঁদপুর-৩	ডা. দীপু মনি (আওয়ামী লীগ)	৩০৪,৮১২ (৮৬.৭৯)	শেখ ফরিদ আহম্মেদ (বিএনপি)	৩৫,৫০১ (১০.১১)	৪৩০,৪০০(৮৩.০৮)	
২৬৩	চাঁদপুর-৪	মুহম্মদ শফিকুর রহমান (আওয়ামী লীগ)	১৭৩,৩৬৯ (৮১.৪৬)	মো. হারুনুর রশিদ (বিএনপি)	৩০,৭৯৯ (১৪.৪৭)	৩০৯,৭৭৬ (৬৯.৭১)	
২৬৪	চাঁদপুর-৫	মেজর (অব.) রফিকুল ইসলাম (বীর উত্তম) (আওয়ামী লীগ)	৩০১,৬৪৮ (৮৬.৯৩)	মো. মমিনুল হক (বিএনপি)	৩৭,১৯৫ (১০.৭২)	৪০৪,৬৪৫ (৮৬.৭৭)	
২৬৫	ফেনী-১	শিরীন আখতার (জাসদ)	২০৪,২৫৬ (৮৬.৩০)	মুন্সি রফিকুল আলম (বিএনপি)	২৫,৪৯৪ (১০.৭৭)	৩০৫,০৫৫ (৭৮.৮৬)	
২৬৬	ফেনী-২	নিজাম উদ্দিন হাজারী (আওয়ামী লীগ)	২৯০,৬৬৮ (৯৬.৪৯)	জয়নাল আবদিন (বিএনপি)	৫,৭৮৪ (১.৯২)	৩৪৭,৬৮২ (৮৭.২৫)	
২৬৭	ফেনী-৩	মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী (জাতীয় পার্টি)	২৯০,২১১ (৯১.২০)	মোহাম্মদ আকবর হোসেন (বিএনপি)	১৫০,৬৭ (৪.৭৭)	৩৯৩,২৫০ (৮১.১৩)	
২৬৮	নোয়াখালী-১	এইচ এম ইব্রাহিম (আওয়ামী লীগ)	২৩৮,৯৭০ (৯১.৪৫)	এ এম মাহবুব উদ্দিন খোকন (বিএনপি)	১৪৮,৬২ (৫.৬৯)	৩৬৬,৮৭৫ (৭৮.৩৯)	
২৬৯	নোয়াখালী-২	মোরশেদ আলম (আওয়ামী লীগ)	১৭৭,৩৯১ (৮৩.৪৩)	জয়নুল আবদিন ফারুক (বিএনপি)	২৬,১৬৯ (১২.৩১)	২৭১,২৪৪ (৭৯.৯৪)	
২৭০	নোয়াখালী-৩	মামুনুর রশিদ কিরন (আওয়ামী লীগ)	২১৭,৪২৯ (৭৮.৪২)	মো. বরকত উল্লাহ বুলু (বিএনপি)	৫৩,৭৯০ (১৯.৪০)	৩৮২,৩৯৮ (৭৩.৮৮)	
২৭১	নোয়াখালী-৪	একরামুল করিম চৌধুরী (আওয়ামী লীগ)	৩৯৬,০২২ (৯২.৩২)	মো. শাহজাহান (বিএনপি)	২৩,২৫৭ (৫.৪২)	৫৪৪,৭৪০ (৭৯.৪০)	
২৭২	নোয়াখালী-৫	ওবায়দুল কাদের (আওয়ামী লীগ)	২৫২,৭৪৪ (৯৩.৩৩)	মওদুদ আহমদ (বিএনপি)	১০,৯৭০ (৪.০৫)	৩৩১,৭৯৩ (৮২.১৭)	
২৭৩	নোয়াখালী-৬	আয়েশা ফেরদাউস (আওয়ামী লীগ)	২১০,০১৫ (৯৬.১৫)	মোহাম্মদ ফজলুল আজিম (বিএনপি)	৪,৭১৫ (২.১৬)	২৫৮৮৫৪ (৮৫.০৬)	
২৭৪	লক্ষীপুর-১	আনোয়ার হোসেন খান (আওয়ামী লীগ)	১৮৫,৪৩৮ (৯৬.০৩)	মো. শাহাদাত হোসেন (এলডিপি)	৩,৮৯২ (২.০২)	২১৯,৯৪০ (৮৮.৩৮)	
২৭৫	লক্ষীপুর-২	মোহাম্মদ শহিদ ইসলাম (স্বতন্ত্র)	২৫৬,৭৮৪ (৮৮.০৬)	মো. আবুল খায়ের ভূঁইয়া (বিএনপি)	২৮,০৬৫ (৯.৬২)	৩৭২৫৯২ (৭৯.২২)	
২৭৬	লক্ষীপুর-৩	এ কে এম শাহজাহান কামাল (আওয়ামী লীগ)	২৩৩,৭২৮ (৯১.৬৪)	মো. শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি (বিএনপি)	১৪,৪৯২ (৫.৬৮)	৩৩০,৯৩০ (৭৭.৬৫)	
২৭৭	লক্ষীপুর-৪	আবদুল মান্নান (বিকল্পধারা)	১৮৩৯০৬ (৮০.০৯)	আ স ম আব্দুর রব (জাসদ-জেএসডি)	৪০,৯৭৩ (১৭.৮৪)	৩১০৮৪২ (৭৪.৫৫)	
২৭৮	চট্টগ্রাম-১	ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন (আওয়ামী লীগ)	২৬৬,৬৬৬ (৯৬.৭৯)	নুরুল আমিন (বিএনপি)	৩,৯৯১ (১.৪৫)	৩১৫,০১৬ (৮৭.৯৭)	
২৭৯	চট্টগ্রাম-২	সৈয়দ নজিবুল বশর মাইজভান্ডারী (বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন)	২৩৮,৪৩০ (৭৯.১০)	মো. আজিম উল্লাহ বাহার (বিএনপি)	৪৯,৭৫৩ (১৬.৫১)	৩৭৬,৪৮৫ (৮১.১২)	
২৮০	চট্টগ্রাম-৩	মাহফুজুর রহমান (আওয়ামী লীগ)	১৬২,৩৫৬ (৯৫.৯৩)	কামাল পাশা (বিএনপি)	৩,১২২ (১.৮৪)	২০২,৬৩৫ (৮৩.৮৯)	
২৮১	চট্টগ্রাম-৪	দিদারুল আলম (আওয়ামী লীগ)	২৬৬,১১৮ (৮৭.৪২)	মোহাম্মদ আসলাম চৌধুরী (বিএনপি)	৩০,০১৪ (৯.৮৬)	৩৯৩,২২৮ (৭৮.২৭)	
২৮২	চট্টগ্রাম-৫	আনিসুল ইসলাম মাহমুদ (জাতীয় পার্টি)	২৭৭,৯০৯ (৮২.৮৫)	সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম (কল্যাণ পার্টি)	৪৪,৩৮১ (১৩.২৩)	৪৩০,১২৪ (৭৯.৬৪)	
২৮৩	চট্টগ্রাম-৬	এ বি এম ফজলে করিম চৌধুরী (আওয়ামী লীগ)	২৩০,৪৭১ (৯৮.৪৪)	মো. জসিম উদ্দিন সিকদার (বিএনপি)	২,২৪৪ (০.৯৬)	২৭০,৪৬০ (৮৭.১৭)	
২৮৪	চট্টগ্রাম-৭	মোহাম্মদ হাছান মাহমুদ (আওয়ামী লীগ)	২১৭,১৫৫ (৯৫.৮০)	মো. নুরুল আলম (এলডিপি)	৬,০৬৫ (২.৬৮)	২৬৯,৩৩২ (৮৪.৮০)	

২৮৫	চট্টগ্রাম-৮	মঈন ইদ্দিন খান বাদল (জাসদ)	২৮২,৩১৩ (৮০.১৯)	মোহাম্মদ আবু সুফিয়ান (বিএনপি)	৬০,৪২৮ (১৭.১৬)	৪৭৫,৯৯৬ (৭৬.৭২)	
২৮৬	চট্টগ্রাম-৯	মহিবুল হাসান চৌধুরী (আওয়ামী লীগ)	২২৩,৬১৪ (৯১.১০)	শাহাদাত হোসেন (বিএনপি)	১৭,৬৪২ (৭.১৯)	৩৯০,৩৬৩ (৬২.৮৮)	
২৮৭	চট্টগ্রাম-১০	আফছারুল আমিন (আওয়ামী লীগ)	২৮৭,০৪৭ (৮৬.২৭)	আবদুল্লাহ আল নোমান (বিএনপি)	৪১,৩৯০ (১২.৪৪)	৪৬৪,৩৩১ (৭২.৫৮)	
২৮৮	চট্টগ্রাম-১১	এম আব্দুল লতিফ (আওয়ামী লীগ)	২৮৩,১৬৯ (৮২.৩৯)	আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী (বিএনপি)	৫২,৮৯৮ (১৫.৩৯)	৫০৭,৪০৯ (৬৮.৬৩)	
২৮৯	চট্টগ্রাম-১২	সামসুল হক চৌধুরী (আওয়ামী লীগ)	১৮৩,১৭৯ (৭৭.১৭)	মো. এনামুল হক (বিএনপি)	৪৪,৫৯৮ (১৮.৭৯)	২৮৫,৯৬৬ (৮৪.৩০)	
২৯০	চট্টগ্রাম-১৩	সাইফুজ্জামান চৌধুরী (আওয়ামী লীগ)	২৪৩,৪১৫ (৯৫.৮৮)	এম. এ. মতিন (বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট)	৩,৭৯৪ (১.৪৯)	৩১০,৪৬৬ (৮২.৮০)	
২৯১	চট্টগ্রাম-১৪	মো. নজরুল ইসলাম চৌধুরী (আওয়ামী লীগ)	১৮৯,১৮৬ (৮৭.৪৬)	ডক্টর অলি আহমদ, বীর বিক্রম (এলডিপি)	২২,২২৫ (১০.২৭)	২৪৯,০৪৩ (৮৮.০৬)	
২৯২	চট্টগ্রাম-১৫	আবু রেজা মো. নিজামউদ্দিন (আওয়ামী লীগ)	২৫৯,৩৭৫ (৮২.৪১)	আ. ন. ম. শামশুল ইসলাম (বিএনপি)	৫৩,৯৮৬ (১৭.১৫)	৩৮৮,১৩৭ (৮২.৫৩)	
২৯৩	চট্টগ্রাম-১৬	মোস্তাফিজুর রহমান চৌধুরী (আওয়ামী লীগ)	১৭৫,৩৫৭ (৭২.৭৯)	জাফরুল ইসলাম চৌধুরী (বিএনপি)	২৬,৩৭০ (১০.৯৫)	৩০৩,১২৩ (৮০.২৫)	
২৯৪	কক্সবাজার-১	জাফর আলম (আওয়ামী লীগ)	২৭৩,৮৫৬ (৮২.৪৮)	হাসিনা আহমেদ (বিএনপি)	৫৬,৬০১ (১৭.০৫)	৩৯০,৮২৯ (৮৬.০৬)	
২৯৫	কক্সবাজার-২	আশেক উল্লাহ রফিক (আওয়ামী লীগ)	২১৩,০৯১ (৮৬.৪১)	এ.এইচ.এম. হামিদুর রহমান আযাদ (স্বতন্ত্র)	১৮,৫৮৭ (৭.৫৪)	২৯৬,১৭৭ (৮৩.৯৮)	
২৯৬	কক্সবাজার-৩	সাইমুম সরোয়ার কমল (আওয়ামী লীগ)	২৫৩,৮২৫ (৭৪.১৬)	লুৎফুর রহমান (বিএনপি)	৮৬,৭১৮ (২৫.৩৪)	৪১৪,৯৩০ (৮৩.৬২)	
২৯৭	কক্সবাজার-৪	শাহীন আক্তার (আওয়ামী লীগ)	১৯৬,৯৭৪ (৮৩.৪৭)	শাহজাহান চৌধুরী (বিএনপি)	৩৭,০১৮ (১৫.৬৯)	২৬৬,১৪৬ (৮৯.৫০)	
২৯৮	খাগড়াছড়ি	কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা (আওয়ামী লীগ)	২৩৬,৪৫০ (৬৬.৯২)	নতুন কুমার চাকমা (স্বতন্ত্র)	৫৯,২৫৭ (১৬.৮৪)	৪৪১,৮৪৩ (৮১.১৬)	
২৯৯	রাঙ্গামাটি	দীপংকর তালুকদার (আওয়ামী লীগ)	১৫৯,২৮৯ (৫২.৮৭)	ঊষাতন তালুকদার	১০৮,০৩৬(৩৫.৮৬)	৪১৮,২১৭ (৭৩.১১)	
৩০০	বান্দরবান	বীর বাহাদুর উ শৈ সিং (আওয়ামী লীগ)	১৪৩,৯৬৬ (৭০.৫৪)	সাচিং প্রু (বিএনপি)	৫৮,৭১৯ (২৮.৭৭)	২৪৬,৮৭৩ (৮৩.৮২)	

বিশেষ দ্রষ্টব্য: উপরোক্ত তথ্য/ফলাফলে কোনো অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হলে নির্বাচন কমিশনের তথ্য/ফলাফলই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

সারণি-৬৯: সংরক্ষিত মহিলা আসন (৫০টি)			
ক্রম	আসন নং	নাম	দলের নাম
৩০১	মহিলা আসন-১	শিরীন আহমেদ	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
৩০২	মহিলা আসন-২	জিন্নাতুল বাকিয়া	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
৩০৩	মহিলা আসন-৩	শবনম জাহান শিলা	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
৩০৪	মহিলা আসন-৪	সুবর্ণা মুস্তফা	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
৩০৫	মহিলা আসন-৫	নাহিদ ইজহার খান	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
৩০৬	মহিলা আসন-৬	খাদিজাতুল আনোয়ার	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
৩০৭	মহিলা আসন-৭	ওয়াশিকা আয়েশা খানম	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
৩০৮	মহিলা আসন-৮	কানিজ ফাতেমা আহমেদ	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
৩০৯	মহিলা আসন-৯	বাসন্তী চাকমা	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
৩১০	মহিলা আসন-১০	আঞ্জুম সুলতানা	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
৩১১	মহিলা আসন-১১	আরমা দত্ত	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
৩১২	মহিলা আসন-১২	উম্মে ফাতেমা নাজমা বেগম	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
৩১৩	মহিলা আসন-১৩	শামসুন্নাহার ভূঁইয়া	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
৩১৪	মহিলা আসন-১৪	রুমানা আলী	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
৩১৫	মহিলা আসন-১৫	সুলতানা নাদিরা	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
৩১৬	মহিলা আসন-১৬	হোসনে আরা	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
৩১৭	মহিলা আসন-১৭	হাবিবা রহমান খান	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
৩১৮	মহিলা আসন-১৮	জাকিয়া পারভীন খানম	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
৩১৯	মহিলা আসন-১৯	শেখ এ্যানী রহমান	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
৩২০	মহিলা আসন-২০	অপরাজিতা হক	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
৩২১	মহিলা আসন-২১	খন্দকার মমতা হেনা লাভলী	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
৩২২	মহিলা আসন-২২	শামীমা আক্তার খানম	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
৩২৩	মহিলা আসন-২৩	ফজিলাতুন্নেছা	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
৩২৪	মহিলা আসন-২৪	রাবেয়া আলী	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
৩২৫	মহিলা আসন-২৫	তামান্না নুসরাত বুবলী	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
৩২৬	মহিলা আসন-২৬	নার্গিস রহমান	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
৩২৭	মহিলা আসন-২৭	মনিরা সুলতানা	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
৩২৮	মহিলা আসন-২৮	খালেদা খানম	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
৩২৯	মহিলা আসন-২৯	সৈয়দা রুবিনা মির	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
৩৩০	মহিলা আসন-৩০	কানিজ সুলতানা	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
৩৩১	মহিলা আসন-৩১	গ্লোরিয়া ঝর্ণা সরকার	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
৩৩২	মহিলা আসন-৩২	জাকিয়া তাবাসসুম	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
৩৩৩	মহিলা আসন-৩৩	ফরিদা খানম সাকী	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
৩৩৪	মহিলা আসন-৩৪	রুশেমা বেগম	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
৩৩৫	মহিলা আসন-৩৫	সৈয়দা রাশেদা বেগম	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
৩৩৬	মহিলা আসন-৩৬	সৈয়দা জোহরা আলাউদ্দিন	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
৩৩৭	মহিলা আসন-৩৭	আদিবা আনজুম মিতা	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
৩৩৮	মহিলা আসন-৩৮	ফেরদৌসী ইসলাম জেসী	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
৩৩৯	মহিলা আসন-৩৯	পারভীন হক শিকদার	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
৩৪০	মহিলা আসন-৪০	খোদেজা নাসরীন আক্তার হোসেন	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
৩৪১	মহিলা আসন-৪১	তাহমীনা বেগম	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
৩৪২	মহিলা আসন-৪২	নাদিয়া ইয়াসমিন জলি	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
৩৪৩	মহিলা আসন-৪৩	রত্না আহমেদ	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
৩৪৪	মহিলা আসন-৪৪	সালমা ইসলাম	জাতীয় পার্টি
৩৪৫	মহিলা আসন-৪৫	রওশনারা মান্নান	জাতীয় পার্টি
৩৪৬	মহিলা আসন-৪৬	নাজমা আক্তার	জাতীয় পার্টি
৩৪৭	মহিলা আসন-৪৭	মাসুদা এম রশিদ চৌধুরী	জাতীয় পার্টি
৩৪৮	মহিলা আসন-৪৮	লুৎফুন নেসা খান	ওয়ার্কার্স পার্টি

৩৪৯	মহিলা আসন-৪৯	সেলিনা ইসলাম	ওয়ার্কার্স পার্টি
৩৫০	মহিলা আসন-৫০	রুমিন ফারহানা	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল

সারণি-৭০: উপ-নির্বাচনের তথ্য (একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন)

ক্রম.	আসন	নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ	বিজয়ী			মন্তব্য
			নাম	দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	
১.	কিশোরগঞ্জ-১		ডা. সৈয়দা জাকিয়া নূর লিপি	আওয়ামী লীগ	বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত	সৈয়দ আশরাফুল ইসলামের মৃত্যুতে আসনটি শূন্য হয়
২.	বগুড়া-৬	২৪ জুন ২০১৯	গোলাম মোহাম্মদ সিরাজ	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	৮৯,৭৪২	মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর নির্ধারিত সময়ে শপথ গ্রহণ না করায় আসনটি শূন্য ঘোষণা করা হয়
৩.	চট্টগ্রাম-৮	১৩ জানুয়ারি ২০২০	মোছলেম উদ্দিন আহমেদ	আওয়ামী লীগ	৮৭,২৪৬	মইনউদ্দিন খান বাদলের মৃত্যুতে আসনটি শূন্য হয়
৪.	রংপুর-৩	০৫ অক্টোবর ২০১৯	রাহগির আলমাহি সাদ এরশাদ	জাতীয় পার্টি	৫৮,৮৭৮	এইচ এম এরশাদের মৃত্যুতে আসনটি শূন্য হয়

তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

নির্বাচনে বিজয়ী নারী (সাধারণ আসন)

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নারী প্রার্থী ছিলেন ৬৯ জন, যা এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত সব নির্বাচনের মধ্যে ছিল সর্বোচ্চ নারী প্রার্থী। তাছাড়া এবারই সবচেয়ে বেশি নারী (২২ জন) জয়লাভ করেন[২০]। এর মধ্যে দলীয় প্রধান শেখ হাসিনা-সহ ১৯ জনই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত। এর বাইরে জাতীয় পার্টি থেকে দুজন এবং জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ থেকে একজন নারী নির্বাচিত হয়েছেন। নির্বাচিত ২২ জন নারী প্রার্থীর মধ্যে ২০ জনই দশম জাতীয় সংসদের সংসদ সদস্য ছিলেন। কুমিল্লা-২ আসনের প্রার্থী সেলিমা আহমেদ এবং কক্সবাজার-৪ আসনের প্রার্থী শাহীন আক্তার প্রথমবারের মত সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। উপরোক্ত ২২ জন ছাড়াও উপ-নির্বাচনে কিশোরগঞ্জ-১ আসন থেকে নির্বাচিত হন ডা. সৈয়দা জাকিয়া নূর লিপি। সৈয়দ আশরাফুল ইসলামের মৃত্যুর কারণে আসনটি শূন্য হয়।

উল্লেখ্য, প্রথম নারী সাংসদ নির্বাচিত হন তৃতীয় সংসদে ১৯৭৯ সালে। এরপর ১৯৮৬ সালে ৫ জন, ১৯৮৮ সালে ৪ জন নারী সরাসরি নির্বাচিত হন। এই নির্বাচনগুলোতে মোট কতজন করে নারী প্রার্থী ছিলেন সে পরিসংখ্যান পাওয়া যায়নি। ১৯৯১ সালের হিসাব অনুযায়ী ৩৯ জন প্রার্থীর মধ্যে ৫ জন, ১৯৯৬ সালের জুন মাসের নির্বাচনে ৩৬ প্রার্থীর মধ্যে ৮ জন, ২০০১ সালের নির্বাচনে ৩৮ জন প্রার্থীর মধ্যে ৬ জন, ২০০৮ সালের নির্বাচনে ৫৯ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৯ জন, ২০১৪ সালের নির্বাচনে ২৯ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৮ জন নারী নির্বাচিত হয়ে সংসদ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

নিম্নে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দল ও আসন উল্লেখপূর্বক বিজয়ী নারী প্রার্থীদের তথ্য তুলে ধরা হলো:

সারণি-৭১: একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন-২০১৮: বিজয়ী নারী প্রার্থীদের তথ্য

ক্রম.	নির্বাচনী এলাকা	নাম	দল	প্রাপ্ত ভোট	প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার
১.	রংপুর-৬	শিরীন শারমিন চৌধুরী	আওয়ামী লীগ	২,৩৪,৪২৬	৮৯.২৫
২.	গাইবান্ধা-২	মোছা. মাহাবুব আরা গিনি	আওয়ামী লীগ	১,৮৯,৬১৭	৭১.৬৩
৩.	যশোর-৬	ইসমাত আরা সাদেক	আওয়ামী লীগ	১,৫৬,৩৯৭	৯৫.৪২
৪.	বাগেরহাট-৩	হাবিবুন নাহার	আওয়ামী লীগ	১,৭৫,৭৯৯	৯১.৬৭
৫.	খুলনা-৩	বেগম মুন্নুজান সুফিয়ান	আওয়ামী লীগ	১,৩৪,৮০৬	৮১.৩৪
৬.	বরিশাল-৬	নাসরিন জাহান রতনা	জাতীয় পার্টি	১,৫৯,৩৯৮	৮৩.১০
৭.	শেরপুর-২	মতিয়া চৌধুরী	আওয়ামী লীগ	৩,০০,৪৪২	৯৬.৫৭
৮.	ময়মনসিংহ-৪	রওশন এরশাদ	জাতীয় পার্টি	২,৪৩,৪৯৭	৬৬.৬২
৯.	নেত্রকোণা-৪	রেবেকা মমিন	আওয়ামী লীগ	২,০৪,৪৪৩	৮৩.৫৬
১০.	মানিকগঞ্জ-২	মমতাজ বেগম	আওয়ামী লীগ	২,৭২,৫২১	৮৩.৯৪
১১.	মুন্সিগঞ্জ-২	সাগুফতা ইয়াসমিন এমিলি	আওয়ামী লীগ	২,১৩,৫৩৪	৯০.৪৪
১২.	ঢাকা-১৮	সাহারা খাতুন	আওয়ামী লীগ	৩,০৩,০৯২	৭৮.৭৭
১৩.	গাজীপুর-৪	সিমিন হোসেন রিমি	আওয়ামী লীগ	২,০৩,২৫৮	৯০.০০
১৪.	গাজীপুর-৫	মেহের আফরোজ চুমকি	আওয়ামী লীগ	২,০৭,৬৯৯	৮৫.৯৪
১৫.	ফরিদপুর-২	সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী	আওয়ামী লীগ	২,১৯,৮৬৮	৯১.৭৬
১৬.	গোপালগঞ্জ-৩	শেখ হাসিনা	আওয়ামী লীগ	২,২৯,৫০১	৯৯.৯১
১৭.	সুনামগঞ্জ-২	জয়া সেন গুপ্তা	আওয়ামী লীগ	১,২৪,০১৭	৬৪.৪০
১৮.	কুমিল্লা-২	সেলিমা আহমাদ	আওয়ামী লীগ	২,০৬,০১৬	৮৮.৩৪
১৯.	চাঁদপুর-৩	ডা. দীপু মনি	আওয়ামী লীগ	৩,০৪,৮১২	৮৬.৭৯
২০.	ফেনী-১	শিরীন আখতার	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)	২,০৪২,৫৬	৮৬.৩০
২১.	নোয়াখালী-৬	আয়েশা ফেরদৌস	আওয়ামী লীগ	২,১০,০১৫	৯৬.১৫
২২.	কক্সবাজার-৪	শাহীন আক্তার	আওয়ামী লীগ	১,৯৬,৯৭৪	৮৩.৪৭

[২০] 'এবারই সবচেয়ে বেশি নারীর জয়', প্রথম আলো, ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮

ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থেকে বিজয়ী প্রার্থী

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থেকে ৩০০ আসনে ৭৮ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। নির্বাচনে বিজয়ী হন ১৮ জন প্রার্থী। ১৮ জন বিজয়ী প্রার্থীর সবাই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী।

সারণি-৭২: ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থেকে বিজয়ী প্রার্থী

ক্রম	আসন	বিজয়ী প্রার্থীর নাম	দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট (প্রাপ্ত বৈধ ভোটের শতকরা হার)	মন্তব্য
১.	ঠাকুরগাঁও-১	রমেশ চন্দ্র সেন	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২,২৫,৫৯৮ (৬৩.১০)	
২.	দিনাজপুর-১	মনোরঞ্জন শীল গোপাল	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	১,৯৮,৭৯২ (৭০.৩৯)	
৩.	নওগাঁ-১	সাধন চন্দ্র মজুমদার	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	১,৮৭,২৯০ (৫৪.৭৭)	
৪.	যশোর-৪	রনজিত কুমার রায়	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২,৭৩,২৩৪ (৮৭.১০)	
৫.	যশোর-৫	স্বপন ভট্টাচার্য্য	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২,৪২,৮৭২ (৮৯.১৫)	
৬.	মাগুরা-২	শ্রী বীরেন শিকদার	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২,২৮,০৮৬ (৭৭.৬৮)	
৭.	খুলনা-১	পঞ্চানন বিশ্বাস	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	১,৭২,১৫২ (৮১.১৩)	
৮.	খুলনা-৫	নারায়ণ চন্দ্র চন্দ	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২,৩১,৭১৭ (৮৫.৮৪)	
৯.	বরগুনা-১	ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩,১৯,৯৫৭ (৯১.১৩)	
১০.	বরিশাল-৪	পংকজ নাথ	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২,৪১,০০৩ (৯২.০৮)	
১১.	ময়মনসিংহ-১	জুয়েল আরেং	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২,৫৮,৯২৩ (৮৮.০৩)	
১২.	নেত্রকোনা-১	মানু মজুমদার	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২,৪৯,১৭৭ (৯০.৩১)	
১৩.	নেত্রকোনা-৩	অসীম কুমার উকিল	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২,৭০,১৪৪ (৯৫.৬১)	
১৪.	মুন্সীগঞ্জ-৩	মৃনাল কান্তি দাস	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩,১৩,৩৫৮ (৯৪.২২)	
১৫.	সুনামগঞ্জ-২	জয়া সেন গুপ্তা	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	১,২৪,০১৭ (৬৪.৪০)	
১৬.	খাগড়াছড়ি	কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২,৩৬,৪৫০ (৬৬.৯২)	
১৭.	রাঙ্গামাটি	দীপংকর তালুকদার	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	১,৫৯,২৮৯ (৫২.৮৭)	
১৮.	বান্দরবান	বীর বাহাদুর উশৈসিং	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	১,৪৩,৯৬৬ (৭০.৫৪)	

নির্বাচনী ব্যয়

নির্বাচনে সরকার ও নির্বাচন কমিশনের ব্যয়

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মোট ব্যয় ধরা হয়েছিল ৭৩২ কোটি টাকা। এর মধ্যে নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বে থাকা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পেছনে ৪৫০ কোটি এবং পরিচালনা খাতে বাকি ৩০০ কোটি টাকা ব্যয় ধরা হয়। আইন-শৃঙ্খলা খাতে ব্যয়ের মধ্যে আনসার সদস্যদের জন্য ১৯০ কোটি, পুলিশের জন্য ১৬৫ কোটি, সেনাবাহিনীর জন্য ৪৫ কোটি এবং র‍্যাব ও বিজিবির জন্য ৩০ কোটি টাকা। নির্বাচন পরিচালনা ব্যয়ের মধ্যে ১৬০ কোটি টাকা ধরা হয় সাত লাখ নির্বাচন পরিচালনা কর্মীর পেছনে। এছাড়া দেশের ৩০০ সংসদীয় আসনে ব্যালট পেপার ছাপাতে ৩০ কোটি, অন্যান্য মুদ্রণ সামগ্রী কেনায় ১০ কোটি, স্ট্যাম্প প্যাড, বিভিন্ন ধরনের সিল ও কালি কিনতে ব্যয় ধরা হয় ৮ কোটি টাকা। উল্লেখ্য, অষ্টম, নবম ও দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যথাক্রমে ৯১ কোটি, ৬৫ কোটি ৫০ হাজার ৬৮৭ এবং ৩৩৩ কোটি ৭৭ লাখ ৬ হাজার ৯৬ টাকা ব্যয় হয় (*যুগান্তর*, ১৮ নভেম্বর ২০১৮)।

নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের ব্যয়

একাদশ সংসদ নির্বাচনে কোন দল কত খরচ করেছে, সেই হিসাব প্রকাশ করা হয় ২০১৯ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর। নির্বাচনে দলীয়ভাবে প্রার্থীদের পেছনে সবচেয়ে বেশি ব্যয় করে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ; ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ আছে এই তালিকার পাঁচ নম্বরে। নির্বাচন কমিশনে নির্বাচনী ব্যয়ের যে হিসাব বিবরণী দলগুলো দাখিল করেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, এলডিপি, বিকল্পধারা, জাসদ, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন, গণফোরাম, জাগপা ও মুক্তিজোট দলীয়ভাবে কোনো অর্থ ব্যয় করেনি, তাদের প্রার্থীরাই নির্বাচনী এলাকায় নিজেদের ব্যয় নির্বাহ করেছেন।

নির্বাচনী আইন অনুযায়ী, প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব বিবরণী সংসদ নির্বাচনের ফলাফলের গেজেটে প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে জমা দিতে হয়। আর দলীয় নির্বাচনী ব্যয় ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়ার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। প্রার্থী অনুপাতে দলগুলোর ৭৫ লাখ টাকা থেকে সাড়ে চার কোটি টাকা নির্বাচনী ব্যয়ের সুযোগ ছিল। ৫০ জনের কম প্রার্থী হলে ৭৫ লাখ টাকা, ৫০-১০০ প্রার্থী হলে দেড় কোটি টাকা, ১০১-২০০ প্রার্থী হলে ৩ কোটি টাকা এবং ২০১ প্রার্থীর বেশি হলে সাড়ে চার কোটি টাকা ব্যয়ের সুযোগ ছিল আইনে।

সারণি-৭৩: নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের ব্যয় বিবরণী

ক্রম	দলের নাম	প্রার্থীর সংখ্যা	ব্যয়ের পরিমাণ (টাকা)	মন্তব্য
১.	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৬০	১,০৫,৫৭,৬৩৮	
২.	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	২৫৭	১,১১,৩৯,১২০	
৩.	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ		২,১৪,০৮,২১২	
৪.	বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি	৮	১,১৪,০০,০০০	
৫.	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)	৭৪	৩১,৫৩,৫২০	
৬.	জাতীয় পার্টি	১৭৫	৪,৫২,০০০	
৭.	জাতীয় পার্টি (জেপি)	১১	১৮,২২,৫৭৩	
৮.	বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (এমএল)	২	৪,৩৩,৩৫০	
৯.	কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ	৮	১০,০০,০০০	
১০.	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি)	১৯	৭০,২৪,৭০০	
১১.	বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)	৪৪	৩,৬৬,৮৪৬	
১২.	লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এলডিপি)	৮	-	পার্টির পক্ষ থেকে কোনো অর্থ দেওয়া হয়নি। প্রার্থীরা রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে ব্যয়ের রিটার্ন দিয়েছেন
১৩.	গণতন্ত্রী পার্টি	৬	৬,২৭,৩৬০	
১৪.	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি	৯	১,২৬,২০০	
১৫.	বিকল্পধারা বাংলাদেশ	২৬	-	দলের কোনো অর্থ ব্যয় হয়নি। তবে আয় দলের ফান্ডে রয়েছে

১৬.	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)	১১	-	প্রার্থীদের দলীয়ভাবে কোনো অর্থ সাহায্য করা হয়নি। প্রার্থীরা ব্যক্তিগত নির্বাচনী ব্যয় করেছেন
১৭.	জাকের পার্টি	৯০	৬,০৩,৬৬৭	
১৮.	বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি)	৩	১০,০৭,৫০০	
১৯.	বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন	১৭	১০,৬৫,০০০	
২০.	বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	২৪	-	প্রার্থীকে দলীয় ফান্ড দেওয়া হয়নি। ব্যক্তিগত ব্যয়ে নির্বাচনে ইচ্ছুক প্রার্থীদের মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে
২১.	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ	৪৮	১,০০,৫০০	
২২.	ন্যাশনাল পিপলস পার্টি (এনপিপি)	৭৯	২,৭৫,০০০	
২৩.	জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ	৮	১,২৮,৪০০	
২৪.	গণফোরাম	২৮	-	ভোটে দলের কোনো ব্যয়/খরচ নেই
২৫.	গণফ্রন্ট	১৩	১,৫০,০০০	
২৬.	প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দল (পিডিপি)	১৪	১,২০,০০০	
২৭.	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (বাংলাদেশ ন্যাপ)	৩	৪৩,৫০০	
২৮.	বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি	১১	২,০৫,০০০	
২৯.	ইসলামিক ফ্রন্ট বাংলাদেশ	১৮	১,৫১,৭০০	
৩০.	বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি	২	২,৪১,০০০	
৩১.	ইসলামী ঐক্যজোট	২৫	৬৪,২৪,০০০	
৩২.	বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস	৫	২,৬৬,০০০	
৩৩.	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	২৯৮	২,১৪,০৮,২১২	
৩৪.	বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট	২৫	১,২৫,০০০	
৩৫.	জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি (জাগপা)	৪	-	দলের কেন্দ্রীয়ভাবে আয়-ব্যয় নেই
৩৬.	বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি	২৮	৩,৬১,৯০০	
৩৭.	খেলাফত মজলিস	১২	৫৭,০০০	
৩৮.	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (বিএমএল)	১	২০০০	
৩৯.	বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোট (মুক্তিজোট)	২	-	দলীয় নির্বাচনী ব্যয় নেই
৪০.	বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্ট (বিএনএফ)	৫৭	১,২৯,২০,০০০	

তথ্যসূত্রঃ বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯।

চতুর্থ অধ্যায়

নির্বাচন নিয়ে মন্তব্য/মূল্যায়ন/প্রতিক্রিয়া

দেশি-বিদেশি পর্যবেক্ষক সংস্থার মন্তব্য/পর্যবেক্ষণ

একাদশ সংসদ নির্বাচনে দেশি ৮১টি পর্যবেক্ষক সংস্থার ২৫ হাজার ৯০০ জন এবং ওআইসি ও কমনওয়েলথ থেকে আমন্ত্রিত ও অন্যান্য বিদেশি পর্যবেক্ষক ৩৮ জন, কূটনৈতিক বা বিদেশি মিশনের কর্মকর্তা ৬৪ জন এবং বাংলাদেশে দূতাবাস বা হাইকমিশন বা বিদেশি সংস্থায় কর্মরত বাংলাদেশি ৬১ জন নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেন। কিন্তু নির্বাচন শেষে নির্বাচন নিয়ে দেশীয় পর্যবেক্ষক সংস্থাগুলোর (ইডব্লিউজি, ব্রতী, ফেমা) কোনো ধরনের মন্তব্য ও প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।

নির্বাচন পর্যবেক্ষণ না করলেও ১৫ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে 'একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যালোচনা' শীর্ষক এক গবেষণাপত্র উপস্থাপন করে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। সব নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণের ফলে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে 'অংশগ্রহণমূলক' বলা গেলেও 'প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ' বলা যায় না বলে পর্যবেক্ষণ দেয় সংস্থাটি।

৫০টি আসনের নির্বাচনী প্রক্রিয়ার ওপর পরিবীক্ষণের ফলাফলে ৪৭টিতেই অনিয়মের প্রমাণ পায় টিআইবি। পর্যবেক্ষণের এবং বিশ্লেষণের পেছনে যথাযথ তথ্য-প্রমাণ টিআইবির কাছে রয়েছে বলে টিআইবির পক্ষ থেকে জানানো হয়। টিআইবি জানায়, নির্বাচন আচরণবিধির ব্যাপক লঙ্ঘনে নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে এবং একধরনের অভূতপূর্ব নির্বাচন হয়েছে, যার ফলে এই নির্বাচন অনেকের কাছে অবিশ্বাস্য হিসেবে আলোচিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে বিচার-বিভাগীয় তদন্ত দাবি করে টিআইবি।

নির্বাচনী প্রক্রিয়া পরিবীক্ষণের জন্য র‍্যানডম স্যাম্পলিং বা দৈব-চয়নের ভিত্তিতে এই ৫০টি আসন নির্ধারিত করে টিআইবি। তফসিল ঘোষণার পরপরই সংস্থার কর্মীরা তাদের কাজ শুরু করেছিলেন। টিআইবি-এর গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৫০টি আসনে নির্বাচনের দিন সংঘটিত অনিয়মের মধ্যে ছিলো: (১) প্রশাসন ও আইন প্রয়োগকারী বাহিনীর নীরব ভূমিকা ৪২টি আসনে; (২) জাল ভোট দেওয়া ৪১টি আসনে; (৩) নির্বাচনের আগের রাতে ব্যালটে সিল মেরে রাখা ৩৩টি আসনে; (৪) বুথ দখল করে প্রকাশ্যে সিল মেরে জাল ভোট দেওয়া ৩০টি আসনে; (৫) পোলিং এজেন্টকে কেন্দ্রে যেতে বাধা দেওয়া ও কেন্দ্র থেকে বের করে দেওয়া ২৯টি আসনে (আরও ১০টি আসনে কোনো এজেন্ট ছিল না); (৬) ভোটারদের কেন্দ্রে যেতে বাধা দেওয়া ২৬টি আসনে; (৭) ভোটারদের জোর করে নির্দিষ্ট মার্কায় ভোট দিতে বাধ্য করা ২৬টি আসনে; (৮) ব্যালট পেপার শেষ হয়ে যাওয়া ২২টি আসনে; (৯) আগ্রহী ভোটারদের হুমকি দিয়ে তাড়ানো ২১টি আসনে; (১০) ব্যালট বাক্স আগে থেকে ভরে রাখা ২০টি আসনে; এবং (১১) প্রতিপক্ষ দলের প্রার্থীদের নেতা-কর্মীদের মারধর করা ১১টি আসনে, পৃ. ২৫।

সংস্থাটি উপসংহারে পৌঁছে যে: 'একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করে দেখা যায় নির্বাচন কমিশন অনেক ক্ষেত্রে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে সমর্থ হয়নি। নির্বাচন কমিশন নির্বাচনে সব দলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য সক্রিয় উদ্যোগ নেয়নি। সরকারি দলের সমর্থকদের দ্বারা বিরোধী নেতা-কর্মীদের দমনের অভিযোগের প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশনকে কোনো ভূমিকা নিতে দেখা যায় না। এ ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন নীরবতা পালন করেছে বা ক্ষেত্র বিশেষে অস্বীকার করেছে। সব দল ও প্রার্থীর প্রচারণার সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে পারেনি, এবং একইসাথে সব দলের প্রার্থীর ও নেতা-কর্মীদের নিরাপত্তা সমানভাবে নিশ্চিত করতে পারেনি নির্বাচন কমিশন। নির্বাচনে অনিয়ম ও আচরণবিধি লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে বিশেষ করে সরকারি দলের প্রার্থী ও নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশন উল্লেখযোগ্য কোনো ব্যবস্থা নেওয়ার উদাহরণও তৈরি করতে পারেনি, বরং পক্ষপাতিত্বের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছে। এর ফলে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনে সকল দল ও প্রার্থীর জন্য সমান সুযোগ (লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড) নিশ্চিত করতে পারেনি। এছাড়া আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, প্রশাসনের একাংশ ও নির্বাচনী কর্মকর্তাদের পক্ষপাতিত্বমূলক ভূমিকা পালন করতে দেখা গেছে। নির্বাচন-পূর্ববর্তী কোনো কোনো সরকারি কার্যক্রম ক্ষমতাসীন দল ও জোট কর্তৃক নির্বাচনকে প্রভাবিত করার লক্ষ্যে পরিচালিত হয়েছে বলে দেখা যায়, যা বিধি-বহির্ভূত। একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিভিন্ন ধরনের আচরণবিধি লঙ্ঘনের পাশাপাশি নির্বাচনী প্রচারণার জন্য নির্বাচন কমিশন কর্তৃক আসন প্রতি নির্ধারিত ব্যয়সীমার চেয়ে বেশি ব্যয় করেছেন প্রার্থীরা, এবং এক্ষেত্রে সম্ভাব্য আইনপ্রণেতাদের মধ্যে আইন অমান্যের প্রবণতা দৃশ্যমান হয়। নির্বাচন দিবসের কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত সংগৃহীত তথ্যে দেখা যায় ভোট গ্রহণ শুরুর আগে ব্যালট ভর্তি ব্যালট বক্স-সহ বিভিন্ন ধরনের অভূতপূর্ব অনিয়ম সংগঠিত হয়েছে, যা প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে নির্বাচন কমিশন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।'

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ নিয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন ভারত, নেপাল, সার্ক ও ইসলামী সহযোগিতা সংস্থার (ওআইসি) নির্বাচনী পর্যবেক্ষকেরা। তাঁদের মতে, শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে ভোট শেষ হয়েছে[২১]। ভারতের তিন সদস্যের নির্বাচন পর্যবেক্ষক দলের অন্যতম সদস্য ও পশ্চিমবঙ্গের প্রধান নির্বাচন কর্মকর্তা আরিজ আফতাব রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, 'বিভিন্ন এলাকায় আমরা নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেছি। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন (ইসি) এই নির্বাচন সুশৃঙ্খল ও পরিশিলীতভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছে। নির্বাচনে উৎসবমুখর পরিবেশ আমাদের চোখে পড়েছে।' তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ ও ভারতের নির্বাচন কমিশনের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে। সে কারণেই তিন সদস্যের প্রতিনিধিদল নিয়ে তারা নির্বাচন পর্যবেক্ষণে এসেছে।

ভারতীয় পর্যবেক্ষক দলের পর একই হোটেলে সংবাদ সম্মেলন করে ওআইসির প্রতিনিধিদল। সাত সদস্যের প্রতিনিধিদলটির নেতা হামিদ এ ওপেলোইয়েরু বলেন, 'আমরা রাজধানীর ওয়ারী, মুন্সিগঞ্জ ও নারায়ণগঞ্জে ভোটকেন্দ্র পরিদর্শন করেছি। বিভিন্ন কেন্দ্র ঘুরে দেখার সময় শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ও ভোটারদের স্বতঃস্ফূর্ততা দেখে আমরা সন্তুষ্ট।'

নেপালের দুই সদস্যের নির্বাচন পর্যবেক্ষক দলের নেতা দিপেন্দ্র কান্ডাল সোনারগাঁও হোটেলে সংবাদ সম্মেলনে জানান, তাঁরা ঢাকা-৬ ও ঢাকা-১৩ আসনের নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেছেন। ইভিএম প্রযুক্তি নিয়ে তাঁদের আগ্রহ ছিল। বাংলাদেশ নিজস্ব প্রযুক্তির মাধ্যমে পরীক্ষামূলকভাবে ইভিএম ভোট–প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পেরেছে। নির্বাচনের পরিবেশ সুষ্ঠু ও পরিচ্ছন্ন ছিল বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

১৬ জানুয়ারি ২০১৯, বিবিসি বাংলা 'বাংলাদেশের নির্বাচনের ফলকে কীভাবে দেখছেন ভারতীয় গবেষকরা?' শিরোনামে একটি বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এতে বলা হয়: 'ভারতের রাজধানী দিল্লির কিছু গবেষক ও বিশ্লেষক বলেন, বাংলাদেশে ৩০ শে ডিসেম্বরের নির্বাচন যে 'সুষ্ঠু ও অবাধ হয়নি' এবং তার ফলাফলও যে 'অবিশ্বাস্য' তা নিয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। তাদের একজনের কথা: 'এ নির্বাচনে রিগিং না হলেও বিরোধীরা কম আসনই পেতেন, কিন্তু তার সংখ্যা সাত হতো না।'...

বিবেকানন্দ ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশনের সিনিয়র ফেলো শ্রীরাধা দত্ত যেমন পরিষ্কার বলছেন, বাংলাদেশে বিরোধী জোট হয়তো এমনিতেও ক্ষমতায় আসতে পারত না – কিন্তু নির্বাচনী কারচুপির কারণেই তাদের আসন সংখ্যা এতটা কম হয়েছে। তার কথায়, 'রিগিং তো হয়েছে একশোবার – ভোটে রিগিং না-হলেও অবশ্য বিরোধীরা কম আসনই পেতেন, কিন্তু এরকম হাস্যকর সাতটা আসনে এসে তারা ঠেকতেন না।'

তবে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে আসা পর্যবেক্ষকদের কেউ কেউ নির্বাচন নিয়ে স্ব-বিরোধী বক্তব্যও দেন, যাকে 'পর্যবেক্ষণ কেলেঙ্কারি' বলে আখ্যা দেওয়া যায়। নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের নিয়ে করা এক প্রতিবেদনে রয়টার্স জানায়, যতটা অবাধ ও সুষ্ঠু হয়েছে বলে মন্তব্য করছিলেন তাঁরা, এখন বলছেন নির্বাচন ততটা সুষ্ঠু হয়নি[২২]।

কানাডার তানিয়া ফস্টার নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে বাংলাদেশে এসেছিলেন। ভোটের পরদিন গণভবনে আয়োজিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সংবাদ সম্মেলনে তানিয়া বলেছিলেন, 'নির্বাচন অত্যন্ত সুষ্ঠু ও গণতান্ত্রিক হয়েছে। আমার মনে হয়, কানাডায়ও এভাবেই নির্বাচন হয়।' তবে তিনি পরে বলছেন ভিন্ন কথা। তাঁর মতে, তখন তিনি সবকিছু একটু বেশি সরলভাবে নিয়েছিলেন।

একই রকম মনোভাব নির্বাচন পর্যবেক্ষণকারী সংগঠন সার্ক হিউম্যান রাইটস ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট হাইকোর্টের সাবেক বিচারপতি মোহাম্মদ আবদুস সালামেরও (৭৫)। তিনি বলেছেন, ভোটার ও নির্বাচন কর্মকর্তাদের কাছ থেকে তিনি শুনেছেন, 'আওয়ামী লীগের কর্মীরা ভোটের আগের রাতেই ব্যালট বাক্স ভরেছেন, ভোটারদের ভয়ভীতি দেখিয়েছেন। আমার মনে হচ্ছে নতুন ভোট হওয়া উচিত।' আবদুস সালাম বলেন, 'এখন আমি সবকিছু জানতে পেরেছি এবং বলতে পারি, নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়নি।'

সার্ক হিউম্যান রাইটস ফাউন্ডেশনের সঙ্গে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের যোগাযোগ আছে বলে অভিযোগ আছে। সংগঠনটির উপদেষ্টা কমিটিতে আছেন আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টির দুই সাংসদ। এ ছাড়া নাম ও লোগোতে মিল থাকলেও দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার (সার্ক) সঙ্গে সার্ক হিউম্যান রাইটস ফাউন্ডেশনের কোনো সম্পর্কই নেই।

সার্ক হিউম্যান রাইটস ফাউন্ডেশন কানাডা, ভারত, নেপাল ও শ্রীলঙ্কা থেকে কয়েকজন পর্যবেক্ষক নিয়ে আসে। ওই দলেই ছিলেন তানিয়া ফস্টার। ৩০ ডিসেম্বর ভোট গ্রহণের দিন এবং তার পরদিন ওই পর্যবেক্ষকেরা সাংবাদিকদের বলেন, নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়েছে।

[২১] 'সন্তুষ্টির কথা জানাল ভারত, নেপাল, ওআইসি ও সার্ক' প্রথম আলো, ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮

[22] 'নির্বাচন সুষ্ঠু বলে মত দেওয়ার পর এখন ভিন্ন সুর', প্রথম আলো, ২২ জানুয়ারি ২০১৯

তানিয়া ফস্টার বলেছেন, আওয়ামী লীগের সঙ্গে যে সার্ক হিউম্যান রাইটস ফাউন্ডেশনের যোগসূত্র রয়েছে বা সংগঠনটি যে সার্কের কেউ নয়, তা তিনি জানতেন না। তিনি রয়টার্সকে বলেন, 'বিষয়টি আমার ভালো লাগেনি। আমার মনে হচ্ছে সবকিছু আমি একটু বেশি সরলভাবে নিয়েছিলাম।' তানিয়া আরও বলেন, 'আমরা কেবল ঢাকার নয়টি ভোটকেন্দ্রে গিয়েছিলাম, তারপরও আমাদের প্রতিবেদন যে এতটা গুরুত্ব পাবে, তা বুঝতে পারিনি। আমরা অপেক্ষাকৃত প্রতিকূল এলাকাগুলোয় যাইনি।'

বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার মন্তব্য/পর্যবেক্ষণ

যুক্তরাষ্ট্র

একাদশ জাতীয় নির্বাচন সফল করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের জনগণের প্রশংসা করলেও নির্বাচন নিয়ে সব ধরনের অভিযোগ খতিয়ে দেখতে নির্বাচন কমিশনের প্রতি আহ্বান জানায়। নির্বাচনের পর দেশটির পররাষ্ট্র দপ্তরের উপ-মুখপাত্র রবার্ট পালাদিনো এক বিবৃতিতে বলেন, 'আমরা নির্বাচনের আগে হয়রানি ও সহিংসতার নির্ভরযোগ্য খবর পেয়েছি। বিরোধী দল ও তাদের সমর্থকদের স্বাধীনভাবে সভা, মিছিল ও প্রচার কঠিন হয়ে পড়েছিল। নির্বাচনের দিন কিছু অনিয়ম ও ভোটারদের ভোট দেওয়া থেকে বিরত রাখার খবরে আমরা উদ্বিগ্ন। এর ফলে নির্বাচন প্রক্রিয়া প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে[২৩]।'

এরপর ১৩ মার্চ ২০১৯, যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রকাশিত বিশ্ব মানবাধিকার-২০১৮ শীর্ষক প্রতিবেদনে বাংলাদেশের নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়নি বলে দাবি করা হয়। আগের রাতে সিল মারা ব্যালট পেপার দিয়ে বাক্সভর্তি, বিরোধী নেতাকর্মীদের ভয় দেখানো, ভোটকেন্দ্রে যেতে বাধা ও মারধরের যথাযথ প্রমাণ আছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে ওই প্রতিবেদনে[২৪]।

২৬ মার্চ ২০১৯, যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র বিভাগের মুখপাত্র রবার্ট পালাডিনে বাংলাদেশের একাদশ জাতীয় নির্বাচন সুষ্ঠু হয়নি বলে আবারও পুনর্ব্যক্ত করেন। ওয়াশিংটন ডিসিতে এক নিয়মিত ব্রিফিংয়ে তিনি বলেন, ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু ছিল না। ব্যালট বাক্স ভরে রাখা, বিরোধী দলের ভোটার ও এজেন্টদের ভয়ভীতি দেখানো-সহ নানা ধরনের অনিয়মের খবর পাওয়া গেছে।[২৫]

যুক্তরাজ্য

বাংলাদেশের একাদশ জাতীয় নির্বাচন নিয়ে উত্থাপিত সব অভিযোগের স্বচ্ছ ও বিশ্বাসযোগ্য সমাধানের আহ্বান জানায় যুক্তরাজ্য। ১ জানুয়ারি ২০১৯, এক বিবৃতিতে বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাজ্যের প্রতিক্রিয়া তুলে ধরে এমন আহ্বান জানান দেশটির পররাষ্ট্র ও কমনওয়েলথ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী মার্ক ফিল্ড। তিনি জানান, নির্বাচনের ঘোষিত বেসরকারি ফলাফল তিনি লক্ষ করেছেন।

মার্ক ফিল্ড বলেন, নির্বাচন ঘিরে গ্রেপ্তার এবং বাধা প্রদানের বিশ্বাসযোগ্য ঘটনাগুলোর পাশাপাশি এসব ঘটনা যে বিরোধী দলগুলোর নির্বাচনী প্রচারকে সীমিত করেছে অথবা প্রচারণা থেকে বিরত রেখেছে, সেসব বিষয়ে তিনি অবগত। নির্বাচনের দিন অনিয়মের কারণে ভোটারদের ভোট দিতে না পারার কথাও তিনি উল্লেখ করেন। এসব অভিযোগের পূর্ণাঙ্গ, স্বচ্ছ ও বিশ্বাসযোগ্য সমাধানের আহ্বান জানান তিনি। নির্বাচনে বিরোধী দলগুলোর অংশগ্রহণকে স্বাগত জানিয়েছেন তিনি[২৬]।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)

একাদশ জাতীয় নির্বাচনে ওঠা অনিয়মের অভিযোগ যথাযথভাবে খতিয়ে দেখার আহ্বান জানায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। সংস্থাটির মুখপাত্র ১ জানুয়ারি ২০১৯, এক বিবৃতিতে এ আহ্বান জানান। বিবৃতিতে জানানো হয়, গত ১০ বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো নির্বাচনে ভোটারদের উপস্থিতি ও বিরোধীদের অংশগ্রহণ গণতন্ত্রের প্রতি বাংলাদেশের মানুষের আকুল আকাঙ্ক্ষারই প্রতিফলন। নির্বাচনের দিন সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে উল্লেখ করার মতো বাধা থেকেই যায়, যা নির্বাচনী প্রচার ও ভোটকে কলঙ্কিত করেছে। এখন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এসব অনিয়মের অভিযোগ যথাযথভাবে খতিয়ে দেখা এবং পূর্ণ স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজটি করা নিশ্চিত করতে হবে।

বিবৃতিতে বলা হয়, 'ইইউর প্রত্যাশা বাংলাদেশ গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি সম্মান দেখিয়ে সামনে এগিয়ে যাবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের জনগণের স্বার্থে আমরা আমাদের সমর্থন অব্যাহত রাখব[২৭]।'

ভারত

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয় অর্জনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ফোনে অভিনন্দন জানান ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। নিজের ও ভারতের জনগণের পক্ষ থেকে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের জন্য শেখ হাসিনাকে শুভেচ্ছা জানান মোদি।

২৩'সব অভিযোগ তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে', www.dw.com/bn, ২ জানুয়ারি ২০১৯

২৪ 'মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মানবাধিকার প্রতিবেদন: জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়নি', যুগান্তর, ১৩ মার্চ ২০১৯

[২৫] 'বাংলাদেশের নির্বাচন সুষ্ঠু হয়নি: মার্কিন পররাষ্ট্র বিভাগ', প্রথম আলো, ২৭ মার্চ ২০১৯

২৬ 'বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাজ্য: সব অভিযোগের বিশ্বাসযোগ্য সমাধানের আহ্বান', প্রথম আলো, ২ জানুয়ারি ২০১৯

[২৭] 'নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগ খতিয়ে দেখার আহ্বান ইইউর' প্রথম আলো, ০২ জানুয়ারি ২০১৯

মোদি আশা করেন, দুই দেশের মধ্যে সুসম্পর্ক অব্যাহত থাকবে। বাংলাদেশের বর্তমান সরকার যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্কার করছে, তা আরও জোরদার হবে। ভবিষ্যতে যিনি প্রধানমন্ত্রী হতে যাচ্ছেন, তাঁর নেতৃত্বে সংস্কার ও উন্নয়ন অনেক দূর এগিয়ে যাবে।

অভিনন্দন জানানোর জন্য মোদিকে ও ভারতের জনগণকে ধন্যবাদ জানান হাসিনা। তিনি আশা প্রকাশ করেন, ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক সম্পর্ক আরও জোরদার হবে[২৮]।

জাতিসংঘ

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রচারণাকালে ও নির্বাচনের দিন হতাহতের ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করে জাতিসংঘ। তবে গত ১০ বছরের মধ্যে প্রথমবার জাতীয় নির্বাচনে বিরোধীদলের অংশগ্রহণকে স্বাগত জানায় জাতিসংঘ। জাতিসংঘ মুখপাত্রের কার্যালয় ৩১ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে বলেছে, সকল পক্ষকে সংযত থাকতে এবং নির্বাচন পরবর্তী সময়ে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করার আহ্বান জানাচ্ছি, যাতে জনগণ সমাবেশ ও মত প্রকাশের অধিকার ভোগ করতে পারে।

জাতিসংঘ সকল দলকে নির্বাচন সংক্রান্ত অভিযোগসমূহের প্রতিকার শান্তিপূর্ণভাবে এবং আইনগত প্রক্রিয়ায় করার জন্য অনুপ্রাণিত করে উল্লেখ করে বিবৃতিতে বলা হয়, জনগণ ও সম্পত্তির উপর হামলা ও সহিংসতা গ্রহণযোগ্য নয়। বিবৃতিতে আরও বলা হয়, বিভিন্ন গণমাধ্যমের খবরমতে, নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয় পেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি তৃতীয়বারের মতো ক্ষমতায় যাচ্ছেন। তবে বিরোধীরা কারচুপির অভিযোগ এনে ভোটের ফলাফল প্রত্যাখ্যান করেছেন[২৯]।

পরবর্তীতে জাতিসংঘ মহাসচিবের পক্ষে তার মুখপাত্র বাংলাদেশের একাদশ জাতীয় নির্বাচন ত্রুটিহীন ছিল না বলে জানান। নিউইয়র্কে জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্তনিও গুতেরেসের সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন আসলে মহাসচিবের মুখপাত্র এমন উত্তর দেন।

জাতিসংঘ মহাসচিবের কাছে একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, আপনি জানেন যে গত ৩০ ডিসেম্বর বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচন হয়েছে। সেখানে ভোট কারচুপি, ভীতি প্রদর্শন এবং বিরোধীদের ওপর দমনপীড়ন চালানো হয়েছে। আর বিরোধীরা নির্বাচনকে প্রত্যাখ্যান করেছে। এমনকি আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকরা বাংলাদেশের নির্বাচনকে স্বাগত জানায়নি। বাংলাদেশ সরকার নির্বাচন পর্যবেক্ষণে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতরের অধীনে ১৭টি সংগঠনকে অনুমোদন দেয়নি। তাই বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে আপনার পর্যবেক্ষণ কী? আপনি কি সার্বিক বিষয় তদন্ত করতে এবং বাংলাদেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠায় কোনো দূত বা বিশেষ কোনো টিমকে পাঠাচ্ছেন?

জাতিসংঘ মহাসচিবের পক্ষে তার মুখপাত্র বলেন, ম্যান্ডেট ছাড়া এ রকম তদন্ত করার অধিকার আমাদের নেই। তবে সবার আগে আমি বলতে চাই, রোহিঙ্গা শরণার্থী সম্পর্কিত ইস্যুতে জাতিসংঘের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার বাংলাদেশ। দেশটি ভয়াবহ জটিল অবস্থার মধ্যে এত বিপুল পরিমাণ রোহিঙ্গা শরণার্থীকে আশ্রয় দেওয়ার যে উদারতা দেখিয়েছে তার জন্য বাংলাদেশের প্রতি আমি ভীষণভাবে কৃতজ্ঞ। ... অবশ্যই নির্বাচন ত্রুটিহীন ছিল না। তাই আমরা বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থপূর্ণ একটি সংলাপের জন্য উৎসাহিত করি, যাতে যতটা সম্ভব বাংলাদেশের রাজনৈতিক জীবনে ইতিবাচক শৃঙ্খলা আনা যায়[৩০]।'

[২৮] 'হাসিনাকে অভিনন্দন মোদির', প্রথম আলো, ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮

[29] ' বিরোধীদলের অংশগ্রহণকে স্বাগত জাতিসংঘের' প্রথম আলো, ০১ জানুয়ারি ২০১৯

[30] https://www.jagonews24.com/national/news/476070

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মন্তব্য

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

নির্বাচনের পর বঙ্গবন্ধু এভিনিউস্থ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির কো-চেয়ারম্যান এইচটি ইমাম বলেন, 'আনন্দ ও উৎসবমুখর পরিবেশে অবাধ ও শান্তিপূর্ণভাবে এই নির্বাচনে ভোট গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। দলীয় সরকারের অধীনে অবাধ, সুষ্ঠু এবং পরিচ্ছন্ন নির্বাচন যে সম্ভব, একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে তা প্রমাণ হয়েছে।'

তিনি বলেন, 'আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন অতীতের যেকোনো নির্বাচনের তুলনায় এবারের নির্বাচনে সহিংসতার মাত্রা উল্লেযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। ৪০ হাজার ভোট কেন্দ্রের মধ্যে মাত্র ১২টি আসনের ১৬টি কেন্দ্রে ভোট স্থগিত করা হয়েছে। নির্বাচনে সব শ্রেণির মানুষের অংশগ্রহণ আশা জাগানিয়া। আমরা দেখতে পেয়েছি, অনেক কেন্দ্রে মা শিশু কোলে নিয়ে ভোট দিতে গেছেন। প্রতিবন্ধীরাও তাদের ভোট দিয়েছেন। উৎসবমুখর পরিবেশে ভোট হয়েছে। জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ প্রমাণ করে এই নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক হয়েছে।'

এইচটি ইমাম বলেন, 'এই নির্বাচন শান্তিপূর্ণ অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক করা একটি চ্যালেঞ্জ ছিল। জনগণের নিরঙ্কুশ সমর্থনে স্বাধীন সার্বভৌম নির্বাচন কমিশনের অধীনে তা সুচারুভাবে সফল হয়েছে। যার সব কৃতিত্বের দাবিদার বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা। যিনি সরকারপ্রধান হয়েও নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশনের অধীনে সংবিধানের বিধান অনুযায়ী সুষ্ঠু নির্বাচন উপহার দিয়ে অনন্য নজির স্থাপন করেছেন। মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে দেশের সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে অর্থবহ সংলাপ করে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের মাইলফলক স্থাপন করেছেন। আমরা নির্বাচন কমিশনসহ নির্বাচনী কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানাই।'

এইচটি ইমাম বলেন, যে কোনো মানদণ্ডে এই নির্বাচন ঐতিহাসিক। তবে কিছু অপ্রত্যাশিত বিচ্ছিন্ন ঘটনাও ঘটেছে। ১৩ জন নিহত হয়েছেন। নিহতদের প্রায় সবাই আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী। বিএনপি-জামায়াত আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের লক্ষ করে আক্রমণ করেছে, তাণ্ডব চালিয়েছে। ১০ জনকে হত্যা করেছে। দু'জন আনসার সদস্য নিহত হয়েছেন। আমি আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে এসব হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা ও অপরাধীদের শাস্তি প্রত্যাশা করছি[৩১]।'

জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট

নির্বাচনে নজিরবিহীন কারচুপির অভিযোগ তুলে তা বাতিলের দাবি জানান জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের শীর্ষ নেতা ও গণফোরাম সভাপতি ড. কামাল হোসেন। পাশাপাশি নির্দলীয়-নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নতুন নির্বাচনের দাবিও জানান তিনি। একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর বেইলী রোডস্থ ড. কামালের বাসভবনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব দাবি জানান। ড. কামাল হোসেন বলেন, 'দলীয় সরকারের অধীনে ভোট যে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হতে পারে না, এটা আরও একবার প্রমাণিত হল। এ অবস্থায় দলীয় সরকার বাদ দিয়ে নির্দলীয় সরকারের অধীনে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ ভোট নিশ্চিত করতে হবে। এই নির্বাচন বাতিল করে নতুন নির্বাচন দিতে হবে। আওয়ামী লীগ এই দাবি না মানলে তাদের দাবি মানতে বাধ্য করা হবে।'

ড. কামাল হোসেন আরও বলেন, দেশের প্রায় সব আসন থেকেই একই রকম ভোট ডাকাতির খবর এসেছিল। এ পর্যন্ত আমাদের শতাধিক প্রার্থী নির্বাচন বর্জন করেছে। এ অবস্থায় আমরা নির্বাচন কমিশনের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি, অবিলম্বে এই প্রহসনের নির্বাচন বাতিল করা হোক। এই নির্বাচনের কথিত ফলাফল আমরা প্রত্যাখ্যান করছি এবং সেই সঙ্গে নির্দলীয় সরকারের অধীনে পুনঃনির্বাচন দাবি করছি। তিনি বলেন, এই নির্বাচনে ভোট ডাকাতি হয়েছে। সবখানে জালিয়াতির মাধ্যমে ভোট হয়েছে। আন্দোলনের অংশ হিসেবেই ঐক্যফ্রন্ট নির্বাচনে যোগ দিয়েছিল এবং এই আন্দোলনও চলবে।'

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, 'অনেকে মনে করে, ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির নির্বাচনে না যাওয়াটা ভুল ছিল, আজকের নির্বাচন প্রমাণ করল যে, সেটা ভুল ছিল না[৩২]।

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে 'ভুয়া ভোটের ভুয়া নির্বাচন' বলে আখ্যায়িত করে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)। সিপিবির সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ শাহ আলম গণমাধ্যমে প্রেরিত এক বিবৃতিতে বলেন, 'ভুয়া বিজয়' নিশ্চিত করার জন্য নানা ধরনের প্রহসন ও কারচুপির বলয় আগেই তৈরি করেছিল শাসক দল। এর মধ্যদিয়ে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার ন্যূনতম

[৩১] যুগান্তর, ২১ ডিসেম্বর ২০১৮

[32] যুগান্তর, ২১ ডিসেম্বর ২০১৮

ভিত্তিকে এভাবে বলি দেওয়ার ব্যবস্থা তারা আগেই করে রেখেছিল। এ নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হবে না। নির্বাচনের পূর্বনির্ধারিত রায় জনগণ প্রত্যাখ্যান করবে।

বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ বলেন, 'নির্বাচনের নামে যা হচ্ছে তা সম্পূর্ণভাবে একটি 'ভুয়া নির্বাচন'। যাদেরকে এভাবে নির্বাচিত বলে ঘোষণা করার আয়োজন করা হয়েছে তারা নিজেদেরকে কোনোমতেই জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি বলে দাবি করতে পারবে না। জনগণ তাদেরকে 'ভুয়া প্রতিনিধি' বলেই বিবেচনা করবে। 'ভুয়া প্রতিনিধি'দের নিয়ে গঠিত সংসদও 'জনপ্রতিনিধিদের সংসদে'র মর্যাদা দাবি করতে পারবে না। সেটিকে জনগণ 'ভুয়া সংসদ' হিসেবেই গণ্য করবে।'

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, 'শুরু থেকেই প্রতিপক্ষের প্রার্থী ও কর্মীদের ওপর সন্ত্রাস চালিয়ে, প্রতিপক্ষের প্রচারণা কাজে হামলা চালিয়ে এবং জনগণের মধ্যে নানা গুজব ছড়িয়ে সর্বত্র এক শ্বাসরুদ্ধকর ভীতির পরিবেশ সৃষ্টি করে কার্যত একটি একতরফা নির্বাচনের পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়েছিল। নির্বাচন কমিশন ও প্রশাসনকে এই উদ্দেশ্য পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল। 'ভুয়া বিজয়' নিশ্চিত করার জন্য নানা ধরনের প্রহসন ও কারচুপির বলয় তৈরি করেছিল।'

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ

পুলিশ-র‍্যাবের পাহারায় 'ভোট ডাকারিত মহোৎসব' হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ। দলটি বলছে, যা ঘটেছে, তা দেশের জন্য কলঙ্কজনক অধ্যায় হয়ে থাকবে। নির্বাচন কমিশন শুধু দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। একজন কমিশনার ছাড়া বাকিরা জ্ঞানপাপীর ভূমিকা পালন করেছেন বলেও দাবি করেন তিনি।

ভোট গ্রহণ শেষে বিভিন্ন অভিযোগ জানাতে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে যান ইসলামী আন্দোলনের একটি প্রতিনিধিদল। সেখানে দলের যুগ্ম মহাসচিব হেমায়েত উদ্দীন সাংবাদিকদের কাছে এসব অভিযোগ করেন। ইসলামী আন্দোলন ভোট প্রত্যাখ্যান করছে কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে হেমায়েত উদ্দীন বলেন, 'ভোটই তো হয় নাই, বর্জনই কি আর প্রত্যাখ্যান কি।'

প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) বরাবর লেখা চিঠিতে ইসলামী আন্দোলন অভিযোগ করে, বিভিন্ন জায়গায় প্রশাসনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় তাদের প্রার্থীদের ওপর হামলা, কেন্দ্র দখল, এজেন্টদের ভোটকেন্দ্রে ঢুকতে না দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এ ছাড়া এজেন্টদের কেন্দ্র থেকে বের করে দেওয়া, ব্যালট পেপার কেড়ে নেওয়া, ভোট দিতে বাধা দেওয়াসহ নানা অনিয়ম নির্বাচনকে চরমভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে।'

আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন

বাংলাদেশের একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে প্রকাশিত আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলোর প্রতিবেদন নিম্নে তুলে ধরা হলো:

বিবিসি

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে ব্রিটিশ গণমাধ্যম বিবিসি অনলাইনের শিরোনাম ছিল, 'বাংলাদেশ নির্বাচন: নতুন করে ভোটের দাবি বিরোধী দলের'। বিরোধী দলীয় জোট জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের নেতা কামাল হোসেন এ নির্বাচনকে 'প্রহসনের' নির্বাচন বলে উল্লেখ করে নতুন করে ভোট অনুষ্ঠানের দাবি জানিয়েছে।

ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে চতুর্থবারের মতো ক্ষমতায় বসতে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তবে নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপি হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। একটি কেন্দ্রে নির্বাচন শুরু হওয়ার আগেই বাক্সে ব্যালট পেপার ফেলা হচ্ছে– এমনটা প্রত্যক্ষ করেছেন বিবিসির প্রতিবেদক।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের বরাত দিয়ে বিবিসি লিখেছে, নির্বাচন কমিশন বলেছে সারা দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে অনিয়মের বিষয়ে জানতে পেরেছে কমিটি। এই বিষয়ে তদন্ত করা হবে। এ ছাড়া ভোট চলাকালে বিভিন্ন জায়গায় সহিংসতায় ১৭ জন নিহত হয়েছে।

সিএনএন

মার্কিন সম্প্রচারমাধ্যম সিএনএনের খবরে ভোট ঘিরে সহিংসতা ও কারচুপির অভিযোগ করা হয়েছে। ২৯৯ আসনের মধ্যে ২৮৮ আসন পেয়েছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট। একটি আসনের নির্বাচন বাকি। বিএনপি পেয়েছে সাত আসন। ভোটের আগের রাতেই ব্যালট বাক্সে ভোট ভর্তি করে রাখার অভিযোগে নির্বাচনের ফল প্রত্যাখ্যান করে নতুন নির্বাচনের দাবি জানিয়েছে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট। ক্ষমতাবানদের বিরুদ্ধে নির্বাচনের সময় মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ আনা হয়। গতকাল নির্বাচনী সহিংসতায় ১৮ জন নিহত হয়েছে। এর মধ্যে শুধু চট্টগ্রামেই নয়জন। দেশজুড়ে সহিংসতা ঠেকাতে সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

২০০৯ সাল থেকে টানা ক্ষমতায় আছেন শেখ হাসিনা (৭১)। ২০১৪ সালে বিএনপি ও অন্যান্য দল নির্বাচন বর্জন করায় অধিকাংশ আসন পায় আওয়ামী লীগ। এরপর থেকে দুর্দান্ত অর্থনৈতিক অগ্রগতি সত্ত্বেও তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে কর্তৃত্বপরায়ণতা, গণমাধ্যম ও বিরোধীদলের ওপর হয়রানির অভিযোগ উঠে। মানবাধিকার সংস্থা ও প্রতিপক্ষরা আগেই সতর্ক করেছিলেন যে, কর্তৃপক্ষের স্বচ্ছতার আশ্বাস সত্ত্বেও রোববারের নির্বাচনে কারচুপি হতে পারে। লন্ডনভিত্তিক সাংবাদিক সলিল ত্রিপাটি বলেন, সরকার অ্যানফ্রেলের মতো বিদেশি পর্যবেক্ষকদের ভিসা দিতে দেরি করেছে। স্বচ্ছ ও অবাধ নির্বাচনের সুযোগ নষ্ট করে বাংলাদেশ। যদি পর্যবেক্ষকদের অনুমতি না দেন তবে কীভাবে তা স্বচ্ছ প্রমাণ হবে?

তৃতীয় মেয়াদে শেখ হাসিনা নির্বাচনে আসবেন তা প্রত্যাশিত ছিল। কারণ বড় প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া জেলে রয়েছেন। দুর্নীতির দায়ে দণ্ডিত হওয়ায় তিনি নির্বাচনে অংশ নিতে পারছেন না। বিএনপির সমর্থকেরা দাবি করেন, খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। ত্রিপাটি বলেন, হাসিনা না জিতলে সেটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা হতো। প্রতিপক্ষের জন্য নির্বাচনী প্রচার ও ভোট প্রদানে নানা বাধা ছিল।

টাইমস অব ইন্ডিয়া

ভারতের প্রভাবশালী দৈনিক টাইমস অব ইন্ডিয়া 'নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বড় জয়, বিরোধীদের নির্বাচন বাতিলের দাবি' শিরোনামে প্রতিবেদন করে। সেখানে অর্থনৈতিক উন্নয়ন শেখ হাসিনার অবদানের কথা বলা হলেও মানবাধিকার লঙ্ঘন, গণমাধ্যমের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা এবং ভিন্নমত দমনের কথা বলা হয়। তবে শেখ হাসিনা বরাবরই এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

দলের নেতাদের বরাত দিয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়, হাসিনা নতুন করে ক্ষমতা গ্রহণের পর তাঁর প্রথম কাজগুলোর একটি হবে পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি। জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের নেতা ড. কামাল হোসেন, যত দ্রুত সম্ভব নিরপেক্ষ প্রশাসনের অধীনে নতুন করে ভোট গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে তারা ভোট জালিয়াতির অভিযোগ তদন্ত করে দেখবে।

আল-জাজিরা

কাতারভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেল আল-জাজিরার খবরে বলা হয়, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দল আওয়ামী লীগকে জয়ী বলে ঘোষণা করেছে দেশটির নির্বাচন কমিশন। তবে সহিংসতাপূর্ণ নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করেছে প্রধান বিরোধী জোট। আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন জোট ২৮৮টি

আসনে জয় পেয়েছে। আর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) নেতৃত্বাধীন প্রধান বিরোধী জোট ঐক্যফ্রন্ট মাত্র ছয়টি আসনে জয়ী হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে ঐক্যফ্রন্ট নেতা নির্বাচনকে 'প্রহসন' বলে উল্লেখ করেছেন। দেশটির নিরপেক্ষ আদর্শের ভিত্তিতে গড়া সংবিধানের প্রণেতা ও আইনজ্ঞ ঐক্যফ্রন্ট নেতা ড. কামাল হোসেন (৮২) বলেছেন, 'আমরা প্রহসনের এ নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করছি। নিরপেক্ষ প্রশাসনের অধীনে আমরা একটি নতুন নির্বাচন চাই।'

১৯৮১ সাল থেকে আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব দেওয়া শেখ হাসিনা গত এক দশকে উল্লেখযোগ্য জিডিপি প্রবৃদ্ধি ও পোশাক শিল্পের ব্যাপক উন্নয়নকে সঙ্গে নিয়ে নির্বাচনে দাঁড়ান। পোশাক শিল্প রপ্তানিতে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে দ্বিতীয়। এ খাতে চীনের পরই বাংলাদেশের অবস্থান। মিয়ানমারে সামরিক বাহিনীর নৃশংসতা থেকে পালিয়ে আসা প্রায় ১০ লাখ রোহিঙ্গাকে বাংলাদেশে আশ্রয় দিয়ে ব্যাপক প্রশংসিত হন শেখ হাসিনা। ৭১ বছর বয়সী শেখ হাসিনা রেকর্ড সংখ্যক চতুর্থবারের মতো দক্ষিণ এশিয়ার মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ১৬ কোটি জনসংখ্যার দেশে ক্ষমতায় বসতে যাচ্ছেন। তবে এই ব্যাপক জয়ে বড় আকারের অনিয়মের চিত্র প্রকাশ হয়েছে। এটাকে জনগণের রায় বলে গণ্য করা যায় না।

গার্ডিয়ান

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দি গার্ডিয়ানের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নির্বাচন কমিশনের ঘোষিত ফলাফলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ জয় পেলেও বিরোধীরা একে 'প্রহসনের নির্বাচন' বলে তা প্রত্যাখ্যান করেছে। তবে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি চাঙ্গা হয়েছে। যদিও তার সরকারের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠেছে। নির্বাচনী সহিংসতায় ১৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। ১০ বছর পর নির্বাচনে অংশ নিয়ে বিএনপি জোট পেয়েছে মাত্র সাতটি আসন। প্রতিবেদনে ভোটারদের দীর্ঘ লাইন ও প্রধানমন্ত্রীর ভোট দেওয়ার ছবি ব্যবহার করা হয়েছে।

দ্য টেলিগ্রাফ

কোলকাতাভিত্তিক দ্য টেলিগ্রাফ-এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ২৮৮ আসনে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট জয়লাভ করলেও বিরোধীরা ভোট কারচুপির অভিযোগ তুলে পুনরায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি জানিয়েছে। একইসঙ্গে মহাজোটের সমর্থকদের বাধার মুখে লোকজন ভোটকেন্দ্রে যেতে পারেনি বলে অভিযোগ করা হয়। সরকার গঠনের জন্য ১৫১ আসন প্রয়োজন হলেও প্রধান বিরোধী জোটের নেতা এই নির্বাচনকে প্রহসন উল্লেখ করে তা বাতিলের আহ্বান জানিয়েছে। অনেক পোলিং এজেন্ট জানিয়েছে তারা ভয়ে কেন্দ্র থেকে দূরে ছিলেন। আবার অনেকে অভিযোগ করেন তাদের মারধর করে কেন্দ্র থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট থেকে সিরাজগঞ্জের প্রার্থী রুমানা মাহমুদ টেলিগ্রাফের কাছে অভিযোগ করেন, তাঁর ৯০ ভাগ সমর্থককে ভোট দিতে দেওয়া হয়নি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তার কর্মীদের ভোট কেন্দ্রে যেতে দেওয়া হয়নি। পুলিশ আর ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা বাধা দিয়েছে। এমনকি ক্ষমতাসীন দলের নেতারা ব্যালটে সিল মেরে ব্যালট বাক্স ভরাট করেছে। এই আসনের এক নারী ভোটার দাবি করেন, পুলিশ তাদের স্বাধীনভাবে ভোট দিতে দেয়নি। পুলিশ বলেছে যদি নৌকায় ভোট দেয় তাহলেই কেবল ভোট দিতে পারবে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, শেখ হাসিনার ক্ষমতা দিন দিন শক্তিশালী হয়ে উঠেছে এবং দেশটি এক দলীয় শাসনে পরিণত হতে চলেছে।

আনন্দবাজার

কলকাতাভিত্তিক 'আনন্দবাজার পত্রিকা' বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রাকে সাধুবাদ জানিয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশ করেছে। 'অভিনন্দন বাংলাদেশ' শিরোনামে সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে, শুভেচ্ছা প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশকে। আরও পাঁচটা বছর গণতন্ত্রের পথেই থাকতে চায় বাংলাদেশ– গোটা বিশ্বকে এই বার্তা দিয়ে সাধারণ নির্বাচন সম্পন্ন হলো বাংলাদেশে। উপমহাদেশে তথা এশিয়ায় গণতন্ত্রের জয়ধ্বজা উড্ডীন রাখতে বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সাফল্য অত্যন্ত কাম্য ছিল। বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সফল ও নির্বিঘ্ন সমাপন ভারতের কাছে অত্যন্ত কাঙ্ক্ষিত। টানা তিনটে সরকার সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত হলো– বাংলাদেশের জন্য এ এক নতুন উপলব্ধি। গণতন্ত্রের পথে এই সফল পদচারণার জন্য অভিনন্দন প্রাপ্য বাংলাদেশের।

সম্পাদকীয়ের শেষে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সফল পরীক্ষায় ভারত স্বাভাবিকভাবেই খুশি। আগামীর জন্য শুভেচ্ছা রইল। অভাব-অভিযোগ পিছনে ফেলে গণতন্ত্রের সড়কে আগামী দিনে যেন আরও পরিণত ভঙ্গিতে হাঁটতে পারে বাংলাদেশ– ভারতবাসীর তরফ থেকে সেই শুভেচ্ছাই রইল। এছাড়া 'হাসিনার নৌকাতেই বাংলাদেশ' শিরোনামে প্রথম পাতায় খবর প্রকাশ করেছে সংবাদপত্রটি।

স্থানীয় সংবাদপত্রের মূল্যায়ন/প্রতিবেদন

নির্বাচনের পরদিন বাংলাদেশের অধিকাংশ সংবাদপত্রই একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে একতরফা তথা ক্ষমতাসীন জোট কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত নির্বাচন বলে আখ্যায়িত করে। এছাড়া ভোটের আগের রাতে ক্ষমতাসীন দল ও জোটের লোকজন কর্তৃক ব্যালটে সিল মেরে বাক্স ভর্তি করে রাখা, কেন্দ্রে বিরোধী জোটের এজেন্টদের হয়রানি এবং বিরোধী জোটের কর্মী-সমর্থকদের অনুপস্থিতিতে ভোটের মাঠ আওয়ামী লীগ-সহ মহাজোটের নেতা-কর্মীদের নিয়ন্ত্রণে থাকার সংবাদ পরিবেশন করে সংবাদপত্রগুলো। নিম্নে বাংলাদেশের কিছু জাতীয় দৈনিকের সংবাদ শিরোনাম ও প্রতিবেদনের অংশ বিশেষ তুলে ধরা হলো:

প্রথম আলো

৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ *প্রথম আলো*র প্রধান প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল: 'একচেটিয়া ভোটে নৌকার জয়'। প্রতিবেদনে বলা হয়: 'নির্বাচনী প্রচারের ক্ষেত্রে যেমন একচেটিয়া ছিল, গতকাল ভোটের দিনও একচ্ছত্রভাবে মাঠে ছিল আওয়ামী লীগ। রাতে ভোটের যে ফলাফল, তাতেও দেখা গেছে, একচেটিয়া ভোট পেয়ে আওয়ামী লীগের নৌকা প্রতীকের জয় হতে যাচ্ছে। এর মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনা টানা তৃতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী হতে যাচ্ছেন। আওয়ামী লীগ বলছে, জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে নির্বাচনে অংশ নিয়েছেন। অপরদিকে বিএনপি অভিযোগ করেছে, অনেক আসনেই ভোটের আগের রাতে ক্ষমতাসীন দল ও জোটের লোকজন ব্যালটে সিল মেরে বাক্স ভর্তি করেছে। ভোটের ফলাফল বাতিল করে নির্দলীয় সরকারের অধীন দ্রুত পুনর্নির্বাচনের দাবি করেছে বিএনপি-সহ বিরোধীদলীয় জোট জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট। ... নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীন ভোটের দাবিতে ২০১৪ সালের নির্বাচন বর্জনকারী বিএনপি দশ বছর পর দলীয় সরকারের অধীন এই নির্বাচনে অংশ নিয়েছে। কিন্তু দলটি শুরু থেকেই মাঠে নামতে পারেনি বা নামতে দেওয়া হয়নি। দলটি অনেকটাই ছন্নছাড়া অবস্থায় ছিল। গতকাল ভোটের দিনও তাদের নেতা-কর্মীদের দেখা যায়নি।'

'নিয়ন্ত্রিত মাঠ, অনিয়ম, অসংগতি' শিরোনামে *প্রথম আলো*র আরেকটি প্রতিবেদনে বলা হয়: 'একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গতকাল রোববার ভোটের মাঠ ছিল আওয়ামী লীগ-সহ মহাজোটের নেতা-কর্মীদের নিয়ন্ত্রণে। বেশির ভাগ কেন্দ্রেই ঐক্যফ্রন্টের প্রার্থীর এজেন্ট কেন্দ্রে গেলেও সকালেই তাঁদের বের হয়ে যেতে হয়েছে। নির্বাচনী প্রচারণায় যেমন বিএনপিসহ ঐক্যফ্রন্টের নেতা-কর্মীরা মাঠে নামতে পারেননি, গতকালও তেমনি তাঁদের ভোটকেন্দ্রে দেখা যায়নি। আবার কয়েক জায়গায় ঐক্যফ্রন্টের প্রার্থী নিজেই বের হননি, ভোট দেননি। তাঁদের অভিযোগ, ভোট দেওয়ার মতো পরিস্থিতি ছিল না।'

সমকাল

৩১ ডিসেম্বর ২০১৮, 'আওয়ামী লীগের হ্যাটট্রিক জয়' শিরোনামে সমকালের প্রধান প্রতিবেদনে বলা হয়: '... গতকাল সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত সারাদেশের ২৯৯টি আসনে ৪০ হাজারের বেশি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ করা হয়। এরপর শুরু হয় গণনা। তবে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে অনেক কেন্দ্রে বিএনপি প্রার্থীদের কোনো এজেন্ট ছিল না। অভিযোগ ওঠে কারচুপির। দুপুরে বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল ইসিতে গিয়ে অভিযোগ করেন, ২২১টি আসনে অনিয়মের চিত্র অভিন্ন। আগের রাতেই ব্যালটে সিল মেরে বাক্স ভরার অভিযোগও করেন তিনি। তবে রাজধানীর অনেক ভোটকেন্দ্রেই ভোটারের দীর্ঘ লাইন দেখতে পাওয়া গেছে। আবার অনেক স্থানে ভোটকেন্দ্রগুলো ছিল অস্বাভাবিক রকম ফাঁকা। ভোটকেন্দ্রগুলোর সামনে ও ভেতরে আওয়ামী লীগের সমর্থকদের সরব উপস্থিতি থাকলেও, সারাদিনেও দেখা মেলেনি বিএনপির কর্মীদের। তবে পরিস্থিতি ছিল আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে। নিয়োজিত ছিল সেনাবাহিনীও। ...

যুগান্তর:

৩১ ডিসেম্বর ২০১৮, 'আওয়ামী লীগের হ্যাটট্রিক জয়' শিরোনামে যুগান্তরের প্রধান প্রতিবেদনে বলা হয়: 'রেকর্ড জয়ের পথে আওয়ামী লীগ। ফলে টানা তৃতীয়বারের মতো সরকার গঠন করে নতুন ইতিহাস গড়তে যাচ্ছে দলটি। একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে হ্যাটট্রিক করবেন শেখ হাসিনা। ... এদিকে ড. কামাল হোসেন সন্ধ্যায় সংবাদ সম্মেলন করে নির্বাচনের ফল প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন দাবি করেন। ... এর আগে রোববার সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত টানা ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। এতে সহিংসতা, কেন্দ্র দখল, প্রতিপক্ষের পোলিং এজেন্টদের ঢুকতে না দেয়াসহ নানা বিষয়ে অভিযোগ করেন প্রতিপক্ষের কর্মী-সমর্থকরা। যদিও এ নির্বাচনে অনিয়ম নিয়ে সকাল থেকে বিএনপি ও কয়েকজন প্রার্থী ইসিতে অভিযোগ করেন। ...

'ভোট বর্জন ১১৩ প্রার্থীর, ঐক্যফ্রন্টেরই ৯৭' শিরোনামে প্রকাশিত যুগান্তরের আরেকটি প্রতিবেদনে বলা হয়: 'একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রোববার ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার পর সারা দেশে ১১৩ প্রার্থী নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দিয়েছেন। এদের ৯৭ জনই প্রধান বিরোধী জোট জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের (ধানের শীষ) প্রার্থী। ... বর্জনের কারণ হিসেবে এসব প্রার্থী কারচুপি, ভোট শুরুর আগেই ব্যালটে সিল দিয়ে বাক্স ভরিয়ে রাখা, এজেন্টদের কেন্দ্রে ঢুকতে না দেয়া, হামলা-মারধর, কেন্দ্র দখল, মুখ চিনে ভোটারদের ঢুকতে দেয়া, ভোটারদের প্রকাশ্যে সিল দিতে বাধ্য করাসহ বিভিন্ন অভিযোগ করেছেন। এসব প্রার্থী সেইসঙ্গে পুনর্নির্বাচনও দাবি করেছেন।'

কালেরকণ্ঠ

৩১ ডিসেম্বর ২০১৮, 'শেখ হাসিনার উন্নয়নেই গণরায়' শিরোনামে কালেরকণ্ঠের প্রধান প্রতিবেদনে বলা হয়: 'একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আকাশছোঁয়া জয় পেল আওয়ামী লীগ ও এর নেতৃত্বাধীন মহাজোট। এর ফলে টানা তৃতীয়বারের মতো সরকার গঠন করার তথা দেশ পরিচালনার সুযোগ পেল দলটি।... হাড় কাঁপানো শীত উপেক্ষা করে সারা দেশে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনায় গতকাল ভোটাধিকার প্রয়োগ করে ভোটাররা। প্রচলিত পদ্ধতির বাইরে দেশের ছয়টি নির্বাচনী এলাকায় প্রথমবারের মতো সব কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ করা হয় ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিনের (ইভিএম) মাধ্যমে। এতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দিয়েছে ভোটাররা। সকাল ৮টা থেকে শুরু হয়ে বিকেল ৪টা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে চলে ভোট। নির্বাচন চলাকালে বিচ্ছিন্ন কয়েকটি সহিংসতায় হতাহতের ঘটনা ঘটলেও সার্বিকভাবে সারা দেশে পরিবেশ ছিল শান্তিপূর্ণ। অনিয়মের অভিযোগে ২৯ কেন্দ্রের ভোট স্থগিত করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। কয়েকটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা ভোট বর্জন করার ঘোষণা দিয়েছেন। নির্বাচনের ফল প্রত্যাখ্যান করে পুনর্নির্বাচন দাবি করেছে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট।'

ইত্তেফাক

৩১ ডিসেম্বর ২০১৮, '২৮৮ আসনে মহাজোটের জয়' শিরোনামে ইত্তেফাকের প্রধান প্রতিবেদনে বলা হয়: 'একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ২৯৯ আসনের মধ্যে ২৮৮ আসন পেয়ে বিশাল জয় পেয়েছে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট। ... ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকান্ড এবং নির্বাচনী প্রচারণায় দলের নেতা-কর্মীদের সরব উপস্থিতি মহাজোটের বড় ব্যবধানে জয়ী হওয়ার নিয়ামক হিসাবে কাজ করেছে বলে মনে করা হচ্ছে। টানা ১০ বছর ক্ষমতায় থাকা এই জোট ইতিহাস সৃষ্টিকারী জয় পেলেও তাদের প্রধান প্রতিপক্ষ বিএনপির নেতৃত্বাধীন জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের ভরাডুবি হয়েছে। ১৯৯১ সালে সংসদীয় গণতন্ত্র চালুর পর এবারই প্রথম বিএনপি সবচেয়ে কম আসন পেয়েছে। দলটির বেশ কয়েকজন প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। অনেক স্থানে মহাজোট প্রার্থীর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছেন ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থীরা। গতকাল রবিবার শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয় এই নির্বাচন।... ভোটের দিন বিক্ষিপ্ত সংঘাত ও সহিংসতার কারণে মোট ২৯টি কেন্দ্রের ভোট গ্রহণ স্থগিত হয়েছে বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন।'

মানবজমিন

৩১ ডিসেম্বর ২০১৮, 'প্রত্যাবর্তন' শিরোনামে মানবজমিনের প্রধান প্রতিবেদনে বলা হয়: 'শুরু থেকেই নতুন ধরনের পরিবেশ ছিল নির্বাচনে। তফসিল ঘোষণার পর প্রচার-প্রচারণায় দেখা গেছে ক্ষমতাসীন দলের প্রাধান্য। একপর্যায়ে শুরু হয় বিরোধী জোটের প্রার্থী ও তাদের কর্মী সমর্থকদের ওপর হামলা। প্রচার-প্রচারণার সময় এমন হামলা ছিল নজিরবিহীন। হামলায় রেকর্ডসংখ্যক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী আহত হন। ভোটের আগে একপক্ষীয় প্রচার, বিরোধী নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তারে ভোটের মাঠে অনেকটা কোণঠাসা অবস্থায় ছিল বিরোধী জোট। এমন অবস্থায়ই শেষ পর্যন্ত ভোটের মাঠে থাকার ঘোষণায় আশা জেগেছিল তাদের কর্মী সমর্থকদের মাঝে। তবে গতকাল ভোটের মাঠে দেখা গেছে ভিন্ন চিত্র। প্রায় সারা দেশে বিরোধী পক্ষের প্রার্থীদের এজেন্ট বের করে দেয়ার অভিযোগ এসেছে গণহারে। রাতেই ভোট দিয়ে বাক্স ভরে রাখার তথ্য এসেছে অনেক জায়গা থেকে। ভোটের আগের রাত থেকে কেন্দ্রে কেন্দ্রে অবস্থান নেয়া দলীয় নেতাকর্মীরা দিনভর ভোটকেন্দ্র নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন। দলীয় নেতাকর্মী আর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে মিলে একাকার হতে দেখা গেছে ভোটকেন্দ্র ও আশপাশে। বিরোধী প্রার্থীদের সমর্থকদের ভোটকেন্দ্রের বাইরে নানা হেনস্তার শিকার হতে হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন সংঘর্ষে নিহত হয়েছেন অন্তত ২২ জন। তাদের মধ্যে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির নেতাকর্মীই বেশি। প্রতিপক্ষের হামলায় আহত হয়েছেন সহস্রাধিক। নির্বাচন চলাকালে শতাধিক প্রার্থী নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দেন অনিয়মের অভিযোগ তুলে। নিজ বাড়িতে অবরুদ্ধ থাকা বা কর্মী সমর্থকদের ভোটকেন্দ্রে বাধা দেয়ার কারণে নিজের ভোটাধিকারই প্রয়োগ করেননি অনেক প্রার্থী।'

The Daily Star

৩১ ডিসেম্বর ২০১৮, 'Hat-trick for Hasina' শিরোনামে ডেইলি স্টারের প্রধান প্রতিবেদনে বলা হয়: 'Awami League President Sheikh Hasina has led her party to a third consecutive win in parliamentary polls, securing two-thirds majority in yesterday's election held in an atmosphere dominated by the ruling party men. ... The results show the BNP-led Jatiya Oikyafront and 20-party alliance fared poorly, prompting a call for a fresh election. ... Yesterday's voting was unprecedented. The atmosphere was peaceful. Festoons fluttered everywhere, even obscuring the sky. People walked to the polling stations from early morning. Polling agents and party men in their hundreds roamed the alleys and sub-alleys. Party men with ID cards dangling from their neck sat lazily and gossiped by the voting centres. Security forces patrolled, but that was not necessary as peace prevailed. Everything was fine except that it was a one-sided story all over. The festoons were of the ruling AL. The hundreds of polling agents and party men who thronged the voting centres all belonged to the AL or components of the alliance it leads. Polling agents of neither the BNP nor its allies were seen in 196 polling centres visited by our correspondents

in Dhaka city and 250 centres in 25 districts. ... Yesterday, there was festivity also, but it was a one-sided overwhelming show of strength that had caused an enforced absence of the opposition. It seemed no party other than the ruling AL was contesting the polls. A contest with itself, probably. The scene though was not surprising altogether. After the fashion in which the opposition men were harassed and harried by law enforcers in the days and weeks running up to the election, it was too much to expect for any opposition men to approach the voting centres yesterday. No one wanted to be polling agents for the opposition amid the spectre of arrests. Other strange symptoms were visible too. The voters were greeted by smiling AL men at the centres and escorted inside where voters waited in long queues that moved at a snail's pace. But inside the polling rooms, there was hardly anything to justify the slow process of voting.'

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সুজন পরিচালিত কার্যক্রমের বিবরণ

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই সুজন নির্বাচনকেন্দ্রিক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের পাশাপাশি স্বচ্ছ নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সৎ যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থী নির্বাচনই এই কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য। এরই ধারাবাহিকতায় একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে সুজন-এর উদ্যোগে নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। কার্যক্রমসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে: নির্বাচনী অলিম্পিয়াড, সংবাদ সম্মেলন, জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠান, ভোটারদের মাঝে প্রার্থীদের তথ্যচিত্র বিতরণ, সাংস্কৃতিক প্রচারণা, মানববন্ধন, শান্তি পদযাত্রা ও সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারণা ইত্যাদি। নিম্নে কার্যক্রমসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হলো:

- **নির্বাচনী অলিম্পিয়াড:** ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর পর্যন্ত সুজন-এর উদ্যোগে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে ৩০টি নির্বাচনী এলাকায় নির্বাচনী অলিম্পিয়াড আয়োজন করা হয়। নির্বাচনী অলিম্পিয়াডে তরুণরা যেমন বাংলাদেশের নির্বাচনী আইন ও বিধি-বিধান এবং বাংলাদেশের নির্বাচনী ব্যবস্থা সম্পর্কে অবগত হয়েছে; পাশাপাশি তরুণ সমাজকে উদ্বুদ্ধ করা হয় তারা যেন নাগরিক দায়িত্ববোধ থেকে প্রার্থীদের সম্পর্কে জেনে-শুনে-বুঝে ভোটাধিকার প্রয়োগ করে।
- **সংবাদ সম্মেলন:** সুজন-এর উদ্যোগে কেন্দ্রীয়ভাবে পাঁচটি সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এর মধ্যে প্রথমটি ছিল সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থী নির্বাচনের আহ্বানে। অন্য চারটি সংবাদ সম্মেলনের মধ্যে একটি ছিল নির্বাচনী ইশতেহার সম্পর্কে সুজন-এর প্রত্যাশা নিয়ে, একটি ছিল রাজনৈতিক দল ও জোট কর্তৃক প্রকাশিত ইশতেহার বিশ্লেষণ নিয়ে, আরেকটি ছিল প্রার্থীগণ কর্তৃক হলফনামায় প্রদত্ত তথ্যের বিশ্লেষণ উপস্থাপন, অপরটি ছিল নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যদের তথ্যের বিশ্লেষণ-সহ নির্বাচন ও পরবর্তীতে করণীয় সম্পর্কে।
- **জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠান:** সুজন-এর পক্ষ থেকে ৩৭টি নির্বাচনী এলাকায় প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীগণকে এক মঞ্চে এনে 'জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠান' আয়োজন করেছিলাম। অনুষ্ঠানসমূহে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণ যেমন তাঁদের ভবিষ্যৎ কর্মসূচি ভোটারদের সামনে তুলে ধরেছেন; তেমনি ভোটাররাও তাদের প্রত্যাশা তুলে ধরা-সহ প্রার্থীদের প্রশ্ন করার সুযোগ পান। পাশাপাশি অনুষ্ঠানসমূহে অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সহায়তা এবং নির্বাচিত হলে জনকল্যাণে ভূমিকা রাখার ব্যাপারে প্রার্থীরা লিখিত অঙ্গীকার করেন এবং প্রার্থীদের সম্পর্কে জেনে-শুনে-বুঝে অসৎ ও অযোগ্যদের বর্জন করে, সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের নির্বাচিত করার ব্যাপারে ভোটাররাও শপথ গ্রহণ করেন।
- **ভোটারদের মধ্যে তথ্যচিত্র বিতরণ:** একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সুজন-এর উদ্যোগে ৭৩টি নির্বাচনী এলাকায় প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণ কর্তৃক হলফনামায় প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রণীত তথ্যচিত্র তৈরি করে তাঁদের সম্পর্কে জেনে-শুনে-বুঝে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের নির্বাচিত করার আহ্বান-সহ তা প্রকাশ এবং ভোটারদের মধ্যে তা বিতরণ করা হয়।
- **সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে প্রচারণা:** সুজন-এর উদ্যোগে ৩৫টি নির্বাচনী এলাকায় অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ তথা সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের নির্বাচিত করার আহ্বানে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে প্রচারণা চালানো হয়। উল্লেখ্য, এক একটি সাংস্কৃতিক দল পিক-আপে করে সমগ্র নির্বাচনী এলাকায় ঘুরে ঘুরে সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মধ্য দিয়ে এই প্রচারণা চালানো হয়।
- **মানববন্ধন ও পদযাত্রা: মো**ট ৪১টি নির্বাচনী এলাকায় অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থী নির্বাচনের আহ্বানে মানববন্ধন ও শান্তি পদযাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল নির্বাচনী প্রচারণার শেষ দিনে, নির্বাচনের পূর্বে আয়োজিত শেষ কর্মসূচি হিসেবে।
- **সোশাল মিডিয়া ক্যাম্পেইন:** সুজন-এর ফেসবুক পেইজেও (facebook.com/shujan.bd) প্রার্থীদের সম্পর্কে জেনে-শুনে-বুঝে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থী নির্বাচনের আহ্বানে বিভিন্নমুখী প্রচারণা চালানো হয়। প্রার্থী ও বিশিষ্ট নাগরিকদের সাক্ষাতকার সন্নিবেশন, অনলাইন কুইজ, বিষয়ভিত্তিক মতামত ও অনলাইন পোল, ইনফোগ্রাফ, নির্বাচনী আচরণবিধিমালা সন্নিবেশন, বিভিন্ন নির্বাচনকেন্দ্রিক অনুষ্ঠানের লাইভ সম্প্রচার, বিভিন্ন বিষয়ের ওপর লাইভ আলোচনা ইত্যাদি বিষয়সমূহ সোশ্যাল মিডিয়া ক্যাম্পেইনের আওতাভুক্ত ছিল। এতে সর্বমোট ৩৫ লাখ মানুষ যুক্ত হয়েছিলেন।

শেষকথা

শোষণ-বৈষম্যের বিপরীতে দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের পথ পাড়ি দিয়ে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা। সংবিধানে আমাদের রাষ্ট্রের নাম দেওয়া হয় 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ'। এই নামের মধ্যেই জড়িয়ে আছে একটি গণতান্ত্রিক সমাজ বিনির্মাণের আকাঙ্ক্ষা ও অঙ্গীকার। আর একটি গণতান্ত্রিক সমাজ বিনির্মাণের প্রথম এবং গুরুত্বপূর্ণ ধাপই হচ্ছে নির্বাচন। অর্থাৎ গণতান্ত্রিক সমাজ বিনির্মাণ তথা জনগণ কর্তৃক প্রকৃত প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের কোনো বিকল্প নেই।

২০১৪ সালে (দশম) অনুষ্ঠিত বিতর্কিত নির্বাচনের কারণে বাংলাদেশে যে অস্বাভাবিকতা ও সম্ভাব্য অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি হয়েছিল, তা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে একটি সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া অত্যন্ত জরুরি ছিল। কিন্তু জনগণের সে আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়নি। নানাবিধ কারণে বিএনপি-সহ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিলেও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের পূর্বশর্ত হিসেবে সুস্থ প্রতিযোগিতার জন্য যে ধরনের অনুকূল পরিবেশ প্রয়োজন তা সৃষ্টি হয়নি। ফলস্বরূপ একাদশ নির্বাচন পরিণত হয় একতরফা নির্বাচনে।

এই নির্বাচনের পর বাংলাদেশের রাজনীতিতে চরম ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি হয়েছে। ধীরে ধীরে কর্তৃত্ববাদিতার প্রভাব জেঁকে বসছে আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রে। এক ধরনের ভয়ের সংস্কৃতি সৃষ্টি হচ্ছে আমাদের সমাজে। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য একে অপরকে নিশ্চিহ্ন করার রাজনৈতিক সংস্কৃতির বদলে অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজনীতির ধারা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এজন্য চাই ব্যাপক রাজনৈতিক সংস্কার। আশা করি, আমাদের সম্মানিত রাজনীতিবিদরা জাতির বৃহত্তর স্বার্থে এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সংক্রান্ত এই (বর্তমান) প্রতিবেদন একাজে সামান্যতম অবদান রাখলেও প্রতিবেদনটি তৈরি করা সার্থক হয়েছে বলে আমরা মনে করবো।

পরিশিষ্ট-১:

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী কর্তৃক দাখিলকৃত হলফনামার ছক (নমুনা)

হলফনামা

(প্রার্থী কর্তৃক পূরণীয়)

আমি _____
প্রার্থীর নাম

পিতা/স্বামীর নাম _____

মাতার নাম _____

ঠিকানা _____

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে _____
(নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম)

নির্বাচনী এলাকা হইতে প্রার্থীরূপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে ইচ্ছুক। আমি এই মর্মে শপথ পূর্বক ঘোষণা করিতেছি যে,

১. আমার সর্বোচ্চ শিক্ষাগত _____ যোগ্যতা এবং সার্টিফিকেটের সত্যায়িত কপি এতদ্‌সংগে সংযুক্ত করিলাম।
উত্তীর্ণ পরীক্ষার নাম

২. ক. আমি বর্তমানে ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত নহি _____ [প্রযোজ্য হলে টিক (√) চিহ্ন দিন]

অথবা

২. খ. আমি বর্তমানে ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত এবং উহার বিস্তারিত বিবরণ:

ক্রমিক নম্বর	যে আইন ও আইনের ধারায় মামলা দায়ের করা হইয়াছে	যে আদালত মামলাটি আমলে নিয়াছে	মামলা নম্বর	মামলার বর্তমান অবস্থা
১				
২				
৩				

৩. ক. অতীতে আমার বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয় নাই _____ [প্রযোজ্য হলে টিক (√) চিহ্ন দিন]

অথবা

৩. খ. অতীতে আমার বিরুদ্ধে দায়ের কৃত ফৌজদারি মামলা বা মামলাসমূহ এবং উহার ফলাফলের বিবরণ:

ক্রমিক	যে আইন ও আইনের ধারায় মামলা দায়ের করা হইয়াছে	যে আদালত মামলাটি আমলে নিয়াছে	মামলা নম্বর	মামলার ফলাফল
১				
২				
৩				

৪. আমার পেশার বিবরণী: _____

৫. আমার এবং আমার উপর নির্ভরশীলদের আয়ের উৎস/উৎসসমূহ:

ক্রমিক	আয়ের উৎস বিবরণ	এই খাত হইতে প্রার্থীর বাৎসরিক আয়	প্রার্থীর উপর নির্ভরশীলদের আয়
১	কৃষিখাত		
২	বাড়ি/এপার্টমেন্ট/দোকান বা অন্যান্য ভাড়া		
৩	ব্যবসা		
৪	শেয়ার, সঞ্চয়পত্র/ব্যাংক আমানত		
৫	পেশা (শিক্ষকতা, চিকিৎসা, আইন, পরামর্শক ইত্যাদি)		
৬	চাকরি		
৭	অন্যান্য (সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিয়া)		

৬. আমার, আমার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের এবং আমার স্ত্রী/স্বামীর পরিসম্পদ এবং দায়ের বিবরণী:

(ক) অস্থাবর সম্পদ

ক্রমিক	মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখে সম্পদের ধরন	নিজ নামে	স্ত্রী/স্বামীর নামে	নির্ভরশীলদের নামে
১	নগদ টাকা			
২	বৈদেশিক মুদ্রা (মুদ্রার নাম-সহ)			
৩	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমাকৃত অর্থের পরিমাণ			
৪	বন্ড, ঋণপত্র, স্টক একচেঞ্জে তালিকাভুক্ত ও তালিকাভুক্ত নয় কোম্পানির শেয়ার (পরিমাণ, অর্জনকালীন সময়ের মূল্যসহ)			
৫	পোস্টাল, সেভিংস সার্টিফিকেটসহ বিভিন্ন ধরনের সঞ্চয়পত্রে বা স্থায়ী আমানতে বিনিয়োগ			
৬	বাস, ট্রাক, মোটর গাড়ি ও মটর সাইকেল ইত্যাদির বিবরণী (পরিমাণ অর্জনকালীন সময়ের মূল্যসহ)			
৭	স্বর্ণ ও অন্যান্য মূল্যবান ধাতু ও পাথর নির্মিত অলংকারাদি (পরিমাণ অর্জনকালীন সময়ের মূল্যসহ)			
৮	ইলেকট্রনিক সামগ্রী (পরিমাণ অর্জনকালীন সময়ের মূল্যসহ)			
৯	আসবাবপত্রের বিবরণী মূল্যসহ			
১০	অন্যান্য			

(নির্ভরশীলদের সংখ্যা অধিক হইলে অতিরিক্ত কাগজে তথ্য প্রদান করিতে হইবে)

(খ) স্থাবর সম্পদ

ক্রমিক	সম্পদের বিবরণ	নিজ নামে	স্ত্রী/স্বামীর নামে	নির্ভরশীলদের নামে	যৌথ মালিকানা	যৌথ মালিকানার ক্ষেত্রে প্রার্থীর অংশ
১	কৃষি জমির পরিমাণ ও					

	অর্জনকালীন সময়ে আর্থিক মূল্য					
২	অকৃষি জমি ও অর্জনকালীন সময়ে আর্থিক মূল্য					
৩	দালান, আবাসিক বা বাণিজ্যিক সংখ্যা, অবস্থান ও অর্জনকালীন সময়ে আর্থিক মূল্য					
৪	বাড়ী/ এপার্টমেন্ট সংখ্যা, অবস্থান ও অর্জনকালীন সময়ে আর্থিক মূল্য					
৫	চা বাগান, রাবার বাগান, মৎস খামার ইত্যাদির মূল্য সংখ্যা ও অর্জনকালীন সময়ে আর্থিক মূল্য					
৬	অন্যান্য (বিস্তারিত বিবরণ অর্জনকালীন মূল্যসহ					

(নির্ভরশীলদের সংখ্যা অধিক হইলে অতিরিক্ত কাগজে তথ্য প্রদান করিতে হইবে)

(গ) দায়

দায় সমূহের প্রকৃতি ও বর্ণনা	পরিমাণ
১	২

(পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণী দাখিল করিতে প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ সংযুক্ত করা যাইবে)

৭. ক. আমি ইতিপূর্বে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হই নাই ☐ [প্রযোজ্য হলে টিক (√) চিহ্ন দিন]

অথবা

৭. খ. আমি ইতিপূর্বে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিলাম। নির্বাচনের পূর্বে আমার দ্বারা ভোটারদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি এবং উহার কী পরিমাণ অর্জন সম্ভব হইয়াছিল তাহার বিবরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

ক্রমিক	প্রতিশ্রুতিসমূহ	অর্জনসমূহ
১		
২		
৩		
৪		

৮. ঋণ সংক্রান্ত তথ্যাবলী: (অপ্রয়োজনীয় অংশ কাটিয়া দিন)

(ক) আমি একক বা যৌথভাবে বা আমার উপর নির্ভরশীল কোন সদস্য অথবা কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান, ম্যানেজিং ডিরেক্টর বা ডিরেক্টর হওয়ার সুবাদে আমি কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে কোন ঋণ গ্রহণ করি নাই।

অথবা

(খ) আমি আমার একক বা যৌথভাবে বা আমার উপর নির্ভরশীল কোন সদস্য অথবা কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান, ম্যানেজিং ডিরেক্টর বা ডিরেক্টর হওয়ার সুবাদে ঐ সব ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে গৃহিত ঋণের পরিমাণ নিম্নে উল্লেখ করিলাম:

ঋণের ধরণ	ব্যাংক/প্রতিষ্ঠানের নাম	ঋণের পরিমাণ	খেলাপি ঋণের পরিমাণ (যদি থাকে)	পুনঃতফসিলি করা হইয়া থাকিলে উহার সর্বশেষ তারিখ
একক				
যৌথ				

নির্ভরশীল ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ				
কোন প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান, ম্যানেজিং ডিরেক্টর বা ডিরেক্টর হওয়ার সুবাদে				

আমি শপথপূর্বক আরও বলিতেছি যে, এই হলফনামায় প্রদত্ত যাবতীয় তথ্য এবং এতদসঙ্গে দাখিলকৃত সকল দলিল দস্তাবেজ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সম্পূর্ণ সত্য ও নির্ভুল।

তারিখ [ ][ ] দিন [ ][ ] মাস [ ][ ][ ][ ] বৎসর [ ]

মনোনীত প্রার্থীর স্বাক্ষর/টিপসই

এতদ্বারা জনাব/বেগম [ ]

প্রার্থীর নাম

পিতা/স্বামীর নামঃ [ ]

মাতার নামঃ [ ]

ঠিকানাঃ [ ]

যিনি জনাব/বেগমঃ [ ]

শনাক্তকারীর নাম

এর মাধ্যমে শনাক্ত হইয়া অদ্য [ ] তারিখে আমার সম্মুখে শপথপূর্বক উপরে বর্ণিত এই হলফনামা প্রদান করিয়াছেন।

তারিখ [ ][ ] দিন [ ][ ] মাস [ ][ ][ ][ ] বৎসর [ ]

ম্যাজিস্ট্রেট/নোটারি পাবলিকের স্বাক্ষর

তথ্যসূত্রঃ

১. বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন।
২. উইকিপিডিয়া।
৩. বাংলাপিডিয়া।
৪. পরিসংখ্যান প্রতিবেদন ১০ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন।
৫. সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক সচিবালয়।
৬. ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮, প্রথম আলো
৭. ৩০ ডিসেম্বর ২০১৮, প্রথম আলো
৮. বাংলাদেশের নির্বাচনী ব্যবস্থা ও ফলাফল, নেসার আমিন, প্রান্ত প্রকাশন, ২০১৭
৯. প্রথম আলো, ০৩ নভেম্বর ২০১৮
১০. প্রথম আলো, ১৮ নভেম্বর ২০১৮
১১. যুগান্তর, ৩০ আগস্ট ২০১৮
১২. যুগান্তর, ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮
১৩. দৈনিক আমাদের সময়, ২০ নভেম্বর, ২০১৮
১৪. প্রথম আলো, ১০ ডিসেম্বর ২০১৮
১৫. আমাদের সময়, ২২ ডিসেম্বর ২০১৮
১৬. সমকাল, ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮
১৭. বণিকবার্তা, ২১ নভেম্বর ২০১৮
১৮. যুগান্তর, ১৭ নভেম্বর ২০১৮
১৯. যুগান্তর, ১৮ নভেম্বর ২০১৮
২০. প্রথম আলো, ১৯ নভেম্বর ২০১৮
২১. কালেরকণ্ঠ, ২১ নভেম্বর ২০১৮
২২. কালেরকণ্ঠ, ২১ নভেম্বর ২০১৮
২৩. বাংলাদেশ প্রতিদিন, ২৫ নভেম্বর ২০১৮
২৪. প্রথম আলো, ২৯ ডিসেম্বর ২০১৮
২৫. প্রথম আলো, ০৫ ডিসেম্বর ২০১৮
২৬. বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম, ১৭ ডিসেম্বর ২০১৮
২৭. প্রথম আলো, ১৯ ডিসেম্বর ২০১৮
২৮. প্রথম আলো, ২২ জানুয়ারি ২০১৯
২৯. বাংলাদেশ প্রতিদিন, ২১ ডিসেম্বর, ২০১৮
৩০. দি ডেইলি স্টার, ২৭ ডিসেম্বর ২০১৮
৩১. দি ডেইলি স্টার, ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮
৩২. www.dw.com/bn, ২ জানুয়ারি ২০১৯
৩৩. যুগান্তর, ১৩ মার্চ ২০১৯
৩৪. যুগান্তর, ২১ ডিসেম্বর ২০১৮
৩৫. প্রথম আলো, ২৭ মার্চ ২০১৯
৩৬. প্রথম আলো, ০১ জানুয়ারি ২০১৯
৩৭. প্রথম আলো, ২ জানুয়ারি ২০১৯
৩৮. www.jagonews24.com/national/news/476070
৩৯. www.bbc.com/bengali/news-47509227
৪০. www.youtube.com/watch?v=AdK1foqbfcI1
৪১. www.youtube.com/watch?v=3PGVVQHTwwg
৪২. www.youtube.com/watch?v=0Eb_49YuSd0
৪৩. www.parliament.uk/about/living-heritage